মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞের লক্ষণ ছিল, কিন্তু ইঁহাকে দেখিলে, চিন্তাশীল বলিয়া মনে হয় না। ক্ষিতিমোহনের নিকট বিজ্ঞানই একমাত্র বিদ্যা; সাহিত্য, ইতিহাস কোন কাজেরই নয়। মেসের সকলে ইঁহাকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া ডাকিত। ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলাতে ইঁহার খুবই উৎসাহ।

বিপিনের বাড়ী শ্রীরামপুরে। ইঁহার কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার অতিশয় মার্জ্জিত। ইঁনিও বন্ধু ক্ষিতিমোহনের মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; এ ছাড়া, অন্য বিষয়ে তাহাদের মিল ছিল না। বিপিনের গায়ের রঙ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; শরীর খুব পুষ্ট ও পরিণত না হইলেও, শরীরের সঙ্গে হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-গুলির সামঞ্জস্য থাকায়, মোটের উপর লোকটিকে প্রিয়দর্শন করিয়া তুলিয়াছে; খেলা ধূলায় ইঁহার কোন আশক্তি ছিল না। বিজ্ঞানকে ইনি তুচ্ছচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। সাহিত্য ও দর্শনের দিকেই ইঁহার ঝোঁক বেশী। গৌরবের সহিত বি, এ, পাশ দিয়া, এখন ইনি দর্শন-শাস্ত্র এম. এ পড়িতেছেন।

ক্ষিতিমোহন কহিল—আচ্ছা ভাই দার্শনিক, তুমি ত বিজ্ঞ
ভাল দেখ্‌তে পাও না; আজ এই শীতের সন্ধ্যাটিতে সর্ব্বাঙ্গ
ঢেকে-ঢুকে, দিব্যি আরামে সিগারেট ফুঁক্‌ছ, এ কার দৌল
ভদ্রভাবে ধূমপান কর্‌তে গেলেও, বিজ্ঞানের সাহা
নাই। তামাকের পাতা যে, এমন সুদৃশ্য, সুগন্ধ
পারে, এ তোমার সাহিত্য ইতিহাস কোনকালে কল্প

বিপিন কহিল— আমি তোমার বিজ্ঞানকে এ
আজ হোতে আর একটা নতুন অপবাদ দিবার
বিজ্ঞান শেষে আমার তামাকটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট কর্‌
অন্যায় করে' এর দাম চড়িয়ে দিয়েছে।

বিস্মিতকণ্ঠে ক্ষিতিমোহন কহিল,—তোমার এ

বিপিন—মানে খুবই ত সোজা। সেকালে লোকে তামাক বলে যা কিনতো, তা খাঁটি তামাকই ছিল; কিন্তু এখন সিগারেট ব'লে যা কিনে, তাতে কতটুকু তামাক আছে, তা বলাই শক্ত। অথচ, এর জন্যে খরচ করতে হয়, নিতান্ত কম নয়।

ক্ষিতিমোহন—তোমার সঙ্গেত কথাতে পারবার যো নাই। আচ্ছা, একথা তুমি মানত? আমেরিকা প্রভৃতি দেশে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তামাকের চাষ হয় বলেইত, সে সব দেশে এত তামাক উৎপন্ন হচ্ছে; আর রেলগাড়ী ও ষ্টীমার সাহায্যে, তা দেশ বিদেশে আমদানী রপ্তানিও হতে পাচ্ছে।

বিপিনের মধ্যে যে দার্শনিকটি ছিল, ক্ষিতিমোহনের কথায় যেন সে সহসা সাড়া পাইয়া উঠিল। ঘরের মেজেতে একস্থানে গরম জলের কেতলী ও চায়ের অন্যান্য সরঞ্জামগুলি ঝির অপেক্ষায় পড়িয়া ছিল, সেইগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট করিয়া, বিপিন কহিল—এও তোমার বৈজ্ঞানিক যুগের আর

না; প্রত্যেকেই চায়, সে যেন সব পায়—তাকে যেন সব অধিকার

একটা অমানুষিক প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি, যেন এই বিরাট

গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। আমি ত এটাকে এক রকম

ন করি। পৃথিবীর ১৫ আনা অশান্তির মূলই ত

সাহায্যে লোকের ধন-সম্পদ, বিলাস প্রভৃতি অনেক

স্বীকার করি; কিন্তু তাতে লাভ যে কি, আমাকে

উন্নতি হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে; এ বিষয়ে

হয়ে পড়ছে বলত? আমাদের আত্মার এতদূর

সুন্দর ও ভাল যে কি, তাও স্পষ্ট ক'রে অনেক

একজন সিঁড়ি দিয়া, জুতা মচ্‌মচ্‌ করিতে করিতে

ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আগন্তুকের চোকে

মুখে, কেমন একটা ভর্ৎসনা ও বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। ইহাকে দেখিয়া বিপিন ও ক্ষিতিমোহন তাহাদের তর্ক বন্ধ করিল।

আগন্তুকের নাম দীননাথ। মাথায় বেশ লম্বা। সর্ব্বাঙ্গে বেশ একটা শ্রী আছে। বয়স ২২।২৩এর বেশী নয়। ইহার দিকে চাহিলেই সব আগে চোক পড়ে, উহার প্রশস্ত উন্নত ললাটির উপর। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। শৈশব ও বাল্য পল্লীগ্রামে কাটাইয়া সে এখন মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছে। এবার তাহার ডাক্তার হইয়া বাহির হইবার কথা।

দীন চীৎকার করিয়া কহিল—এই বুঝি তোমাদের সন্ধ্যার সময় নির্ম্মল হাওয়া খাওয়া। এখন শোন বলি, শীগ্গীর ওঠ—বেড়াতে চল বলছি।

কথাগুলি এত জোরে বলা হইল যে, তাহাতে পাশের ঘরের একটি ছেলেকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে অতিশয় বিরক্ত হইয়া, একেবারে ছুটীয়া আসিয়া কহিল—দেখুন বিপিন বাবু, একটুখানি আস্তে কথাবার্ত্তা কবেন, পড়াশুনার ভারি বিঘ্ন হচ্ছে।

দীন বিস্ফারিত নয়নে, তাহার দিকে চাহিয়া কহিল-
আপনি এখনও পড়ছেন। চোকে অক্ষর দেখ্‌ছেন কি করে? (
পড়া, এ ত ভাল নয়। এতে স্বাস্থ্য ও চোক, দুই যে হারি

ক্রুদ্ধ কালিদাস কহিল—দেখুন ওসব হাইজিনে
জানেন, আমরা বুঝি না, এমন মনে ক'রবেন না।
হই, তারপর ওসব দেখার অবসর হবে।

ছাত্রমহলে কালিদাসকে সকলেই চিনে। য়ুনি
প্রতি বরাবরই অসম্ভব কৃপা দেখাইয়া আসিতেছেন।
পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। লোকটির শরীরট
মাথাটা বেশ বড়। হাত পা সরু সরু। চোক দুটী যে
দেখিলে ইহার প্রতি এক প্রকার করুণার ভাব উদ

মৃদুস্বরে দীন কহিল,—দেখ্‌ন কালী বাবু, আমার পক্ষে আপনার সঙ্গে তর্ক করা ভাল দেখায় না। তবু আমি যখনই সুবিধা পাব, বল্‌ব, আপনি স্বাস্থ্যবিষয়ে উদাসীন হ'য়ে, কেবল পড়াশুনা করে, দেহ ও জীবন উভয়ই নষ্ট করতে বসেছেন। এখন যদি স্বাস্থ্যটি হারিয়ে বসেন, শেষে কি আর তা ফিরে পাবেন মনে করেন? শুনুন আমার কথা—বই রেখে আসুন, গোলদীঘিতে খানিকটা বেড়ান যাক্ গে?

কালিদাস কহিল—মাপ করবেন আমাকে দীন বাবু, আজ আমার বের হবার জো নাই, বুকের মধ্যে জল্‌ছে আর মাথাটা কেমন ভার হ'য়ে রয়েছে। আগ্রহভরে দীন কহিল—আমার অনুরোধে অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্যে বাহিরে আসুন।

কালিদাস কহিল—না, না, আজ আমি কিছুতেই বের হতে পারব না। এই বলিতে বলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষিতিমোহন কহিল—ও এখন কি করবে জান? মাথা ধরা ও বুক
য দুই তিন রকম ওষুধ খাবে, আর পেনাল কোডের ধারা
বসবে। এমন ও প্রায় প্রতিদিনই করে থাকে।
ল—অথচ যা করলে অম্বল হয় না, মাথা ধরে না—তা কিছুতেই
ক এ সব ওষুধ দেয় কে, বলতে পার?
কটাক্ষ করিয়া বিপিন কহিল—তার জন্যে ভাবনা
মস্ত বৈজ্ঞানিক আছেন,—তা বুঝি জান না?
—তা আমার এতে দোষ কি? একদিন মাথা ধরে
আমি ওকে ওষুধ লিখে দিয়েছিলাম। আমি ত
ন রোজ অম্বল কোরো আর ওষুধ গিলো।
, তোমার যে একেবারে দোষ নেই, সে কথা বল্‌তে
চিত ছিল, কালীবাবুকে এ কথাটি বুঝিয়ে দেওয়া—

শরীরের স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গের জন্যই প্রধানতঃ রোগ হয়, রোগ আরোগ্য ও নষ্ট স্বাস্থ্যের উদ্ধার, শুধু ওষুধ খেলে হয় না, অনেক সময় ওষুধের কোন আবশ্যকই করে না, শুধু স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি মেনে চল্‌লেই হয়।

বিপিন—হাঁ হাঁ, ওই কথাটা এই বৈজ্ঞানিক বাবুটাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাওত ভাই দীন।

ক্ষিতিমোহন—ও আর এমন নতুন কথা কি হ'ল? ওতো সকলেই জানে।

দীন কহিল—জানে বটে কিন্তু রোগীর সঙ্গে ব্যবহারের সময় মনে থাকে না, এই বা দুঃখ। এই জন্যই ত ওষুধের কুসংস্কার মানুষের অস্থি মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

বিপিন—এ সংস্কার দুর করার, একটি মাত্র উপায় আছে ব'লে মনে হয়—সেটি হচ্ছে—সাধারণের মধ্যে যাতে জ্ঞানের ও শিক্ষার বিস্তার হয়—তারই চেষ্টা করা। লোক-সাধারণ যে দিন বুঝতে পারবে যে, ডাক্তার বৈদ্যের হাতে ওষুধের অপব্যবহার হয়, সেদিন বাধ্য হ'য়েই তাঁদের অকারণ ওষুধ দেওয়ার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে হবে।

ক্ষিতিমোহন—সে ত ঠিক কথা। এখন ইচ্ছে করলেও, তা হবার জো নাই, কেননা লোকে হয়ত চিকিৎসকের শুভ ইচ্ছাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না। এতে তাঁর ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভব। এ ক্ষতি সহ্য ক'রে থাক্‌তে পারে, এমন সামর্থ্য ও অবস্থা কজনেরই বা আছে?

উৎসাহভরে দীন কহিল—অন্যের থাক্ আর না থাক্ আমার যে আছে, তার পরিচয় এক দিন আমি সকলকে দিব।

ঠিক এই সময় নলিনাক্ষ ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—তা দিও। এখনকার মত এই কাজটা করত—শীগ্‌গীর বাসায় গিয়ে, কাপড়-চোপড় পরে তৈরী হ'য়ে এসত? থিয়েটারে যেতে হবে সে কথা মনে নাই?

ক্ষিতিমোহন কহিল—তাইত কথাটা যে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। ভাই দীন, আর দেরি ক'রে লাভ নাই।

দীন কহিল—তোমরাই যাও ভাই আমার যেতে তেমন ইচ্ছা নাই।

নলিনাক্ষ - সে কি হয়? তোমাকে যেতেই হবে; ডাক্তার মিত্র যে বার-বার বলে দিয়েছেন, এই দেখ তোমার টিকিটও কেনা হয়েছে। ভারি চমৎকার প্লে করছে ভাই ওরা।

ক্ষিতিমোহন কহিল—তুমি কি এর আগের দিন গিয়েছিলে না কি?

নলিনাক্ষ—গিয়েছিলেমই ত, ভারি সুন্দর গলা ভাই—ওই সুখলতা ব'লে মেয়েটির।

দীন—বটে নাকি? তবে ত যেতেই হয়। আচ্ছা নলিন, এই সুখলতা দেখতে কেমন বলত?

নলিনাক্ষ—সে ভাই আমি ঠিক বলতে পারব না। তিনি দেখতে কেমন, তা জানতে সে দিন আমার খেয়ালই হয় নি। তাঁর গান শুনে আমি এমনি মন্ত্রমুগ্ধের মত হ'য়ে পড়েছিলাম।

দীন কহিল—সুখলতার গান শুনে, যদি আমারও তোমার মত দশা হয়, তাতে আমি নিজেকে সুখী মনে করব না।

নলিনাক্ষ—আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। এখন শীগগীর বাসায় গিয়ে তৈরী হ'য়ে এস। আমরা তোমার জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবো। এ কথার পর তাহারা যে যাহার বাসায় চলিয়া গেল।

২

বীরভূমের দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে সাহায্যকল্পে কয়েকটী ব্রাহ্ম যুবক ও ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের মেয়েতে মিলিয়া একখানি গীতি-নাট্যের অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছেন। আজ ছাত্রদের জন্য বিশেষ রজনী। ইহার পূর্ব্বে আর এক রাত্রি অভিনয় হইয়াছে। সে দিন নলিনাক্ষ উপস্থিত ছিল।

মেডিক্যাল কলেজের ডিমনষ্ট্রেটার ডাক্তার মিত্রের অনুরোধে কলেজের প্রায় সকল ছেলেই, অভিনয় দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। দীনের থিয়েটারে যাইবার জন্য তেমন ইচ্ছা ছিল না। ডাক্তার মিত্র পাছে দুঃখিত হোন, সেইজন্য সে যাইতে স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আজ নলিনাক্ষের মুখে সুশলতার গানের সুখ্যাতি শুনিয়া অবধি, এই তরুণী গায়িকাটিকে দেখিবার জন্য, তাহার মনের মধ্যে কৌতূহল না জন্মিয়া গেল না। যথাসময়ে দীন, ক্ষিতিমোহনের মেসে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখান হইতে তাহারা সকলে জোট বাঁধিয়া থিয়েটারে যাত্রা করিল। ছেলেরা যখন দল বাঁধিয়া পথ চলে, তখন যে তাহারা একান্ত ভাল মানুষের মত মুখ বুঁজিয়া চলে, এখন কথা ছেলেদের ইতিহাসে কুত্রাপি দেখা যায় না। আমাদের এই থিয়েটারের যাত্রীর দলটিও তাহা করে নাই। এ কথা, সে কথার পর—আজ কালকার মেয়েদের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় বিপিন কহিল—মেয়েদের আজ কাল যেমন পুরুষদের সঙ্গে লড়াই করার প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাতে শেষ যে কি দাঁড়াবে, তা বলা যায় না।

সুরেশ কহিল—মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে, আপনার শক্তির উপর নির্ভর করতে পারবে, এ ত আর কিছু মন্দ কথা নয়। তাঁদের অবলা ক'রে রাখলেই কি সমাজের মঙ্গল? আমার ত তা মনে হয় না।

দীন কহিল—মেয়েদের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে যাওয়া আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বললেই হয়, কেননা যে ঠাকুরটীর অনুগ্রহে সে অধিকার জন্মায় তাঁর সঙ্গে আমার চেনা শোনা নেই, তবে—নলিনাক্ষ তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, চেনা শোনা নেই এখন হবে। যে রকম সাজগোছ ক'রে বেরিয়েছ, আর যে স্থানটিতে যাচ্ছ, তাতে প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ না ঘট্‌তে পারে, এমন নয়।

দীন—সে সম্ভাবনা যদি আমার থাকে, তোমারও তো কম আছে, মনে হয় না। চেহারাখানা তোমার যেমনই হোক্, আমার চেয়ে যে কম, তা

বলা যায় না, তার উপর বেশ-ভূষায়, তুমি যে আমাকে অনেক নীচে ফেলেছ, তাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

নলিনাক্ষ—তা হলেও, কথাটা কি জান? আমাদের টিকা হয়ে গিয়েছে, কাজেই অবস্থাটা নিরাপদ। তোমার ত তা হয়নি।

দীন—ডাক্তারী শাস্ত্রে লেখে,—টিকায় তেজ বেশী দিন থাকে না, আবার নিতে হয়।

নলিনাক্ষ—সে তোমার ইংরেজী টিকার বেলায়—বাঙ্গালা টিকার বেলায় নয়। আমাদের ত ভ্যাক্‌সিনেশন্ নয়—দস্তুর মত ইন্‌ওকুলেশন।

দীন—তাই নাকি? তবে আর তোমার ভয় নাই। কি বল্‌ছিলাম ভাল? হাঁ মনে পড়েছে। আমার যতটা মনে হয়, মেয়েদের দোষ দিবার, আমাদের কোন অধিকার নাই। আমরা তাদের যেমন শিখেয়েছি, তারা তেমনি হয়েছে। এখন তাদের প্রকৃত অবস্থা তারা স্পষ্ট বুঝে নিতে পেরেছে। এখন যে তাদের দুখানা গহনা আর ভাল কাপড় দিয়ে, ভুলিয়ে রাখবে, সে আশা করাই অন্যায়। এতদিন একটা কথাও না ক'য়ে, তারা তোমাদের সকল জুলুম সহ্য করেছে বটে, এখন হ'তে আর তা হবার আশা নাই।

বিপিন কহিল—তোমার কথাগুলি যে খুব যুক্তিপূর্ণ, তা বল্‌তে পারি না। লেখাপড়া শিখ্‌লেই যে মেয়েদের স্বাধীন হ'তে হবে, তার কি মানে আছে? মেয়েদের স্বাধীন হওয়া একবারেই অসম্ভব—স্বয়ং বিধাতা পুরুষেরও তা ইচ্ছে নয়। মেয়েদের প্রধান কাজ হবে—সংসার দেখা, মাতৃধর্ম্ম পালন করা; এর জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক নাই, তা বলি না। আমি শুধু এই বল্‌তে চাই, যে মা নিজের ছেলে মানুষ করতে জানেন না, অথচ সেকস্‌পীয়র বুঝেন, তাঁর যে প্রকৃত শিক্ষা হয়েছে, সে আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না।

ক্ষিতিমোহন কহিল—আমার মত যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি স্ত্রী শিক্ষার

একেবারেই পক্ষপাতী নই। মেয়েদের বুদ্ধি-বৃত্তি পরিস্ফুট করে তুলবার জন্যে পুরুষের মত কোন শিক্ষারই আবশ্যক করে না। বিধাতা তাদের যে স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়েছেন, নিজের স্বত্ব বুঝে নেবার পক্ষে, তাই যথেষ্ট; এর উপর যদি আবার পুঁথির বিদ্যা শিখে, তা হ'লে কি আর রক্ষা আছে? পুরুষ মানুষ আর কুকুর যত সহজে পোষ মানে, এমন মেয়ে মানুষ নয়। এ বিষয়ে তাদের স্বভাবটা অনেকটা বিড়ালের মত। লেখাপড়া শিখ্‌লে তাদের এ স্বভাবের যদি পরিবর্ত্তন হয়, তা হ'লে মেয়েদের যত পার লেখাপড়া শেখাও,আমি কোন কথাই কব না। কিন্তু মেয়েদের এ স্বভাব ত যাবার নয়। লাভের মধ্যে হবে কি জান? স্বাভাবিক চাতুর্য্যের সঙ্গে বিদ্যে জুটে, তাদের এমন এক ভয়ানক অদ্ভুত জীব করে তুলবে, যে কাছে ঘেঁসে কার সাধ্য?

নলিনাক্ষ কহিল—ক্ষিতিমোহনের কথায় আমি সম্পূর্ণ সায় দিতে পারি না। মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর যা জ্ঞান, তা তিনি নিজের ঘর হ'তে সঞ্চয় করেছেন। শুনেছি তাঁর স্ত্রীটী নাকি শিক্ষিতা আর একটু প্রবলা। সকল মেয়েই যে এক ছাঁচে ঢালা, তা কে বল্‌তে পারে?

ক্ষিতিমোহন কহিল—এক ছাঁচে ঢালা না হলেও আমার বিশ্বাস কি জান? মেয়ে জাতটাই হচ্ছে সর্ব্বনেশে জাত। ইচ্ছা কর্‌লে, ওরা না কর্‌তে পারে, এমন কাযই নাই। মেয়ে মানুষকে যদি কোন জিনিসের সঙ্গে তুলনা করা চলে ত, সে এক বারুদের বস্তার সঙ্গে। এমনি বেশ আছে, কিন্তু দৈব-ক্রমে যদি একটা আগুনের ফুল্‌কি লাগে, তবে কি আর রক্ষা আছে?

সুরেশ কহিল—আচ্ছা এই যে সুখলতা ব'লে মেয়েটী, সে কেমন বল্‌তে পার?

ক্ষিতিমোহন—আমি বলব? গায়ের রঙটা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথায় বেশী লম্বা নয়, শরীরটা না মোটা না কৃশ, চোক দুটি উজ্জ্বল, কিন্তু তাতে কোমলতার অভাব।

সুরেশ কহিল—আচ্ছা, আমি বলি, একহারা ছিপছিপে চেহারাখানা; রঙটা খুব ফর্সা না হলেও গৌরবর্ণ বলা যায়; মুখখানি যতদূর সুন্দর হতে হয়। কাল ভুরু দুটির মধ্যেকার কপালের চামড়া ঈষৎ কোঁচকান—হঠাৎ দেখ্‌লে স্বভাবটা কর্কশ ব'লে ভুল হয়। কিন্তু চোখের তারা দুটী সে ভুল তখনই ভেঙ্গে দেয়। পরিপূর্ণ চিবুকে দৃঢ় চিত্তেরই পরিচয় দেয়—কিন্তু অধরপুটে শৈশবের চপল লীলাভঙ্গি এখনও বর্ত্তমান। সুরেশের কথা শেষ না হইতেই তাহারা থিয়েটারে আসিয়া পৌঁছিল। রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া তাহারা যে যাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পট উঠিল। অভিনয় আরম্ভ হইল। দৃশ্যটি পশ্চিমের এক সরাইখানার প্রাঙ্গন, একটি পুষ্পিত বকুল গাছের বাঁধান বেদীতে বসিয়া কয়েকটি লোক বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিল। এমন সময় নেপথ্যে বামাকণ্ঠে মধুর সঙ্গীত শোনা গেল। কে এই গায়িকা, জানিবার জন্য লোকদের মধ্যে একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। অনুসন্ধানে জানা গেল, গায়িকা সরাই রক্ষকের পালিতা কন্যা, সে জন্মান্ধ। তাহাকে আনিবার জন্য একজন উঠিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ মধ্যে একটি সুন্দরী মেয়ের হাত ধরিয়া রঙ্গমঞ্চে পুনঃ প্রবেশ করিল। মেয়েটির অনিন্দিত রূপ-লাবণ্য ও মধুর কণ্ঠ দর্শকদের মনে পুলক সঞ্চার করিল। তাহাদের মধ্য হইতে বারম্বার করতালি ও "এন্‌কোর, এন্‌কোর" শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল।

দীন এই লোকদের আনন্দে ঠিক তাহাদেরই মত যোগ দিতে পারিল না। দীনের কাছে এই মেয়েটি যে কেবলমাত্র সুন্দরী, আর তাহার কণ্ঠটী যে অপূর্ব্ব মিষ্ট, তাহা নয়। সে তাহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন একটা করুণ বিষাদ মিশ্রিত ভাব লক্ষ্য করিল, এবং তাহার কণ্ঠধ্বনিতে হৃদয়-নিহিত এমন একটা গভীর বেদনা প্রকাশ পাইতে দেখিল, যাহাতে এই তরুণী গায়িকার প্রতি তাহার মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিল না।

তাহার মনে হইতে লাগিল—যেন স্বর্গ হইতে চারুতা ও পাবত্রতা নামিয়া আসিয়া, এই মেয়েটির দেহটিকে আশ্রয় করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুখলতা যতক্ষণ গানটি গাহিল, দীন একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। গান থামিল। শ্রোতারা ঘন ঘন করতালি দিতে লাগিল। দীনের এতক্ষণে যেন চেতনা দেখা দিল। সে দেখিতে পাইল, মুক্তার মত বড় বড় অশ্রু বিন্দু তাহার কপোল বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রথম অঙ্কের অভিনয়কালে দর্শকদের মনে এতদূর ভাবের আবেশ হইয়াছিল যে, কেহই কোন কথা কহিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়কালে তাহাদের হৃদয় যেন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে দেখা গেল।

তৃতীয় অঙ্কে শ্রীমতী সুখলতা যে কয়টা গান গাহিলেন, সেগুলি এত মর্ম্মস্পর্শী যে, শ্রোতাদের কাহাকেও স্থির থাকিতে দিল না। একটা অস্পষ্ট বেদনায় যেন সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হইয়া পড়িল।

তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় সহিত নাটকখানি শেষ হইল। রঙ্গালয়ের আলোগুলি একে একে নিভিতে লাগিল। দর্শকেরা নিজের নিজের গৃহের অভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন।

পথে যাইতে যাইতে ক্ষিতিমোহন কহিল—ভাই দীন, অভিনয়টা লাগল কেমন ?

উৎসাহভরে দীন কহিল—খুবই ভাল। শ্রীমতী সুখলতা দেখ্‌তেও যেমন, ওঁর গলাটি আর গান গাহিবার ধরণটিও ঠিক তেমনি। ষ্টেজে দেখা দিবার পূর্ব্বে তিনি যে গানটা গেয়েছিলেন, তাই শুনে আমি মনে মনে তাঁর রূপের একটা কল্পনা করে ছিলাম ; বাস্তবের সঙ্গে আমার কল্পনায় যে এমন মিল হবে, এ আমি একবারও ভাবিনি।

একটা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ক্ষিতিমোহন কহিল—ভাই দীন, এ তুমি

যেন স্বপ্ন দেখার মত কথা বল্‌ছ। গান শুনে রূপ কল্পনা করা যে সম্ভব, এ বোধকরি কোন প্রকৃতস্থ লোকই স্বীকার করবে না। নিরপেক্ষভাবে বিচার কর্‌তে গেলে, সুখলতা যে খুবই সুন্দরী, এমন কথাও বলা যায় না। আমার ত ভাই এইরকম বিশ্বাস, এতে তুমি যাই কেন বলনা ?

একটু বিরক্তিভরে দীন কহিল—তাত বটেই! সুখলতা দেখ্‌তে ভাল না, তাঁর অভিনয় তেমন নয়। যত কিছু দেখ্‌তে ভাল, আর অভিনয় করে ভাল, তোমার পেশাদারী থিয়েটারের অভিনেত্রী গুলো ?

হাসিয়া ক্ষিতিমোহন কহিল—ভাই দীন, তুমি চটোনা, সুখলতা তোমারও কেও না, আমারও কেও নয়; আর থিয়েটারের মেয়ে গুলোও আমাদের তিন কুলের কেও নয়। আমি বেশ দেখ্‌ছি সুখলতা সম্বন্ধে তোমার ধারণা একেবারে পক্ষপাতশূন্য নয়। আচ্ছা বিপিনবাবুরাও ত এসেছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা কর্‌লেই সব গোল মিটে যাবে।

এই বলিয়া দুই বন্ধু সে দিনের মত পরস্পরের কাছে বিদায় গ্রহণ করিল।

৩

পরদিন রাত্রে মোহিতমোহনের বাড়ীতে দীন ও ক্ষিতিমোহনের নিমন্ত্রণ ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার সময়, ইহারা মোহিতের সহাধ্যায়ী ছিল। মোহিতের অবস্থা ভাল। তাহার বাপ মা কেহই ছিলেন না, একমাত্র জেঠা-মহাশয়ই সংসারের কর্ত্তা। মোহিত অবিবাহিত; তাহার জেঠা মহাশয়ের অনেক চেষ্টাতেও কোন ফল হয় নাই। মোহিত বিবাহ করিবেনা বলিয়া একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মোহিতদের বাড়ী যাবার পথে দীন কহিল—ভাই ক্ষিতিমোহন, মোহিত এম, এ পাশ করেছে, তবুও বিয়ে কর্‌তে চায় না কেন বল্‌তে পার ?

ক্ষিতিমোহন কহিল—কি জানি! মোহিতের এ কেমন পাগলামি!

দীন কহিল—কিন্তু মোহিত ত তেমন ছেলে
কাজই করে না। ওর জেঠামহাশয়ের বিশ্বাস,
বিয়ে করে। আজ মোহিতকে বেশ করে ধর্‌তে

মোহিতদের বাড়ী পৌঁছিলে, দীন কহিল—ভাই মোহিত, শুধু পাশের খাওয়া খাওয়ালে হবে না, পাকা দেখার খাওয়া কবে খাওয়াচ্ছ বল?

হাসিয়া মোহিত কহিল—আমার বিয়ের খাওয়া খেতে হ'লে, আমার শ্রাদ্ধের দিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, ততদিন ধৈর্য্য থাকে, খাবে।

ক্ষিতিমোহন কহিল—না ভাই মোহিত, অমন করে হেসে উড়ালে চল্‌বে না। তুমি কেন বিয়ে কচ্ছনা, আমরা বন্ধু, আমাদের তা জানবার অধিকার আছে।

দীন কহিল—বন্ধুত্বের দাবী নাই কর্‌লেম, কিন্তু তোমার জেঠাকে কষ্ট দেওয়াটা কি ভাল হচ্ছে?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মোহিত কহিল—কিন্তু জেঠামহাশয় যদি অন্যায় কষ্ট পান ত আমি কি করতে পারি?

দীন কহিল—অন্যায় কষ্ট কে বল্‌লে? তোমার বিয়ে দেওয়া তাঁর কর্ত্তব্য, তুমি তাতে রাজী নও। তোমার এ সৃষ্টি ছাড়া ইচ্ছেটা হয় কেন? সেটাত তাঁর জানা আবশ্যক?

মোহিত কহিল—তুমি কি মনে কর, দুনিয়ার সকলকেই বিয়ে কর্‌তে হবে?

দীন কহিল—সকলের না হোক্, তোমার বিয়ে করা যে উচিত, এ কথা জোর করেই বল্‌তে পারি।

মোহিত কহিল—কেন? পিণ্ডি পাবার আশায় নাকি?

দীন কহিল—পিণ্ডের জন্যে না হ'ক্, পুত্রের আশায় বটে।

মোহিত কহিল—তা হ'লে তুমি আইবুড়ো আছ কেন?

দীন কহিল—আমার কথায় আর তোমার কথাতে ঢের তফাৎ; আমার এখনও পড়াশুনা শেষ হয় নি, তোমার তা হয়েছে! আমার অবস্থা তেমন নয়, তোমার যা আছে, তিন পুরুষ খেয়ে শেষ কর্‌তে পারে না।

মোহিত কহিল—সে কথা সত্যি।

দীন কহিল—তবে?

মোহিত কহিল—আমার কিছুতেই বিয়ে করা উচিত নয়, এই আর কি?

দীন কহিল—ভাই মোহিত, কথাটা অমন ক'রে চাপা দিতে চেষ্টা করো না। জীব রাজ্যে বিবাহ একটা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। জীবমাত্রকেই বংশ-রক্ষা কর্‌তে হয়, সে জন্যে প্রত্যেকের মনে একটা ক'রে স্বাভাবিক সংস্কারও থাকৃতে দেখা যায়। তুমি সেই স্বাভাবিক সংস্কারের বিরুদ্ধে কেন যেতে চাও, যতক্ষণ তার যুক্তিযুক্ত কারণ না দিচ্ছ, ততক্ষণ তোমার ছাড় নাই বল্‌ছি।

মোহিত কহিল—যদি বলি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে, আমি বরঞ্চ প্রকৃতির ইঙ্গিত অনুসারেই চল্‌তে চাই, তাহ'লে তোমাদের বল্‌বার কিছু আছে?

দীন কহিল—মোহিত তুমি যে কি বল, তার মানে পাওয়া যায় না ভাই। বিয়ে না করে, তুমি যে প্রকৃতির কি ইঙ্গিত পালন কচ্ছ, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে তাত আসে না ভাই।

মোহিত কহিল—আচ্ছা দীন, তুমি বংশানুক্রম (heredity) মান?

দীন কহিল—শুন কথা? বংশানুক্রম আবার কে না মানে? বংশগত দোষগুণ পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয়; এ আর কে না জানে?

মোহিত কহিল—বেশ কথা। তুমি যখন ডাক্তারী পড়ছ, তখন অবশ্য স্বীকার করবে যে, সভ্যসমাজে আজ আমরা যে সব শারীরিক কি মানসিক রোগ দেখি, তার অনেক গুলোই যে বংশগত রোগপ্রবণতা ও দৌর্ব্বল্যের ফল, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ক্ষিতিমোহন—নিশ্চয়; অনেক ব্যারাম বাপ হ'তে ছেলেতে, মা হ'তে মেয়েতে, আর বাপ-মা হ'তে পুত্রকন্যাতে সঞ্চারিত হয়। তাথে আর কথা কি আছে?

দীন—তবে ওর মধ্যে কথা এই—সন্তান বাপ-মা হ'তে ঠিক রোগটা পায় না, রোগ-প্রবণতা পায় মাত্র। চেষ্টা করলে চাই কি সে পৈতৃক রোগের হাত হ'তে আপনাকে রক্ষাও করতে পারে।

মোহিত কহিল—সম্ভব। কিন্তু আমি এমন অনেক বংশের কথা জানি, যারা এককালে ধনে-জনে খুবই পুষ্ট ছিল, কিন্তু এখন তাদের কোন চিহ্নই নাই। তুমি অবশ্য এ কথা স্বীকার কর, প্রকৃতির একটা মহা নিয়ম এই যে, সে অযোগ্যদের সরিয়ে, যোগ্যদের জন্যে স্থান পরিষ্কার ক'রে রাখে।

বর্ত্তমান সভ্যতা প্রকৃতির এই সনাতন রীতির বিরুদ্ধে নানাপ্রকারে চেষ্টা করছে। কিন্তু তার ফল কি হ'চ্ছে একবার ভেবে দেখ দেখি। অসভ্যদের মধ্যে যারা অযোগ্য তাদের সরাবার পথে বাধা দিতে কেও নাই। চারিদিকের অবস্থার সঙ্গে, চলার মত উপযোগিতা ও যোগ্যতা যার নাই, প্রকৃতি তাকে নির্ম্মমভাবে তফাৎ ক'রে ফেলছে। এইজন্যেই ত অসভ্যদের মধ্যে সকলেই বলবান, সকলেই স্বাস্থ্যবান। কিন্তু আমাদের সমাজে দুর্ব্বল, চিররুগ্ন, অক্ষম, অযোগ্যরাও চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে টিকে থাকতে পাচ্ছে। এরা আবার যথাসময়ে বিবাহাদি ক'রে, তাদেরই মত দুর্ব্বল, অক্ষম সন্তান উৎপন্ন ক'রে, সমস্ত জাতটার কি যে অবনতি ঘটাচ্ছে, সে কথা বলে শেষ করা যায় না।

ক্ষিতিমোহন—তোমার বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, প্রকৃতি যাদের সমাজে রাখতে চায় না, সভ্যতা তাদের বাঁচিয়ে রাখছে। বাঁচিয়ে রাখছে বটে, কিন্তু তাদের সক্ষম ও সবল করতে পাচ্ছে না,

এইত ? আমি যদি বলি, বিজ্ঞানের এমন একদিন আসবে, যেদিন তাও সম্ভব হবে, তা হ'লে তোমার বলবার কি আছে ?

মোহিত কহিল—বিজ্ঞানের তেমন দিন যদি আসে, তবে আমার বলবার কিছুই নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস বিজ্ঞানের তেমন দিন কখনও আসবে না। অযোগ্যদের তিরোধান অনিবার্য্য—এ ঘট্‌বেই ঘট্‌বে। আমরা সেই সময়টা কিছু পিছিয়ে দিচ্ছি মাত্র। আমাদের চেষ্টা ও যত্নে এক-পুরুষ কি দু-পুরুষ, খুব জোর তিন-পুরুষ পর্য্যন্ত এদের বংশ স্থায়ী হ'তে পারে, তার পর প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের করবার কোনই শক্তি থাকে না।

দীন কহিল—তা হ'লে তুমি কি বল, ক্লিষ্ট রুগ্ন ও অযোগ্যদের জন্যে সমাজে যে সব অনুষ্ঠান আছে, সেগুলোকে তুলে দিয়ে এদের গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল্‌তে হবে ?

মোহিত—না, আমি সে কথা বলতে যাব কেন ? বংশরক্ষা বিষয়ে প্রকৃতির ইঙ্গিত কি, আমি শুধু সেই কথা তোমাদের বলতে চাই ; অযোগ্যদের পক্ষে বিয়ে ক'রে বংশ বিস্তার কর্‌তে চেষ্টা করা অন্যায়—শুধু অন্যায় নয়, পাপ বল্‌লেই হয়।

দীন—না হয় মানলেম তোমার কথা। কিন্তু এ কথা তোমার বেলায় খাটে কি ক'রে ? তুতি ত অযোগ্য, অক্ষম নও ?

মোহিত কহিল—তাহ'লে আমার বংশের ইতিহাসটা বল্‌তে হয়। বিষয়টা অপ্রিয়, এর আলোচনাও কষ্টকর ; তথাপি না বল্‌লেও নয়। আমার বাবা মারা যান কিসে জান ? থাইসিস রোগে। তাঁর বহুমূত্র রোগ ছিল। আমার পিতামহও শুনেছি ওই রোগে মারা যান। আমার বাপেরা ভাই-বোনে অনেকগুলি ছিলেন। আমার বাবা ও জেঠা মশায় ছাড়া সকলেই অল্প বয়সে মারা যান। আমার জেঠামহাশয় অবশ্য প্রাচীন হয়েছেন, কিন্তু তাঁরও বহুমূত্র রোগ আছে। তা হ'লে, বহুমূত্র আমাদের পিতৃকুলের বংশগত

রোগ। আমার পিতামহী সম্পূর্ণ সুস্থ বংশের মেয়ে ছিলেন; আর তিনি বেঁচেও ছিলেন অনেক দিন। এখন আমার মাতৃকুলের পরিচয় দি;—আমার মাতামহ অত্যন্ত মাতাল ছিলেন, তাঁর সন্তানদের মধ্যে কেবল আমার মাই অনেক দিন বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল ছিলেন না— তাঁর মৃগী রোগ ছিল, তাতেই তিনি মারা যান। আমরাও ভাই-বোনে অনেক কটি ছিলাম; এখন বেঁচে আছি— শুধু দাদা আর আমি। দাদা ও ঘোরতর উন্মাদ, তাঁকে বহরমপুরে পাগলা গারদে রাখা হয়েছে। আমার ছোট ভাইটী ১৮ বছরের হয়েছিল। তার যেমন রঙ তেমনি চেহারা ছিল; কিন্তু কে জানত, উন্নত দেহ হ'লেই, ভিতরকার যন্ত্রগুলা তার অনুযারী উন্নত হয় না? তার ফুস্‌ফুস যে এত দুর্ব্বল, তাত জানতাম না; সেও থাই-সিসের হাত এড়াতে পারলে না। অমন যে চেহারা দেখতে দেখতে কেমন হয়ে গেল। ওঃ! তার রোগের কষ্ট মনে হ'লে এখনও, আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে। একদিন বাবা আমাকে ডেকে বল্‌লেন, "মিহির কেমন আছে মোহিত? ওর জন্যে আমি গিয়েও যেন যেতে পাচ্ছি না। ওর যন্ত্রণার যে দিন অবসান হ'বে, আমি জান্‌তে পারি যেন মোহিত"। যদি চ তিনি আমাকে স্পষ্ট ক'রে বিয়ে করতে মানা করেন নি, তবু, আমি যে বিয়ে করি, সেটা তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ছিল না। এ আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম।

দীন কহিল—কি ক'রে?

মোহিত কহিল—একদিন তিনি ডাক্তারের সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন, তিনি বল্লেন—"জীবনে একটী মাত্র ভুল ক'রেছিলাম এবং সেটা মস্ত ভুল"। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল "কি ভুল?" বাবা বল্‌লেন "বিবাহ"। এখন তোমরাই ব'ল এ অবস্থায় আমার কি বিয়ে করা উচিত?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দীন কহিল—তোমার মুখে যা শুনলেম, তাতে

তোমাকে বিয়ে করতে কোন মতেই বলতে পারি না—আচ্ছা আমি তোমার জেঠামহাশয়কে বুঝিয়ে বলব এখন।

বাসায় ফিরিবার পথে দীন কহিল—দেখ ক্ষিতিমোহন, মোহিতকে আমি মনে মনে চিরকালই শ্রদ্ধা করতেম; আজ ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কত যে বাড়লো, তা তোমাকে কি আর বলব? ওর বিয়ে না করার মধ্যে যে এত বিবেচনা, এত স্বার্থত্যাগ আছে, তাত জানতেম না।

ক্ষিতিমোহন কহিল—হায়! মোহিতের দৃষ্টান্ত যদি সকলে অনুসরণ করে, তা হ'লে সমাজের কি যে উপকার হয়, তা ব'লে শেষ করা যায় না; দেশের দুর্ভাগ্য আমাদের সমাজে অন্য বিষয় দুর্লভ হ'লেও, বিবাহ একবারেই দুর্লভ নয়। অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, কুঠে, পাগল, মূর্খ, সকলেরই বিয়ে হয়। বিবাহ বিষয়ে এরকম অবাধ উদারতা থাকাতে, আমাদের জাতটার যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, তা আর কি বলব?

শুন দীন, মোহিতের কথায় আমার মনে কি হয় জান? যারা অক্ষম, অযোগ্য, তাদের কিছুতেই বিয়ে করা উচিত নয়।

আর যাদের শরীর ও মনের অবস্থা তত খারাপ নয়, একটু খারাপ, তাদের বিয়ে করতে মানা নাই বটে, কিন্তু পাত্র পাত্রীর নির্ব্বাচনের বেলায় খুবই সাবধান হওয়া চাই। তাদের এমন সব বংশে বিয়ে করা উচিত, যেখানে কোন রকম বংশগত দৌর্ব্বল্য নাই।

এমন সময় পশ্চিম দেশীয় একটা লোক তাদের জিজ্ঞাসা করিল—নিকটে ডাক্তার আছে কি না?

দীন কহিল—এত রাত্রে ডাক্তারের আবশ্যক?

সে ব্যক্তি কহিল—আমার মুনীব পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কচ্ছেন, ডাক্তার না হ'লেই নয়।

দীন কহিল—তোমার মুনীব থাকেন কোথায়?

সে কহিল—সার্কুলার রোডে তাহাদের বাসা।

বেয়ারার মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ক্ষিতিমোহনের মাথায় হঠাৎ ডাক্তারী করার খেয়াল চাপিল।

সে কহিল—তাহারা উভয়েই ডাক্তার, আবশ্যক হইলে তাহারা গিয়া তাহার মুনীবকে সুস্থ করিয়া আসিতে পারে।

বেয়ারা কালবিলম্ব না করিয়া, তাহাদের পথ দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। দীন কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, ক্ষিতিমোহনেরই অনুসরণ করিল। পথে যাইতে যাইতে তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ক্ষিতি-মোহনকে এই অন্যায় দুঃসাহসের কাজ হইতে নিবৃত্ত করে। কিন্তু কিছু স্থির করিবার পূর্ব্বেই, বেয়ারা একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কহিল, এই তাহাদের বাড়ী। তখন আর ফিরিবার উপায় নাই। বেয়ারা তাহাদের দোতালার একটী ঘরে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল। ঘরের মধ্যখানে মেজেতে, বাঁ হাতের উপর, ডান হাতের কনুইটী রাখিয়া, একটী বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন; আর একটী মেয়ে তাঁহার পিছনে বসিয়া আস্তে আস্তে, সস্নেহে, তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছে।

বেয়ারাকে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ কহিলেন—কিরে ঝিমন ডাক্তার পেয়েছিস?

মেয়েটী কহিল—হাঁ, দাদা মশায়, দেখ্‌ছনা—ওই যে আস্‌ছেন।

বৃদ্ধ—আসুন আপনারা। ওরে, দুখানা চেয়ার দিয়ে যা। কি হয়েছে জানেন—মেজেতে নেবুর খোসা পড়েছিল, দেখিনি, পা পিছলে পড়ে গিয়ে ডান কাঁদটায় কি লাগায় লেগেছে—বোধ করি—ভেঙ্গে চুরমার হয়ে থাক্‌বে। আপনারা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

দীন ও ক্ষিতিমোহন উভয়েই কিছুক্ষণ ধরিয়া কাঁদটা পরীক্ষা করিয়া ডিস্‌লোকেশন (dislocation) বলিয়া স্থির করিল। দেখিতে দেখিতে দীন নড়াহাড় যথাস্থানে বসাইয়া দিল।

বৃদ্ধ "আঃ ! বাচলেম" বলিয়া যেন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বৃদ্ধের অনুরোধে দীন ও ক্ষিতিমোহন দুইখানা চেয়ার লইয়া উপবেশন করিল। বৃদ্ধ বার বার তাহাদের ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কহিলেন—আজ রাতে আপনাদের না পেলে, আমার কি মুস্কিলই না হ'ত। বড় উপকার করলেন আপনারা। একটু চা ক'রে দিক আপনাদের ? কি বলেন ?

"ও ! সুখ, সুখলতা, গেলি কোথায় তুই" ? দেখ্ছেন মশায়' মেয়েটার রকমটা ? আমি পাছে চীৎকার করি, এই ভয়ে ঘর ছেড়েই পালিয়ে ব'সে রয়েছে।

"এই যে দাদামশায়" বলিয়া মেয়েটী ঘরে প্রবেশ করিল।

দীন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কি সুন্দর সে মুখখানি ! এমন স্নেহভরে অবনত, কোমলতায় মণ্ডিত মুখ, দীন যেন আর কখনও দেখে নাই।

মেয়েটী কহিল—তা হ'লে আমি যা বলেছিলাম ঠিক হল কি না ? তুমি ত, কি একটা বিষম অনর্থ ঘটেছে ব'লে, ভেবেই সারা হয়েছিলে।

বৃদ্ধ কহিলেন—না তুই ঠিকই বলেছিলি। এঁরা খুবই ভাল ডাক্তার। দেখ্তে দেখ্তে আমার হাতখানা ঠিক করে দিলেন।

এই বলিয়া বৃদ্ধ দীনের দিকে একবার চাহিয়া কহিল.—কাল থিয়েটারে আপনাকে যেন দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে। সুখলতাও দীনের মুখের দিকে একবার সলজ্জ ভাবে চাহিয়া কহিল,—কাল ওঁকে দেখেছি ব'লে যেন আমারও মনে হচ্ছে। আপনারা আজ আমাদের কি উপকারই কর্লেন ! আপনাদের এ ঋণ শোধ দেবার নয়। আর দাদামশায়, তুমিও ত কম বীরপুরুষটা নও। না, সত্যি আমি তোমাকে যতটা মনে করি, তুমি ততটা ভীরু নও, দেখলেম। এই বলিয়া সে সস্নেহে বৃদ্ধের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

বৃদ্ধ কহিলেন—এখন আমার গায়ে হাত বুলান রেখে, চট্ করে ডাক্তার বাবুদের জন্য একটু চা তৈরী করে আন।

চায়ের কথা শুনিয়া দীন ও ক্ষিতিমোহন উভয়েই অনিচ্ছা প্রকাশ করিল।

তখন বৃদ্ধ কহিলেন—তা হ'লে একটা সিগার খান। ভাল বর্ম্মার সিগার।

দীন কহিল—আমি বড় একটা সিগার-টিগারের ধার ধারি না, তবে আমার বন্ধু খান বটে, তাঁকে দিতে পারেন।

বৃদ্ধ সঞ্জীবচন্দ্র বাঁ হাত দিয়া সিগারের কেসটা ক্ষিতিমোহনের দিকে সরাইয়া দিলেন।

সে তাহা হইতে একটা সিগার লইয়া যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণের জন্য সকলেই নীরব রহিল।

তাহার পর সঞ্জীব কহিলেন—আপনারা কি কালই প্রথম গিয়েছিলেন, না এর আগের দিনও গিয়েছিলেন ?

ক্ষিতিমোহন কহিল—না প্রথম দিন আমাদের যাওয়া ঘটেনি।

সঞ্জীব—আপনাদের অভিনয় লাগ্‌ল্ কেমন ?

দীন ও ক্ষিতিমোহন উভয়েই কহিল, তাহাদের ভালই লাগিয়াছে।

সঞ্জীব—আমার মনে হয়, প্রথম দিনের চেয়ে দ্বিতীয় দিনে অভিনয় আরও ভাল হয়েছিল।

ক্ষিতিমোহন কহিল—তাত হবারই কথা। প্রথম অভিনয়ে যে সব ভুল ত্রুটি থাকে, দ্বিতীয় দিনে সে সব সংশোধন করতে পারা যায়।

সঞ্জীব—হাঁ, সে একটা কারণ বটে। কিন্তু আমার মনে হয়, এর আর একটা কারণ আছে। অভিনয়ের ভাল মন্দ অনেকটা আবার, শ্রোতাদের উপরও নির্ভর করে' থাকে।

ক্ষিতিমোহন—সে কথা যদি বলেন, তা হ'লে কাল ভাল না হবারই কথা; কাল ছাত্রদর্শকের সংখ্যাই বেশী ছিল।

সঞ্জীব—আমি ত সেইটাকেই কাল ভাল হবার কারণ ব'লে মনে করি, বয়স্ক লোকদের কি স্বভাব জানেন? তারা কোন বিষয়ে সুখ কি দুঃখ পেলে, বাহিরে প্রকাশ করতে চান না। ছেলেদের ধর্ম্ম তার ঠিক উল্টা। তারা আনন্দ কি দুঃখ ভিতরে যেমনটি অনুভব করে, বাইরে ঠিক সেই রকমটি প্রকাশ ক'রে থাকে।

দীনর কত কথাই বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু তার মুখে কোন কথাই আসিল না। সে নীরবে ইহাদের কথা শুনিয়া যাইতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে চুরী করিয়া সুখলতাকে দেখিয়া লইতেছিল।

এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। এমন সময় ক্ষিতিমোহন কহিল—রাত অনেক হয়েছে, আমরা তা হ'লে উঠি এখন।

ক্ষিতিমোহনের কথায় দীনর চৈতন্য হইল; সে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, যেন যাইবার জন্য অনেকক্ষণ হইতেই প্রস্তুত, এইরূপ ভাব দেখাইল।

সঞ্জীব কহিলেন—কাল সকালে এসে যদি একবার দেখে যান, তা হ'লে বিশেষ উপকার হয়।

ক্ষিতিমোহন—কাল আর আমার আসা ঘটবে না, তবে ইনি আস্তে পারেন; বল না হে দীন, কাল কখন আস্তে পারবে।

দীন কহিল—কাল বেলা নয়টার সময় সে আসিতে পারে।

সঞ্জীব—বেশ, তাই আস্বেন।

সুখলতা কহিল—আপনাদের ঠিক্‌নাটা দিয়ে যান, কি জানি, যদি দরকার পড়ে।

ক্ষিতিমোহন—এর মধ্যে আর এমন কি দরকার পড়তে পারে?

সঞ্জীব—তা হোক্, তবু জেনে রাখ ভাল।

ক্ষিতিমোহন—দেও হে দীন, তোমার ঠিকনাটা লিখে দেও।

দীন পকেট্ হইতে নোট্ বুকখানি বাহির করিয়া তাহার এক পৃষ্ঠায়, নিজের বাসার ঠিকানাটা লিখিয়া সঞ্জীব বাবুর হাতে দিল।

সঞ্জীব কাগজ টুক্‌রা হাতে করিয়া দীনকে কহিলেন—তা হ'লে কাল, ৯টার সময় নিশ্চয় আস্‌বেন, দেখ্‌বেন যেন ভুলে না যান্। তারপর সুখলতার মুখের পানে চাহিয়া, অনুচ্চস্বরে কহিল—তা হলে, এঁদের—

সঞ্জীবকে কথা শেষ না করিতে দিয়া ক্ষিতিমোহন কহিল—এত রাত্রে ফি দিবার জন্যে আপনাদের ব্যস্ত হবার আবশ্যক নাই। কাল সকালে যা হয় করবেন।

এই বলিয়া বৃদ্ধকে নমস্কার করিয়া, তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৫

ক্ষিতিমোহন ও দীন চলিয়া গেলে, সুখলতা তাহার দাদা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল—দাদা মশায়, তোমার হাতের ব্যথাটা এখন কেমন? একটু আছে, না একবারে সেরে গিয়েছে? দেখ্‌লেম, উনিতো মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ঠিক করে দিলেন।

সঞ্জীব—হাঁ। এখন আমি বেশ সুস্থবোধ কচ্ছি—আমার যে কিছু হয়েছে এখন মনেই হয় না। ডাক্তারটি বয়সের হিসাবে খুবই বিচক্ষণ বলেই বোধ হোল। কিন্তু কাঁদের সঙ্গে হাতটা যে ঝুলিয়ে দিয়ে গেল, এ বোধ করি শীগ্‌গির খুল্‌তে দিবে না। তোর কি মনে হয় সুখ?

কিন্তু বৃদ্ধের এ বৃথা প্রশ্ন করা। তাঁর কোন কথাই সুখলতার কাণে গেল না। টেবিলের উপর যে সেজটা জ্বলিতেছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, সুখলতা সে সময়, আজিকার এই নবীন ডাক্তারটির কথাই মনের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল।

বৃদ্ধ ভাবিলেন, সুখলতার ঘুম পাইয়াছে, সেই জন্যই সে অমন করিয়া বসিয়া আছে। এই মনে করিয়া কহিলেন—সুখ তোর ঘুম পেয়েছে, উঠে শোগে যা। আমার এই আকস্মিক বিপদে তোর মনের উপর নিশ্চয় খুবই আঘাত লেগেছে; একটু ঘুমিয়ে না নিলে, তুই প্রকৃতস্থ হোতে পারবি না। বৃদ্ধের কথা তখনও সুখলতার কাণে পৌঁছিল না।

সঞ্জীব কহিলেন—ওরে পাগলী! তুই অমন করে ভাবছিস্ কি বল্ ত? তোকে কি হিষ্টিরিয়ায় পেল নাকি?

সুখলতার তখনও বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সে আপন মনেই কহিয়া উঠিল—ঠিক এই চেহারার আর একজনকে কোথায় দেখেছি যেন, কোথায় কে জানে?

সুখলতার ভাবগতিক দেখিয়া বৃদ্ধ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বাম হস্তে তাহাকে একটি ঠেলা দিয়া সঞ্জীব কহিলেন—তোর হোল কি? অমন করে ভাবছিস্ কি বল্ ত? কার মত লোক দেখেছিস্ তুই?

এতক্ষণে সুখলতার যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে সোজা হইয়া বসিয়া কহিল—আচ্ছা দাদা মশায়, বল্তে পার, ঠিক এই চেহারার আর কাউকে দেখেছ কি না? আমার মনে হচ্ছে—হচ্ছে না। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে। যাই, শুইগে যাই। দেখ, তুমিও আর রাত করো না যেন?

এই বলিয়া সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

৬

দীন সে রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিল না। বাসায় গিয়া, একখানি চেয়ারে বসিয়া সে সঞ্জীব বাবু সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার ক্রমাগত মনের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল।

যদিচ তাহারা সঞ্জীব বাবুর কোনই অনিষ্ট করে নাই, বরঞ্চ উপকারই করিয়াছে, তথাপি দীনর চক্ষে তাহাদের আজিকার আচরণ সমস্তটা একটা মস্ত অপরাধ বলিয়াই বোধ হইতেছিল। ডাক্তার নয়, অথচ ডাক্তার বলিয়া

পরিচয় দিয়া, ভদ্র পরিবারে প্রবেশ করা, তাহাদের পক্ষে যে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, সে সম্বন্ধে তাহার মনে সে সময়, কোনই সন্দেহ রহিল না। সঞ্জীব বাবু যখন সকল কথা টের পাইবেন, তখন কি তাহাদের এই কাযটা তিনি সহজ ভাবে লইতে পারিবেন? আর সুখলতা? সেও কি তাহাদের এই আচরণটি সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতে পারিবে?

দীন মনে মনে কহিল—যা হইবার, তাত হইয়া গিয়াছে, এখন ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া মনকে পীড়িত করা বৃথা। কাল সকালে সে সমস্ত ব্যাপারটা, সঞ্জীব বাবুর নিকট খুলিয়া বলিবে; ইহাতে তাহার অদৃষ্টে যাই কেন ঘটুক না। এইরূপ সঙ্কল্প করাতে, তাহার হৃদয়ভার যেন অনেকটা লঘু হইতে পারিল। সে তখন উঠিয়া বিছানায় গিয়া, শুইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ মধ্যেই নিদ্রামগ্ন হইল।

তখন ভোর হইতে একটু বিলম্ব আছে; এমন সময় দীন একটি স্বপ্ন দেখিল। দীন দেখিল,—সে যেন একটা গগনচুম্বী পর্ব্বতের পাদমূলে দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে, নীল সমুদ্র যেন দূর আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। দীনর সহাধ্যায়ী ছেলেরা যেন পাহাড়ের গায়ে দাঁড়াইয়া, তাহাদের চিরপরিচিত স্বরে গান গাহিতেছে। দীন যেই উর্দ্ধের দিকে মুখ তুলিয়াছে, অমনি, একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণীর ছায়ার প্রতি, তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। ঠিক সেই সময়টিতে ছেলেদের গানও বন্ধ হইয়া গেল। গান থামিল, কিন্তু তাহার সুর কতকটা যেন সাগরতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে দূরে ভাসিয়া যাইতেছিল, আর কতকটা, উর্দ্ধে গিরিশিখরে উঠিয়া, আকাশের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। এমন সময়, আর একটি অপূর্ব্ব গানের সুর সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে উদ্ভাষিত করিয়া, দীনর কাণে আসিয়া প্রবেশ করিল। এই গানের মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা বাজিতেছিল। ইহা কানে শোনা যায় না—হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে হয়। এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া,

সাগরজলকে উদ্বেলিত করিয়া দিল; গিরি-নদী সমূহে প্রবেশ করিয়া, নদী-স্রোতকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। দীনর ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। তাহার হৃৎপিণ্ড জোরে উঠানামা করিতেছিল। দীনর মনে হইল,—ধূমাকীর্ণ পর্ব্বতশিখরে, সে যেন কাহার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিতেছে। দীন তখন এই দুর্গম পাহাড় বহিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল; উঠিতে উঠিতে তাহার হাত পা যেন অবশ হইয়া গেল, তথাপি সে বিরত হইল না; সে যতই উঠে, সেই সঙ্গীত আর মূর্ত্তি ততই স্পষ্ট হইতে লাগিল। অতি কষ্টে, মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বিজন পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া, দীন দেখিল, যেন এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীটি তাহাকে নিকটে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। আর একটু হইলেই, সে ওই দেবীর সমীপে পৌঁছিতে পারে, কিন্তু তাহার আর এক পাও অগ্রসর হইয়ার শক্তি নাই। সে হতাশ ভাবে, সেই দেবীর সম্মুখে বসিয়া পড়িল। উৎকণ্ঠার তাড়নায় কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "সুখলতা, আমি যে আর পারি না সুখলতা! এস, নেমে এস, তুমি সুখলতা।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে, মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিলে, দীন দেখিল, তাহার ওষ্ঠ দুটি ঘন ঘন কাঁপিতেছে, চোকের জলে, তাহার কপোল-দেশ ভাসিয়া গিয়াছে।

সে তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিল। চাকরকে চা আনিতে বলিয়া, সে সঞ্জীববাবুর বাসায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তখন ৯টা বাজিতে অনেক বিলম্ব ছিল, এতক্ষণ সে কি করিয়া সময় কাটাইবে, দীনর নিকট, তখন সেই এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। একবার জানালার কাছে গিয়া, রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল; কিছুক্ষণ মধ্যেই তাহা বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া পায়চারী করিল; তাহাও ভাল লাগিল না। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, এতক্ষণে মাত্র আধঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়াছে। বিশ্বাস হইল না,—ঘড়িটা কাণের কাছে ধরিল,

দেখিল, ঘড়ি ঠিক চলিতেছে। তখন সে টেবিল হইতে একখানা কেতাব লইয়া পাঠ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল—বইয়ের অক্ষরগুলা শ্রেণীবদ্ধভাবে তাহার চোকের উপর ভাসিতে লাগিল, তাহাদের অর্থ মনের মধ্যে প্রবেশ করিল না। বিরক্তির সহিত কেতাবখানি দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের বিশুদ্ধ বাতাসে তাহার মন অনেকটা হাল্‌কা হইল। তাহার মনের মধ্যে যে একটা হতাশা ও বিষাদের ভাব দেখা দিয়াছিল, তাহাও অনেকটা দূর হইতে লাগিল। আকাশে সূর্য্য তখন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। কাল রাত্রে সঞ্জীব বাবুদের কাছে, তাহার যে সামান্য একটা অপরাধ হইয়াছে, তাহার জন্য কি কথা বলিয়া ক্ষমা চাহিবে, দীন মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতে করিতে, পথ দিয়া চলিতে লাগিল। "এই যে দীন যে, এত ব্যস্তভাবে কোথায় যাচ্ছ হে?" বলিয়া বিপিন তাহার গতিরোধ করিল।

বিপিনকে দেখিয়া, দীন যেন অপ্রস্তুতের মত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দীন কহিল—"আমার এক যায়গায় একটু বিশেষ কায আছে, এখনি না গেলে নয়। বিকেলে বাসায় থেকো, দেখা কর্‌ব"। এই বলিয়া সে পাশের গলিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

৭

অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরিয়া দীন ৯টার সময় সঞ্জীব বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল।

দীনকে আসিতে দেখিয়া সঞ্জীব বাবু কহিলেন—এই যে, ডাক্তার বাবু, আসুন, আসুন; আমরা এতক্ষণ আপানার কথাই ভাবছিলাম।

দীন সঞ্জীববাবুকে নমস্কার করিয়া কহিল—কাল রাত্রে কেমন ছিলেন? ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটেনি ত?

ঘাড় নাড়িয়া সঞ্জীব কহিলেন—না ঘুমের কোন বিঘ্ন হয় নি, দিব্যি আরামে ঘুমিয়েছি। সুখলতা দীনুর মুখের পানে চাহিয়া কহিল—হাতখানা একবার দেখ্‌বেন কি?

দীন সঞ্জীববাবুর কাঁধটা পরীক্ষা করিয়া কহিল—বেশ আছে, আর কোন ভয় নাই। দীনর এই আশ্বাস বাক্যে সঞ্জীববাবুর মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি কহিলেন—আপনার কথায় মস্ত একটা দুর্ভাবনা দূর হোল। আপনার যদি বিশেষ তাড়াতাড়ি না থাকে, একটু বস্‌লে বড় সুখী হই।

দীন একখানা চেয়ার টানিয়া, সঞ্জীববাবুর নিকট উপবেশন করিল। কিছুক্ষণের জন্য কেহই কোন কথা কহিল না। পরে সঞ্জীববাবু কহিলেন—আপনার বাসাতে আপনি একা থাকেন, না আর কেও আছে?

দীন—দূর সম্পর্কে আমার এক মাসী আর তাঁর দুটি ছেলে থাকে।

সঞ্জীব—আপনি বোধ হয়, অল্পদিনই প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করেছেন, বোধ করি, এই বৎসরই কালেজ হোতে বের হোয়ে থাক্‌বেন?

দীনর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। লজ্জায় তার মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল—আজ্ঞে না, আমি যে ঠিক পাশকরা ডাক্তার তা নয়; আমার বন্ধুটিও নয়। তবে, কাল যে, আপনাকে চিকিৎসা কর্‌তে সাহস করেছিলাম, তার কারণ, আপনার চাকরের মুখে আপনার বিপদের কথা শুনে, সেটা আমাদের কাছে এতই সামান্য ব'লে বোধ হোল যে, মনে করলেম, আমরাই তার চিকিৎসা কর্‌তে পার্‌ব। বিশেষ সে সময় রাতও অনেক হয়েছিল।

দীনর এই কথায় সঞ্জীব বাবুর মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। রাগে তাঁহার সমস্ত শরীর যেন কাঁপিতে লাগিল।

দীন হতাশভাবে সুখলতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহাতে বিরক্তি ও করুণা যেন একসঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে।

ক্রুদ্ধ সঞ্জীব কহিলেন—তা হ'লে কাল তোমরা আমার হাতখানা নিয়ে তামাসা করতে এসেছিলে? তোমরা ত বেশ লোক দেখ্‌ছি।

সঞ্জীব বাবুর ভর্ৎসনা বাক্যে দীনর চোক মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে মনে মনে ক্ষিতিমোহনকে বিস্তর গালি দিল।

সুখলতা যদিচ দীনদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, তথাপি সে দীনকে তাহার এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য একটু হাসিয়া কহিল—আচ্ছা দাদামশায়, কাল তুমি বল্‌ছিলে না, ইনি খুব ভাল ডাক্তার; আজ সকালেও খুব ভাল আছ বলে কত না আনন্দ কচ্ছিলে?

সঞ্জীব—সেত সত্যি কথা। কিন্তু আমার হাতের হাড় যে নড়েছিল, আর যদি সত্যি নড়ে থাকে, ঠিক যে বসান হয়েছে তা জান্‌ব কি করে?

বিনম্রস্বরে দীন কহিল—দেখুন, যদিচ আমরা পাশ করিনি বটে, তথাপি আমরা জোর করে বল্‌তে পারি, আমাদের দ্বারা আপনার হাতের কোন অনিষ্টই হয় নি।

বৃদ্ধ সঞ্জীবচন্দ্র রাগে চেয়ার হইতে উঠিয়া কহিলেন—বেশ বিবেচনা বুদ্ধি তোমার ত? সমস্ত জীবনটা হাতখানা অকর্ম্মণ্য হ'য়ে থাক্‌বে, তা বুঝি অনিষ্ট বলে মনে হয় না তোমার? একি ঠাট্টা পেলে আমার সঙ্গে?

কাতর ভাবে দীন কহিল—অনুগ্রহ ক'রে উঠবেন না; একটু বসুন। আপনি যে আমার উপর রাগ করেছেন, সে জন্যে আপনাকে কোন দোষ দিতে পারি না। দোষ আমাদেরই। এর জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। হাঁসপাতালে ৪ বৎসর কায করে আমাদের যে জ্ঞান হয়েছে, তাতে কোন পাশকরা ডাক্তার আপনার হাত সম্বন্ধে যা করতেন, আমরাও ঠিক তাই করেছি, এ আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন।

দীনর দিকে গম্ভীর নেত্রে চাহিয়া, সুখলতা কহিল—আপনারা তা' হ'লে ডাক্তারী পড়েন? আমার কিন্তু সেই কথাই মনে হয়েছিল।

সুখলতার দিক হইতে, মুখ ফিরাইয়া লইয়া মাটির দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দীন কহিল—আজ্ঞে, হাঁ! ফিপ্‌ত্‌ ইয়ারে পড়ি, এবার শেষ পরীক্ষা দিব!

সুখলতা—তা হ'লে অবশ্য অবাধে মনে করা যেতে পারে, নড়া হাড় কি ক'রে বসাতে হয়, সে বিষয়ে আপনাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পাশকরা ডাক্তারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়: কি বলেন আপনি?

বিনয়ের সহিত দীন কহিল যে, ততটুকু জ্ঞান ও বিদ্যা আছে ব'লেইত তার বিশ্বাস।

সুখলতা—তা হ'লে আপনাদের নামের সঙ্গে কতকগুলা অক্ষর জোড়া থাক্ না থাক্, সে আমাদের দেখার দরকার নাই, আপনারা কায জানেন, এই যথেষ্ট।

এতক্ষণে দীন যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

উচ্ছ্বসিত ক্রোধবেগ প্রশমিত হওয়ায়, সঞ্জীববাবু আবার স্থির হইয়া বসিলেন।

কিছুক্ষণ পর দীন কহিল—[illegible] [illegible] আপনাদের এখানকার লোক বলে মনে হয় না। আপনাদের দে[illegible] কোথায়, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

সঞ্জীব—না, এখানে আমাদের বাড়ী নয়। সুখ এখানে পড়া শুনা করে। আমরা মান্দালয়ে থাকি। সেই আমাদের এখন দেশ বল্‌লেই হয়।

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া দীন কহিল—মান্দালয়! সেখানে আমার একটি পরিচিত লোক আছেন। তাঁর কাছ হ'তেই আমার মাস মাস খরচের টাকা আসে। আমার পৈতৃক সম্পত্তির তিনিই নাকি ট্রাষ্টী, না একজিকিউটার এই রকম একটা কিছু।

সুখলতা—তা হ'লে আপনারও বাপ নাই?

দীন—আমার ত সেই বিশ্বাস। তবে তিনি যে মরেছেন, সে কথা ঠিক ক'রে কেহই বলতে পারে না। প্রায় ১৫ বৎসর হবে, মান্দালয়ের উকীল মন্মথবাবু, দেশে আমার জেঠা মশায়কে এক পত্র লিখেন; সেই পত্রে জানা যায়, বাবা আমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য, তাঁর হাতে কতকগুলা টাকা রেখে গিয়েছেন। তিনি জীবিত কি মৃত, সে সম্বন্ধে মন্মথবাবু কোন কথাই লিখেন নি। যাই হোক্, সেই হ'তে বাবার আর কোন সংবাদই আমরা পাই নি।

সঞ্জীব—তাহ'লে আমাদের মন্মথ তোমাকে টাকা পাঠায়? মন্মথ যে আমার বিশেষ বন্ধু। আমার কায কর্ম্ম সবই সে দেখে। তাহ'লে দীনবাবু, এস না একবার বর্ম্মায়। এত দিন যে কেন যাওনি, সেই আশ্চর্য্য।

দীন—আগে এক্‌জামিনের ব্যাপার ত চুকে যাক্, তারপর দেখা যাবে।

সুখলতা—একজামিনে পাশ ত আপনি নিশ্চয় করবেন; তাহ'লে ত যাওয়ার কোন বাধা নাই। দীনবাবু, আসবেন একবার বর্ম্মায়, কি সুন্দর দেশ এই বর্ম্মা! বিশেষতঃ মান্দালয়।

সঞ্জীব—দীনবাবু, যদি যাও, তার আগে মন্মথকে একটা খবর দিয়ো। বর্ম্মায় যা কিছু দেখবার মত আছে, আমরা সঙ্গে করে নিয়ে দেখিয়ে আন্‌বো।

দীন—যদি যাই, নিশ্চয় জানতে পাবেন। আজ এখন উঠি তবে।

সঞ্জীব—এরি মধ্যে উঠ্‌বে? তাহ'লে তোমাদের সম্মানের জন্য,—বলিয়া দুখানি ১০৲ টাকার নোট দীনের হাতে গুঁজিয়ে দিতে গেলেন।

দীন তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া কহিল—দেখুন, এই বিষয়টিতে আমাকে মাপ করতে হবে।

সঞ্জীব—সেকি হয়?

দীন—যদি কিছু খরচ করতেই আপনার মন হ'য়ে থাকে, তাহ'লে টাকাটা

কোন দরিদ্র ভাণ্ডারে পাঠিয়ে দিবেন। আমরা যে আপনার একটু উপকার করতে পেরেছি, এই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার হয়েছে।

একটু হাসিয়া সঞ্জীব বাবু কহিলেন—নিতে যখন তোমার এত অমত, তখন তাই করব, টাকাটা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে পাঠিয়ে দিব।

বিদায়ের সময় সঞ্জীব কহিলেন—অবসর মত মধ্যে মধ্যে যদি এস, তাহ'লে বড় খুসী হই আমরা।

সুখলতা যদিচ কোন কথা কহিল না, তথাপি সে দীনর মুখের দিকে, তাহার ডাগর চক্ষু দুটি তুলিয়া, তাহার দাদা মহাশয়ের অনুরোধেরই সমর্থন করিল।

৮

দীন ও সুখলতা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার ক্ষিতিমোহন কর্তৃক কলেজের ছেলেদের মধ্যে প্রচারিত হইলে, ক্রমে তাহা কলেজের ডিমনেষ্ট্রেটার ডাক্তার মিত্রের কাণে গিয়া পৌঁছিল। তিনি ব্যাপারটা জানিবার জন্য বেয়ারাকে দিয়া দীনকে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে তাঁহার অসুখ করিয়াছে, এইরূপ সংবাদ ছিল।

ডাক্তার মিত্র মাথায় বেশ লম্বা, একহারা চেহারা, চোক দুটি উজ্জ্বল। ছেলেরা সকলেই ইহাঁকে তাহাদের বন্ধু বলিয়া মনে করে। ইহাঁকে প্রথম দেখিলে, খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাঁহার গাম্ভীর্য্যের মধ্যে যে, একটা সরস প্রফুল্লতা আছে, তাঁহার সহিত যে একবার কথা কহিয়াছে, সে তাহা টের পাইয়াছে।

প্রায় দু ঘণ্টা হইল, দীন সঞ্জীববাবুর বাসা হইতে আসিয়াছে। এ দু ঘণ্টা কাল দীনের কাছে, দুটি সুখের বৎসর বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহার মাসি তাহার জন্য ভাত বাড়িয়া রাখিয়াছেন, দীনর সে দিকে লক্ষ্যই নাই। সে আনন্দে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। এ সময়, সে মনে মনে

কেবলই সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে। এমন সময় ডাক্তার মিত্রের লোক আসিয়া, তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। তখন তাড়াতাড়ী দুটা ভাত মুখে দিয়া, সে ডাক্তার মিত্রের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই, সে ডাক্তার মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন এখন ?" বেশী কিছু হয়নি ত ?" "কখন হ'ল আপনার অসুখ ? "আর যে হয়েছে আপনার এই ডিসেক্‌টিঙ্‌ রুমটি ?" "এখানে থাক্‌লে, অসুখ না হ'য়ে কি পার আছে ?" "আপনি ত আবার যতটুকু আবশ্যক তার চেয়ে বেশী ক'রে থাকেন ?"

মিত্র—অসুখটা কাল হ'তেই হয়েছে ; তেমন কিছু নয়। কিন্তু দীন, আজ তোমাকে এত উত্তেজিত দেখ্‌ছি কেন ?

দীন—উত্তেজিত দেখ্‌ছেন ? তা হবে। শরীর আর মন যখন খুব ভাল থাকে, তখন মুখে প্রফুল্লতার লক্ষণ, আর কথায় উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পাবেইত। এর উপর আজ আর আমাকে নাইট্‌ ডিউটি করতে হবে না, হাউস সার্জ্জেনকে বলে, ডিউটির হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি। আমি আজও থিয়েটারে যাব মনে কর্‌ছি।

মিত্র—"আজও" বল্‌ছ যে ? তা হ'লে সে দিন গিয়েছিলে ?

দীন ঘাড় নাড়িয়া কহিল—আজ্ঞে হাঁ।

মিত্র—তারপর, অভিনয় দেখলে কেমন ? সুখলতার গান কেমন লাগল ?

উৎসাহভরে দীন কহিল—চমৎকার ! তিনি দেখ্‌তেও যেমন, তাঁর গানের গলাটিও তেমনি। তাঁর গান শুন্‌বা মাত্র, আমি মনে মনে তাঁর একটা ছবি এঁকেছিলাম ; আমার কল্পনার সঙ্গে, বাস্তবের যে, এমন মিল হবে, তা মনেই করতে পারেনি। সুখলতা শুধু সুন্দরী নয়, ভাল যত দূর হ'তে হয়।

হাসিয়া মিত্র কহিলেন—সম্ভব। কিন্তু এঁর বিষয়ে এত কথা, জান্‌লে কি ক'রে ?

যদিচ দীন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সুখলতার কোন কথাই সে কাহারও কাছে প্রকাশ করিবে না, কিন্তু ডাক্তার মিত্রের নিকট তাহার সে প্রতিজ্ঞা রহিল না। তিনি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া, তাহার নিকট হইতে, সকল কথাই জানিয়া লইলেন।

দীনর মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, ডাক্তার মিত্র কহিলেন—দেখ দীন, তোমার কথায়, আমি মনের মধ্যে আজ বেশ আনন্দ পেলাম।

এই পাঁচটা বৎসর ধ'রে ক্রমাগত নীরস বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেও তোমার মনটা দিব্যি সরস আছে দেখ্‌ছি। আমি ভারী খুসী হলেম দীন—প্রেমের বীজ, তোমার হৃদয়ে প'ড়ে, রসের অভাবে শুকিয়ে যাবে না।

দীন—আমার একথার মধ্যে, আপনি যে প্রেমের কথা কেন আনছেন, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেম না। আমি যে কাউকে ভালবেসেছি, কই, সে কথাত হয়নি ?

মিত্র—না, সে কথা তুমি অবশ্য বলনি। কিন্তু এত তুমি অস্বীকার করতে পার না, কল্পনায় তুমি এক আদর্শ নারীকে ভাল বেসেছ। আর তোমার আদর্শটা অনেকটা সুখলতারই অনুরূপ।

দীন—আমার আদর্শটি যদি সত্যি সত্যি সুখলতার অনুযায়ী হয়, তাতে আমি গর্ব্ব বই অন্য কিছু মনে করব না।

কথা কয়টি বলিবার সময় দীনর কপোলের একস্থান রাঙা হইয়া উঠিল। ডাক্তার মিত্র হাসিয়া কহিলেন—এই দেখ, তুমি এক নিশ্বাসে দুরকম কথা বল্‌ছ। থাক্, ও কথা। এখন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি কেন শুন। আমার শরীর তেমন ভাল নাই; কাল তুমি এসে, আমাকে একটু সাহায্য কর্‌লে ভাল হয়।

দীন "যে আজ্ঞে" বলিয়া মিত্রের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

দীন চলিয়া গেলে, মিত্র কহিলেন—ছেলেটা প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়েছে

দেখ্ছি। এ প্রেমের হাত হ'তে ও যে সহজে নিষ্কৃতি পাবে, এমন ত মনে হয় না। দেখা যাক্ ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে শেষ হয় ?

দীন রাস্তায় পড়িয়া কোথায় যাইবে, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আপন মনে ক্রমাগত চলিতে লাগিল। ডাক্তার মিত্রের কাছে, সে যে এমন করিয়া ধরা দিয়াছে, তাহার জন্য তাহার মনে লজ্জা ও রাগ দুই-ই দেখা দিল। ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার মত একটার পর একটা চিন্তা আসিয়া তাহার মনের মধ্যে কেবলই ছুটাছুটী আরম্ভ করিয়া দিল। একবার তাহার আসন্ন পরীক্ষার কথা, তাহার পরক্ষণেই সুখলতার কথা, তাহার পর মুহূর্ত্তেই বর্ম্মামান্দালয়ের কথা—এইরূপে এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাহার চিত্ত ক্রমাগত ধাবিত হইতে লাগিল।

আজ রাত্রে সে আবার থিয়েটারে যাইবে, আবার সুখলতার গান শুনিতে পাইবে, এই কথা মনে হওয়ায়, তাহার হৃদয় যেন আনন্দে নৃত্য না করিয়া থাকিতে পারিল না। মন যখন কোন বিষয়ে একান্ত নিমগ্ন হয়, তখন বাহ্য-জ্ঞান একেবারে থাকে না। দীনেরও অবস্থাটা সে সময় অনেকটা সেই রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে এক মনে হন্ হন্ করিয়া চলিতেছে, কোন দিকে তা'র লক্ষ্য নাই। জনতার কোলাহল তাহার কাণে প্রবেশ করিতেছে না। সে কতক্ষণ এইরূপে স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় ছিল, বলিতে পারে না। সহসা তাহার মনে পড়িল আজ তাহার বিপিনদের বাসায় যাইবার কথা, অমনি সেই দিক লক্ষ্য করিয়া সে চলিতে লাগিল।

দীন যখন বিপিনদের মেসে পৌঁছিল, তখন ঘড়িতে ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। অপরাহ্নের শীতের সহরের ম্লানিমা সমস্ত কলিকাতাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। বিপিনদের মেস হইতে থিয়েটার বেশী দূরে নয়, দীন নিজের বাসায় না গিয়া, এখান হইতেই থিয়েটারে যাইবে স্থির করিল।

আহার করিতে বসিয়া দীন কহিল, ওহে বিপিন! ক্ষিতিমোহনের খবর কি বল ত? তাকে যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না এখনও?

বিপিন—ওহে দীন! আমার সন্দেহ হয়, সেদিন রাত্রের ব্যাপার ক্ষিতি-মোহন ছেলেদের কাছে প্রকাশ করে দিয়ে থাক্‌বে। তা সে জন্যে কিছু ভেবো না; যদি বলেই থাকে, তাতে ক্ষতি কি এমন হবার সম্ভব? তোমাদের কলেজের গেম্ কমিটীর নাকি আজ একটা বিশেষ মিটিং হবার কথা। ক্ষিতিমোহন সম্ভবতঃ সেখানেই গিয়ে থাক্‌বে। আর এক কথা শুনেছ দীন! এবার ওরা নাকি তোমাকেই ক্যাপ্‌টেন্ কর্‌বে স্থির করেছে। এক মৃগেন বাবু ছাড়া, বোধ করি আর কেও এতে অমত কর্‌বে না। তিনি বলেন,—তুমি খেলায় তেমন প্র্যাক্‌টিস্ রাখ না—এজন্য এবার ফাইন্যালে তোমার নাম দেওয়া উচিত নয়।

দীন—দেখ বিপিন, সঞ্জীব বাবু ও সুখলতা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার যদি প্রকাশ হয়েই থাকে, কিম্বা আমি যদি ক্যাপ্টেন্‌ও না হ'তে পারি, তাতে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত হব না। কিন্তু, কলেজে এবার আমার শেষ বৎসর; এবার যদি ফাইন্যালে খেল্‌তে না পাই, তা হ'লে বাস্তবিকই আমার কষ্ট হবে। আমি বরাবরই দেখে আস্‌ছি, মৃগেন আর আমাতে কিছুতেই বনছে না। আমাদের মধ্যে এই গোলটা ঢুকে কি ক'রে বল্‌তে পার? এক-দিন একটা ছুতো ক'রে দু ঘা লাগিয়ে দিলে কেমন হয়?

বিপিন—না, না, তাতে আর কাজ নাই। গোল আপনা হতেই মিটে যাবে।

এমন সময় ক্ষিতিমোহন আসিয়া দেখা দিল। দীনকে দেখিতে পাইয়া উল্লাস-ভরে কহিল—এই যে দীন, কতক্ষণ এসেছ? আজ থিয়েটারে যাচ্ছ ত?

দীন কোন কথা না কহিয়া, সুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বিপিন—হাঁ হে ক্ষিতিমোহন তোমাদের মিটিংএ আজ কি হ'ল?

ক্ষিতিমোহন—ও! ভাই দীন, শিশির বাবুর স্থানে এবার তোমাকেই ক্যাপ্টেন্ করা গেল। তুমি যাতে না হতে পার, তার জন্যে মৃগেন খুবই চেষ্টা করেছিল। তোমাদের মধ্যে এমন ভাব কবে থেকে হ'ল?

দীন—তা জানি না।

ক্ষিতিমোহন—আবার আর এক কথা শুনেছ? সুখলতাকে দেখে অবধি, মৃগেন তার জন্যে এক রকম পাগল আর কি! যে অঞ্চলে সুখলতা থাকে সে দিকে ঘন ঘন ঘোরাফেরা আরম্ভ করেছে, শুন্ছি।

ক্ষিতিমোহনের কথায় দীনর মুখের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না, দেখিবার জন্য বিপিন তাহার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল—দীনর মুখ যেন রাগে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া দীন কহিল—আজ মিটিংএ আমার বিষয়ে মৃগেন কি বল্লে?

বিপিন চোক টিপিয়া ক্ষিতিমোহনকে সাবধান হইতে ইসারা করিল।

ক্ষিতিমোহন কহিল—এমন বিশেষ কিছু নয়, সে বলে, তোমার খেলা অভ্যাস নাই, এই আর কি?

দীন—সে কি ক'রে জান্লে যে আমার খেলা অভ্যাস নাই! ফের যদি ও আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলে, ওর ভাল হবে না বল্ছি।

বিপিন বুঝিল, দীন আর [illegible] মধ্যে একটা কিছু না ঘটিয়া আর যায় না।

৯

থিয়েটার ভাঙ্গিলে সঞ্জীব বাবু দীনকে বারবার তাঁহাদের গাড়ীতে উঠিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; দীন ঘাড় নাড়িয়া তাহাতে আপত্তি করিল; কিন্তু সুখলতা যখন কহিল—"বেশ ত দীন বাবু, আসুন না, আমরা আপনাকে

বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাব"। তখন দীনর আর কোন আপত্তি করা চলিল না। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। দীন যখন গাড়ীতে উঠে, কি জানি কেন, সুখলতার মুখখানি সে সময়, একটু রাঙা হইয়া উঠিল এবং সেই রক্তিমার মধ্যে যেন একটা হাসির বিজুলি খেলিতে ছিল।

গাড়ী যখন ছাড়িয়া দিল, দীনর মনে হইল, কাজটা ভাল হয় নাই, ব্যাপার লইয়া ছেলেদের মধ্যে একটা বিষম আন্দোলন চলিবে, এবং তাহাকে অনেক কথা শুনিতে হইবে। কিন্তু সুখলতার সঙ্গ ছাড়া দীনর কাছে প্রিয়তর আর কি থাকিতে পারে? সে যে ইহার জন্য সকল লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারে!

গাড়ী বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, দীন গাড়ী হইতে নামিয়া সঞ্জীব বাবুকে নমস্কার করিল। সঞ্জীব বাবু দীনকে বারবার কহিলেন—যখনই সময় পাবে, আমাদের ওখানে যেয়ো দীন বাবু, আমরা এক রকম নিঃসঙ্গ আছি, তোমাকে পেলে, সময়টা কাট্‌বে ভাল।

সুখলতা যদিচ সে সময় কোন কথা কহিল না বটে, তথাপি সে দীনর মুখের দিকে দুই চোক তুলিয়া, নীরবে সঞ্জীব বাবুর অনুরোধের সমর্থন করিল। দীন তাহার দৃষ্টিতে এমন একটা ঔৎসুক্যের উজ্জ্বলতা দেখিতে পাইল, যাহাতে তাহার মনে আনন্দ ও উৎসাহের আর অন্ত থাকিল না।

বিপিন ও ক্ষিতিমোহনও থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল। বাসায় ফিরিবার সময় বিপিন কহিল—ক্ষিতিমোহন, আজ তুমি ভারি অন্যায় করেছ। তুমি নিশ্চয় জেনো, ওদের দুজনের মধ্যে একটা মারামারি না হ'য়ে আর যায় না।

ক্ষিতিমোহন—কাদের মধ্যে হে?

বিপিন—কেন? দীন আর মৃগেনের মধ্যে। একেইত ওদের মনের মিল নাই। তার উপর তুমি যখন আজ এ কথা বলেছ—মৃগেন সুখলতার উদ্দেশে যাওয়া-আসা করছে, তখনই জানি, আর কিছুতেই রক্ষা নাই। তুমি ত জান না ক্ষিতিমোহন, দীন সুখলতাকে কি রকম ভালবেসেছে।

ক্ষিতিমোহন—তুমি যে আমাকে অবাক্ করে দিলে হে! দীন তাহলে সত্যি শেষে প্রেমে পড়্‌ল নাকি? তা মৃগেন যতই চেষ্টা করুক, সুখলতা যদি কাউকে ভালবাসে, সে যে মৃগেনকে নয়, এ আমি জোর করেই বল্‌তে পারি।

১০

থিয়েটার দেখার পর কয়দিন অতিবাহিত হইয়াছে। দীন ইহার মধ্যে একটিবারও সুখলতাদের বাসায় যায় নাই।

সুখলতা দীনর আশায় প্রতিদিনই পথের দিকে চাহিয়া থাকে, তবুও দীনর দেখা নাই। দীনর সঙ্গে সুখলতার ক'দিনের কতটুকুই বা পরিচয়? কিন্তু ইহারই মধ্যে দীন যে তাহার এতটা আপনার হইয়া উঠিয়াছে, এই চিন্তায় সুখলতা তাহার মনের মধ্যে বিস্ময় অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সে দিন বিদায়ের সময়, তাহার দাদা মহাশয় যখন দীনকে তাহাদের বাসায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, সুখলতা সে সময়, দীনর মুখে যে একটা উৎসাহভরা প্রীতির ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল, তাহাকে ত সুখলতা শুধু লৌকিক শিষ্টাচার মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। সুখলতা যে সে সময় ইহার মধ্যে একটা প্রাণের যোগ অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

তাই, আজও যখন তাহাকে দীনর আসা সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হইল, তখন দীনর জন্য তাহার মনের মধ্যে একটুখানি ভাবনার মেঘের সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারিল না।

দীনও যে এ কয়দিন আরামে ছিল, তাহা নহে। সুখলতাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে তাহাদের বাসায় যাইতে তাহার কেমন এক রকম সঙ্কোচ হইতেছিল। দীনর এ সময়কার মনের অবস্থাটি, সুখলতা যদি কোন প্রকারে টের পাইত, তাহা হইলে, দীনর এই কষ্ট

তাহার আনন্দিত হইবারই কারণ ছিল। প্রেমের ফাঁদ যে স্থধু তাহাকেই জড়াইয়াছে, তাহা নহে ; দীন ও ইহাতে কম আটকাইয়া পড়ে নাই।

আজ কলেজ হইতে ফিরিবার সময়, দীনর মন আর কিছুতেই বাসায় যাইতে চাহে না। আজ কোন যুক্তি, কোন বাধাই তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। আজ সঞ্জীব বাবুর বাসাটিই সত্য, আর সবই মিথ্যা, দীনর স্থধু সেই কথাই মনে হইতেছিল। সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, ভাবের বন্যা যেন জোর করিয়া তাহার মনের মধ্যে দেখা দিল। তখন কাল বিলম্ব না করিয়া, সে তীরের মত, সঞ্জীব বাবুর বাসার উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল।

দীন যে, সময় সঞ্জীব বাবুর দরজার নিকট আসিয়া পৌছিল, ঠিক সেই সময় সঞ্জীবও অন্য দিক দিয়া, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

"এস, এস, দীন বাবু, বড় খুসী হলেম", বলিয়া, তিনি দীনকে ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

দীন ও সঞ্জীব বাবু যখন ঘরে প্রবেশ করে, উপরের বারান্দা হইতে স্থখলতা তাহা লক্ষ্য না করিয়াছিল, এমন নয়। আনন্দে তাহার হৃৎপিণ্ডটা সে সময় উঠা-পড়া করিতে লাগিল। তাহার দাদা মহাশয়ের ডাকের আশায়, নিজের ঘরটিতে গিয়া সে তখন উৎগ্রীব হইয়া বসিয়া রহিল। একটু পরেই তাহার ডাক পড়িল।

স্থখলতা ঘরে প্রবেশ করিতেই, দীন চেয়ার হইতে একটু খানি উঠিয়া তাহাকে নমস্কার করিল। স্মিত মুখে প্রতিনমস্কার করিয়া, স্থখলতা কহিল—তবু ভাল, দীন বাবুর আজ আমাদের মনে পড়েছে।

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দীন কহিল—এসেছিলেম এ দিকে একটু কাজে ; তাই ভাবলেম, আপনাদের সঙ্গে দেখাটাও অমনি করে যাই।

স্থখলতা কহিল—ওঃ।

এই ক্ষুদ্র "ওঃ" শব্দটির মধ্যে যে একটা দারুণ অভিমান ছিল, দীন তাহা

স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার কথা যে ঠিক সঙ্গত হয় নাই, সেই জন্য সে তাহার মনের মধ্যে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করিতেছিল। এমন সময়, সঞ্জীব বাবু কহিলেন—দীনবাবু তুমি বোধ করি বরাবর কলেজ হ'তে আস্‌ছ—বাসায় যেতে পার নি? সুখ তুই এক কাজ কর, দীন বাবুর জন্যে চা আর খাবার নিয়ে আয়।

সুখলতা—উনি আমাদের এখানে খাবেন কি না, তাই আগে জিজ্ঞাসা কর? দেখ্‌লেম, সে দিন ত খেলেন না।

দীন—সেদিন খাইনি বলে যে, রোজই খাবো না, তার কি মানে আছে?

সুখলতা একটু হাসিয়া কহিল—তবু! কি জানি!

সঞ্জীব—শুধু দীন বাবুকে দিলে হবে না, আমাকেও এক পেয়ালা দিতে হবে। দৃঢ় স্বরে সুখলতা কহিল—সেটি হবে না। আজ তুমি দু'পেয়ালা বেশী খেয়েছ, আর খেলে ঘুমুতে পার্‌বে না নিশ্চয়। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুখলতা চলিয়া গেলে, সঞ্জীব কহিলেন—দেখ্‌লে ত দিদির আমার উপর কড়া শাসন। ও কি ভাবে জান? ওর দাদা মশায় যেন চিরকাল অমর হয়ে থাক্‌বে।

এই বলিয়া বৃদ্ধ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন; তাহার [illegible]—বড় লক্ষ্মী মেয়ে আমার এই দিদিমণিটি। দীন বাবু, ওর [illegible] তোমার একটু পরিচয় হ'লে দেখ্‌বে, কি মধুর, কি স্নেহপ্রবণ ওর অন্তরটি! তুমি যদি মধ্যে মধ্যে এসে ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও, বড় ভাল হয়। এতে ওর বিস্তর উপকার হ'বে। ও বেশ বুদ্ধিমতী, মোটামুটি জ্ঞান, ওর সব বিষয়েই আছে।

সঞ্জীব বাবু আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, সুখলতাকে আসিতে দেখিয়া থামিয়া গেলেন।

রামভরসের হাতে চায়ের পেয়ালা ও জলের গেলাস দিয়া, এবং নিজে খাবারের রেকাবী হাতে করিয়া, সুখলতা ঘরে প্রবেশ করিল এবং সেগুলি দীনর সম্মুখে একটি ছোট টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল।

সঞ্জীব বাবু কহিলেন—তা হ'লে, দীন বাবু তুমি ততক্ষণ চা-টা খাও, আমি পাশের বাড়ীতে হারাণবাবুকে একটা কথা বলে আসি।

এই বলিয়া সঞ্জীব বাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সুখলতা কহিল—দীন বাবু, আপনার চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। একে আনাড়ির হাতের চা, তাতে ঠাণ্ডা হ'লে মুখে করতে পারবেন না বলছি।

দীন কহিল—আপনার হাতের চা যে মন্দ হ'তে পারে, সে আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

হাসিয়া সুখলতা কহিল—পারেন কি না, মুখে দিলেই টের পাবেন ?

দীন চায়ের পেয়ালাটা মুখের কাছে তুলিয়া, না খাইয়াই নামাইয়া রাখিল।

সুখলতা কহিল—মুখে দিবারও আবশ্যক হ'ল না বুঝি, ঘ্রাণেই আমার বিদ্যে ধ'রে ফেলেছেন ?

[illegible]য়ের গন্ধ, যা পেলেম, তাতে আর এক পেয়ালা না হ'লে আমার চল্‌বে [illegible]।

একটু হাসিয়া সুখলতা কহিল—বেশ ত! আগে ও পেয়ালাটা শেষ করুন ?

দীন—শুধু আর এক পেয়ালা চা দিলে হবে না, তার সঙ্গে আরও কিছু দিতে হবে।

সুখলতা—বলুন, কি দিতে হবে ?

দীন—আপনাকে একটা গান শুনাতে হবে।

সুখলতা—আমার আবার গান! তাই আবার শুন্‌বেন। যদি নিতান্ত

ইচ্ছে হয়ে থাকে, তা বেশ, শুন্‌বেন। আপনি ততক্ষণ খাবার খান, আমি আপনার জন্যে চা তৈয়ার করে নিয়ে আসি?

চা ও খাবার খাওয়া শেষ হইলে, দীন গানের জন্যে স্বখলতাকে আবার ধরিয়া বসিল। কহিল—আপনি তা হ'লে এখন আপনার অঙ্গীকার রাখুন।

স্বখলতা কহিল—আপনি দেখ্‌ছি, গানের কথা এখনও মনে রেখেছেন। তা হ'লে কি গান গাব বলুন? ব্রহ্ম সঙ্গীত?

ব্যস্ত ভাবে দীন কহিল—দোহাই আপনার! ব্রহ্ম সঙ্গীত আর শ্যামা সঙ্গীত ছাড়া, যা হয় একটা গান।

স্বখলতা উঠিয়া হার্ম্মোনিয়ামের কাছে গেল এবং হার্ম্মোনিয়ামের সহিত স্থর মিলাইয়া, তাহার ললিত কণ্ঠে গাহিতে স্থরু করিল;—

"সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটি কুস্থম দে॥
যদি স্থধায় কে দিল, কোন ফুল কাননে,
তোর শপথ আমার নামটি করিস্‌ নে।
সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে॥
সখি, তরুর তলায়, বসে সে ধূলায় যে,
সেথা বকুল মালার আসন বিছায়ে দে।
সে যে, করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে,
কেন কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে।
সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে॥"

স্বখলতা যতক্ষণ গানটি গাহিল, দীন অনিমেষ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ইহা ত গান নয়। স্বখলতা যেন তাহার প্রাণের গোপন কথাটি স্থরের মধ্যে দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। হায়! হায়! কে

সে সুভাগা, যাহার জন্য এই বকুলমালার আসনের ব্যবস্থা। দীন? কে জানে?

আশায় ও নিরাশায় দীনর মনটিকে লইয়া যে সময় টানা ছেঁড়া করিতেছিল, ঠিক সেই সময়টিতে গান থামিল। দীন চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, সঞ্জীব বাবু তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

সঞ্জীব—গান শুন্‌ছিলে? ভারী মিষ্টি গলাটি ওর; কেমন নয়?

দীন—মিষ্টি যতদূর হ'তে হয়।

সুখলতা—তবেই হয়েছে! একে ত দাদা মশায় যখন তখন "মিষ্টি গলা" বলে আমার দেমাক বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার সাথে আপনি আবার যদি যোগ দেন, তা হ'লে মাটিতে আর আমার পা পড়বে না দেখ্‌ছি।

দীন—কিন্তু যা সত্যি, তাত স্বীকার করতে হবে।

সুখলতা—তা হ'লে গানের আপনি কিছু জানেন না দেখ্‌ছি। এ বিদ্যে যদি আপনার একটু জানা থাকৃত, তা হ'লে, হয় ত এত সহজে, আপনার কাছে যশ আদায় করতে পার্‌তেম না।

দীন—আপনার কাছে তর্কে না হয়, হারই মানলেম, কিন্তু তা ব'লে আমার মতের যে একটুও পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা যেন মনে কর্‌বেন না। আজ তবে এখন উঠি; আমাকে আবার এখনি হাঁসপাতালে যেতে হবে—আজ আমার নাইট্‌ ডিউটি আছে।

সঞ্জীব—সে কি? আজ রাত্রে তোমার আহার হবে না নাকি?

দীন—না, আজ আর আহারের দরকার নাই; ইনি তার শেষ করে দিয়েছেন।

সুখলতা—গানে নাকি?

দীন—হাঁ, গানে বটে, তার উপর মিষ্টান্ন ও ফলগুলা বেশীর ভাগ ছিল।

সুখলতা—ভারীত খেয়েছেন? না, সত্যি দীনবাবু, আপনি এখান হ'তে দুটি খেয়ে যান্। আমাদের সব প্রস্তুত।

দীন—আপনাদের অনুরোধ ত অনুরোধ নয়। কিন্তু কি কর্‌ব বলুন? আমার পেটে আর স্থান নাই। অ-ক্ষিদের উপর খেয়ে রাত জাগ্‌লে, ভারী কষ্ট হ'বে।

সঞ্জীব—তোমাকে বুঝি সারা রাত জেগে কাটাতে হ'বে?

দীন—তার কোন মানে নাই। দরকার হ'লে সারা রাত জাগতে হয় বৈকি? এখন তবে উঠি—আমার সময়ও প্রায় হয়ে এল।

সঞ্জীব—আবার কবে আস্‌ছ?

দীন "দেখি ত" বলিয়া সঞ্জীব বাবু ও সুখলতাকে নমস্কার করিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১১

পাড়ার কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সুখলতাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। সুখলতা তাহাদের একখানি ইংরাজী গল্পের বই হইতে গল্প বলিতেছে। এমন সময় দীন গিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সুখলতা এরূপ নিবিষ্ট-চিত্তে গল্প বলিতেছে, আর তাহার শ্রোতারা তাহা এতদূর এক মনে শুনিতেছে, দীন যে আসিয়াছে, তাহা উহাদের কেহই টের পাইল না।

দীন—দেখ্‌ছি স্বয়ং বীণাপানি যেন চতুষ্পাঠী খুলে বসেছেন। ইচ্ছে করে, মেডিক্যাল্ কলেজ ছেড়ে দিয়ে, এখানে পড়তে আরম্ভ করে দি।

তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া, সুখলতা কহিল—"বেশ ত। আসুন না। বিলেতের গ্রামার স্কুল ত জানেন, এখানেও সেই নীতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। সে কথা মনে রাখ্‌বেন?

দীন—এ যে গ্রামার স্কুল নয়, ছাত্রদের ব্যবহারেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

একজন অপরিচিত পুরুষ আসাতে, তাহাদের গল্প শোনার আনন্দ বন্ধ

হওয়ায়, ছেলে মেয়েগুলি যেন একটু বিরক্তি বোধ করিতেছিল। সুখলতা তাহা টের পাইয়া, তাহাদের কহিল—তোমরা আজ বাড়ী যাও। কাল খেয়ে দেয়ে এখানে এস, তোমাদের আলিপুরে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যাব। চিড়িয়াখানার কথায়, তাহারা সকলেই আনন্দিত হইল। তখন রামভরসকে সঙ্গে দিয়া, সে তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

দীন—এরা কি রোজ আপনার কাছে আসে?

সুখলতা—আসে বৈকি। এদের শিক্ষা দেওয়া যে আমার প্রতিদিন-কার একটা কায হয়েছে।

দীন—এ কায আপনার লাগে কেমন?

আমারত মনে হয়, ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে শক্ত কায আর নাই। এ কায যাকে তাকে দিয়ে হয় না।

সুখলতা—ছেলেদের দৌরাত্ম্য যাঁর অসহ্য হয়, তাঁর পক্ষে এ কায অসম্ভব। তাদের মারামারি, ঝগড়া ঝাটি দৌড়-ঝাঁপ যিনি স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে পারেন, তিনিই এদের শিক্ষা দিতে পারেন।

দীন—তা হ'লে শিশু-প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য আপনি বুঝেছেন দেখ্‌ছি। আমার মাসী কিন্তু তা জানেন না। তিনি মনে করেন তাঁর ছেলে দুটি গোপালের মত সুবোধ হবে, কখনও ছুটাছুটি কর্‌বে না, ঝগড়া কর্‌বে না, কেবল বই হাতে করে বসে থাক্‌বে। আমি তাঁকে বলি, "মাসি, ছেলে চির-কালই চঞ্চল হয়ে থাকে, গোপাল হয়ে কেহই জন্মায় না—বড় হ'লে, তবে গোপাল হয়। তিনি কিন্তু তা মান্‌তে চান্‌ না। তাঁর বিশ্বাস, আমার কাছ হ'তে নাই পেয়ে, তাঁর ছেলে দুটা নষ্ট হতে বসেছে।

সুখলতা—একা সুধু আপনার মাসীকে দোষ দিলে, কি হবে? আমার ত মনে হয়, অনেকেরই ওই রকম ভুল ধারণা।

দীন—তা না ত কি? চুপ ক'রে বসে থাকা, শিশুদের পক্ষে যে

অস্বাভাবিক, এতে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ় ও পরিণত হ'তে পারে না—এ সোজা কথাটা কেন যে লোকে বুঝে না, আমি তাই ভাবি।

এমন সময় সঞ্জীব বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সঞ্জীব—কি হে! তোমাদের কিসের কথা হচ্ছিল?

দীন—ছেলেরা কেন চঞ্চল, কেন তারা দৌড়-ঝাঁপ করতে ভালবাসে; সেই বিষয়ে কথা হচ্ছিল।

সঞ্জীব—খুবই ভাল প্রসঙ্গ বল্‌তে হবে। তারপর, কি সিদ্ধান্ত করলে?

দীন—আমাদের এই স্থির হ'ল, "ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষের চাঞ্চল্য একান্ত স্বাভাবিক ও তা স্বাস্থ্যকর। একে দমন না ক'রে যদি নিয়মিত ক'রে পুষ্ট করা যায়, তবে এই একদিন একদিকে চরিত্র ও বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হবে এবং অন্য দিকে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট ও পরিণত করবে।"

সঞ্জীব—তা নাত কি? চঞ্চল-স্বভাব শিশু দৌড়িয়ে, ঝাঁপিয়ে, মারামারি ক'রে, নানাপ্রকার অকায ক'রে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ় ও পরিণত করতে থাকে।" "এই জন্যই ত বালোচিত চাপল্যের নানাবিধ উৎপাৎকে বিজ্ঞ লোকেরা, সস্নেহে রক্ষা ক'রে থাকেন। শিশুর এই অনির্দ্দিষ্ট বিক্ষেপ, তার অকারণ হাত পা ছোড়া ক্রমে তাকে সকারণ চেষ্টার জন্যে প্রস্তুত ক'রে তুলে"।

ঠিক এই সময়ে কয়েকটি ভদ্রলোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে এক জনের বেশভূষা দস্তুরমত সাহেবী ধরণের এবং তাঁহার চালচলনও কতকটা তাহারই অনুরূপ। লোকটির বয়স ৩২।৩৩এর বেশী নয়। গায়ের রঙ্‌টা আর একটু গাঢ় হইলে, ঠিক কালো বলা যায়। তথাপি মাজাঘষার জন্যে বেশ চিক্কণ দেখাইতেছে। মুখে দাড়ি নাই। গোঁপ পুরা নাই, অংশত আছে।

সঞ্জীব বাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া ইহাদের অভ্যর্থনা করিলেন।

সুখলতা উঠিবার উপক্রম করিতে, সঞ্জীব বাবু তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন—এঁরা সকলেই পাড়ার লোক, তোর উঠবার দরকার নাই।

তার পর দীনকে কহিলেন—এস দীনবাবু, তোমাকে মিষ্টার রায়ের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দি। মিষ্টার রায়, ইনিই আমাদের সেই দীনবাবু, যিনি সে দিন রাত্রে আমার প্রাণদান করেছিলেন।

দীন মিষ্টার রায়কে নমস্কার করিল।

মিষ্টার রায় নাক ও ভুরু দুটি একটু কুঁচকাইয়া, মাথাটা কিঞ্চিৎ নাড়িয়া দীনকে প্রতিনমস্কার করিল। মিষ্টার রায় যে দীনকে সামান্য ছাত্র জ্ঞানে অবহেলা করিল, দীন ও সুখলতা উভয়েই তাহা বুঝিতে পারিল।

মিষ্টার রায় পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া, সঞ্জীব বাবুর সম্মুখে ধরিয়া কহিল—এই খানটায় আপনার নামটা সই করতে হবে।

সঞ্জীব বাবু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া কহিলেন—নাম সই! কিসের জন্যে?

মিষ্টার রায়—আপনি ইচ্ছে করলে কাগজ খানা পড়ে দেখতে পারেন।

সঞ্জীব—পড়ার আবশ্যক কি? আপনি মুখে বলুন, তা হ'লেই হবে।

রায়—কি হয়েছে জানেন? আমার বাড়ীর সামনে যে পড়ো জমিটা আছে, সেখানে এ জায়গার দোকানদার গুলো বারোয়ারী করবে স্থির করেছে। গেল বৎসরও করেছিল। সে যে কি ভীষণ পৈশাচিক ব্যাপার! তা আর আপনাকে কি বল্‌ব? ৪।৫ দিন ধরে কেবল যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা আর চেঁচামেচি! আমার স্ত্রীত সে কদিন মাথা তুলতে পারেন নি—এমনি অসহ্য তাঁর যন্ত্রণা হয়েছিল। এবার সেই পৈশাচিক ব্যাপার যাতে না করতে পারে, প্রথম হ'তেই তার চেষ্টা করতে হবে। এই দরখাস্তটা আজই পুলিশ কমিশনারের কাছে, পেশ করতে হবে। আমাদের ব্রাহ্মদের প্রায় সকলেরই নাম সই হয়েছে, হিন্দুদের দুই একজন ছাড়া আর বড় কেউ নাম সই করেনি। এখন আপনার নামটা পেলেই হয়।

সঞ্জীব—এটা কি ঠিক হবে মিষ্টার রায় ? লোকগুলো দুদিন আমোদ আহ্লাদ করবে, তাতে বাধা দেওয়া কি ভাল হবে মনে করেন আপনি ?

রায়—আমোদ আহ্লাদ করতে চাস্, যানা বাপু, যেখানে কোন ভদ্রলোকের বসবাস নাই; নিরীহ ভাল লোকদের জ্বালাতন করার কি আবশ্যক ?

সঞ্জীব—সে কি হয় ? আপনি বরঞ্চ এক কায করুন না কেন ? যে কদিন ওদের বারোয়ারীর উৎসব থাকে, সে কদিন আপনার স্ত্রীকে বালিগঞ্জে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা করুন না। কি বল দীন বাবু, গোলমালে যদি তাঁর মাথা ধরে, তা হ'লে এই ব্যবস্থা ভাল নয় ?

দীন—মন্দ কি ? কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন ? যাঁর এত অল্পতেই মাথা ধরে উঠে, তাঁর পক্ষে কলকাতার মত জায়গায় না থাকাই ভাল। এখানকার ব্যস্ততা, কোলাহল, ডাক হাঁক, আর ঘোড়ার গাড়ীর গড়গড়ানি, ট্র্যাম গাড়ীর ঝনঝনানিতে সহজ লোকেরই মাথা ঠিক রাখা দায়—

মিষ্টার রায় চটিয়া উঠিয়া কহিলেন—আপনার কাছেত কেউ পরামর্শ নিতে যায়নি, আপনি চুপ করুন! তাহার পর, পাশের একটি লোকর দিকে চাহিয়া অনুচ্চ স্বরে কহিলেন—ছেলেটা ডেঁপোতো কম নয় ? যত কিছু না হবার লক্ষণ। সঞ্জীব বাবু, আপনি সই করবেন কিনা বলুন ?

সঞ্জীব—এই বারোয়ারী উৎসবটা যে অন্যায় হচ্ছে, সেটা না বুঝে সই করি, কি ক'রে বলুন ?

রায়—এর মধ্যে ন্যায় আবার দেখলেন কোথায় আপনি ? এরত আগাগোড়া সবই অন্যায়!

দীন আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া কহিল—কি ক'রে, সেটা বুঝিয়ে দেন ?

রায়—তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাও না কি ?

দীন—আপনার সঙ্গে তর্ক করার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। তবে কথাটাত আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিৎ।

রায়—আচ্ছা, ধরুন অকারণ এতগুলা টাকা খরচ ক'রে আমোদ প্রমোদ করার কি আবশ্যক, তাই বলুনত?

দীন—কেন? এ বলাত খুবই সহজ; আনন্দ পাবার জন্যে? আনন্দে যে মনের উত্তেজনা হয়, সেটাকেত অকারণ কি অনাবশ্যক বলা যায় না।

রায়—কেন বলা যায় না?

দীন—বলা যায় না এই জন্যে যে, মানুষের উত্তেজনা, উদ্দীপনা না হ'লে চলবারই জো নাই। উত্তেজনা, উদ্দীপনাই আমাদের জীবনটাকে সচল ক'রে রেখেছে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় কয়টির উপর পঞ্চভূতের উত্তেজনা চল্‌ছে, তাতেইত আমাদের সচেতন করে রেখেছে। এগুলি বন্ধ করুন—আর কোন জ্ঞানই থাকবে না, সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। সেই রকম মনকে ভাবের উদ্দীপনা থেকে বঞ্চিত কর্‌লে, কাযে আর কোন উদ্যম থাকে না, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক্‌তে হবে। অতএব মনের উত্তেজনা কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

রায়—আপনি কি তবে বলেন, আমাদের কাযের মধ্যে কোন উত্তেজনা নাই?

দীন—কে বল্লে নাই? খুবই আছে। তবে পর্য্যাপ্ত নয়। তাইত আমাদের আরও উত্তেজনার আবশ্যক হয়।

রায়—আমি বলি, যাঁরা একনিষ্ঠ কর্ম্মী পুরুষ, তাঁরা কাযের মধ্যেই যথেষ্ট উদ্দীপনা পান; যারা কাযে ফাঁকি দিতে চায়, তারাই সুধু উত্তেজনা, উত্তেজনা ক'রে বেড়ায়।

দীন—এ আপনি অন্যায় বলছেন; সকল কাযই কিছুদিনের মধ্যে নিতান্ত এক ঘেয়ে হয়ে পড়ে, তখন মানুষ তার মধ্যে আর কোন উত্তেজনা কি আনন্দ

পায় না। এই জন্যইত, অন্য উত্তেজনার আবশ্যক হয়। এরি জন্যইত, এত রকম খেলাধূলা, থিয়েটার, সার্কাস্, ঘোড়দৌড় প্রভৃতির আয়োজন। বেশী কথা কি, মানুষ যে পরনিন্দা করে, মদ খায়, ঝগড়া-বিবাদ করে, এ সকলেও দিব্যি মনের উত্তেজনা হয়। এ সমস্তই মনের উত্তেজক, তবে কোনটা বা নির্দ্দোষ, কোনটা তা নয়—এই মাত্র প্রভেদ। এই অশিক্ষিত দোকানদাররা যে বারোয়ারীর উৎসব কচ্ছে, তাতে উত্তেজনা যথেষ্টই আছে এবং তা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

রায়—সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ কিছুতেই বলা যায় না। এই মনে করুন—কলকাতাতে প্রতি বৎসর বারোয়ারী উপলক্ষে যে টাকা উঠে, সেগুলো রঙ্-তামাসা, যাত্রাগানে খরচ না ক'রে, তাই দিয়ে যদি দেশলাই কি এই রকম আর কোন আবশ্যকীয় জিনিসের কল করা হয়, তাতে দেশের কত মঙ্গল হয়? এমন করে টাকাগুলোকে জলে ফেলে দেওয়া, সে কেবল আমাদের দেশেই সম্ভব।

দীন—যাত্রাগানে টাকাটা খরচ না ক'রে, আপনি যেমন বল্লেন, সেভাবে খরচ করলে, হয়ত টাকাটার অধিক সদ্ব্যয় হয়; কিন্তু সে কথা আপনার আমার মত লোকের বলা শোভা পায় না।

রায়—কেন পায় না?

দীন—পায় না এই জন্যে, আমরা ভোগে বিলাসে যে টাকাটা উড়াই, সেটা বাঁচাতে পার্‌লেও, দেশে কত বড় বড় কায হওয়ার সম্ভব। ওরা আমোদ প্রমোদে যে টাকাটা খরচ করে, সেটা দেশেই থাকে; যাত্রাওয়ালারাও দেশের লোক, আর ওই কৃষ্ণনগরের পালেরা—যারা এই বারোয়ারীতে সঙ্ তৈরী করছে—তারাও দেশের লোক। কিন্তু আমরা বাবুগিরিতে আর সাহেবীয়ানাতে যে টাকাটা খরচ করি, সেটা দেশে থাকে না, সেটা সাগর-পারের বিদেশী বণিকের সিন্ধুকে গিয়ে জমা হয়।

রায়—দেখ্‌ছি, আপনি বড় বাড়াবাড়ী আরম্ভ কর্‌লেন। এখন আর আমার আপনার সঙ্গে বকাবকী করবার সময় নাই। সঞ্জীববাবু, আপনি নাম-সই করবেন কিনা বলুন?

সঞ্জীব—আমার মত ত পূর্ব্বেই বলেছি।

রায়—তা হলে, আপনি সই করবেন না? বেশ, কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলে যাই, আপনার নাত্‌নিটিকে যারতার সঙ্গে মিশতে দেবেন না—এতে তাঁর কুশিক্ষা হবার সম্ভব।

সুখলতা এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই। এবার আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে কহিল—আমার সম্বন্ধে কি ভাল না ভাল, আমার দাদামশায়, তা ভালই জানেন! এতে তাঁকে কেও উপদেশ দিতে এলে, আমি তা সহ্য করবনা বল্‌ছি।

রায়—আপনি আমার উপর রাগ করেছেন দেখ্‌ছি। আমার দোষ হয়ে থাকে, মাপ করবেন আমাকে।

এই বলিয়া মিষ্টার রায় ও তাঁহার সঙ্গীরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে, দীন কহিল—সঞ্জীববাবু, আমি কি কোন অন্যায় করেছি?

সঞ্জীব—না, না, কিছুনা। তুমি যে এই গর্ব্বিত লোকটাকে জব্দ করতে পেরেছ, এর জন্যে তোমার উপর আমি বরঞ্চ খুবই খুসী হয়েছি। দীন, সুখলতার কি মনের ভাব জানিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিল।

সুখলতা তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিল—দীনবাবু, আপনি যে এমন ক'রে মিষ্টার রায়কে অপ্রস্তুত কর্‌বেন, তা আমি মনেও কর্‌তে পারিনি? আপনি ডাক্তার না হয়ে, উকীল হ'তে চেষ্টা কর্‌লেন না কেন? আপনার সঙ্গে আমার সব যায়গায় মিল হয়, কিন্তু এক যায়গায় নয়। আপনি যে পৌত্তলিক-তার প্রশ্রয় দিতে চান্, তাতে কিন্তু আমি সায় দিতে প্রস্তুত নই।

দীন—আপনি পৌত্তলিকতা কাকে বল্‌ছেন, আমি তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা ?

সুখলতা—কেন ? ওইযে বারোয়ারীতে রক্ষাকালীর পূজো হবে, সেই পূজোকে ?

দীন—ওঃ ! তাই বলুন ! মূর্ত্তিপূজা ? দোহাই আপনার ! পৌত্তলিক শব্দটা ব্যবহার কর্‌বেন না। ওটা মিশনারীদের আমদানী। তাঁদের কাছ হ'তে শিখে কোন কোন ব্রাহ্ম হিন্দুদের প্রতি প্রয়োগ করতে ধরেছেন। হিন্দুরাত পুতুল পূজা করেন না, মূর্ত্তিপূজা করেন বটে।

সুখলতা—বেশ, তাই না হয় হ'ল। কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য ! আপনার মত শিক্ষিত লোক এখন পর্য্যন্ত সাকার উপাসনা সমর্থন করেন ! ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করেন !

দীন—আমার বিশ্বাসের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি যে কি বিশ্বাস করি, তা আমি নিজেই জানিনা, হয়ত কিছুই বিশ্বাস করি না। সত্যি বল্‌তে কি, দেশে থাকৃতে ঠাকুরকে কতবার প্রণাম করেছি, আমার মন তাতে কোন সাড়াই দেয়নি। এখানে এসে, সমাজে গিয়ে, খুব উৎসাহের সঙ্গেই উপাসনায় যোগ দিয়েছি, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি।

সুখলতা—তাই বলে যে সাকার উপাসনা সমর্থন কর্‌তে হবে, তার কি মানে আছে ?

দীন—আচ্ছা, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, নিরাকার উপাসনা কি কখন সম্ভব হয় ? আমার বিশ্বাস, যাঁরা উপাসনাদি করেন তাঁরা নিরাকারকে আকার দিয়েই তা করেন ; তবে কেও হয়ত আকারটা মনের মধ্যে রাখেন, বাহিরে জড়-মূর্ত্তিতে প্রকাশ করেন না, কেও হয়ত তাই করে। জড়-মূর্ত্তিও তাঁর স্বরূপ নয়, মনের মধ্যে তাঁর যে রূপটি কল্পনা করা হয়, সেটিও তাঁর স্বরূপ নয়, কেননা তিনি যে অনন্তরূপ। তাইত ভক্ত তাঁকে নানারূপে উপাসনা করে।

পূজা উপাসনার মূলে রূপটি যেন লুকিয়ে আছে, কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

হাসিয়া সঞ্জীববাবু কহিলেন—ঠিক বলেছ হে দীনবাবু, কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

সুখলতা—তুমি ত এখন তাই বলবে, দল থেকে নাম কাটিয়ে বেরিয়েছ কিনা? দীনবাবু আমার এই দাদামশায়টিকে বড় সামান্য ব্যক্তি মনে করবেন না। ওঁর ধর্ম্ম-জীবনী যদি একবার শোনেন ত, অবাক হয়ে যাবেন। কেমন? বলি তবে দাদামশায়?

সঞ্জীব—বল্‌না, আমি কি তোকে বারণ কর্‌ছি বল্‌তে?

সুখলতা—শুনুন তবে দীনবাবু—ইনি প্রথম জীবনে ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, বোধ করি, সে আমার ঠাকুরমার ভয়ে; শুনেছি তিনি নাকি ভারী নিষ্ঠাবতী ছিলেন, আর আমার দাদামশায় তাঁকে বড্ড ভয় করতেন।

সঞ্জীব—ভয় করতেম কিরে? বল্‌না বড্ড ভালবাস্‌তেম।

সুখলতা—যেন তাই হ'ল; তারপর প্রৌঢ় বয়সে হলেন, দস্তুর মত ব্রাহ্ম। আচ্ছা দাদামশায়, তুমি ব্রাহ্ম হও, আমার ঠাকুরমার স্বর্গলাভের পর? যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম হলেন, তার কোনই সুবিধা হ'ল না।

সঞ্জীব—অর্থাৎ কোন ব্রাহ্ম মহিলা আমায় বরমাল্য দিলে না। এই ত? ওরে পাগলী! তোর দাদামশায়ের যদি আবার বিয়ে করতে ইচ্ছে থাকত, তা হলে, সে কি আর ব্রাহ্ম হ'তে যেতেন? দ্বিতীয়, তৃতীয়, এমন কি চতুর্থ পক্ষে বিয়ে করার সুবিধে (অবশ্য পুরুষের বেলায়) হিন্দুসমাজে যেমন আছে, তেমন কি আর কোন সমাজে আছে?

সুখলতা—তারপর, হলেন থিয়োসফিষ্ট। ঘরের বাতি নিভিয়ে ভূত নামাবার জন্য কি ধূমই না প'ড়ে গিয়েছিল? এ নেশা যখন কাটল, তখন হলেন নাস্তিক। ততঃ কিম্ কে বল্‌তে পারে?

দীন—সঞ্জীব বাবুর মত জ্ঞানী প্রবীনকে যখন দলে পেয়েছি, তখন ভরসা হয়, আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন না।

সুখলতা—ঘৃণা করব? এমন ভয় আপনার কিসে হ'ল শুনি? আমি ত ধর্ম্মের গোঁড়া নই, গোঁড়াদেরই কাজ হচ্ছে, অপরকে ঘৃণা করা।

দীন—এ আপনি ঠিকই বলেছেন। ধর্ম্মের গোঁড়ামী মানুষের মনকে যেমন সঙ্কীর্ণ করে তুলে, এমন আর কিছুতেই নয়। অনেক বেলা হয়েছে, আজ উঠি তবে।

এই বলিয়া সঞ্জীব বাবুকে ও সুখলতাকে নমস্কার করিয়া, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দীন চলিয়া গেলে, সঞ্জীব বাবু কহিলেন—এই দীন ছেলেটি বড় ভাল; যেমন বুদ্ধি তেমনই বিবেচনা। একে যতই দেখি, ততই ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

সুখলতা—যেহেতু তোমরা এক পথের পথিক ব'লে।

১২

আজিকার রাত্রের মেলে, সঞ্জীব বাবু ও সুখলতার পশ্চিম যাইবার কথা। পশ্চিমের দর্শন যোগ্য স্থানগুলি দেখিয়া, মান্দ্রাজ হইয়া, তাঁহারা বর্ম্মায় ফিরিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে।

দীনর নিকট আজিকার দিনটা ভীষণ পরীক্ষার দিন বলিয়া মনে হইতেছে। সুখলতার নিকট হইতে হয়ত, আজ তাহাকে জন্মের মত বিদায় লইতে হইবে। এই অতি অল্পদিনের পরিচয়ে সুখলতার প্রতি তাহার মন এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার সহিত এই আসন্ন বিচ্ছেদ দীন অতি সহজ ভাবে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সুখলতাকে ভুলিতে চেষ্টা করাও যেন তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যতবারই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, সুখলতার কথা, সে কোন মতেই মনের মধ্যে আসিতে

দিবে না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই কথা, তাহার মনের মধ্যে ক্রমাগত উদিত হইয়া, তাহার চিত্তকে আকুল করিয়া দিতেছিল। মনে পড়িতে লাগিল, তাহার সেই ডাগর বিনয়নম্র চক্ষু দুটি, মনে পড়িতে লাগিল তাহার সেই সপ্রতিভ, সলজ্জ মধুর সম্ভাষণ। সুখলতা ত আজ চলিয়া যাইতেছে, তাহার প্রিয় স্মৃতিটি যেন কাটিয়া কাটিয়া দীনর মর্ম্মের মধ্যে বসিবার উপক্রম করিতেছে !

দীনর নিকট, তাহার জীবনটা আজ যেন একটা মহাশূন্য, একান্ত ব্যর্থ বিড়ম্বনামাত্র বলিয়া মনে হইতেছে। যে ব্রত গ্রহণ করিবে বলিয়া, সে আজ ৫ বৎসর ধরিয়া সাধনা করিতেছে, তাহার সে সাধনা যেন একেবারে বিফলে যাইতে বসিয়াছে। দীন মনে মনে ভাবিল, তাহার মত দুর্ব্বলচিত্ত লোকের ডাক্তারী শিখিতে আসাই অন্যায় হইয়াছে। এরূপ ব্যক্তি কবে, কোন বড় কায করিতে পারিয়াছে ?

ঘরের মধ্যে একলাটি, এই ভাবে বসিয়া থাকা কষ্টকর হওয়ায়, দীন রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। গোলদীঘিতে একখানা শূন্য বেঞ্চের উপর বসিয়া বসিয়া, সুখলতার কাছে, সে কি ভাবে, কেমন করিয়া বিদায় লইবে, মনের মধ্যে শুধু তাহারই আলোচনা করিতেছিল।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার স্থান কাল প্রভৃতির জ্ঞান যেন বিলোপ পাইল। তাহার মনে হইল, যেন সে সঞ্জীব বাবুর বাসাতেই আছে, তাহাকে সুখলতার নিকট বিদায় লইতে হইবে। সে যেন সুখলতাকে একটা শুধু নমস্কার করিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। তাহার মনের মধ্যে যে আগুণ জ্বলিতেছিল, তাহা আভাষ ইঙ্গিতেও যেন প্রকাশ হইতে দিল না। ইহার কিছুক্ষণ পর, তাহার যেন মনে হইল, সে সকরুণনয়নে, সুখলতার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার মর্ম্ম নিহিত গোপন প্রেমটি নীরবে জ্ঞাপন করিতেছে। তাহার পরক্ষণেই মনে হইল, সে যেন সুখলতাকে একটী চুম্বন করিল, সুখলতা বিরক্তি ও রাগের

সহিত সরিয়া গেল ; দীন আবার চুম্বন করিল, সুখলতা রাগ করিল না, বিরক্ত হইল না - যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

দীনর যখন স্বপ্ন ভাঙ্গিল—সে দেখিল ঘড়িতে ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। তখন সে ব্যস্তভাবে, সঞ্জীব বাবুর বাসার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

দীন যখন সুখলতাদের বাসায় পৌঁছিল, তখন সঞ্জীব বাবু ভৃত্যের সাহায্যে জিনিস পত্র গুছাইতে ব্যস্ত ছিলেন। একটা বড় বাক্স বন্ধ করিতে করিতে, সঞ্জীব বাবু কহিলেন – সুখ তাহার একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, এই এল ব'লে। দীন বাবু, যখন বর্ম্মায় যাবে, তখন আমাদের আগে হ'তে খবর দিয়ো।

দীন—যাই যদি, নিশ্চয় খবর পাবেন। এমন সময় সিঁড়িতে কাহার পায়ের শব্দ শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে সুখলতা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বিদায়ের পূর্ব্বে যেভাবে কথাবার্ত্তা হয়, এখানেও ঠিক তাহাই হইল। সুখলতা বেশী কথা কহিল না। সে যথা সম্ভব আপনাকে সংযত করিয়া রাখিল। দীনর মনের মধ্যে যে সকল ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছিল, সে বাহিরে তাহা কিছুতেই প্রকাশ হইতে দিল না। সঞ্জীব বাবুর কথার উত্তর দেওয়া ছাড়া, সে নিজে হইতে কোন কথাই কহিল না।

এ রকম অবস্থায় কোন স্থানই বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। দীনরও ঠিক তাহাই হইল। সে সঞ্জীব বাবুকে নমস্কার করিয়া, বিদায় লইবার জন্য চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সঞ্জীব বাবু তাহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া, মান্দালয় যাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিলেন।

দীনকে রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিবার জন্য, সুখলতা তাহার সঙ্গে গেল ; দরজায় গিয়া, দীন তাহাকে নমস্কার করিবার জন্য, যেমন তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়াছে, অমনি সুখলতা নীরবে, তাহার ডান হাতখানি দীনর

দিকে সরাইয়া দিল। দীন তাহার নিজের দুই মুঠার মধ্যে তাহা গ্রহণ করিল।

দুজনে কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। সুখলতা তাহার স্নিগ্ধ করুণ চক্ষুদুটি তুলিয়া দীনর মুখের দিকে চাহিয়া বিদায় সম্ভাষণ উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কে যেন তাহার বুকের মধ্যে হইতে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। তাহার বক্ষ ঘন ঘন উঠিতে পড়িতে লাগিল। জোরে তাহার নিশ্বাস বহিতে লাগিল।

সুখলতা মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে ফিরিতে চেষ্টা করিল। তাহার ডান হাতখানি তখনও দীনর মুঠার মধ্যে। দীন অতি সন্তর্পণে, খুবই আস্তে সেই হাত ধরিয়া, তাহাকে টানিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, বিগলিত অশ্রুধারায় সুখলতার দুই কপোল প্লাবিত হইয়া গিয়াছে।

দীন কহিল—সুখলতা।

এই একটি কথায় তাহার হৃদয়রুদ্ধ সমস্ত আবেগ ও ব্যাকুলতা যেন ক্ষণকালের জন্য ছাড়া পাইয়া বাঁচিল।

সুখলতা কহিল—দীন বাবু, আপনাদের ছেড়ে যেতে আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে, আমি যে কি সুখ পেয়েছি তা ঈশ্বরই জানেন। আপনাকে যখনই দেখি, আমার আর একজনকে মনে পড়ে, আমি তাঁকেও বড় ভালবাসি।

সুখলতার শেষের কথাটি দীনর কাণে কেমন যেন বেসুরা হইয়া বাজিল। তাহার অন্তরাত্মা যেন, তাহার নিজের মধ্যে দ্রব হইবার উপক্রম করিল। সুখলতার হাতখানি পূর্ব্বের অপেক্ষা শক্ত করিয়া নিজের মুঠার মধ্যে ধরিয়া, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, নমস্কার" এই কয়টি কথা বলিবার জন্য দীন প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা পারিল না। সে শুধু কাতরনয়নে, সুখলতার

মুখের দিকে একটিবার চাহিয়া, তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া, রাস্তায় নামিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

সুখলতা নিজের ঘরটিতে গিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে আপন মনে কহিতে লাগিল—হায়! কেন তিনি যাবার সময় একটিও কথা বলিয়া গেলেন না! কেনইবা তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল? পরিচয় হ'ল ত এত শীগ্‌গিরে বিচ্ছেদ হল কেন? আমি যে তাঁকে ভালবেসেছি, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি।

অশান্ত হৃদয়ের আবেগ প্রশান্ত করিতে হইলে, একটা কিছু অবলম্বন আবশ্যক। সুখলতা চোক মুছিয়া তাহার দাদামশায়কে সাহায্য করিবার জন্য তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

সুখলতাকে আসিতে দেখিয়া, বৃদ্ধ কহিল এই দীন ছেলেটি চমৎকার। ভারী খাঁটি, তুই দেখে নিস্ সুখ, কালে ও মস্ত একটা কায করবে।

"আমি তাঁকেও বড় ভালবাসি" সুখলতার এই কথাটি দীনর মনে, একটা তুমুল ঝড় উপস্থিত করিল। সে ছাড়া সুখলতা যে অপর কাহাকে ভালবাসিতে পারে, দীনর মন তাহা মানিতে চাহে না, কিন্তু না মানিয়াত উপায় নাই। সুখলতা যে নিজের মুখে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু তাহার এই ভালবাসা যে প্রেম, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ইহা ভক্তি হইতে পারে, স্নেহ হইতে পারে, শ্রদ্ধা হইতে পারে—এই রকম, যা হয় একটা কিছু ত হইতে পারে? আবার ইহাও অসম্ভব নয়, দীনকে দেখিলে, তাহার যে প্রিয়তম, তাহাকে মনে পড়ে বলিয়াই সুখলতা হয়ত তাহার মনের এক কোণে দীনকে একটুখানি স্থান দিয়াছে। ঠিক ভালবাসা বলিলে, যাহা বুঝায়, সুখলতা হয়ত কোন দিনই দীনর প্রতি সে ভাব পোষণ করে নাই।

বৃথা সে মনে মনে এইরূপ তর্ক করিতেছিল। তাহার সন্দেহ কোনরূপেই ভঞ্জন হইল না। একবার সে মনে করিল, বর্ম্মায় তাহাকে পত্র

লিখিবে। কিন্তু সুখলতা যদি জবাব না দেয়—যদি অতি সাধারণ লোকের মত জবাব দেয়? অতএব পত্র লেখা সংকল্প ত্যাগ করিতে হইল। দীনর হৃদয় বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল। হায়! হায়! তাহার মনের গোপন কথাটি, সে সুখলতার কাছে প্রকাশও করিতে পারিল না। এ জীবনে আর যে তাহা পারিবে, তাহারও সম্ভাবনা রহিল না। দীনর মত দুর্ভাগা আর কে আছে?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে হাঁসপাতালে গিয়া উপস্থিত হইল। দীন হাঁসপাতালে গিয়া দেখিল, বামাপদ প্রভৃতি ছেলের দল হাঁসপাতালের দক্ষিণ বারান্দার রেলিংএর কাছে জড় হইয়া, হাস্য কৌতুকে মগ্ন আছে। দীনকে আসিতে দেখিয়া, তাহাদের হাসি-তামাসা সহসা বন্ধ হইয়া গেল।

বামাপদ কহিল—এই যে দীন যে, এই এতক্ষণ তোমার বিষয়েই কথা হচ্ছিল।

দীন—বোধ করি খুবই আমোদ পাচ্ছিলে। না? বিষয়টা এমন কি বলত?

বামাপদ—এমন কিছুই নয়। আমাদের এই মৃগেন বলছিলেন, "দীন মাছটা গেঁথেছে মন্দ নয়, এখন খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুলতে পারলে হয়।"

দীন ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—মৃগেন বাবু পরের কথায় না থেকে, নিজের কথা নিয়ে থাক্‌লেই ভাল হয়।

উপস্থিত সকলেরই মনে হইল, এইবার ইহাদের মধ্যে একটা কিছু না হ'য়ে আর যায় না। কলেজে, ঘুসী চালাইতে ও কুস্তিতে মৃগেনের খুব নাম ছিল। এর জন্যে তার মনে বেশ একটা গর্ব্ব না ছিল, এমন নয়।

স্পর্দ্ধার সহিত মৃগেন কহিল—দেখ দীন, তোমার সাহসটা আজকাল খুবই বেড়ে গিয়েছে দেখছি। ফের যদি তুমি আমার সম্বন্ধে কোন কথা বল, ভাল হবে না বল্‌ছি।

দীন—তুমিও ত আমার সম্বন্ধে কথা বল্‌তে ছাড়নি, তবে তফাৎ এই—আমি যা বলেছি, তোমার সামনে বলেছি, আর তুমি আমার পিছনে, চোরের মত বলেছ।

দীনর কথায় মৃগেনের রাগ বাড়িয়া গেল। সে একবারে ঘুসী তুলিয়া, দীনর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দীনও সম্মুখের ছেলেদের ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইতেছিল। এমন সময় একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—ও কি! তোমারা হাঁসপাতালে এ কি কচ্ছ? যদি গায়ে খুব জোর হ'য়ে থাকে, এস, নীচে নেমে এসে, তার পরীক্ষা কর?

খেলার গ্রাউণ্ডে গিয়া, দীন ও মৃগেন যখন গা হইতে কোট খুলিয়া, আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইল, তখন মনে হইল, যেন বলবান্ স্বাস্থ্যবান্ বাঙ্গালী যুবকের দুইটি আদর্শ দাঁড়াইয়া আছে।

মৃগেন মাথায় বেশী লম্বা নহে, তার শরীর যেন একটু ভারী বলে মনে হয়। তাহার কাঁধ দুটো যেন একটু বেশী গোলাকার। পিঠের ও হাতের মাংসপেশীগুলি বেশ সুপরিণত। মৃগেনকে দেখিলেই মনে হয় এ রীতিমত ব্যায়ামের চর্চ্চা করিয়া থাকে। দীন মৃগেনের অপেক্ষা মাথায় লম্বা। শরীরের সঙ্গে তাহার কাঁধের বেশ মিল আছে। পা-দুখানি শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশী দৃঢ় ও মজবুৎ। দীনকে দেখিয়া মৃগেনের মত বলবান মনে না হইলেও, তথাপি এই কথা মনে হয় যে, ইহার যতখানি শক্তি সামর্থ্য আছে, কি করিয়া তাহা প্রয়োগ করিতে হয়, সে কৌশল তাহার বিলক্ষণ জানা আছে।

বহুক্ষণ ধরিয়া কুস্তি চলিল। আরম্ভে সকলেই মনে করিয়াছিল, মৃগেনের কাছে, দীনর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু পরে অন্যরূপে দেখা গেল। দীনর কাছেও মৃগেন যে শুধু পরাজিত হইল, তাহা নয়, তাহার পায়ের একটা সন্ধি-দেশে গুরুতর আঘাতও প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ছেলেরা যে সময় মৃগেনের আঘাতস্থল পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিল, দীন সে সময়, কাতরকরুণ নেত্রে মৃগেনের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুখে আর তাহার পূর্ব্বের রাগ বা বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নাই। তাহার মনটা যেন অনেকটা শান্ত হইতে পারিয়াছে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া দীন কহিল—ভাই মৃগেন, তোমার জন্যে সত্যি আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে। ফাইন্যালে তুমি যদি খেলতে না পার, তা হলে, এবার আর আমাদের কোন আশা থাকবে না।

মৃগেন—দীন, দে ভাই, তোর হাত বাড়িয়ে দে। তোর সম্বন্ধে আমার কি ভুল ধারণাই ছিল! না, আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি—তুই খেলতে জানিস্, আর তোকে ক্যাপ্‌টেন্ ক'রে, এরা ভালই করেছে। আমার পায়ের জন্যে ভাবিস্ না—দুদিনেই সেরে যাবে।

১৩

কলিকাতার প্রায় ৫০ ক্রোশ দূরে একটি গণ্ডগ্রামে দীনর বাপের জন্ম হয়। গ্রামখানি এক সময় বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখন ম্যালেরিয়ার উৎপাতে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের জমিদার বাবুরা আগে গ্রামেই থাকিতেন, এখন কলিকাতায় মস্ত বাড়ী প্রস্তুত করিয়া সেখানেই বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে দেশে অনেক সৎকীর্ত্তি ছিল—নিত্য দেব সেবা, অতিথি সেবা প্রভৃতি ছিল। এখন সে সব ক্রমশঃ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। একটি মাইনর ইস্কুল ছিল, সাহায্যের অভাবে উঠিয়া গিয়াছে। দেশের সঙ্গে জমিদার বাবুদের এক অর্থের সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধই অবশিষ্ট নাই। নায়েব, দেওয়ান প্রভৃতির উপর বিষয় দেখিবার ভার; তাহারা টাকা আদায় করিয়া, কিছু নিজেরা রাখিয়া, বাকীটা কলিকাতায় মুনীবদের নিকট পাঠাইয়া দেয়। গ্রামে শিক্ষিত কৃতবিদ্য লোকের অভাব নাই; কিন্তু তাঁহারা সকলেই কার্য্যোপলক্ষে বিদেশেই থাকেন। পূর্ব্বে ছুটী পাইলে, কিম্বা ছেলে মেয়ের

বিবাহাদি দিতে, মধ্যে মধ্যে দেশে আসিতেন ; এখন ম্যালেরিয়ার ভয়ে তাহাও বন্ধ করিয়াছেন।

গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিয়া একটা নদী গিয়াছে; এককালে নদীতে বারমাসই জল থাকিত, সব সময়েই নৌকা চলাচল করিত ; এখন বর্ষা ভিন্ন নদীতে সব স্থানে জল থাকে না—একবারে শুকাইয়া যায়। গ্রামে একটি পোষ্ট অফিস ও আপার প্রাইমারী স্কুল আছে। স্কুলের যিনি হেড্ পণ্ডিত, তিনি শুধু ছেলেদের বিদ্যা দান করেন না, ইহার উপর তিনি পোষ্ট অফিসের কায ও হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা কার্য্যও করিয়া থাকেন। গ্রামের লোকদের কাছে ইঁহার ভারী পশার। ইনি না হইলে যেন কোন কাযই চলিতে পারে না। ইঁহার চেষ্টায় গ্রামে একটি সখের যাত্রার দলের সৃষ্টি হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় যাত্রার পালা বাঁধিয়া দেন, গানের সুর করিয়া দেন এবং প্রত্যহসন্ধ্যার পর গানের আড্ডায় উপস্থিত থাকিয়া, নিরক্ষর লোকগুলাকে বক্তৃতা মুখস্থ করিতে সাহায্য করিয়া থাকেন।

গ্রামে একটা ছোটখাট বাজার আছে—সেখানে প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। গ্রামের বেশীর ভাগ লোকের প্রধান অবলম্বন কৃষিকার্য্য। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ যে কয় ঘর আছেন, মোটের উপর তাঁহাদের অবস্থা তেমন ভাল নহে। দীনদের অবস্থা তেমন মন্দ নহে। তাহার জ্যেঠা মহাশয়কে লোকে সঙ্গতিপন্ন বলিয়াই জানে। ইঁহার সামান্য জমিদারী ও কতকগুলা জোত জমা আছে—ইহার উপর চাষ আবাদও নিতান্ত সামান্য নহে। দীনর জ্যেঠার বয়স হইয়াছে। তাঁহার একমাত্র পুত্র সংসারের কাজ দেখে। দীনর জ্যেঠতুতো ভগিনী অনেকগুলি। তাহাদের সকলেরই বিবাহ হইয়াছে। তাহারা শ্বশুর বাড়ীতেই থাকে, কাজে কর্ম্মে—বাপের বাড়িতে আসিয়া থাকে।

দীনর জ্যেঠতুতো ভাই মধুসূদনের পর পর কয়েকটি মেয়ে হইয়া এবার

একটি পুত্র হইয়াছে। দীন তাহারই অন্নপ্রাশনে দেশে আসিয়াছে। দীনদের বাড়ী হইতে নদী বেশ দূর নহে। তাহাদের চিলের কোঠাতে উঠিলে, নদী ও নদীতে জেলেদের মাছ ধরার জন্য যে সব ডিঙি আছে, দেখা যায়।

আজ সকালে, দীনর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয়ের তখন কিছু বিলম্ব ছিল। দীন বিছানায় পড়িয়া, তাহার শৈশব ও বাল্যের কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। বিকালে সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে, সে নদী তীরে পালাইয়া গিয়া, কি করিয়া বালি দিয়া ঘর তৈরী করিত, জেলেরা কি করিয়া মাছ ধরিত—এ সকল কথা একে একে দীনর মনে স্পষ্ট উদিত হইতে লাগিল। মধু পাটনী তাহার জীর্ণ তরিখানিতে করিয়া লোক পারাপার করিত, তাহারা কূলে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে তাহা নিরীক্ষণ করিত এবং নৌকায় চড়াইবার জন্য মধুর বিস্তর সাধ্য সাধনা করিত। দূরে, পশ্চিম আকাশে আমবাগানের মধ্যে, কেমন করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইত, এ সকল, কথাই একে একে দীনর মনে পড়িতেছিল; গ্রামের মাইনর স্কুল হইতে পাশ দিয়া, দেবীপুর পড়িতে যাওয়া, সেখানে বাড়ীর জন্য মন কেমন করা—এ সকল দীনর যেন সেদিনকার কথা বলিয়া মনে হইতেছিল।

অতীত জীবনের কথা শেষ হইলে, দীনর মনে তখন বর্ত্তমান জীবনের কথা উপস্থিত হইল। ভাবী পরীক্ষা ও স্খলতা চিন্তায় তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। তখন বিছানায় পড়িয়া থাকা, তাহার কাছে পীড়াকর হইয়া দাঁড়াইল। কয়েকবার এপাশ ওপাশ করিয়া, উঠিয়া গায়ে কাপড় দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বেড়াইতে বেড়াইতে দীন নদী তীরে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন পূর্ব্বদিককে অরুণ রঙে রাঙাইয়া সূর্য্যোদয়ের আর বেশী বিলম্ব ছিল না। পাখীরা প্রভাতী গান ধরিয়া দিয়া ছিল; সুপ্ত গ্রামখানিতে একে একে চৈতন্যের লক্ষণ দেখা দিতেছে; জেলেরা জাল কাঁধে ফেলিয়া মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছে,

প্রৌঢ়া রমণীগণ নদীতে স্নান করিতে বাহির হইয়াছেন, বৃদ্ধ নীলু মজুমদার, ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যাদি শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ দীনকে দেখিয়া কহিলেন—এই যে, মাইডিয়ার যে, কখন এলে হে? কাল রাত্রে বুঝি?

মজুমদার কমিসেরিয়েটে কর্ম্ম করিতেন। কয়েক বৎসর পেন্সন লইয়া দেশে আছেন। গ্রামের যুবার দল, তাহাকে "ঠাকুর্দ্দা" বলিয়া ডাকিত। দীনকে মজুমদার বড় স্নেহ করিতেন। তিনি গ্রামের যত ছেলেমেয়েকে নাতি, নাতনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহার ব্যবহারটিও তাহারই উপযোগী মোলায়েম ছিল। মজুমদার একটু বেশী কথা বলিতেন এবং গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে ভালবাসিতেন।

দীন মজুমদারের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। মজুমদার সহাস্যবদনে, দীনর মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন—ভায়া, তোমার মাজাটা বেশ নরম আছে দেখ্‌ছি; আজ কালকার কলেজ বয়দের মাজাগুলা একটু যেন বেশী দৃঢ় ও শক্ত, সহজে নোয়াতে চায় না; তোমার ত দিব্যি নোয়াল।

দীন—নোয়ান, না নোয়ান, সে কি শুধু যার মাজা তার উপর নির্ভর করে? যার কাছে নোয়াতে হবে, তার উপরও অনেকটা নির্ভর ক'রে থাকে।

মজুমদার—তোদের ভক্তি পেতে পারি, আমার এমন কি গুণ আছে ভাই, তবে তোদের ভালবাসি, এই যা বল।

দীন—ভালবাসা কি একটা সহজ গুণ হ'ল ঠাকুর্দ্দা! এখন ঠান্‌দিদি কেমন আছেন তাই বল?

মজুমদার—তিনি যখন মোটেই দুষ্প্রাপ্য নন তখন তাঁহার কথা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো—আমায় কেন?

দীন—আচ্ছা তাই করব। কিন্তু এত ভোরে কোথায় যাওয়া হয়েছিল? সন্ধ্যা আহ্নিক করতে বুঝি?

একটু হাস্যভরে মজুমদার কহিল—হাঁ ভাই, তাই বটে।

দীন—আচ্ছা, ঠাকুর্দ্দা, তোমার ত সব ভাল, তবে এ ভণ্ডামিটা রেখেছ কেন বলত? তুমি কি মনে কর দুবেলা সন্ধ্যা আড়িয়ে যমকে ফাঁকি দিবে?

মজুমদার—না ভাই, তোর ঠাকুর্দ্দাকে অত মূর্খ মনে করিস্ না। তবে এতে এমন ত কিছু ক্ষতি দেখি না?

দীন—ক্ষতির কথা হচ্ছে না, লাভ কি তাই বল?

মজুমদার—লাভ এই, প্রত্যহ ভূমাকে স্মরণ করা হয়। তারপর সন্ধ্যা আহ্নিকে মনকে স্থির করতে খুবই সাহায্য করে।

দীন—তোমার ওই সংস্কৃত মন্ত্রগুলো আউড়িয়ে বুঝি?

মজুমদার—হাঁ, ওইগুলি আউড়িয়ে। আশ্চর্য্য হচ্ছ বুঝি—সত্যি হয়। তুমি ত ডাক্তার হবে, তোমাকে ঘুমের একটা মুষ্টিযোগ শিখিয়ে দি। মনে কর, মনের অস্থিরতার জন্যে কোন লোকের ঘুম আসছে না, বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ কচ্ছে। তাকে মনে মনে এক দুই ক'রে একশ পর্য্যন্ত গুণতে বল ত—দেখবে, একশ গুণবার আগেই, সে ঘুমিয়ে পড়বে। একটু নিবিষ্টচিত্তে এক দুই গুণলে, যদি মনের চাঞ্চল্য দূর হয়; তখন মন্ত্র আবৃত্তিতে ফল হয় না, এ তুমি কি করে বল্‌তে পার?

দীন—তা বেশ। তুমি সন্ধ্যা আহ্নিক কর, চিত্ত স্থির কর, কিন্তু সেটা ঘরে বসে করলেইত হয়। নদীতে না এলে কি নয়? এতে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে ত পারে?

মজুমদার—ঠাণ্ডার ভয় রাখি না দাদা। ছেলে বেলা হ'তেই ঠাণ্ডাটা রোদ্দুরটা অভ্যাস করা আছে কিনা? সে যা হোক, তোমাকে এক কায করতে হবে—ওপাড়ার গিরিশের ছেলেটার সর্দ্দি কাশী আর জ্বর হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তোমাকে একবার দেখতে হবে।

দীন—বেশত, চলনা?

মজুমদার—না এখন না, আরও একটু বেলা হোক্। তুমি বাড়ীতেই থেকো, আমি ডেকে নিয়ে যাব। ওই যে উষালতা আস্‌ছে, তোমাকেই পাকড়াবে বুঝি।

দেখিতে দেখিতে একটি ৮ বৎসরের মেয়ে দৌড়িয়া আসিয়া দীনর হাত ধরিল এবং কহিল—তুমি এখানে কাকা বাবু? আমি তোমাকে বাগানে খুঁজতে গিয়েছিলাম। চা, হয়েছে এস।

১৫

উষা দীনকে একবারে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া হাজির করিল।

দীন দেখিল, তাহার জেঠাই মা, মেজেতে বসিয়া একখানি বড় বঁটিতে তরকারী কুটিতেছেন, তাঁহার একটি কন্যা নিকটে বসিয়া শাক বাছিতেছে। কেত্‌লীতে গরম জল ও চায়ের সরঞ্জামগুলি লইয়া উষার মা দীনর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

ইহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, ইহারা যেন দীনর সম্বন্ধেই কোন কথা বলিতেছিলেন। দীনকে আসিতে দেখিয়া, চুপ করিলেন। উষার মা মনোরমা চায়ে জল দিয়া একখানি আসন পাতিয়া দীনকে বসিতে দিয়া কহিলেন—আচ্ছা, ঠাকুর পো, তোমাকে এবার এমন দেখ্‌ছি কেন বলত? তুমি যেন আগেকার মত প্রাণ খুলে মিশতে পাচ্ছ না। আগে যখন আসতে, তোমার ঠাট্টা আর অত্যাচারে সর্ব্বদার জন্যে সশঙ্কিত হয়ে থাকতে হতো। এবার শুধু একটা প্রণাম বই আর কোন অত্যাচারই করলে না। ব্যাপারখানা কি ভেঙ্গে বলত?

গিন্নি তরকারী কুটিতে কুটিতে একবার দীনর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—একজামিনের ভাবনা কিনা, তাই, ও ভাল ক'রে কথা কইতে পাচ্ছে না। আহা, হবে না? ডাক্তারী একজামিন্—ভারী শক্ত শুনেছি।

দীন—না, মা, তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার ছেলে, একজামিনের ভাবনা কখনও ভাবেনি, এবারও না।

মনোরমা—তবে কার কথা ভাবছ ঠাকুর পো? সরলা (গিন্নির ছোট মেয়ে) কহিল—ছোট দা কার কথা ভাবছে, আমি জানি বৌ; কেমন? বলি তবে ছোট দা?

দীন হাসিয়া কহিল—সরলা, তুই গণক ঠাকুর হলি আবার কবে থেকে? আমি কি ভাবছি, আমিই জানি না, তুই টের পেলি কি ক'রে?

সরলা—আচ্ছা, তবে বলি এদের? জানলি বৌ, ছোটদা ভাই এক জনকে দেখে, ভালবেসেছে। কলকাতায় আমার এক দেওর পড়ত, তারও ঠিক এই রকম হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তাঁর এক বন্ধুর সুন্দরী বোনকে দেখে, তাকে বিয়ে করার জন্যে একরকম পাগল আর কি! বিয়ে হ'ল, তখন সব ঠিক হয়ে গেল। ছোটদারও ভাই, ঠিক তাই হয়েছে।

মনোরমা—সত্যি নাকি ঠাকুর পো? সরলা ত তা হলে, ঠিকই ধরেছে! এ তোমার ভারি অন্যায় যাহোক্। মেয়ে দেখে পছন্দ করলে, অথচ আমাদের একটা খবরও দিলে না। অন্ততঃ তার একখানা ফটোত পাঠান উচিৎ ছিল।

গিন্নি তরকারী কুটা বন্ধ করিয়া কিসের একটা ছল করিয়া উঠিয়া গেলেন; সরলাও তার ছেলে উঠিয়াছে বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। সেখানে সে সময় রহিল—শুধু দীন আর তার বৌদিদি।

কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব। মনোরমা সোৎসুক নয়নে, দীনর মুখের পানে চাহিয়া, সে কি বলে, শুনিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া রহিল। দীন তাহার সে সময়কার মনের অবস্থাটি মনোরমার কাছে গোপন রাখিতে পারিল না। সে সুখলতা সংক্রান্ত সকল ব্যাপার, তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

দীন কহিল—বৌদি, আমি তাকে জীবনে ৫।৬ বারের বেশী দেখিনি।

আমার চোকের তৃষ্ণা না মিট্‌তেই, সে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছে। তার কিছুই আমি জানি না; শুধু এইটুকু জানি, এ জীবনে, তাকে আর একটিবার দেখা, তার মুখের কথা আর একটিবার শোনার সম্ভাবনা, হয়ত আর হবে না। তার স্মৃতিটুকুই এখন আমার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দীন উঠিয়া গেলে, তাহার জেঠাইমা আসিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁ, বৌ কি বুঝলে বলত ?

মনোরমা—মা, সরলা ত ঠিকই বলেছে। ঠাকুরপো একজনকে সত্যি ভালবেসেছে।

গিন্নি—তাই নাকি ? তা, দেখ বৌ, তোমরা এই নিয়ে ওকে আর বিরক্ত করো না। একজামিন হয়ে যাক, তারপর কর্ত্তাকে বলে এর একটা যা হয় করা যাবে।

১৬

আজ খোকার ভাত। খোকার বাপ মধুস্থদন বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া বেড়াইতেছেন। মধুস্থদন যখন মজুমদার বাড়ী গেল, নীলু মজুমদার তখন, একটা ডাবা হুঁকা হাতে করিয়া একমনে কি যেন ভাবিতেছিলেন। মধুস্থদন ঘরে প্রবেশ করিল, তিনি তাহা কিছুমাত্র টের পাইলেন না। মধুস্থদনের ডাকে, তাঁহার চৈতন্য হইল। তাড়াতাড়ি হুকাটা নামাইয়া রাখিয়া, মজুমদার কহিলেন—কি ভাই মধু, নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছ ?

মধু—হাঁ, ঠাকুর্দ্দা।

মজুমদার—তা, আমাকে আবার বল্‌তে আসা কেন ? বল্‌লেও যাব, না বল্‌লেও যাব।

মধু—তাকি আর জানি না, তবুও বল্‌তে হয়। কিন্তু ঠাকুর্দ্দা, তোমাকে আজ এত চিন্তাকুল দেখ্‌ছি কেন? তুমি বাড়ীতে আছ, অথচ পথ হ'তে তোমার গলা শোনা যায় না। এমন ঘটনা ত কখনও ঘটে না।

মজুমদার—সত্যি নাকি? তা হবে। কি হয়, জান ভাই মধু, আমি কোন দিন হয়ত, সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শুধু ভেবেই কাটিয়ে দি; আর কোন দিন বা হয়ত শুধু বকেই কাটিয়ে দি। যে দিন ভাবতে সুরু করি, বক্‌তে হয় না বলে, ভাবাটা যেন অতিরিক্ত রকম হয়ে দাঁড়ায়, আবার যেদিন বক্‌তে আরম্ভ করি, ভাবতে হয় না বলে বকুনীর আর বিরাম থাকে না।

মধু—আজ এত কি ভাবতে আরম্ভ করেছ, বলত?

মজুমদার—ভাবছিলাম তোমার ভাই দীনর সম্বন্ধে।

বিস্ময়ভরে মধু কহিল—দীন সম্বন্ধে? কেন বলত?

মজুমদার—কাল নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে, গিরিশের ছেলেটিকে দেখাতে। রোগী পরীক্ষার ধরণ-ধারণ ওর যা দেখ্‌লেম, তাতে ওর প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। এমন ক'রে খুঁটিয়ে আপাদ মস্তক দেখা, খুব কম ডাক্তারেই করে থাকে। চিকিৎসার ব্যবস্থা যা করলে, সে ত আমাদের কাছে এক আশ্চর্য্য আজগুপী ব্যাপার ব'লে বোধ হ'ল।

নিউমোনিয়া রোগে—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্রাণ্ডী আর ওষুধ পড়বে—ঘরের দুয়ার জানালা সব দিন রাত্রি বন্ধ থাকবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বলকারক পথ্য দিতে হবে—আমরা ত এই জানি। ওমা! ও এ সব বন্ধ করে দিলে। বলে কি, কতকগুলা ওষুধ গেলালেই যে রোগ সারে, তা নয়। দুয়ারজানালাগুলা কি দিন, কি রাত—২৪ ঘণ্টার জন্যে খুলে রাখার ব্যবস্থা করাল। দীন বলে, এ রোগের সব চেয়ে ভাল ওষুধ হচ্ছে,—ভাল, নির্ম্মল বাতাস, আর পেট ফাঁপার উপর, যা তা কতকগুলা না খাওয়ান। ওত রোগীকে একটু একটু ডাবের জল আর টাট্‌কা ঘোল দিয়ে রাখতে বলেছে। ওর ব্যবস্থায় ফলও যে

না পাওয়া গিয়াছে—এমন নয়। যা নিজের চোকে দেখ্‌লেম, আর ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে যতটা বুঝলেম, তাতে আমার মনে হয়, ডাক্তার হয়ে, দীন চিকিৎসাবিষয়ে একটা যুগান্তর ঘটাতে চেষ্টা করবে। কাল দীনর সঙ্গে আমার নানাবিষয়েরই কথা হয়েছে। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার, সাধারণের বাসস্থানের অস্বাস্থ্যকারিতা, শিশুপালনের দোষ—এইরকম অনেক বিষয়েই আলোচনা হয়েছে। ওর ভাব দেখে বোধ হয়, দীন যেন একেলা এ সবের সংস্কার করতে চায়। বিবাহ সম্বন্ধেও কথা হ'ল ; তাতে ওর মতামত যা শুনলেম, তোমার বাপ যদি তা শুনেন, ওর উপর খুসী হবেন ব'লে মনে হয় না।

মধু—আমাদের সমাজে যে সব দোষ আছে, দীন যদি তা দূর করতে চায়, তাতে ত ওকে দোষ দেওয়া যায় না, বরঞ্চ প্রশংসাই করতে হয়। আমাদের সমাজে যে বিস্তর অপূর্ণতা ও দোষ আছে, এত তুমি স্বীকার কর ?

মজুমদার—নিশ্চয় করি। ধর্ম্মই বল, কি সমাজই বল, কোন কালেই নিখুঁৎ ছিল না, কখনও যে হবে, সে বিশ্বাসও আমার নাই। অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে আনবার জন্যে সময়ে সময়ে কতকগুলি লোকের আবির্ভাব হয়, এও আমার অজানা নয়। ঈশ্বর দীনর মত লোককে সংসারে শুধু কায করার জন্যই পাঠিয়ে দেন! তারা সমস্ত জীবন ধরে কাযই করে যায়। কিন্তু অপূর্ণতা কি কখনও দূর হয় ? এই এক ধর্ম্মের দিক দিয়ে দেখ না ? নিখুঁৎ, নির্দ্দোষ ধর্ম্ম সংস্থাপনের সম্ভাবনা থাকলে কি জগতে বারবার মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় ? অন্যায়কে তাড়িয়ে, ন্যায়কে যে স্থাপিত করবে, অমনি ন্যায়ের মধ্যে দিয়েই নতুন মূর্ত্তিতে অন্যায় আবার মাথা খাড়া করে দাঁড়াবে। সেই জন্যইত বারবার সংস্কারের আবশ্যক হয়। কিন্তু দীনর পক্ষে এটা কি একটা অত্যন্ত দুঃসাহস নয় যে, সে একা জগতের সকল অন্যায় দূর করতে যাবে ? সংস্কার করতে হয়, চিকিৎসা-প্রণালীর সংস্কার

করনা বাপু! সমাজ, ধর্ম্ম এসবের উপর হাত দিতে যাস কেন, বলত? এ সকলের জন্যে স্বতন্ত্র লোকের আবির্ভাব হবে। ওহে মধু, এই বেলা তোমরা ভাইয়ের একটা বিয়ে দেও। এ রকম ছেলের একটা বন্ধন থাকা ভারি দরকার।

মধু—এ তুমি, মন্দ কথা বলনি কিছু? ওর বয়সও হয়েছে। দেখি বাবাকে বলে।

মজুমদার—হাঁ, এই বেলা কাযটা সেরে ফেল। জানত ওর বাপ, তোমার খুড়ামশায় কে?

মধু—তা আর জানি না, সেই জন্যইত ওর জন্যে আমাদের ভাবনা হয়। এখন তবে উঠি।

১৭

বাড়ীতে থাকিবার সময় দীন বর্ম্মা হইতে মন্মথ বাবুর এক পত্র পায়। পত্রের মধ্যে দীনর খরচের টাকা ছিল। মন্মথ বাবু লিখিয়াছেন—কলেজ হইতে বাহির হইয়া, দীন যেন এক বৎসরের জন্য কোন স্থানে প্র্যাক্‌টিস্ করে, তাহার পর মান্দালয়ে আসে। তাহার বিষয় সম্বন্ধে, দীনর সহিত মন্মথ বাবুর কতকগুলি দরকারী কায আছে।

দীনর যখন ১২ বৎসর বয়স, তখন হইতেই, তাহার বর্ম্মায় যাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হইত; কেন হইত, জানিতে হইলে, দীনর জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস জানা আবশ্যক।

দীনর পিতামহ রামজয়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ নিরঞ্জন সামান্য মত বাঙলা লেখাপড়া শিখিয়া, নীলকুটিতে কর্ম্ম করিতেন। কনিষ্ঠ মনোরঞ্জন দস্তুরমত ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। তিনি যে শুধু ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন তাহা নয়, সেই সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার যে সকল দোষ, সে সমস্ত অভ্যাস

করিয়াছিলেন। পৈতৃক ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া, নিজেকে নাস্তিক বলিতে, তাঁহার মনে, কিছুমাত্র কুণ্ঠ হইত না। হিন্দু-আচার ব্যবহারের নিন্দা ধরিয়াছিলেন। গ্রামে আসিয়া প্রতিদিন নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস খাইতে লাগিলেন এবং গ্রামের যুবকদের নিজের দলে আনিবার জন্য, বিধিমত চেষ্টা করিলেন।

রামজয় পুত্রের এ প্রকার আচরণে, তাহার প্রতি মনে মনে বিশেষ কুপিত হইলেন। তাহাকে সংশোধন করিবার জন্যে বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

ইহার মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। মনোরঞ্জনের পিতা কোন ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র পুত্রীর সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিলেন। কিন্তু মনোরঞ্জন সে বিবাহ না করিয়া, তাহার কোন দরিদ্র বন্ধুর সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া বসিল। ইহাতে তাহার পিতা, তাহার প্রতি এতদূর চটিয়া গেলেন যে, তিনি পুত্রের বিবাহ সংবাদ শুনিবামাত্র, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নিরঞ্জনকে লিখিয়া দিলেন ও কনিষ্ঠ মনোরঞ্জনকে ত্যজ্যপুত্র করিলেন।

মনোরঞ্জনের পিতৃগৃহে আসিবার আর কোন অধিকার থাকিল না। সে সুবর্ণপুর ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া, সেইখানেই সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। সুবর্ণপুরে থাকার সময় দীনর জন্ম হয়। দীনর জন্মের কিছুদিন পর বৃদ্ধ রামজয়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর, নিরঞ্জন ভ্রাতাকে লিখিলেন—যদিও পিতা তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া গিয়াছেন, তথাপি মনোরঞ্জন তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেকের মালিক, ইচ্ছা করিলে, সে দেশে আসিয়া নিজের সম্পত্তি ভোগ করিতে পারে।

মনোরঞ্জন দাদাকে লিখিলেন—"সম্পত্তি আপনার; ইহাতে ন্যায্যতঃ আমার কোন অধিকার থাকিতে পারে না; পিতা যাহা ইচ্ছা করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহার বিপরীত আচরণ করিতে একেবারে অপারগ।"

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে, হঠাৎ কলেরা রোগে দীনর মার মৃত্যু হয়। দীনর বয়স তখন এক বৎসর মাত্র।

শিশু পুত্রটিকে কি করিয়া মানুষ করিবে, মনোরঞ্জনের তখন, সেই এক মহা ভাবনা হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে, নিরঞ্জনের স্ত্রী আসিয়া দীনকে লইয়া গেলেন। সন্তান পালনের ভার হইতে অব্যাহতি পাইয়া, মনোরঞ্জন বর্ম্মায় গেলেন, সেখান হইতে পুত্রের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাস মাস টাকা পাঠাইতে লাগিলেন।

জেঠা মহাশয়ের গৃহে, জেঠাইমার আদর যত্নে দীনর শৈশবের দিনগুলি খুব সুখেই কাটিতে লাগিল। তাহার বয়স যখন ১২ বৎসর, সেই সময় হইতে তাহার পিতার পত্র আসা বন্ধ হইয়া গেল। ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য টাকা আসিত বটে, কিন্তু তাহা মনোরঞ্জনের নিকট হইতে নয়—মন্মথ বাবুর নিকট হইতে। ইহা হইতে লোকে এই সিদ্ধান্ত করিল, মনোরঞ্জন বাঁচিয়া নাই ; মৃত্যুর সময় সে তাহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ভার মন্মথ বাবুর হাতে দিয়া, তাহা হইতে দীনর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য টাকা পাঠাইতে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনোরঞ্জন যে নিশ্চয় মরিয়াছেন, একথা কেহই বলিতে পারে না, স্বয়ং মন্মথ বাবুও নয়। মন্মথ বাবুকে পত্র লিখিয়া, তাহার জেঠা জানিলেন,—মনোরঞ্জনের সঙ্গে মন্মথ বাবুর আলাপ পরিচয় ত দূরের কথা—কখনও চাক্ষুষ সাক্ষাতও ঘটে নাই। এরূপক্ষেত্রে মনোরঞ্জন যে বাঁচিয়া নাই, এমন মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

মন্মথ বাবু ছাড়া শিবরতন নামে দীনর আরও একজন ট্রাষ্টি ছিলেন। কিন্তু কাযকর্ম্ম সমস্তই মন্মথ বাবু করিতেন।

দীনর মনে সময় সময় এইরূপ সন্দেহ হইত, শিবরতন হয়ত তাহার পিতার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারেন। এইজন্য বর্ম্মায় গিয়া শিবরতনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাহার মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হইত। কিন্তু যেদিন,

সুখলতার সহিত, তাহার পরিচয় ঘটিল, সেই দিন হইতে ইচ্ছাটা আরো প্রবল হইয়া দেখা দিতে লাগিল।

একদিন সকালে, দীন তাহার জেঠাইমাকে কহিল—"মা আমাকে আজ কলকাতায় যেতে হবে"।

জেঠাইমা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, মনোরমা কহিল—সে কি ঠাকুরপো? এর মধ্যে যাবে কি? এইত সেদিন এলে! অন্ততঃ এক সপ্তাহ থেকে যাও।

দীন—না বৌদি, আমার আর থাকার যো নাই। এক্জামিনের আর বেশী দেরি নাই। এখন যদি হাঁসপাতালে না যাই, দাঁড়িয়ে ফেল হতে হবে।

গিন্নি কহিলেন—তবে বৌমা, ওকে আর বাধা দিয়ে কাজ নাই।

দীন প্রতি বৎসরই ছুটীর সময় বাড়ী আসিত, ছুটী ফুরাইলে কলিকাতায় যাইত। কিন্তু এবারকার বিদায়ের সময়টিতে, তাহার মনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দিল। এবার তাহার পড়াশুনা ও ছাত্রজীবনের শেষ হইবে—কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইবে। কাযের জন্য তাহাকে কোথায় যে থাকিতে হইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই; হয়ত দেশে আসা তাহার এই শেষ।

এইরূপ চিন্তায় তাহার মন বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণে তাহার মন চঞ্চল হইয়াছিল। সুখলতাকে দেখিয়া অবধি, দীন মনে মনে তাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সুখলতাকে পাইবে কিনা, দীন তাহা কিছুই জানে না, সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, তাহাকে না পাইলে, তাহার জীবন একবারে বৃথায় যাইবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, একটা গভীর নিরাশার বেদনা, তাহাকে বুকের মধ্যে করিয়া বাস করিতে হইবে।

বিদায়ের সময়, দীন যখন তাহার জেঠাইমার পায়ের ধূলা লইল, স্নেহপরায়ণা জেঠাইমা, দীনর মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার সে সময়কার মনের ভাব যেন কতকটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দীন

আর এখন সে দীন নাই; দুদিন আগে, তিনি যাকে ছেলেমানুষটি জ্ঞান করিতেন, তাঁহার কাছে আজ যেন সে বয়স্ক হইয়া উঠিয়াছে।

জেঠাইমা কহিলেন—বাবা দীন, যদিচ তুমি আমার পেটে হওনি বাবা, তবু আমি তোমাকে পেটের সন্তানই মনে করি। তুমি এখন বড় হয়েছ, নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছ। আশীর্ব্বাদ করি, একজামিনে পাশ হও। উপার্জ্জন করে নিজে সুখী হও, দশজনকে সুখী কর। যেখানেই থাক আমাদের একবারে ভুলে থেকো না। সুবিধে হ'লে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়ে যেয়ো বাবা।

এই বলিয়া দীনর মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুভারনয়নে তিনি বারবার দীনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দীন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সাশ্রুলোচনে গাড়ীতে গিয়া বসিল।

১৮

কলিকাতায় আসিয়া, একজামিনের পড়া পড়িয়া, হাঁসপাতালে গিয়া, দীনর দিনগুলি দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। আজ তাহাদের পরীক্ষার আরম্ভ। ৯টা বাজিতে না বাজিতে, পরীক্ষার্থী ছেলের দ্বারা, সেনেটের সম্মুখের বারান্দা ভরিয়া গেল। সকলেরই মুখে কেমন একটা ভাবনা ও উদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। দীন বারান্দার দক্ষিণ দিকের একটি কোণে বসিয়া ছেলেদের এই উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিতেছিল। এক দীন ছাড়া, আর কোন ছেলেই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না। কেহ তাড়াতাড়ি বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে, কেহবা নোটের পাতার উপর চোক বুলাইয়া লইতেছে, কেহবা অন্য কোন ছেলের কাছে, কোন একটা দুরূহ স্থান বুঝাইয়া লইতেছে।

দীন যে স্থানটিতে বসিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে, ক্ষিতিমোহন আসিয়া উপস্থিত হইল। দীন ক্ষিতিমোহনকে জিজ্ঞাসা করিল—কিহে, তুমি যে বড় বই দেখছ না?

ক্ষিতিমোহন—না, এ সময় বই দেখলে যে বিশেষ কোন ফল হয়, সে ধারণা আমার নাই। এতে জানা বিষয় অনেক সময় গুলিয়ে যায়।

দীন—তবে এস, এই ভিড়ের মধ্যে বসে থেকে লাভ কি? এখনও দুয়োর খুলতে বিলম্ব আছে, ততক্ষণ গোলদীঘিতে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। দেখনা, এদের কাণ্ডখানা—বুদ্ধিশুদ্ধি অর্দ্ধেক লোপ পাবার মত হয়েছে!

দীন মিথ্যা কহে নাই। সারা বৎসর পড়াশুনা করিয়া, যাহা করিতে পারে নাই, ইহারা মনে করে, পরীক্ষা-মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে কয়টি মুহূর্ত্ত আছে, তাহারই মধ্যে সব ঠিক করিয়া লইবে। ইহার ফল এই হয় যে, যে টুকু জানা থাকে, লিখিবার সময়, সেটুকুও গুছাইয়া লেখা হয় না। তাড়াতাড়ি, ভয়ে ভয়ে পড়ার দোষই এই।

পরীক্ষার পর ছেলেরা যখন ঘর হইতে বাহির হইল, তখন, তাহাদের মুখের বিচিত্রতা দেখিলে, আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। কোন ছেলের মুখ একবারে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কাহারও বা মৃত্যুকালীন বিবর্ণতা দেখা দিয়াছে; কেহ আনন্দে নৃত্য করিতেছে; কেহবা বিমর্ষভাবে নীরবে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে!

ক্ষিতিমোহন কহিল,—ভাই দীন, তোমার আজ কেমন হ'ল? আমার মোটের উপর মন্দ হয়নি।

দীন কহিল—আমি আজ বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি। প্রশ্নপত্র যখন হাতে পড়ল, দেখলাম, আমি কি জানি না, তাই দেখবার জন্যই যেন প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে! আচ্ছা, এই যে স্কারলেট্ ফিভারের উপর একটা প্রশ্ন ছিল, এটা আমাদের দেওয়া কেন বলত? শীতের দেশের যেটা বিশেষ রোগ—যা এদেশে কখনও হয়নি, হবে কিনা সন্দেহ, যা শিখ্‌তে হ'লে শীতপ্রধান দেশে যাওয়া আবশ্যক, সে রোগ সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন দেওয়া

কেন? সে যাই হোক্, এখনও ওরাল্ প্র্যাক্‌টিকাল্ বাকি আছে, তাতে ভাল হ'লে পাশের জন্যে ভাবি না।

প্রথম দিনের মত আরও ৫ দিন লিখিত পরীক্ষা হইল। ওরাল্, প্র্যাক্‌টিকাল হইতে ১৫।২০ দিন লাগিল।

আজ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কথা। বিকাল হইতে ছেলেরা সেনেটের সম্মুখে জড় হইয়াছে। ক্ষিতিমোহন ও দীনও তাহাদের ভাগ্য জানিবার জন্যে, সেখানে উপস্থিত ছিল। সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে ফল বাহির হইল। দীন ও ক্ষিতিমোহনের নাম পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে থাকিতে দেখা গেল।

পর দিন সকালে, ক্ষিতিমোহনকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া, দীন দুখানি কাগজ কিনিয়া একখানি বাড়ীতে পাঠাইল এবং অন্যখানি মান্দালয়ে মন্মথ বাবুর নামে পাঠাইয়া দিল। এই কাগজে তাহাদের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছিল।

দীন আজ কলিকাতায় একাকী। তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা যে যার দেশে গিয়াছে। দীনর নিকট, সময়টা যেন অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতেছিল। একবার দেশে যাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে ইচ্ছা তাহাকে তখনই ত্যাগ করিতে হইল। যতদিন, তাহার কোন একটা কাযের স্থির না হয়, ততদিন কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া, তাহার নিকট, যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল না। এই কারণে সে কলিকাতাতেই থাকিয়া গেল।

১৯

মান্দালয়ে মন্মথবাবু তাঁহার আফিস ঘরে একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। দীন যে কাগজখানা পাঠাইয়াছিল, সেখানা খোলা অবস্থায়, তাঁহার কোলের উপর পড়িয়া আছে। এমন সময় সুখলতাকে সঙ্গে করিয়া, সঞ্জীববাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই দিনই মান্দালয়ে পৌঁছিয়াছেন।

মন্মথ—এই যে সঞ্জীব যে, সঙ্গে সুখলতাকেও দেখ্‌ছি! তারপর ভারতভ্রমণ শেষ হ'ল? কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

সঞ্জীব—না, ভাই, সমস্ত ভারত আর ভ্রমণ হ'ল কই? ইচ্ছে ছিল, পশ্চিম হ'তে, বোম্বাই যাব, তারপর মান্দ্রাজ দেখে বর্ম্মায় ফিরব। কিন্তু সুখলতার আর যেতে ভাল লাগল না; তাই বোম্বাই যাওয়াটা এবারকার মত বন্ধ করতে হল। ভাই মন্মথ, সুখ যে আজকাল কি আশ্চর্য্য গান গাইতে শিখেছে,—সে আর তোমাকে কি বলব?

এমন সময় মন্মথবাবুর কোল হইতে কাগজখানা উঠাইয়া লইয়া, উত্তেজিত স্বরে সুখলতা কহিল—দাদামশায়, ভারী সুখবর! এই দেখ বলিয়া কাগজ-খানা বৃদ্ধের হাতে দিয়া, নীল পেন্‌সিলে দাগ দেওয়া একটা নামের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

বৃদ্ধ ২।৩ বার নামটি পড়িলেন। এই দীননাথ চৌধুরীটি যে কে, সহসা তাহা মনে না করিতে পারিয়া, কহিলেন—তুই অমন ক'রে লাফিয়ে উঠলি যে বড়? দীননাথ চৌধুরী? এ বুঝি আমাদের সেই দীনবাবু? তাই বলনা কেন? বৃদ্ধের কথায় সুখলতার কপোলের কাছটা মুহূর্ত্তের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল। সে আত্মসংযম করিয়া মন্মথবাবুকে কহিল—মন্মথদা, শুনেছি, দীনবাবু নাকি তোমার নিতান্ত অপরিচিত নন্।

মন্মথ—হাঁ! কতকটা পরিচিত বৈকি! যদিচ ছেলেটা যে কেমন, আমি তা চোকেও দেখিনি। ওর সঙ্গে আমার শুধু চিঠিতেই আলাপ।

হাসিয়া সুখলতা কহিল—ছেলেটাই বটে! মাথায় প্রায় ফুট ৬ লম্বা; আর দেখ্‌তে যেন একটা সৈনিক পুরুষ। তুমি ঠিকই বলেছ, মন্মথ দা, ছেলেটাই বটে!

সঞ্জীব—বুঝেছ মন্মথ, বেশ দেখ্‌তে এই দীন বাবুটি। বড় সদয় মধুর

ব্যবহার ওঁর। উনি যে আমার কি উপকার করেছেন, তা আর তোমাকে কি বলব ?

এই বলিয়া বৃদ্ধ সঞ্জীবচন্দ্র দীনর সহিত তাহাদের কি করিয়া চেনা শুনা হইল, তাহার সমস্ত ইতিহাস মন্মথ বাবুর নিকট বিবৃত করিলেন।

মন্মথ—ডাক্তার চৌধুরী—এখন ওঁকে ডাক্তার বলতে বোধ করি, কারও আপত্তি না হ'তে পারে—এক বৎসর পর এখানে আসবে লিখেছে।

"এখনও এক বৎসর" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়া, সুখলতা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

সঞ্জীব—তারপর আমাদের বুড়াশিবের কি সংবাদ ? সে এখানে আছে, না আর কোথাও গিয়েছে ?

মন্মথ—সে আছে ভাল। শীগ্‌গীর কায দেখতে জঙ্গলে যাবে। তোমার জঙ্গলটাতেও এবার হাত দিবে বল্‌ছে। এখন তুমি যা ভাল বোধ কর।

সঞ্জীব—আমার আবার ভাল মন্দ বিবেচনা কি ? ও যাই বল্‌বে, আমি তাতেই রাজি। ওর উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। লোকটা কাযের, তবে ভারী এক গুঁয়ে। ওর চরিত্রের দুর্ব্বলতাই ওই।

মন্মথ—হাঁ, ওর দুর্ব্বলতাও ওই ; আবার ওর বল যা কিছু, তাও ওই খানে।

সুখলতা—না, না, তোমরা শিবদার সম্বন্ধে যা তা বল্‌তে পার্‌বে না। শিবদার কোন দোষ নাই। দেখ্‌তেও যেমন বীরের মত ; ওঁর ব্যবহারও ঠিক তারই উপযুক্ত।

মন্মথবাবু সন্দিগ্ধনয়নে, সুখলতার মুখের দিকে একবার চাহিয়া, ধীরে ধীরে কহিলেন—হাঁ, সুখ, তুই ঠিকই বলেছিস্‌। শিবরতন বীরপুরুষই বটে।

সঞ্জীব— সুখ, তুই একবার বাড়ীর ভিতরে যাত, আমি মন্মথর সঙ্গে দুটো কাযের কথা বলে নি।

সুখলতা সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

সঞ্জীব—দেখ, মন্মথ, এই মেয়েটাকে নিয়ে আমিত ভারী ভাবনায় পড়ে গিয়েছি। দিন দিন দেখতে পাই, ওর শরীর যেন শুকিয়ে উঠ্‌ছে। দেশ বিদেশে ক্রমাগত ঘোরার জন্য এমন হ'ল; না আর কোন কারণ আছে, আমি ত ভাই, কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

মন্মথ—হাঁ, একটু রোগা দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু এর যে কোন ব্যারাম আছে, তাত মনে হয় না। পশ্চিমে বেড়িয়ে স্বাস্থ্যের ভাল হবে ভেবেছিলাম, তা অবিশ্যি হয়নি। একটা ভাল ডাক্তার দেখালে না কেন?

সঞ্জীব—আমিত তাই বলি ওকে; কিন্তু ও তা কিছুতেই শুনতে চায় না। জান ত কেমন একগুঁয়ে স্বভাব! ও বলে যে, ওর কিছুই হয়নি। ডাক্তার দেখাবার কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু ও মুখে যাই বলুক, ওর যে একটা কিছু হয়েছে, এতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি দেখতে পাই, ও রাত্রিতে তেমন ঘুমোয় না, খাওয়া দাওয়া ত একরকম ছেড়ে দিয়েছে বল্লেই হয়। পড়াশুনার দিকে এত যে ঝোঁক ছিল, কিছুদিন হ'তে সেটাও তেমন দেখ্‌তে পাই না। আমি ভাব্‌লেম, বুঝি ললিতের জন্যেই এমন হচ্ছে। কিন্তু ওর কথায় যা বুঝেছি, তাতে ওযে ললিতকে ভালবাসে, তাত মনে হয় না। আহা! খাসা ছেলে এই ললিতটি! বড় আশা করেছিলাম, এদের দুটিতে বিয়ে দিয়ে, আমার যা কিছু আছে, ওদের দিয়ে যাব। বুড়ো শিবেরও সেই ইচ্ছে। কিন্তু তা যে ঘটে, আমার এমন মনে হয় না। বুড়ো শিব সুখকে খুবই ভালবাসে, আর ললিত তার নিজের ছেলে বল্লেই হয়। বড় ভাল হ'ত মন্মথ, বিয়েটা দিতে পারলে।

মন্মথ—আচ্ছা, ধ'রে নিলাম তোমারই কথা—সুখ ললিতকে ভালবাসে

না: কিন্তু তাতে তার শরীর খারাপ হ'তে যাবে কেন? মুখ ফুটে সে কথা বললেইত হয়।

সঞ্জীব—তা বটে, তবে ওর মধ্যে একটা কথা কি আছে জান মন্মথ, শিবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা সুখর পক্ষে কতকটা যেন অসম্ভব। শিবুকে খুসী করবার জন্যে ও সব করতে পারে।

মন্মথ—নিজের ইচ্ছে নেই, অথচ অপর একজনকে খুসী করার জন্যে কায করা, সব সময়, ভাল নয়, বিশেষতঃ বিয়ের ব্যাপারে। এতে ওর সর্ব্বনাশটি না হ'য়ে যায় না। কিন্তু আমার কি মনে হয়, জান! এ সব তোমার কল্পনামাত্র; এখানে কিছুদিন থাক্‌লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অমন করে, দেশে দেশে ঘুরলে, সকলেরই শরীর খারাপ হয়—ও তো ছেলে মানুষ!

এমন সময় সুখলতা ঘরে প্রবেশ করিল।

সুখলতা—ওঁরা কাযে ব্যস্ত আছেন, ওবেলা আবার আস্‌ব। মন্মথদা, এ কাগজখানা আমি নিয়ে যেতে পারি?

মন্মথ—তা, নিয়ে যা। কিন্তু, ওখানার এত দরকার কি তোর, তাই বলত?

সুখলতা—এতদিন কলকাতায় ছিলাম, তাই সেখানকার খবর জানবার জন্য ভারী ইচ্ছে হয়। মন্মথ দা, তুমি বলছিলে না, দীন বাবু এখানে আসবেন?

মন্মথ—আস্‌তে পারে, তাই লিখেছে।

সুখলতা—আচ্ছা দাদামশায়, দীনবাবু এলে তুমি খুসী হওনা?

সঞ্জীব—খুসী হই না? খুব খুসী হই। এখন চল, বাড়ী যাই, বেলা হয়েছে।

সঞ্জীব বাবু ও সুখলতা চলিয়া গেলে, মন্মথ কহিল—বাদুড় যেমন দিনে কানা, নাতনিটির সম্বন্ধে, সঞ্জীবেরও সেই দশা দেখ্‌ছি। বুড়ো শিবকে সব কথা

বলতে হচ্ছে। সুখলতা যদি সত্যি ললিতকে ভাল না বেসে থাকে, তা হলে শিবরতন নিশ্চয় সুখলতাকে বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি করবে না—এ আমি বেশ জানি। দীনর সঙ্গে সুখলতার যে অবস্থায় পরিচয় হয়েছে, তাতে উভয়ের মধ্যে প্রেম হওয়া, কিছু আশ্চর্য্য বটে, তথাপি আমার মনে হয়, সুখ দীনকেই ভালবেসেছে। তা না হলে, দীনর পাশের কাগজখানা কাছে রাখার জন্য সুখলতার এত আগ্রহ কেন?

১০

ডাক্তার নিবারণ সেনগুপ্তের পাড়ায় খুব নাম ডাক। ডাক্তারী করিয়া, তিনি একটি বৃহৎ বাড়ী করিয়াছেন। বাড়ীটির বৃহৎ কম্পাউণ্ড ঘিরিয়া নানা-রকম পাতাবাহার ও বিবিধ ফলফুলের গাছ। গেট্ হইতে গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী গিয়াছে, তাহার দুই ধারে ঝাউয়ের শ্রেণী।

সহরে ডাক্তার সেনগুপ্তের ২।৩টি ডিস্পেন্সারী। তাঁহার প্রধান ডিস্পেন্সারি বাড়ীতেই অবস্থিত। প্রতিদিন সকালে বিকালে, এখানে অনেকগুলি রোগী আসে। ডাক্তার বাবু ইহাদের কাছে ফিস্ লন না—দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করেন। তাহারা তাঁহারই ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লয়, ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ দুপয়সা উপার্জ্জন হয়।

বৈশাখ মাসের একদিন অপরাহ্ণে দীন ডাক্তার সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাঁহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। ঘরটি রীতিমত সজ্জিত।

ডাক্তার সেনগুপ্ত তখন বাড়ী না থাকায়, দীনকে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইল। দীনর পোষাকটি দস্তুরমত সাহেবী। পায়ে বুটজুতা, অঙ্গে কোটপ্যাণ্ট, ওয়েষ্টকোট। গলায় কলার, নেকটাই; মাথায় সিল্ক্ হ্যাট্। সাহেবীয়ানার কোন অঙ্গই বাকি ছিলনা। অনভ্যস্থ পোষাক পরিচ্ছদ দীনকে পদে পদে বাধা দিতেছিল। একে গরম দেশ, তাহাতে

গ্রীষ্মকাল; দীন এসব পরিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। এক এক বার তাহার মনে হইতেছিল, ইচ্ছা করিয়া এই কর্ম্মভোগ কিসের জন্য? কিন্তু উপায় কি? ডাক্তারী ফ্যাশান্ই যে এইরূপ। গলায় শক্ত কলার থাকায়, ইচ্ছামত, যেদিক সেদিক ঘাড় ফিরাবার ঘুরাবার জো ছিল না। নীচের দিকে চাহিতে গেলে বিশেষ কষ্ট হয়, তথাপি এ পরিতেই হইবে। কেন না, তাহা না হইলে ফ্যাশানের মর্য্যাদা থাকে না। যে রোগী ভূমিতে শুইয়া; এই পোষাকে তাহাকে দেখা, পরীক্ষা করা যে কত কষ্টকর, দীন তাহাও কতকটা টের পাইয়াছে; তথাপি, এ পোষাকের মায়া সে পরিত্যাগ করিতে পারে না—লোকে যে তাহা হইলে, তাহাকে ডাক্তার বলিয়া মানিতেই চাহিবে না। কষ্ট হউক, দাম বেশী পড়ুক, এগুলি পরিতেই হইবে। ডাক্তারের ইউনিফরমই ত এই।

চেয়ারে বসিয়া, টুপিটা লইয়া দীন একটু গোলে পড়িয়া গেল। দামী হ্যাট্, সেটাকে ত সে অবহেলা করিতে পারে না। টেবিলে রাখিতে সাহস হয় না, পাছে তাহার ধার ক্ষয় হইয়া যায়। নিজের কোলের উপর রাখিতে পারে না, পাছে ভুল ক্রমে হাতের চাপ লাগে।

দীন যে টুপিটা লইয়া গোলে পড়িয়াছে, ডাক্তার সেনগুপ্তের চতুর বেয়ারা তাহা টের পাইয়া, টুপিটা দীনর হাত হইতে লইয়া, যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, ডাক্তার সেনগুপ্ত ঘরে ফিরিলেন।

দীনকে দেখিয়া সেনগুপ্ত কহিলেন—আপনি বোধ্র করি, এঁ—ডাক্তার—এঁ—ডাক্তার—

দীন কহিল—চৌধুরী।

সেনগুপ্ত—হাঁ। ডাক্তার চৌধুরী আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি কাপড় ছেড়ে এসেই, আপনার সঙ্গে কথা কইছি।

সেনগুপ্ত চলিয়া গেলে, দীনর মনে হইল, ইঁহার সহিত তাহার কাযের

সম্বন্ধ বেশী দিন স্থায়ী হওয়া, সম্ভব নয়; হয়ত এখানে, এখনই তাহা শেষ হইতে পারে। ফল কথা, প্রথম দর্শনেই, সেনগুপ্তের উপর দীনর মনে একটা অশ্রদ্ধার ভাবের উদয় হইয়াছিল।

ডাক্তার সেনগুপ্তকে দেখিলে নির্ব্বোধ বলিয়া বোধ হয় না—বরঞ্চ খুব চতুর ও বুদ্ধিমান বলিয়াই ধারণা জন্মায়। তাহাতে কি হয়? ডাক্তার সেনগুপ্তের নিবিড় ঘন ভুরু, আর ভুরু দুটির মাঝখানের উচু কপাল, তাঁহার মুখখানিকে একবারে বিশ্রী করিয়া তুলিয়াছে। ভুরু দুটির উপরে কতক বাঁকা, কতক বা সোজা— অনেকগুলি রেখা পড়িয়াছে। এই রেখাগুলি, দুইধার হইতে আরম্ভ করিয়া, কপালের মধ্যবর্ত্তী একটা দীর্ঘখাতে শেষ হইয়াছে। এই খাতটি যেন ডাক্তার সেনগুপ্তের কপালটিকে দুভাগে চিরিয়া নামিতে নামিতে, তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যেকার একটা বাঁকা বলির উপর আসিয়া যেন হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুলডগ্ কুকুরকে রাগাইলে, তাহার মুখের যেমন আকার হয়, সেনগুপ্তের মুখখানি দেখিতে অনেকটা সেই রকম ছিল।

কাপড় ছাড়িয়া, ডাক্তার সেন গুপ্ত দীনর নিকট আসিলেন। দীনর সম্মুখে একখানা কাগজ ধরিয়া বলিলেন,—এইখানে আপনার নাম সই করতে হবে—এটা এগ্রিমেণ্টের কাগজ।

দীন—কি লেখা আছে, সেটা ত একবার দেখা আবশ্যক?

সেনগুপ্ত কোন কথা না বলিয়া, দীনকে কাগজখানা পড়িতে দিলেন। দীন তাহা পড়িয়া, নাম সই করিয়া, তাঁহার হাতে দিল।

সেনগুপ্ত কহিলেন—আপনাকে সহরতলির একটু বাইরে থাকতে হবে। স্থানটা আগে ক্যালকাটা মিউনিসিপালিটার মধ্যে ছিল না, এখন হয়েছে। কালক্রমে প্র্যাক্টিসের পক্ষে বেশ ভাল ফিল্ড হবে। আপনাকে অবশ্য প্রথম প্রথম কিছুদিন বসে থাকতে হবে। তা যেতে যেতে কোন স্থানেই

প্র্যাক্‌টিস্ হয় না। আপনাকে ছুটো কাযের কথা বলে দি, সময়ে উপকারে আসতে পারে। আপনার সাজ-গোজ বেশ যেন ফিট্‌ফাট্ হয়, ভেক না নিলে ভিক্ষে মিলে না। কথাটা পুরাণ কিন্তু ভারী খাঁটি। এখন আপনার যে রকম সাজ আছে, তাতে বেশ চলে যাবে। লোকের ওষুধের উপর ভারি বিশ্বাস অথচ সকলের কিছু অবস্থা তেমন নয়। এই জন্যে আমি ওষুধের মাঝামাঝি দাম বেঁধে দিয়েছি, খুব বেশী হলে নিতে পারবে না, খুব কম হলে, খালি জল মনে করে বিশ্বাস করবে না। ধারে ওষুধ পারতপক্ষে দিয়ো না। আপাততঃ ভিজিট ছুটাকা করো। বেশী দিন দেখতে হ'লে কিছু ছেড়ে দিয়ো। অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী ডাক হ'লে, একটু বেশী যত্ন করো। যত্ন আর কি? একটু বেশী করে তোয়াজ করা। কন্‌সালটেশনের আবশ্যক হ'লে আমাকে ডেকে পাঠিয়ো; আমার ফিস আট টাকা—যত ডাকতে পার ততই ভাল। কাল বিকালে একবার এসো—রাত্রে এখানেই খাওয়া দাওয়া শেষ করে যাবে। গাড়ী প্রস্তুত; ক্যোচ্‌ম্যান্ তোমাকে ডিস্পেন্‌সারীতে নিয়ে যাবে, সেখানে সবই প্রস্তুত থাকতে দেখবে।

দীন সেনগুপ্তকে নমস্কার করিয়া, গাড়ীতে গিয়া বসিল। গাড়ী বেনেপাড়া ডিস্পেন্‌সারীর উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল।

দীন চলিয়া গেলে, পাশের ঘর হইতে রেশমী শাড়ীর খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে একটি স্থূলাঙ্গী রমণী ঘরে প্রবেশ করিয়া, সেনগুপ্তের নিকটে একখানি সোফা অধিকার করিয়া বসিলেন।

রমণীকে দেখিতে কতকটা ইংরাজী বড় হাতের B অক্ষরের মত। ঊর্দ্ধাংশ স্বুবর্ণ হার, স্বর্ণবলয়, চুড়ী ও হিরকাঙ্গুরীতে সুশোভিত। মস্তকটি একটু যেন বেশী পিছন ঘেঁষিয়া অবস্থিত। চিবুকের নিম্নের মাংস অপরিমিত বর্দ্ধিত হওয়ায়, আর একটি চিবুকের মত দেখাইতেছে। রমণীর মুখখানি হাসিহাসি গোছের। ইঁহাকে দেখিলে মনে হয়, ইঁহার প্রকৃতিতে আনন্দের

অভাব নাই—খুবই সরল চিত্ত, সহজ বুদ্ধির লোক। রমণী ডাক্তার সেনগুপ্তের গৃহিণী।

গৃহিণী কহিলেন—এতক্ষণ ও কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?

সেনগুপ্ত—বেনেপাড়ার ডিস্পেন্সারীর জন্যে একজন ডাক্তার ঠিক ক'রে পাঠালেম।

গৃহিণী—ছেলেটিত দেখ্তে বেশ। আমার মণির যদি অমনি একটি বর হয়!

সেনগুপ্ত—আমার সে ইচ্ছেও না আছে, এমন নয়; তোমরা তাড়াতাড়ি করোনা। তোমাদের তাড়াতাড়িতেই ত বিনোদ ডাক্তারটা হাত ছাড়া হয়ে গেল। কাল রাত্রে ওকে খেতে বলেছি, সেই সময় একবার নাড়াচাড়া ক'রে দেখো।

কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব; তাহার পর সেনগুপ্ত কহিলেন—আর শুনেছ, সেই পাড়াগেঁয়ে জমিদারটা আমাকে ছেড়ে, শেষে রামসদনের কাছেই গেল। রামসদন নাকি ওকে বলেছে, ওর ব্যামো-স্যামো তেমন কিছুই না। কেবল বসে বসে কতকগুলো খাওয়াতে আর পরিশ্রম না করাতে এমন ঘটেছে।

গৃহিণী—তা ওর বো আমাকে সেই কথাই বলছিলো। রাম ডাক্তার নাকি ওকে ওষুধ টষুদ কিছু দেয়নি, কেবল কি খাবে, না খাবে, কতটা বেড়াবে না বেড়াবে, তারই নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। মাগো! এমন সৃষ্টি-ছাড়া চিকিৎসাত দেখিনি!

সেনগুপ্ত—১৬৲ টাকার ডাক্তার কিনা, তাই যা খুসী করতে পারে।

গৃহিণী—তা, তুমিও এখন হতে ১৬৲ টাকা ফিস কর না কেন?

সেনগুপ্ত—আরে রাম! তাহ'লে না খেয়ে যে মরতে হবে। লোকে জানে শুধু ওষুধ, তারা চায় শুধু ওষুধ। ওষুধ না দিয়ে চিকিৎসা করলে,

রোগী কখনও হাতে থাকে? পাড়াগেঁয়ে বাবুটিকে শেষে আমার কাছেই আসতে হবে, এ তুমি দেখে নিয়ো। শুধু পথ্যের ব্যবস্থায় রোগী হাতে থাকে না, এ আমি ভাল করেই জানি।

২১

সকাল বেলায়, ডাক্তার সেনগুপ্ত তাঁহার কন্‌সাল্‌টিং রুম্‌টিতে বসিয়া রোগী দেখিতেছেন। রোগীও আসিয়াছে অনেক। ইহাদের কাহার কাহার অবস্থা ভাল, কেহ নিতান্ত গরীব, কোন রকমে ঔষধের দামটা সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে।

ডাক্তার সেনগুপ্ত যতক্ষণ কন্‌সাল্‌টিং রুম্‌টিতে থাকেন, তাঁহার মুখে একরকম ব্যবসাদারী হাসি লাগিয়াই থাকে।

কাঠের উপর বার্ণিস্‌ করিলে যেমন হয়, ডাক্তার সেনগুপ্তের এই হাসিও তাঁহার মুখের সেইরূপ শোভাবৃদ্ধি করে। রোগীদের বিদায় দিবার সময় রোগীর পদ ও অবস্থানুসারে তিনি প্রত্যেককে যথোচিত আদর ও সম্মান দেখাইতে কখনও বিস্মৃত হইতেন না।

পাড়ার কেষ্টা মুদী, তাহার একটা চিররুগ্ন ছেলেকে দেখাইতে আনিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যবসায়ে হাতে তুপয়সা হইয়াছে; পাড়ার অনেকে কেষ্টার বিশেষ বাধ্য। কৃষ্ণচন্দ্রকে বিদায় দিবার সময় ডাক্তার সেনগুপ্ত তাহার ছেলেটিকে খুবই চালাক চতুর বলিয়া প্রশংসা করিলেন, তাহার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স হিসাবে তাহার স্ত্রীকে কম বয়সী দেখায়, এইরূপ নানা কথা বলিলেন। ডাক্তার বাবুর ব্যবহারে কৃষ্ণচন্দ্র পরম আপ্যায়িত হইয়া হৃষ্টমনে ঘরে ফিরিল।

একজন ব্রাহ্মপ্রচারক আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত ব্যবহার কালে, ডাক্তার সেনগুপ্ত খুবই গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন; সামাজিক দুর্নীতি ও

দুরাচারাদির উল্লেখ করিলেন। ধর্ম্মের ও সত্যের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা দিন দিন হ্রাস হইতেছে বলিয়া বিস্তর দুঃখ করিলেন।

একটি পতিতা রমণী আসিয়াছিল; তাহার অঙ্গে অনেক টাকার গহনা ছিল। ডাক্তার সেনগুপ্ত তাহার সহিত খুব মিষ্ট কথায় আলাপ করিলেন, ঔষধ কখন, কি রকম করিয়া সেবন করিতে হইবে, বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

ফলতঃ ডাক্তার বাবুর ব্যবহারে, সকলেই যথেষ্ট সম্মানিত মনে করিয়া, ঘরে ফিরিয়া গেল।

রোগীর পদ ও অবস্থানুসারে ব্যবহারের তারতম্য থাকিলেও, চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ ভেদাভেদ ছিল না। তিনি ধনী, নির্ধন সকল রোগীকেই একভাবে চিকিৎসা করিতেন। আমরা জানি, অনেক চিকিৎসক বড়লোকের বাড়ীতে চিকিৎসাকালে, যতটা মাথা ঘামাইয়া থাকেন, এমন গরীবের বাড়ীতে নহে। ডাক্তার সেনগুপ্তকে কিন্তু সে অপবাদ দিতে পারা যায় না। যে রকম রোগীই হউক, রোগের মূল কারণটা কি, কোন শারীরিক নিয়মভঙ্গের জন্য রোগটি দেখা দিয়াছে, রোগীর ব্যক্তিগত কি বংশগত কোন প্রকার বিশেষত্ব আছে কিনা—এ সকল অনুসন্ধান করা ডাক্তার সেনগুপ্তের নিকট নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইত। তাঁহার যত কিছু চেষ্টা রোগটির কি নাম সেইটি জানা। নামের কি অপার মহিমা!

রোগের নামটি যেই স্থির হইল, অমনি ডাক্তার সেনগুপ্ত সেই নামটিরই চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন! রোগী যে কে, তাহার ধাত কেমন, প্রকৃতি কেমন, তাহার অভ্যাস, স্বভাব প্রভৃতি কেমন—এ সকল ভাবিয়া দেখিবার, তাঁহার কোনই আবশ্যক হয় না।

ঔষধের যে কোন আবশ্যক নাই, তাহা নহে; স্থলবিশেষে ঔষধ না দিলে, চিকিৎসাই হয় না। তাই বলিয়া, সব জায়গায়, এবং সকল রোগীকেই যে

ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যাঁহারা মনে করেন, রোগ অপনোদনের ঔষধই একমাত্র উপায়, তাঁহাদের হাতে, ঔষধের অপব্যবহার না হইয়া, থাকিতেই পারে না। ইহাদের দ্বারা লোকের যে কি ভয়ানক অপকার সাধিত হইতেছে, তাহা এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। একজন দুর্ভাগা, তাহার নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য তোমার শরণাপন্ন। তুমি শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক, তুমি মনে মনে জান, ইহার ঔষধের কোন আবশ্যক করে না, অথচ এক খণ্ড কাগজ লইয়া কতকগুলা ঔষধের শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে? সমাজে এরূপ দুই একজন চিকিৎসক থাকিলে, কোন কথাই ছিল না; দুঃখ এই—সেনগুপ্তের দলই যে সংখ্যায় বেশী। ইহারা জানে, লোকসাধারণের ঔষধের উপর একটা বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে। এই কুসংস্কারের সুবিধা লইয়া, নিজেরা লাভবান হইতে ইহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। বিজ্ঞান নিরত ব্যক্তিও সমাজের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেছে; এই সেনগুপ্তের দল পদে পদে, বিজ্ঞানের সেই শুভ উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

বাড়ীর কায-কর্ম্ম শেষ করিয়া ডাক্তার সেনগুপ্ত প্র্যাক্‌টিসে বাহির হইলেন।

বেলা যখন ১২টা, সেই সময় ডাক্তার সেনগুপ্তের গাড়ীখানাকে খালধারের দিকে যাইতে দেখা গেল। সেখানে একটা খোলারঘরের সম্মুখে গিয়া গাড়ী থামিল।

ডাক্তার সেনগুপ্ত গাড়ী হইতে নামিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া, বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। এপাড়ায় ভদ্রলোকের তেমন বসবাস নাই। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই কলে খাটিয়া খায়।

যে বাড়ীটিতে সেনগুপ্ত প্রবেশ করিলেন, সেটিও একটা ডাক্তারখানা। সম্মুখে মোটা মোটা অক্ষরে "খালধার ডিস্‌পেন্‌সারী" লেখা একখানা

কাষ্ঠফলক ঝুলিতেছে। এই ডিস্‌পেন্‌সারিটিরও মালিক ডাক্তার সেনগুপ্ত এখানে প্রতিদিন তাঁহার আসা ঘটে না। সপ্তাহে একদিন আসিয়া, যা কিছু টাকা জমে, থলি ঝাড়িয়া লইয়া যান। আজ তাঁহার থলি ঝাড়িবার দিন।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মাখনকে সম্বোধন করিয়া, সেনগুপ্ত কহিলেন—কিহে মাখন, খবর কি? সব ভাল ত?

মাখন ডাক্তার পাশ করা ডাক্তার নহে। মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিয়া, এক বৎসর হইতে সে এই ডিস্পেন্‌সারীটির ভার লইয়া, এখানেই বাস করিতেছে। নিকটে ভাল ডাক্তার না থাকায়, একরূপ চলিয়াও যাইতেছে।

মাখনের স্বভাব-চরিত্র কোনকালেই তেমন আদর্শ ছিল না, এখানে আসিয়া সে এতদূর বিগড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহার অধঃপতনের আর বেশী বিলম্ব নাই।

মাখন কহিল—আজ্ঞে হাঁ! চলছে একরকম। সম্প্রতি ব্যামো-স্যামো তেমন বড় একটা নাই, গেল সপ্তাহে তবু ১৫ টাকা হয়েছে।

সেনগুপ্ত—মোটে ১৫৲ টাকা! তা তুমি ভেবো না! এসময় সর্ব্বত্রই এই দশা; সীজন যেমন ডাল হতে হয়!

সেনগুপ্ত মাখনের কাযে-কর্ম্মে তাহার উপর সন্তুষ্টই ছিলেন। কি করিয়া টাকা আদায় করিতে হয়, মাখন তাহা বেশ জানে, সেনগুপ্তের এইরূপ বিশ্বাস।

সেনগুপ্ত কহিলেন—আরে! শুনেছ মাখন, বেনেপাড়া ডিস্‌পেন্‌সারীর জন্যে একজন ডাক্তার বাহাল করা গেল। লোকটি বোধ করি, এইবারই পাশ ক'রে বেরিয়েছে। কায-কর্ম্মের তেমন অভিজ্ঞতা নাই। তুমি যদি পার, একবার গিয়ে তাকে শিখিয়ে দিয়ে এস।

মাখন—যে আজ্ঞে। ডাক্তারটির কি নাম?

সেনগুপ্ত—দীননাথ চৌধুরী। চেন নাকি ?

মাখন—ঠিক বল্‌তে পাচ্ছি না। দেখলে বল্‌তে পারি।

টাকাগুলি পকেটস্থ করিয়া, ডাক্তার সেনগুপ্ত গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

সেনগুপ্ত চলিয়া গেলে, মাখন ভাবিল—এ অবস্থায় দীন বাবুর কাছে যাওয়া তার পক্ষেও লজ্জাকর, দীনবাবুর পক্ষেও তাহাই।

সেনগুপ্তের এসিষ্ট্যাণ্ট হইয়া থাকার অন্য নাম—আত্মসম্মানবোধকে একেবারে জলাঞ্জলি দেওয়া ! আমারত আর কিছুমাত্র বাকি নাই। কিন্তু দীনবাবুর একি কর্ম্মভোগ ! না, আজ সন্ধ্যার পর একবার যেতেই হচ্ছে।

২২

একটা দোতালা বাড়ীতে, বেনেপাড়া ডিস্‌পেন্‌সারীটি। নীচে ডিস্‌পেন্‌সারী ও রোগী দেখিবার ঘর, উপরে ডাক্তার বাবুর থাকিবার বাসা।

বিকালে যেসব রোগী আসিয়াছিল, তাহাদের দেখিয়া বিদায় করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। কায-কর্ম্ম শেষ করিয়া দীন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আজিকার সমস্ত ব্যাপার মনের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল। একদিনেরই অভিজ্ঞতায় সে বুঝিতে পারিয়াছে, এখানে কাজ করা, তার পক্ষে দুঃসাধ্য—একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। দীন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, কাযে করিবার তাহার কোনই স্বাধীনতা নাই। তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সেনগুপ্তের কর্ত্তব্য বুদ্ধি, ঠিক এক জিনিস নয়। সেনগুপ্ত চায়, আবশ্যক থাক আর নাই থাক্, রোগী আসিলেই ঔষধ দিতে হইবে। দীনর বিবেক ইহাতে কিছুতেই সায় দিতে চাহে না।

দীন দেখিল, অনেক রোগীর কোনই ঔষধের আবশ্যক করে না—আবশ্যক করে, শুধু ভাল খাদ্য, বিশ্রাম ও বিশুদ্ধ বাতাস। কিন্তু দীনর তাহা বলিবার জো নাই। সেনগুপ্তের আদেশ—রোগীকে কিছু না দিয়া ছাড়িও না।

ঔষধের আবশ্যক না থাকে, রঙ করা জল দিয়া, পয়সা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দিয়ো। আবার লোকেরও ঔষধের উপর কি অগাধ বিশ্বাস! কি অপরিসীম শ্রদ্ধা! ভাল বাতাস, ভাল খাদ্য এবং যথোচিত শ্রম বিশ্রামের কথা বলিতে গেলে, রোগী তাহাতে কানই দিতে চাহে না। এসকল বিষয়ে কোন হিত কথা বলিতে চাহিলে, তাহার কাছে তাহা নিতান্তই 'বাজে কথা' বলিয়া উপেক্ষিত হয়। সে জানে, রোগ অপনোদন ও স্বাস্থ্যরক্ষার কেবল একটি-মাত্র উপায় আছে—এবং সে উপায়টি হইতেছে—ঔষধ। তাই তাহারা শুধু ঔষধের ব্যবস্থা ও ঔষধই চায়, অন্য কিছু শুনিতে চাহে না, শুনাইতে গেলে, মনের দরজায় খিল লাগাইয়া দেয়! মানুষ পুরুষপরম্পরা যে সকল কুসংস্কার পায়, এই ঔষধের কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে একটি। পিতা হইতে পুত্রে, পুত্র হইতে পৌত্রে ইহা সঞ্চারিত হয় এবং সরল হৃদয় শিশুর মত, তাহারা অবাধে ইহা মনের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার প্রতিকারের কি উপায়? দীনর মত সংসারানভিজ্ঞ যুবকের পক্ষে, ইহার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া কি নিতান্ত দুঃসাহস নয়?

সেনগুপ্ত বলিয়াছেন, "সকল রোগীকেই ঔষধ দিয়ো, ইহাতে ক্ষতি আর এমন কি হইতে পারে?" প্রত্যক্ষ ক্ষতি হয়ত অনেক সময় না হইতে পারে, কিন্তু গৌণভাবে ইহা সমাজের কি কম ক্ষতি করিতেছে? ইহাকে উপেক্ষা দীন কি করিয়া করিতে পারে? ইহার জন্যইত রোগীকে স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যলাভের প্রকৃত পথটি যে কি, তাহা দেখাইয়া দিলেও, সে তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না। শুধু ঔষধের ব্যবস্থা করাই, চিকিৎসকের একমাত্র কাজ নহে; স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণের সম্বন্ধে সাধারণের মনে জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়াও, তাঁহার আর একটি কাজ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ।

ছোট কনসালটিং রুমটির মধ্যখানে দাঁড়াইয়া দীন এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় মাখন গিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

মাখনকে আসিতে দেখিয়া, দীন আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। সে ত এখানে ২৪ ঘণ্টার বেশী আসে নাই, ইহারই মধ্যে মাখন তাহার সন্ধান পাইল কি করিয়া ?

দীন কহিল—মাখন বাবু, আপনি যে এখানে ? আসুন, আসুন ; এখানেই বসবেন, না উপরে যাবেন ?

মাখন—উপরে গিয়েই গল্প সল্প করা যাবে। ততক্ষণ এখানে আপনাকে দুটো কাযের কথা বলে নি। ডাক্তার সেনগুপ্তের কাছে শুনলেম, আপনি এখানে এসেছেন। সেনগুপ্তই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলে।

দীন—কেন বলুন ত ? আপনার সঙ্গে সেনগুপ্তের—

মাখন—পরিচয় হ'ল কি করে ? এই জিজ্ঞাসা করতে চান্ ? সে কথা পরে হবে। এখন এখানে কেন এসেছি জানেন ?

দীন—তা কি করে জানব ?

মাখন—তা ত নিশ্চয়। এসেছি, আপনাকে কায শিখাতে—নতুন লোক কিনা আপনি !

দীন—আপনি ত এখনও—

মাখন—পাশ করিনি, ডিপ্লোমা পাইনি ; এইত ? তাতে কি হয় ? সেনগুপ্ত যা চায়, আমাকে দিয়ে, দিব্যি চলে যায়। আপনাকেও আমার পথ অনুসরণ করতে হবে—অর্থাৎ কলেজে যা কিছু এত দিন শিখেছেন, যা কিছু পড়েছেন, সব ভুলে যেতে হবে। নিজের কনসেন্স্ বলে যদি একটা কিছু থাকে, সেটাকে দূর করে দিতে হবে ; তবেই আপনি কাযের সুবিধা করতে পারবেন, নচেৎ নয়। আর একটা কথা, রোগী এলে, তার ব্যায়রামটা কি, সেটা জানবার জন্যে বেশী মাথা ঘামাবার দরকার নেই, লক্ষণ শুনে ঔষধের ব্যবস্থা করলেই হবে।

দীন—একি আপনি সত্যি বলছেন, না তামাসা করছেন ?

মাখন—অন্যত্র হ'লে, তামাসাই বলতেম; কিন্তু যিনি সেনগুপ্তের কায নিয়েছেন, তাঁর পক্ষে, এ তামাসাও নয়, পরিহাসও নয়—সম্পূর্ণ কাযের কথা, জানবেন।

দীন—আমি ত রোগ ঠিক না ক'রে রোগীকে ভাল ক'রে না দেখে শুনে কিছুতেই ওষুধ দিতে পারব না।

মাখন—তা হ'লে, আপনাকে এখানে বেশীদিন কায করাও পোষাবে না। এখন উপরে চলুন, তামাক টামাক খাওয়া যাক্‌গে।

দীন—তার আগে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে নি। আমি আজ পুরাণ প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনের ফাইল্‌ দেখছিলেম; তাতে দেখলাম, কতকগুলা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে কোন ওষুধের নাম নেই, কেবল A. T. L. লেখা আছে। এর মানে কি বলুন ত?

মাখন—এ আর বুঝতে পারলেন না? তা কি করেই বা বুঝবেন? যখন দেখবেন, রোগীর তেমন কিছু হয় নি, কিম্বা রোগটা ঠিক ধরতে পাচ্ছেন না, তখন তাকে যা হয় একটা কিছু দিবেন। A. T. L—any thing you like এর সংক্ষেপ। বুঝলেন ত এবার? আরও একটা জিনিস আপনাকে বুঝিয়ে দেবার আছে। আপনি বাহিরে যে সব রোগী দেখে আসবেন, তাদের ওষুধ যাতে এই ডিস্‌পেন্‌সারী হ'তে যায়, ডাক্তার সেনগুপ্তের সেই ইচ্ছে; আপনি যদি দস্তুরমত প্রেস্‌ক্রিপ্‌সান লিখে দেন, তা হলে, চাই কি, তারা অন্যত্র ঔষধ নিতে পারে। এটা যাতে না ঘটতে পারে, তার জন্যে সেনগুপ্ত এক কৌশল করেছে। ডিস্‌পেন্‌সারীতে তার নিজের ফরমুলা অনুসারে কতকগুলা ওষুধ তৈরী থাকে, তাদের একটা ক'রে নম্বরও থাকে। প্রেস্‌ক্রিপ্‌সান লিখ্‌বার সময় ওষুধের নাম না লিখে, শুধু নম্বর লিখতে হয়, তা হ'লে, এই ডিস্‌পেন্‌সারী ছাড়া, অন্য কোথাও ওষুধ নেবার জো থাকে না; কাযেই ওষুধের পয়সাটাও হাত ছাড়া হয় না।

উপরে গিয়া, তামাক টানিতে টানিতে মাখন তাহার এক বৎসরের আত্ম-কাহিনী বিবৃত করিল।

সে কহিল—একজামিনে ফেল্ ক'রে অর্থাভাবে পড়াশুনা ছাড়তে বাধ্য হ'য়ে, যখন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেম, তখন টের পেলাম, ডাক্তার সেনগুপ্ত তাঁর খালধার ডিস্পেন্সারীর জন্যে একজন আন্পাস্ড্ ডাক্তার চান। সৌভাগ্যই বলুন, আর দুর্ভাগ্যই বলুন, কাযটা আমারই হ'ল। কাযটা পেয়ে মনে করলেম, এই কায ক'রে, হাতে দুপয়সা হ'লে, আবার পড়াশুনা আরম্ভ করব।

দীন—এত খুবই ভাল উদ্দেশ্য বল্তে হবে।

মাখন—উদ্দেশ্যত ভাল, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল কই? সেনগুপ্তের কায না ছাড়লে, আমার আর কোন আশাই নাই। কিন্তু তার কায ছাড়াও আমার পক্ষে, এখন একরকম অসম্ভব হয়েছে বল্লেই হয়। আমি আর এখন আমার নিজের বশে নাই। এখানে এসে মদ খাওয়া ধরেছি। সেনগুপ্ত তা জানে। বোধ করি, এর জন্যে সে মনে মনে একটু খুসীও আছে। সে জানে আমার মত সস্তায়, লোক ত আর সে পাবে না। মদ ছাড়লে, যদি আমার সুমতি হয়, ফের যদি আবার কেঁচে পড়াশুনা করতে যাই, তাহ'লে, তার একটা মস্ত শীকার হাত-ছাড়া হয়। পাশ করলে, আমি যে, এখানে থাকব না, সে তা বিলক্ষণ জানে। এইজন্যে আমার মদ খাওয়াটা সেনগুপ্ত একটা গুরুতর দোষ ব'লে মনে করে না, বরঞ্চ একটু যেন উৎসাহই দেয়।

দীন—মাখন বাবু, এ কায আপনি এখনই ত্যাগ করুন। একটু চেষ্টা করলে, পাশ আপনি নিশ্চয়ই করবেন। এখানে থাকলে, দিন দিন আপনার অধোগতি হ'তে থাকবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, মাখন কহিল—তাকি আর আমি জানিনা? কিন্তু কি করব বলুন? মদ ছাড়তে না পারলে, আমার আর উদ্ধারের উপায়

নাই। এই মদই, সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা দৃঢ় ক'রে রেখেছে। আমি যেন তার হাতের খেলেনা হ'য়ে পড়েছি।

কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব রহিল। দীনর মত হিতৈষী মিত্রের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করায়, মাখনের বুকের ভিতরটা যেন অনেকটা হাল্‌কা হইতে পারিল। নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য, তাহার মনের মধ্যে সংকল্প দেখা দিল। তাহার দুর্ব্বলচিত্তে, একটা যেন নৈতিক বলের সঞ্চার হইল। মাখন, তখন দীনর নিকট কোন কথাই গোপন রাখিতে চাহিল না। তাহার উদ্ধারের পথে, যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে, একে একে সে সব দীনর কাছে বলিবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল। মাখন কহিল—দীনবাবু, আমার জীবনের আর একটি গোপন কথা না বলিলে, কিছুই বলা হয় না। আমার উদ্ধারের পথে, সেটাও একটা কম অন্তরায় নহে। একটি হোটেলওয়ালার মেয়েকে দেখা অবধি, তার প্রতি আমার মন একান্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। একরকম প্রেম জন্মেছে বল্লেই হয়। মেয়েটি দেখ্‌তে বেশ। স্বভাব-চরিত্র, যতখানি জানি, মন্দ বলে ত মনে হয় না। কিন্তু তা হ'লে, কি হয়? ওরা খৃষ্টান। ওকে ধর্ম্মতঃ বিয়ে করাত যায় না। ওর আশা আমি কিছুতেই ত্যাগ করতে পাচ্ছি না।

দীন চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া, জানালার মধ্য দিয়া, রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল।

মাখনের শেষ কথাগুলি যে দীনর অপ্রীতিকর হইয়াছে, মাখন তাহা বুঝিতে পারিল।

সে কহিল—দীনবাবু, এখন তবে উঠি। আমার মত লোকের সঙ্গ আপনার বেশীক্ষণ ভাল না লাগারই কথা। নিজের পাপের কথা উল্লেখ ক'রে না জানি, আপনাকে কত বিরক্ত কর্‌লেম; মাপ কর্‌বেন, মনে কিছু কর্‌বেন না।

দীন—মাখন বাবু, আপনার ইতিহাস শুনে, আপনার প্রতি আমার কেমন একটা সহানুভূতি হয়েছে। আচ্ছা, আপনাকে যদি কিছু সাহায্য করতে চেষ্টা করি, তাতে আপত্তি আছে?

মাখন—আপত্তি আর কি আছে? চেষ্টা ক'রে দেখুন, কাযে কিছু হবে বলে ত মনে হয় না। মেয়েটা নিজে হ'তে আমাকে না তাড়ালে আমার পক্ষে তাকে ত্যাগ করা অসম্ভব জানবেন?

আপনি মেয়েটার সঙ্গে, আমার একবার দেখা ত করিয়ে দেন, তারপর, কি করতে পারি না পারি, বুঝে নেবো।

মাখন দীনর এ প্রস্তাবে কোন কথা কহিল না, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাখন চলিয়া গেলে, দীন অনেকক্ষণ ধরিয়া, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিল। বেশীদিনের ত কথা নয়, দু-বৎসর আগে, মাখনের চরিত্রে বিশেষ কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। সংসারের শত প্রলোভনের মধ্যে সে আপনাকে খাড়া করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু আজ, তাহার কি অধঃপতনই আরম্ভ হইয়াছে! মদ ধরিয়াছে, একটি রমণীর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। দীন মনের মধ্যে জোর করিয়া কহিল—না, না, আমি উহাকে উদ্ধার করিব, উদ্ধার করিব।

মাখনের সঙ্গে কথা কহিয়া, দীনর সারাদিনের বিষণ্ণতা বাড়িল বই কোন অংশে কমিল না। তাহার মনে হইতেছিল, মানুষের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। দেবোপম চরিত্রও ঘটনাচক্রে, পিশাচের উপযুক্ত হইয়া পড়ে।

দীনর মনে হইতে লাগিল, তাহার সম্মুখে যেন একটা ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র। তাহাকে একাকী অনন্যসহায় অবস্থায়, সহস্র প্রলোভনের সঙ্গে লড়িতে হইবে। আজ সন্ধ্যার পর সেনগুপ্তের বাড়ী তাহার নিমন্ত্রণ; কে বলিতে পারে, সেখানে কোন অজ্ঞাত প্রলোভন, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া না আছে?

২৩

দীন যখন সেনগুপ্তের বাড়ী পৌঁছিল, ডাক্তার সেনগুপ্ত তখন তাঁহার বসিবার ঘরে, একখানা আরাম-কুরসীতে বসিয়াছিলেন, আর তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে, একখানা খাতা হইতে, তাঁহাকে ছবি দেখাইতেছিল।

মেয়েটির বয়স ১৫।১৬ বৎসরের বেশী নহে।

সহসা দীনকে আসিতে দেখিয়া, মেয়েটি খাতাখানি রাখিয়া, সেখান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, সেনগুপ্ত তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন—মা, মণি, এ আর কেও নয়; আমাদের দীন বাবু। এঁর কাছে তোর বেরুতে দোষ নাই।

মেয়েটি দীনর দিকে, একবার কটাক্ষ করিয়া, তাহার বাপের কাছে, একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সেনগুপ্ত দীনকে বসিতে বলিলেন।

দীন বসিলে, সেনগুপ্ত কহিলেন—মণি যে সব ছবি এঁকেছে, এতক্ষণ আমাকে দেখাচ্ছিল। দিব্যি ছবি আঁকতে পারে ও। কই, মা মণি, দেত খাতা, দীনবাবুকে দেখাই।

ছবির কথা হওয়ায়, মণি যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। সেনগুপ্ত খাতাখানি উঠাইয়া লইয়া, দীনর হাতে দিলেন।

মেয়েটি ঘর হইতে বাহির হইয়া, দরজার পাশে, দীন তাহার ছবি দেখিয়া কি মন্তব্য প্রকাশ করে, শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

ডাক্তার সেনগুপ্ত তাঁহার মেয়ের নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

মেয়েটি ঘরে প্রবেশ করিল।

সেনগুপ্ত কহিলেন—যা ত মা মণি, ঝিমনকে দীনবাবুর জন্য এক

পেয়ালা চা দিতে বল ত? আর তোর মাকেও অমনি বলিস্, তাঁর কায যদি শেষ হয়ে থাকে, এখানে আসেন যেন, দীন বাবু এসেছেন।

মেয়েটি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ছবিগুলির মধ্যে যেগুলি প্রশংসার যোগ্য, দীন সেগুলির খুবই সুখ্যাতি করিল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই মণির মা, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মণির মা—এই যে বাবা, তুমি এসেছ? কই, তোমাকে এখনও চা দেয়নি? ওরে, ও হতভাগা—ও ঝিমন্—কি কচ্চিস্ তুই?

সেনগুপ্ত কহিলেন—তা হ'লে তুমি দীনবাবুর কাছে ততক্ষণ বস, আমি শীগ্‌গির মিত্তিরদের ছেলেটাকে দেখে আসি।

এই বলিয়া, ডাক্তার সেনগুপ্ত উঠিয়া গেলেন। গৃহিণী একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া, দীনর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

গৃহিণী কহিলেন—দেখ বাবা, তুমি, আমাদের এখানে একটুকুও লজ্জা করো না যেন; এ তোমার নিজেরই ঘরবাড়ী ব'লে মনে ক'রো। বিদেশে একলাটি থাক, কত কষ্ট হয় বাবা তোমার!

দীন—কষ্ট আর এমন কি হয় বলুন? ছেলেবেলা হ'তে বিদেশে থেকে থেকে, বিদেশই এখন দেশ, আর দেশ বিদেশ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

গৃহিণী—এ তুমি বড় মিছে বলনি বাবা। আমাদেরও কলকাতা দেশ নয়, কাযের জন্যে থাকা। দেশে প্রায়ই যাওয়া ঘটে না, যদি বা কখনও যাই, মন টেকেনা। হাঁ, বাবা, তোমাদের দেশ কোথায়?

দীন—ম—জেলায়।

গৃহিণী—আমাদেরও ত ওই দেশে বাড়ী। মণি তা হ'লে ত, ঠিকই বলেছে! ও বল্লে "মা, ডাক্তার বাবুর আমাদের দেশে বাড়ী হবে।" মণির দেশের দিকে কি টান্! পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে, দিন রাত্ত দেশের কথা নিয়ে ঝগড়া করবে। দেশের নিন্দে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

এক হাতে চায়ের পেয়ালা, অন্য হাতে একখানা প্লেটে করিয়া বিস্কুট লইয়া, মণিমঞ্জরী ঘরে প্রবেশ করিল এবং সেগুলি দীনর সম্মুখে একখানা ছোট টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল।

গৃহিণী কহিলেন—মণি, দাঁড়িয়ে কেন মা? বস্না? এ ত অন্য কেও নয়, আমাদের দীন।

মেয়েটি মায়ের কাছে একখানা চেয়ারে বসিয়া, দীনর প্রতি কটাক্ষ হানিতে লাগিল।

চা খাইতে খাইতে দীন কহিল—আপনার মেয়ে যে সব ছবি এঁকেছেন, এতক্ষণ সেগুলি দেখছিলেম। কতকগুলি ছবি খুবই ভাল ব'লে বোধ হ'ল।

দীনর প্রশংসায়, মণিমঞ্জরীর অধরপুটে একটু হাসির অস্পষ্ট রেখা ও তাহার নয়নকোণে একটি অব্যক্ত কটাক্ষ প্রকাশ পাইতেছিল।

গৃহিণী কহিলেন—হাঁ বাবা, ছবি আঁকা যেন ওর একটা নেশা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কত বকি, শুনে না। উনি বলেন, ছবি আঁকে, তাতে হয়েছে কি? মেয়েকে যে পরের ঘরে পাঠাতে হবে, সে কথা ভেবেই দেখেন না।

রোগী দেখিয়া, সেনগুপ্ত যখন ঘরে ফিরিলেন, দেখিলেন—মণি, মণির মা ও দীনতে মিলিয়া বেশ গল্প জমাইয়া লইয়াছে।

২৪

সেনগুপ্তের নিমন্ত্রণ রাখিয়া, দীন যখন বাসায় ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় ১২টা। কাপড় ছাড়িয়া দীন যেমন শুইবার উদ্যোগ করিয়াছে, অমনি বাহিরের দরজায় প্রবল জোরে কড়ানাড়ার শব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি একটা জামা গায়ে দিয়া, দীন নীচে নামিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল, একটি

স্ত্রীলোক একটি ক্ষুদ্র শিশুকে কোলে করিয়া, তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

রমণীকে দেখিতে ঠিক ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়া বোধ হয় না; তথাপি সে যে গৃহস্থ-রমণী, সে বিষয়ে মনের মধ্যে, কোনই সন্দেহ হয় না। স্ত্রীলোকটির চোকে মুখে ব্যাকুলতা ও উদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল।

রমণী কহিল—আপনি ডাক্তারমশায়?

দীন—হাঁ, আমিই ডাক্তারমশায়। এত রাত্রে তোমার কি আবশ্যক?

রমণী—আমাদের বাড়ী আপনাকে একবার যেতে হবে। ওর অবস্থা ভারী খারাপ হ'য়ে উঠেছে। আরও একবার এমন হয়েছিল, সেবার কিন্তু এত বাড়াবাড়ী হয়নি। ডাক্তার বাবু শীগ্‌গির আসুন, আমি ভারী বিপদে পড়েছি।

এই বলিয়া, সে দীনর হাতে দুটি টাকা দিল।

দীন কম্পিত হস্তে টাকা দুইটা গ্রহণ করিল। দীন কহিল—তুমি বলছিলে না, তার আর একবারও এই রকম হয়েছিল। কি হয়েছিল বলত?

রমণী—ও ক'দিন ধরে কেবলই মদ খাচ্ছিল। কাল থেকে আর খায় নি। আজ সকাল হ'তে ওর সমস্ত শরীর কাঁপছে আর অনবরত বক্‌ছে।

লোকে বল্‌লে, হঠাৎ মদ ছেড়েছে, তাই অমন হয়েছে। একটু মদ দিলেই সেরে যাবে। লোকের কথায় একটু মদ দিতে গেলাম, খেলে না, উপরন্তু, আমাকে মেরে, ঘরের বার করে দিলে।

দীন—তুমি কিছু ভেবো না। আমি এখনই আস্‌ছি।

উপরে গিয়া কাপড় চোপড় পরিয়া, দীন পুনরায় নীচে আসিল এবং সেই রমণীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

পথে যাইতে যাইতে, দীন রমণীকে প্রশ্ন করিয়া জানিল, রমণীর স্বামী

ছুতারের কাজ করে, দু পয়সা রোজগারও করিয়া থাকে। দীনদের গ্রাম হইতে ইহাদের বাড়ী বেশী দূর নয়। তাহার স্বামী যে প্রত্যহ মদ খায়, তাহা নয়। যখন খাইতে ধরে, ৩।৪ দিন কেবলই মদ খায়, কোনরূপ জ্ঞান থাকে না, কেবল বকাবকি আর মারামারি করে।

রমণী দীনকে একটা অপ্রশস্ত, অপরিষ্কার গলি দিয়া লইয়া চলিল। গলির অধিকাংশ বাড়ীই কাঁচা, নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর।

একটি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া, রমণী কহিল—এইটাই তাহাদের বাড়ী, আর এই যে চীৎকার শোনা যাচ্ছে, তা তার স্বামীই কচ্ছে। রমণী কহিল—আমি আর ঢুকব না, মেরে খুন্ ক'রে ফেলবে। আপনি যা করবার হয় করুন।

দীন দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একজন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় লোক অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছে এবং প্রতিবেশীদের উদ্দেশে মুখে যাই আসিতেছে, তাই বলিয়া গালি দিতেছে। প্রতিবেশীদের অপরাধ, তাহারা উহাকে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে বলিয়াছিল।

একজন অপরিচিত ভদ্রলোক কথা নাই, বার্ত্তা নাই, সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে ঘরে প্রবেশ করিল, এ দৃশ্য তাহার কাছে এই প্রথম। লোকটা দীনর সাহস দেখিয়া থতমত খাইবার উপক্রম করিল। কোন কথা না বলিয়া নিজের বিছানায় গিয়া বসিয়া পড়িল।

দীন কহিল—কেমন আছ? এরা বুঝি তোমাকে বিরক্ত কচ্ছিল?

সে ব্যক্তি কহিল—বিরক্ত করবে? আমাকে? কার ঘাড়ে দুটো মাথা? কিন্তু তুমি কে বাপু এখানে? বেরোও, ভাল চাও ত, বেরোও আমার ঘর হ'তে।

দীন—বেশ লোক ত তুমি। এলাম, দেশের লোক তোমাকে দেখতে। তুমি বসতে না ব'লে একবারে তাড়া করলে?

দীন লোকটার তাড়ায় কিছুমাত্র ভয় পায় নাই। সে জানিত লোকটা মুখে যাই আস্ফালন করুক, কাযে কিছু করিবার তাহার সাধ্য নাই।

দীনর কথায় লোকটাকে একটু নরম হইতে দেখা গেল।

সে কহিল—তুমি যে দেশের লোক তা জান্‌ব কি ক'রে?

ঘরের এক কোণে একখানা টুল ছিল, লোকটা সেইখানার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল—উদ্দেশ্য, ইচ্ছা করিলে, দীন এইখানা টানিয়া লইয়া বসিতে পারে। দীন টুলখানা লইয়া তাহার নিকটেই উপবেশন করিল।

দীন কহিল—এরা বুঝি তোমাকে আবার মদ খেতে বল্‌ছে? তুমি যে ওদের কথা শুননি, ভালই করেছ। মদ ছাড়তে হ'লে, এমনি করেই ছাড়তে হয়। শুন বলি, কেও যদি তোমাকে ফের মদ খেতে বলে, এমন কি, তোমার স্ত্রীও যদি বলে, শুন না কারও কথা। যখন ছেড়েছ, আর কখনও মুখে করো না ও জিনিষ।

দীনর কথায় ও ব্যবহারে, লোকটা একেবারে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

সে কহিল—আপনি বুঝি ডাক্তার বাবু? নতুন ডাক্তার এসেছে, সে কথা আমি শুনেছি।

দীন—হাঁ, আমিই সেই নতুন ডাক্তার।

সে ব্যক্তি কহিল—ডাক্তার বাবু তখন যে আপনাকে কি বলেছি, মনে নাই, অপরাধ নেবেন না আপনি।

দীন—তুমি বুঝি কাল হ'তে একেবারেই মদ খাওনি, কেমন?

সে ব্যক্তি কহিল—আজ্ঞে হাঁ! কাল সকাল হতে আর খাই নি। আমার রকম কি জানেন? যতক্ষণ খাই কোন গোল করি না, যেই বন্ধ করি, অমনি বক্‌তে ইচ্ছে করে। দীন কহিল—সে ইচ্ছা এখনি থেমে যাবে। আচ্ছা, তুমি কি প্রায়ই খাও, না মধ্যে মধ্যে খেয়ে থাক?

সে ব্যক্তি কহিল—এর কোন নিয়ম নাই আমার। পালপর্ব্বে দশজনের

সঙ্গে মিশতে হ'লেই খেতে হয়। আর একটা কি হয়েছে জানেন, এই যে বড় রাস্তায় মদের দোকানটা আছে, সেখান দিয়ে যখনই যাই, মদ না খেয়ে থাক্‌তে পারি না। সারি সারি মদের বোতল সাজান আছে, আর পাঁচজনে খেয়ে আমোদ কচ্ছে, যখনই দেখি, তখন আমি আর স্থির থাকতে পারি না, মশায়।

দরজার নিকট ছেলে কোলে করিয়া তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহাকে ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

মেয়েটি ঘরে প্রবেশ করিয়া ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াইয়া, যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তাহার স্বামী কহিল—দেখ বৌ, আমি আর বকাবকি করব না। ডাক্তার বাবু আমাকে মদ খেতে বারণ করেছে! ওরা যে বল্‌ছিল একটু না খেলে চলবে না, সে কথা ঠিক নয়, কেমন নয় ডাক্তার বাবু?

দীন মাথা নাড়িয়া, তাহার কথার সমর্থন করিল। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া তাহার পথ্যাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া, দীন সেখান হইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

দীন যখন ঘরের বাহির আসিল, মেয়েটিও তাহার পশ্চাতে আসিল।

দীন কহিল—একটা ওষুধ দিব, সেটা ৩ ঘণ্টা অন্তর খেতে দিবে।

মেয়েটি কহিল—ঔষধের দাম কত লাগ্‌বে ডাক্তার বাবু?

দীন— দশ আনা।

মেয়েটি কহিল—দামটা পরে দিলে চল্‌বে না?

দীন—কেন? এখন তোমাদের হাতে কিছু নাই নাকি?

মেয়েটি কহিল—আজ্ঞে না। যা কিছু ছিল ও মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছে।

দীন—তা' হ'লে আমাকে টাকা দিলে কোথা হ'তে?

মেয়েটি কহিল—ও টাকা দুটো যে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। পূজোর সময় খোকার পোষাক কিনে দিব ব'লে।

দীন একটি গভীর শ্বাস ফেলিয়া টাকা দুইটা পকেট হইতে বাহির করিয়া স্ত্রীলোকটিকে দিতে গেল। কিন্তু সে তাহা লইতে অস্বীকার করিল।

দীন—দেখ তোমরা আমার দেশের লোক। বিদেশে দেশের লোককে চিকিৎসা ক'রে টাকা নেওয়া অন্যায়। এ টাকায় তুমি তোমার খোকার পোষাক কিনে দিয়ো। ঔষধের দাম তোমাকে এখন দিতে হবে না, পরে দিলেই হবে।

দীনর আগ্রহ দেখিয়া, মেয়েটি টাকা দুইটা না লইয়া থাকিতে পারিল না। সেনগুপ্তের সহিত প্রথম পরিচয়েই দীনর মনে হইয়াছিল, তাহার অধীনে কায করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আজ এক দিনের অভিজ্ঞতায়, তাহার সে বিশ্বাস, আরও দৃঢ় হইয়া গেল। তাহার অবস্থাটা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, দীন তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। পথে যাইতে যাইতে, তাহার কেবলই এই কথা মনে হইতেছিল, এই যে রোগীটিকে সে দেখিয়া আসিল, ১০ আনায় ৬ দাগ ঔষধের ব্যবস্থা করা ছাড়া, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইহার জন্য কি আর কিছুই করিবার ছিল না? ধিক্! এই চাকুরীকে! এ ত এক রকম আপনাকে বিক্রয় করা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না! না, না, এ চল্‌বে না, কিছুতেই চল্‌বে না। আমি কালই সেনগুপ্তকে লিখে পাঠাব, এ কায আমাকে দিয়ে হবে না, কিছুতেই হবে না। মাখন বাবু পারেন বটে, কিন্তু তাঁকেও এ কায আমি করতে দিব না। যেমন করেই হোক্, মাখন বাবুকে আমি উদ্ধার করবই করব!

এইরূপ চিন্তায় দীনর মনের ভার অনেকটা কমিয়া গেল। মানুষ নিজের কথা ভুলিয়া, যদি পরের কষ্টের কথা ভাবিতে পারে এবং তাহা দূর করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের কষ্টও দূর হইয়া যায়।

স্বার্থপর ব্যক্তি নিজের ভিন্ন অপরের ব্যথা, বেদনা বুঝিতে পারে না; অন্যের কষ্ট দূর করিবার জন্য, তাহার ইচ্ছাও করে না। তাই, তাহার নিজের কষ্টও দূর হইতে পারে না। দুঃখের বোঝা স্কন্ধে করিয়া, তাহাকে অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। স্বার্থপরতা একটা মস্ত নৈতিক অপরাধ। এ অপরাধের দণ্ডই এই।

২৫

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে, একখানা চিঠি হাতে করিয়া দীন মনে মনে কিসের চিন্তা করিতেছিল। সে যতই ভাবিতেছিল, তাহার মুখে ততই আনন্দ ও উৎসাহের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। এখানে আসিয়া দীনকে এতটা প্রফুল্ল, আর কখনও দেখা যাইনি। কিছুক্ষণ চিন্তার পর দীন কহিল —হাঁ, এ চিঠি ডাক্তার মিত্রেরই উপযুক্ত। এই বলিয়া সে পুনরায় পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিল—

"আমি মধুপুরে এসে, তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার চিঠি প'ড়ে বুঝ্লেম, তুমি একটা ভারী সঙ্কটের মধ্যে পড়েছ। আগে ভাল করে না জেনে শুনে, তুমি এ কায নিতে গেলে কেন? স্থানটি নিজের চোকে একবার দেখা উচিত ছিল। যাই হোক্ এ কাযে, তোমার বেশী দিন থাকা উচিত নয়। কিন্তু যতদিন থাক্বে, যেন নিশ্চিন্ত হয়ে চোক মুখ বুঁজে থেকো না।

এখানেও দেখবার, শিখবার বিস্তর জিনিস আছে। মানব-প্রকৃতিকে যদি তার সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে চাও, তা' হ'লে, তার সুবিধা এখানে যেমন পাবে, এমন অন্য স্থানে নহে। শিক্ষা ও সভ্যতার রঙ মেখে, এই নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা, তাদের চরিত্রের স্বাভাবিকতা গোপন রাখ্তে শিখেনি। এদের মধ্যে অজ্ঞান ও পাপেরও যেমন অভাব নাই, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও পুণ্যেরও তেমনি অপ্রতুল নাই। পাপের পাশে পুণ্যকে এখানে যেমন জ্বল জ্বল হ'য়ে ফুটে থাক্তে দেখ্বে, এমন তোমার ভদ্রসমাজে

পাবে না। এদের মনোবৃত্তিগুলি নিতান্ত সরল, কিন্তু অত্যন্ত প্রবল। মানব-চরিত্রে জ্ঞানলাভ করতে হ'লে, এই সব, ইতর শ্রেণীর লোকদেরই বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌তে হয়। উচ্চ শ্রেণীর লোকদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা, নিতান্ত দুরূহ—এক রকম অসম্ভব বল্‌লেই হয়। বহু কালের শিক্ষা ও সভ্যতা তাকে এত দূর জটিল ক'রে তুলেছে যে, বহু চেষ্টাতেও তার মৌলিকত্বটুকু উদ্ধার করা যায় না।

এই নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নিতান্ত দুর্ভাগা, সন্দেহ নাই। বুদ্ধি বিবেচনা ও শিক্ষার দোষে, তারা অকারণ কষ্ট পায়, তোমার এ কথাটি খুবই সত্য। এদের উপর তোমার করুণা ও সহানুভূতি হয়—সুখের বিষয়। কিন্তু তোমার করুণা ও সহানুভূতির মধ্যে অমন নিরাশা ও বিষাদের মেঘ জমতে দিয়েছ কেন? একে শীগ্‌গির তফাৎ কর, না হ'লে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন একেবারে ব্যর্থ হবে। তোমার নাম-করা বড় বড় ডাক্তারদের একটা মস্ত দুর্নাম আছে, তাঁরা নাকি রোগীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও প্রীতি দেখাতে একবারে অসমর্থ। তোমারও ঠিক তাঁদের মত দশা হবে। এ তুমি নিশ্চয় জেনো। আজ রামচাঁদ মিস্ত্রীর স্ত্রীর প্রতি, যদি তোমার ঠিক সহানুভূতি না হয়, কাল ব্যারিষ্টার দেবের শিক্ষিতা স্ত্রীর প্রতি, তোমার যে সহানুভূতি হবে, তার কি মানে আছে? মানবচরিত্রে, যদি তোমার একটুও জ্ঞান থাকে, তা হ'লে দেখ্‌বে, মিসেস্ দেব রামচাঁদের স্ত্রীরই একটা নূতন সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব তোমার সহানুভূতিকে বিষাদের ছায়া দ্বারা কখনও মলিন করে তুলো না।

ব্যক্তিগত রোগ-অপনোদনই যেন তোমার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য না হয়। তুমি যেখানে আছ, যাদের মধ্যে বাস কচ্ছ, সেখানকার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সেখানকার লোকব্যবহার, বাণিজ্য, ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতিও পর্য্যালোচনা করতে চেষ্টা কর। এতে দুটো ফল হবে।

১ম—এদের বাহ্যিক শুভাশুভের জন্য, এদের সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি কি পরিমাণে দায়ী, সে বিষয়ে তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হবে।

২য়—লোকসাধারণের স্বাস্থ্য কি উপায়ে রক্ষা হ'তে পারে, তোমার মনের জড়তা দূর হওয়াতে, সে বিষয়ে, স্বাধীনভাবে চিন্তা কর্‌তে প্রবৃত্তি জন্মাবে।

ইচ্ছা থাক্‌লে, তুমি এখান হ'তে এতটা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর্‌তে পার, যা' ভবিষ্যতে তোমার খুবই কাযে লাগতে পারে।

আমি জানি, চিকিৎসাবিষয়ে, তুমি কতকগুলি নূতন রীতি চালাতে চাও; তার সুবিধা এবং সুযোগ এখানে যথেষ্ট আছে। এ সুবিধা অবহেলা কর্‌লে, পশ্চাতে তোমাকে মনস্তাপ পেতে হবে।

সংস্কারকের অধিকারটি যে খুবই সহজলভ্য, এ কথা যেন তোমার মনে না হয়। এ অধিকার "শুধু জ্ঞানের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা ও পরিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই" লাভ করা যায়।

আমি জানি ব্যবসায়ের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থ-সাধনের চেষ্টা তোমার সমস্ত মনকে এখনও গ্রাস কর্‌তে পারে নি। চিকিৎসা-ব্যবসায়ের অভাব ও অগৌরব কি ক'রে দূর হ'তে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই তোমার মনের মধ্যে নিয়ত উদয় হয়। তাই আজ তোমাকে এত কথা লিখতে সাহস করলেম।"

পত্র পাঠ শেষ হইলে, দীন সেখানি ভাঁজ করিতে করিতে কহিল—ডাক্তার মিত্র না হ'লে, এমন উপদেশ আর কে দিতে পারে? না, আমাকে এখানে আরও কিছুদিন থাক্‌তেই হবে।

ডাক্তার মিত্রের পত্র দীনর মনে যেন একটা নূতন শক্তি ও নব উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিল। দীন যদিচ বুঝিয়াছিল, এখানে থাকা, তাহার পক্ষে সুখের নহে তথাপি, তাহার নিজের শিক্ষার পক্ষে, এখানে যে কিছুই নাই,

এমন নহে। দীন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এখন হইতে প্রফুল্লচিত্তে সংসারের ছোট বড় আঘাত, সংঘাত, বাধাবিঘ্ন বুক পাতিয়া লইবার জন্য সে আপনাকে প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র আলস্য করিবে না।

২৬

সে দিন মেঘ করিয়া, বিশ্রী গুমোট হইয়াছিল। ঘরে থাকা কষ্টকর হওয়ায়, দীন রাস্তায় বাহির হইল। বেড়াইতে বেড়াইতে, সে এমন একটা স্থানে আসিয়া পড়িল, যেখানে তিনটি পথ একত্র মিশিয়া গিয়াছে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাস্তায় গ্যাসের আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়াছে। দীন একটা গ্যাস্‌-পোষ্টের নীচে দাঁড়াইয়া, কোন্ পথে যাইবে ভাবিতেছিল; এমন সময়, রাস্তার অপর পারের একটি বাটী হইতে মাখনকে বাহির হইতে দেখিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মাখন রাস্তার এদিকে ওদিকে একবার চাহিয়া লইয়া, সোজাসুজি চলিয়া গেল। দীন গ্যাস্‌পোষ্টের অন্তরালে থাকায়, সে তাহাকে দেখিতে পাইল না।

মাখন দৃষ্টির বাহির হইবামাত্র, দীন রাস্তার ওপারে গেল।

দীন দেখিল, যে বাড়ীটি হইতে, মাখন বাহির হইয়াছে, সেটি একটা ছোট হোটেলের মত; এখানে গরম চা, ও নানাবিধ পানীয় বিক্রয় হইয়া থাকে। দীনর মনে, তখন এইরূপ সন্দেহ হইল, মাখন যে হোটেলওয়ালীর কথা বলে, সম্ভবতঃ সে এই বাড়ীতেই থাকে। সন্দেহটি দূর করিবার জন্য সে তথায় গিয়া উপস্থিত হইল।

হোটেলটি সামান্য হইলেও, এখানে লোকসমাগম নিতান্ত মন্দ হয় না। দীন যে সময় ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সম্মুখের ঘরে স্থান না থাকায়, বেয়ারা তাহাকে পাশের একটা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল এবং তাহার আদিষ্ট দ্রব্যাদি আনিবার জন্য অন্য ঘরে গেল।

বেয়ারার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, দীন তাহাকে ডাকিতে আরম্ভ করিল। এমন সময়, "রামভরস পাশের ঘরে" বলিয়া একটি রমণী চীৎকার করিয়া উঠিল। দীন ভাবিল, মাখন যাহার কথা বলে, সম্ভবতঃ ইহা তাহারই কণ্ঠ হইবে।

রমণী দরজা ঠেলিয়া, দীন যে ঘরটিতে বসিয়াছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজার দিকে পিছন করিয়া, দীনর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দীনর তখন মনে হইতেছিল, একখানি সুন্দর ছবি বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রে যেন তাহার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সম্মুখের দেওয়ালের গ্যাসের আলোটি, রমণীর অঙ্গে নিপতিত হওয়ায়, পশ্চাতের অন্ধকারটি যেন আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রমণীকে বাস্তবিকই সুন্দরী বলা যায়। মাথায় তাহার এক ঝাড় ঘন কৃষ্ণ কেশ। চোক দু'টি বেশ বড় বড়, আর চোকের তারা দু'টি খুবই কালো। মুখখানিতে একটা অপূর্ব্ব শ্রী আছে। তাহার সমস্ত দেহে যেন একটা লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। রমণীর পরণে শেমিজের উপর একখানা ফরাস-ডাঙ্গার কালা পেড়ে সাড়ী। গায়ে হাল্‌কা ফেরোজা রঙ্গের ঢিলা লেস্‌ দেওয়া আস্তিনের একটি বডিস্‌। রমণীর বয়স ২৫।২৬ এর বেশী নহে। কিছু দিন আগে, দীন মাখনের ঘরে, ইহারই একখানা ফোটো দেখিয়াছে। মাখন কেন যে ইহার এত অনুরক্ত, দীন এতদিনে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল।

রমণী দীনর দিকে দুই এক পা করিয়া, অগ্রসর হইতে হইতে কহিল— দেখ্‌ছেন মশায়, কি গরমটাই না পড়েছে! আপনার এখানে বসতে কষ্ট হচ্ছে—এ দিকে আসুন, জানালার কাছে বসলে, তবুও একটু হাওয়া পাবেন।

এই বলিয়া, সে রাস্তার দিক্‌কার জানালাটি খুলিয়া দিল। দীন

উঠিয়া সেখানে গিয়া বসিল। রমণীও একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া, দীনর নিকটে উপবেশন করিল।

সরবত পান করিতে করিতে দীন তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। দীন ইহার সহিত যে সকল বিষয়ে আলোচনা করিল, সেগুলি অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ। মেয়েদের বুদ্ধি সম্বন্ধে দীনর মনে তেমন একটা উচ্চ ধারণা ছিল না। কোন গভীর বিষয়ে, তাহাদের সঙ্গে আলোচনা হইতে পারে না, দীনর এইরূপ বিশ্বাস। শুধু দীন কেন, পুরুষ মাত্রেরই সেইরূপ ধারণা। ইহা যে একান্ত ভুল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্য এই যে, পুরুষের এই দাম্ভিকতা মেয়েরা অবাধে সহ্য করিয়া যায়!

রমণী দীনর নাম ধাম, সে কি করে, এখানে কত দিন আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল। দীন কোন কথারই যথার্থ উত্তর দিল না।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল ধরিয়া, ইহাদের কথাবার্ত্তা চলিল। এই রমণী সম্বন্ধে, প্রথমে দীনর মনে যে ধারণা জন্মাইয়াছিল, ফিরিবার সময়, তাহার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইল। দীন ইহাকে সামান্য একটা নারী বলিয়া মনে করিয়াছিল; কিন্তু ইহার সহিত আলাপ করিয়া জানিল, রমণী প্রখর বুদ্ধি-বিশিষ্টা, তাহার শিক্ষার অভাব নাই। গভীর বিষয়ে আলোচনা করিবার ক্ষমতা, ইহার যথেষ্টই আছে। নিজের ব্যবহারের জন্য, দীন মনে মনে লজ্জা বোধ করিল; প্রতিজ্ঞা করিল, ভবিষ্যতে সে যদি কখন এখানে আসে, বিশেষ সতর্ক হইয়াই কথাবার্ত্তা কহিবে।

২৭

বেনেপাড়া ডিস্‌পেন্‌সারীর কার্য্যভার লওয়ার পর, দেখিতে দেখিতে এক মাস কাটিয়া গেল। এই এক মাসের কায-কর্ম্মের পর্য্যালোচনা করিয়া, দীন দেখিল, তাহার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। তাহার কাজের মাত্রা

দিন দিন বাড়িয়া, এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অকারণ চিন্তা বা ভাবনার তাহার একেবারে অবসর নাই।

দীনর নিকট যে সকল রোগী আসিত, সে তাহাদের প্রত্যেকের দেহের ও মনের বিশেষত্ব, তাহাদের ধাতু, প্রকৃতি প্রভৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিত। স্থানের গুণে, রোগেরও কোনরূপ বিশেষত্ব ঘটিয়াছে কি না, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখিত। দীন সাধারণ চিকিৎসকের মত, রোগীকে দেখিয়া, রোগ নির্ণয় করিয়া, ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ছাড়িয়া না দিয়া, রোগী ও রোগ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা উচিত, যথার্থ বৈজ্ঞানিকের মত, সে সকল অবগত হইয়া তাহার চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইত। সকল রোগে, ও সকল রোগীকেই যে ঔষধ দিতে হইবে, দীনর সে বিশ্বাস কোন কালেই ছিল না। এখন আবার তাহা দীনর মনে, আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গেল। ঔষধ না দিলে, রোগী সন্তুষ্ট হয় না, ডাক্তারখানারও বিশেষ ক্ষতি, এইজন্য দীন এক কৌশল অবলম্বন করিল। যে সকল রোগীকে ঔষধ দিবার আবশ্যক নাই, দীন তাহাদের ঔষধ বলিয়া, শুধু জল দিত, তবে জলটা রঙ্ করা ও সুগন্ধযুক্ত। ইহাতে রোগী ঔষধ পাইয়াছে বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিত এবং ডাক্তারখানারও কোনরূপ স্বার্থের ক্ষতি হইত না।

এইরূপে জলের ব্যবস্থা করিয়াও দীন দেখিল, অনেকস্থানে, রোগ আরামের পক্ষে কোনই গোল হইল না।

যেদিন দীন মাখনের আরাধ্য দেবতাটিকে দেখিয়া আসে, তাহার পরদিন ডাক্তার সেনগুপ্ত বেনেপাড়া ডিস্‌পেন্‌সারী পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসেন। খাতা পত্র উল্টাইয়া, সেনগুপ্ত দেখিলেন, মোটের উপর ঔষধের খরচ খুবই কম, অথচ অর্থাগম হইয়াছে তাহার তুলনায় ঢের বেশী। ইহাতে সেনগুপ্ত দীনর প্রতি যারপরনাই প্রীত হইলেন। একটু হাসিয়া কহিলেন—তুমি যে আমাদের ও দিকে যাওয়া, একবারেই ছেড়ে দিয়েছ দেখ্‌ছি। আমার স্ত্রী

প্রায়ই তোমার কথা বলেন। আজ রাত্রে আমাদের এখানেই খাওয়া দাওয়া করবে, কেমন ?

দীন—আজ ওবেলা খুব কাযের ভিড় হওয়ার সম্ভব; সময় পাই ত, যেতে চেষ্টা করব।

সেনগুপ্ত—চেষ্টা করা নয়! নিশ্চয় যেয়ো। দিন রাত খাটলে শরীর থাকবে কেন ?

এই বলিয়া টাকাগুলি পকেটে ফেলিয়া, ডাক্তার সেনগুপ্ত গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

বিকালের কায শেষ করিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই, দীন সেনগুপ্তের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার-গৃহিণী ও মণিমঞ্জরী উভয়েই দীনর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন; দীনকে দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন—তবু ভাল, দীনর আজ আমাদের মনে পড়েছে!

মণিমঞ্জরী কহিল—দীন বাবু, পথ ভুলে নাকি? এই বুঝি আপনার শীগ্‌গির আসা? আপনার উপর আমার এমনই রাগ হচ্ছিল!

মণিমঞ্জরীর সাজসজ্জায় আজ বিশেষ পারিপাট্য ছিল। তাহার গাত্র হইতে নানা প্রকার এসেন্সের গন্ধ বাহির হইয়া, সমস্ত ঘরখানিকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। দীন কহিল—দেখুন, এ আপনাদের অন্যায় রাগ আমার উপর। কাযের গতিকে সময় ক'রে উঠ্‌তে পারিনে, তাই। এতে যদি আমার অন্যায় হ'য়ে থাকে, মাপ করবেন আমাকে।

মণির মা, মণিকে কহিলেন—মা মণি, তুই ততক্ষণ তা হ'লে দীনর কাছে বস্; আমি খাবারগুলো তৈরী করিগে। বেয়ারাকে ব'লে দিচ্ছি, এখনি চা দিয়ে যাবে।

রেশমী কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে গৃহিণী অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

মণি কহিল—আচ্ছা দীন বাবু, আপনার বোন আছে?

দীন—আমার ভাই বোন্, বাপ মা, কেহই নাই। আমি সংসারে একেবারে একাকী।

মণি—বাপ মা, ভাই বোন্, কেও নাই! তবেত আপনার ভারী কষ্ট! আমি আপনার কষ্ট বেশ বুঝতে পাচ্ছি। আমারও ভাই বোন নাই। সময় সময় আমার এমনি একলা বোধ হয়!

দীন—আপনার ত তবু বাপ মা আছেন। বাপ মা দুই থাকা কি কম ভাগ্যের কথা!

মণি—সে ত ঠিক।

ইহার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ বেশীক্ষণ ভাল লাগে না, অসহ্য হইয়া উঠে।

দীন—হয়ত আপনি সারাদিন বাড়ীতে থাকেন, তাই মধ্যে মধ্যে আপনার মন খারাপ হইয়া উঠে। এক আদবার বেড়াতে বেরুন না কেন?

মণি—আমি ত প্রায়ই বেড়াতে যাই। ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছেন আপনি! চলুন না একদিন আলিপুরে যাওয়া যাক্। শুনেছি, সেখানে এক জোড়া নতুন বাঘ এসেছে। চলুন, তবে আস্ছে রবিবারেই যাওয়া যাক্। বাবার গাড়ীখানা চেয়ে নেবো, তা হ'লে কোন কষ্টই হবে না। আপনি বেলা ১টার সময় আস্বেন। না, না, আপনাকে কষ্ট ক'রে আস্তে হবে না, আমিই আপনাকে উঠিয়ে নেবো।

মণিমঞ্জরীর প্রস্তাবে দীন কিছু গোলে পড়িয়া গেল। স্পষ্ট করিয়া না বলিতেও পারে না; আবার হাঁ বলিতেও সাহস হয় না; অথচ, যাওয়াটা যাতে না ঘটে, দীনর আন্তরিক ইচ্ছাটা তাহাই। একটু ভাবিয়া দীন কহিল—কেন, আপনি আমার জন্মে কষ্ট করতে যাবেন? পারি ত আমি নিজেই আস্‌ব।

মণি—এতে আর আমার কষ্ট কি বলুন? আপনার সুবিধা, অসুবিধা দেখা তো আমাদের কর্ত্তব্য।

এমন সময় খাবার ডাক পড়িল। দীন ও সেনগুপ্ত আহার করিতে বসিলে, মণিমঞ্জরী তাহার বাপকে কহিল—বাবা, রবিবারে তোমার গাড়ীখানা দিতে হবে; দীন বাবুর সঙ্গে আমি আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখতে যাব।

সেনগুপ্ত—বেশ ত, নিন্ না।

বিদায়ের সময় মণিমঞ্জরী দীনকে, তাহাদের ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে গেল এবং আগামী রবিবারের কথা বার বার স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল।

মণিমঞ্জরীর ব্যবহারে দীনর মনে বিস্ময়ের উদয় না হইয়া থাকিতে পারিল না। রাস্তায় আসিয়া, তাহার বার বার মনে হইতেছিল, মণিমঞ্জরী যে, তাহার সহিত নিতান্ত পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করে, ইহার অর্থ কি? ইহাদের সহিত দীনর বেশী দিনেরত পরিচয় নহে। দীনর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের ত কোনই জ্ঞান নাই। এরূপ অবস্থায়, তাঁহাদের যুবতী কন্যাকে, দীনর সহিত পাঠাইতে, ডাক্তার সেনগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী কোনরূপ আপত্তি করিলেন না কেন? ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন রহস্য আছে। রহস্যটা যে কি, দীন সে সময়, তাহার কোনই মীমাংসা করিতে পারিল না।

মণিমঞ্জরীর কথা ভাবিতে ভাবিতে দীনর মনে, সুখলতার কথা আসিয়া পড়িল। তাহার মনে পড়িল, সে দিন থিয়েটারে, সে যখন প্রথম তাহাকে দেখে, সুখলতার দেহের লাবণ্য দীনকে যেন এক নিমেষে একটা মোহিনী মায়াতে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। তাহার নীরস প্রাণে, যেন একটা অফুরন্ত রসের ধারা বহিতে থাকে। তাহার সকল চিন্তা, সকল ভাবনা, মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন কোথায় ভাসিয়া গেল! যে বিজ্ঞানকে দীন এতদিন ভক্তিভরে পূজা করিয়া আসিতেছে, তাহার সেই বড় সাধের বিজ্ঞানও এই রসধারার কাছে অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেদিন তাহার মনে শুধু

এই হইতেছিল যে, এই সুন্দরী কিশোরীর উপাসনা ভিন্ন, জগতে আর সকল কাযই, তাহার পক্ষে, দেবস্ব-অপহরণের অপরাধের তুল্য।

সেদিন রাত্রে দীন ও মণিমঞ্জরী উভয়েরই অনেকক্ষণ ঘুম হইল না। মণিমঞ্জরী রবিবারে কি করিবে, কি বেশভূষা করিবে, দীনর সঙ্গে কি ভাবে কথা কহিবে, মনের মধ্যে শুধু তাহারই আলোচনা করিতেছিল; আর দীন সে রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া কেবলই সুখলতা ও তাহার প্রেমের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

২৮

পরদিন মাখনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দীন খালধার ডিস্‌পেন্‌সারীতে গিয়া উপস্থিত হইল। দীন এবার আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনে হইল, মাখনের যেন অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে দীন যতবার আসিয়াছে, মাখনকে কখনও প্রকৃতস্থ দেখে নাই; আজ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাখন এখন মদ-টদ বড় একটা খায় না; তবে একেবারেই যে ছাড়িয়াছে, তাহা নহে। দীন আরও লক্ষ্য করিল, টেবিলের উপর খান কয়েক ডাক্তারী কেতাব রহিয়াছে। দীনর সঙ্গে ইহার পূর্ব্বে মাখন চিকিৎসাপ্রসঙ্গে কোন আলাপই করিতে চাহিত না; এবার কিন্তু সে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিল। দীন স্পষ্ট বুঝিল, মাখনের সত্য-সত্যই পাশ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

মাখন কহিল—দেখুন দীন বাবু, আপনার কোন বিষয় জানা আর আমার জানাতে বিস্তর প্রভেদ। আপনি নিজে হ'তেই কি হওয়া উচিত, ঠিক করতে পারেন, আমি তা পারি না। আমাকে কেও ব'লে না দিলে, কিম্বা বই না পড়লে বা নিজের চোকে না দেখলে, কি যে হওয়া উচিত, তা ধারণাই করতে পারি না।

দীন—এ শুধু মনের অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ শক্তি সকলেরই আছে; শিক্ষার গুণে কারও পরিস্ফুট হয়, আর শিক্ষার দোষে কারও তা হ'তে পারে না। এই মনে করুন না কেন? যারা ডাক্তারী পড়বে, তাদেরও ১০ বৎসর বয়স হ'তে আরম্ভ ক'রে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত, প্রতিদিনই কতকটা ক'রে সময় সংস্কৃত শিখবার জন্যে দিতে হয়। এই বয়সই হচ্ছে—মানুষের স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করবার অভ্যাস জন্মাবার সময়। সংস্কৃত প'ড়ে বিজ্ঞান-বিষয়ে চিন্তা করবার প্রবৃত্তি জন্মাবার পক্ষে কোন রকম যে সুবিধা হয়, বোধ করি এমন কথা কেও বলবেন না। অথচ ৭।৮ বৎসর কত সময়ই না নষ্ট হয়! আমার মনে হয়, যাঁরা বিজ্ঞানের অনুশীলন করবেন, তাঁদের সংস্কৃত না পড়িয়ে, এ সময়টা যদি বিজ্ঞানের গবেষণা করতে শিখান হয়, তা হ'লে ঢের ভাল ফল হয়।

মাখন—আমি প্রায় ৭ বৎসর সংস্কৃত শিখেছি, এখন তার একটা কথা যদি মনে থাকে! দেবনাগরী হরপ গুলো পর্য্যন্ত ভুলে বসে আছি!

কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব রহিল।

দীন কহিল—মাখন বাবু, আপনি যে মেয়েটার প্রেমে পড়েছিলেন, তার সংবাদ কি বলুন ত? টানটা পূর্ব্বেরই মত আছে, না একটু কমেছে?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, মাখন কহিল—দীন বাবু, আমার আগে মনে হ'ত বটে যে, সুশীলা সত্যি আমাকে ভালবাসে। এর জন্যে আমার মনে শান্তি ছিল না। ঠিক যাকে প্রেম বলে, আমার ত ওর প্রতি সে ভাব ছিল না—আমি শুধু একটা রূপের মোহে অন্ধ ছিলাম মাত্র। কাল আমি বেশ টের পেয়েছি, সুশীলার আমার প্রতি ভালবাসা—সেও সত্যিকার ভালবাসা নয়, ও শুধু আমাকে নিয়ে, প্রেমের অভিনয় কচ্ছিল মাত্র।

দীন—এ আপনি কি ক'রে বুঝলেন? হয়ত এ আপনার একটা ভুল ধারণা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আর যদি আপনার কথাই সত্য হয়,

তা হ'লে ত আপনার নিষ্কৃতি নাই। আপনি ত তার মায়া এখনও ত্যাগ করতে পারেন নি। আচ্ছা, এই সুশীলা মেয়েটি কেমন বলুন ত? ওর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?

মাখন—ওর ব্যবহার যদিচ অনেক সময় আমার চোকে কেমন কেমন বোধ হ'ত বটে, তথাপি ওর বিরুদ্ধে আমি কোন কথাই বলতে পারি না। সুশীলার মধ্যে আমি অনেক ভাল জিনিস দেখতে পেয়েছি। বুড়ো বাপের সে রীতিমত সেবা করে, হোটেলের কাযে একটুও আলস্য নাই। আমার সময়ে সময়ে এমনও মনে হয়, যদি কেও ওকে যথার্থ ভালবাসে, সে ভালবাসার প্রতিদান করা, ওর পক্ষে যেন একান্ত স্বাভাবিক। ওর কথাবার্ত্তা শুনে অনেক সময়, ওকে হাল্কা স্বভাবের মেয়ে ব'লে বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ও একেবারেই হাল্কা নয়। জানেন ত আমাকে, আমি কোন রকমই গাম্ভীর্য্যের ধার ধারি না; এর জন্য অনেক সময় সে আমাকে বিশেষ ভর্ৎসনা করেছে। বোধ হয়, আমার এই স্বভাবের জন্যই সে আমাকে মনে মনে দেখতে পারে না।

দীন—দেখতে যে পারে না, তার কি কোন প্রমাণ পেয়েছেন আপনি?

মাখন—হাঁ। কাল তার বিশেষ প্রমাণ পেয়েছি। হোটেলের বেয়ারা রামভরসের মুখে শুনেছি, আজ ক'দিন হ'তে একটা লম্বা মত বাবু, হোটেলে আস্‌তে আরম্ভ করেছেন—সুশীলার মন তাঁ'রই প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছে।

দীন—বাবুটির কি নাম, জিজ্ঞাসা করেছেন?

মাখন—করেছি বৈকি। হরিশ বাবু।

দীনর ভয় হইল, পাছে তাহার মুখ দেখিয়া মাখনের মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয়। এইজন্য, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার নির্ব্বাপিত সিগারেটটি ধরাইবার জন্য গ্যাসের আলোটির কাছে উঠিয়া গেল।

মাখন কহিল—সুশীলার ভাবের যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, এতে আর কোন

সন্দেহ নাই। যাঁর সংসর্গে তার এই পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তিনি যে ভাল লোক, এ কথাও আমি খুব জোরের সঙ্গেই বিশ্বাস করি। আমার ইচ্ছে করে, লোকটিকে একবার গিয়ে দেখে আসি।

সুশীলার মধ্যে যে প্রশংসার যোগ্য কিছু আছে, মাখন যে এত দিনে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, এই চিন্তায় দীন মনে মনে খুসী না হইয়া থাকিতে পারিল না। সুশীলার সঙ্গে আলাপ করিয়া দীনর মনে এই সংশয় হইয়াছে যে, ইহার হৃদয়ের এক স্থানে, যেন একটা কিসের বেদনা আছে— তাহার জীবনের ইতিহাসের কোন স্থানে, যেন কিসের একটা গোপন রহস্য আছে, যাহা প্রকাশ করিতে পারিলে, সে যেন বাঁচিয়া যায়, কিন্তু কোন মতেই তাহা পারে না।

মাখন যে বলিতেছিল, সুশীলার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে কথা একেবারেই মিথ্যা নহে। দীনও তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের কারণ যে স্বয়ং দীন, সে তাহা জানিত না। তথাপি দীনর মনে হইল, সুশীলা যদি বাস্তবিকই তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ত দীনর ব্যবহার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। এই চিন্তায় দীনর বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল—তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মাখন কহিল—এই হরিশ বাবুটি যদি সেখানে যাওয়া আসা করেন, তা হ'লে আমার পক্ষে সেখান হ'তে বেরিয়ে পড়া তেমন শক্ত হ'বে না।

দীন—হাঁ। হরিশ বাবু যদি সেখানে যাওয়া আসা করেন, আর সুশীলা যদি সত্যি তাঁকে ভালবেসে থাকে, তবেই। এত যদি যার মধ্যে আছে, তখন আপনার নিশ্চিন্ত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ আছে বলে ত মনে হয় না। এমন ত হ'তে পারে, বেয়ারা আপনাকে যা বলেছে, তা সত্যি নয়।

মাখন কহিল—না দীন বাবু, তা নয়। সুশীলার পরিবর্ত্তন যে আমি নিজে লক্ষ্য করেছি।

দীন কহিল—তা হ'লে, ভালই হয়েছে। আপনি এই সুযোগে সুশীলার মায়া কেটে বেরিয়ে আসুন।

পথে যাইতে যাইতে, দীন কেবলই সুশীলার কথা ভাবিতে লাগিল। এ যে শুধু সামান্য একটা হোটেলওয়ালার মেয়ে, দীনর তাহা মনে হইল না। সুশীলা মন প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে, দীন যে তাহা কতকটা অনুভব না করিয়াছে, তাহা নহে। মাথন ইহার বাহির দেখিয়া ভুলিয়াছে; কিন্তু ইহার ভিতর যে কত সুন্দর, কত মধুর, সংসারে কত দুর্লভ, মাথন তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই!

বাসায় গিয়া, দীন এই স্থির করিল, সুশীলার সঙ্গে সে আর একটিবার মাত্র দেখা করিবে, তাহার মনের গোপন রহস্যটি যে কি, তাহা জানিতে চেষ্টা করিবে।

২৯

পর দিন, বেলা ১১টার সময় দীন হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইল। সে যে সময় হোটেলে প্রবেশ করে, ঠিক সেই সময়, পাশের ঘর হইতে মেয়ের গলার হাসির সঙ্গে, শিশুকণ্ঠের হাসি মিশিয়া তাহার কাণে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া, দীন দেখিল, সুশীলা দীনর দিকে পিছন করিয়া, দুই বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আর একটি দু' বৎসরের সুন্দর শিশু হাসিতে হাসিতে, তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। শিশুটি যখন নিকটে আসিল, সুশীলা তাহাকে দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, ভূমি হইতে উঠাইয়া লইয়া, যেন উন্মাদের মত ঘরটির মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ দীনর দিকে দৃষ্টি পড়ায়, সে যেন বজ্রাহতের মত থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখখানি যেন সে সময়, লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ছেলেটিকে একজন দাসীর হাতে

দিয়া, সুশীলা দীনকে নমস্কার করিল। তাহার পর উভয়ে দুইখানি চেয়ারে উপবেশন করিল। দাসী শিশুটিকে অন্যত্র লইয়া গেল।

দীন কহিল—আপনি দেখ্‌ছি শিশু বড় ভালবাসেন।

সুশীলা—তা বাসি বৈকি। ওদের ভাল না বেসে থাকবার জো আছে? ওদের দে'খে সুখ, ছুঁয়ে সুখ; ওরা যে নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মত—কারও প্রাণে ব্যথা দিতে শিখেনি।

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে, দীনর সঙ্গে সুখলতার পাপ, পুণ্য বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। পাপ সম্বন্ধে সুশীলার ধারণা, সাধারণের মত নহে। সুশীলার বিশ্বাস, পরকে ব্যথা না দিলে, পাপ হয় না। ছোট শিশু সুশীলার চক্ষে নিষ্পাপ, যেহেতু, সে কাহাকেও বেদনা দিতে জানে না।

দীন কহিল—হাঁ! দু'বছর বয়স পর্য্যন্ত আমরা সাধু, পরম সাধু থাকি! তারপর যেমনি আমাদের বয়স বাড়তে থাকে, আর অমনি আমাদের যত সাধুত্ব, একে একে ঝ'রে পড়তে থাকে। এই মনে করুন, আমাদের পাপের হাতে খড়ি হয়, ঠাকুর ঘরে ঢুকে কলা চুরীতে, তারপর মিঠাই চুরী, পরের বাগানে ঢুকে আম চুরী, লিচু চুরী, তারপর মায়ের বাক্স হ'তে পয়সা চুরী, শেষে সুবিধা হ'লে রাজ্য চুরীও বাদ যায় না! যত দিন দাঁত প'ড়ে আবার কেঁচে শিশু না হওয়া যায়, ততদিন চুরীর আর বিরাম থাকে না। তবে সৌভাগ্য এই যে, পাপের বোঝা এরি মধ্যে এমন ভারী হ'য়ে উঠে যে, দাঁত পড়ার বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না।

দীন কথাগুলি বেশ গম্ভীর ভাবেই বলিয়া গেল। সুশীলা দীনর দিকে বিরক্তিভরে একটি কটাক্ষ করিয়া কহিল—আপনি যা বল্লেন, নিশ্চয় আপনি তা বিশ্বাস করেন না।

দীন—কিন্তু এ কথা ত ঠিক, আমরা যত বড় হই, সত্য হ'তে, ততই স্খলিত হ'য়ে পড়ি। এই যে আমাদের দু'জনের এত দিনের পরিচয়

সত্যি বলুন ত, আমরা কি পরস্পরকে সব কথা বল্‌তে পেরেছি? আমরা সবাই পাপী বলেই ত, সব কথা মন খুলে বলতে পারি না। নিতান্ত আপনার জনের কাছেও অনেক কথা গোপন রাখ্‌তে হয়।

দীন সুশীলাকে এমন প্রশ্নের মধ্যে ফেলিল, যাহা হইতে, নিজেকে উদ্ধার করা, তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। কথাটা স্বীকার করা, তাহার পক্ষে যেমন কঠিন, অস্বীকার করাও তাহা অপেক্ষা অল্প কঠিন নহে।

সুশীলা অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিল; তাহার পর দীনকে কহিল—দেখুন, এখানে অনেক লোকই যাওয়া আসা করে—আমি প্রায় সকলের সঙ্গে মেলা মেশা করেছি। আপনি মানুষকে যে ভাবে বর্ণনা করলেন, আমার কিন্তু ততটা ব'লে মনে হয় না। এক হিসাবে ধরতে গেলে, পাপী আমরা সবাই। কিন্তু তফাৎ এই, কেও হয় ত ছোটখাট কিন্তু বিস্তর পাপ করে, তাতে তাদের কোন মঙ্গলই হয় না। আবার কেও হয় ত, জীবনে একবার মাত্র পাপ করেছে—কিন্তু সেটা খুবই বড় পাপ। এতে তার মঙ্গল হ'তে দেখা গিয়াছে। বড় পাপকে যে ভুলতে পারা যায় না, এ মর্ম্মে এমন জোরে আঘাত ক'রে যে, তার ব্যথা, কিছুতেই যেতে চায় না। তাই আর পাপের দিকে মন যেতে চায় না। সেই জন্যই ত আমি, বিধাতাকে বলি, "হে বিধাতা, এমন একটা বড় পাপের দাগা দিয়ে, আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে পাপের প্রতি যেন আমার আর মন না যায়।"

সুশীলার কথায় দীন কিছু আশ্চর্য্যবোধ করিল। সে আশা করে নাই, তাহার মুখে সে এমন দার্শনিক তত্ত্বের কথা শুনিতে পাইবে। সুশীলার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে দীনর মনে যে এক প্রকার অস্পষ্ট সংশয় জন্মিয়াছিল, আজ যেন তাহা কতকটা দৃঢ় হইতে পারিল। দীন মনে করিল, ইহার জীবন-ইতিহাসের একস্থানে, এমন একটা বিশেষ কিছু আছে, যাহা সে কোন মতেই ভুলিতে পারে না।

দীন কহিল—দেখুন, আপনি যে চোকে মানুষকে দেখেছেন, সকলে কিন্তু তা দেখে না। আপনার দৃষ্টিশক্তি পেলে, অনেকে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতে পারে। আপনার কথায়, আমি আজ যে আনন্দ পেয়েছি, তা আর আপনাকে কি বলব? এখন তবে উঠি। এই বলিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া, দীন পুনরায় কহিল—আপনি মানুষকে যে চোকে দেখেন, ঈশ্বর যেন চিরকালই সেই ভাব আপনার মনে জাগিয়ে রাখেন। মানুষের ভালটাই আমাদের দেখা উচিত, মন্দটা দেখবার কোন আবশ্যক নাই। এখানে যদি থাকি, আবার দেখা হ'বে, নহিলে এই আমাদের শেষ দেখা।

এই বলিয়া, দীন যেমন যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, অমনি সুশীলার মুখের পানে দৃষ্টি পড়ায়, দেখিতে পাইল, সুশীলার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার মস্তক সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সুশীলা যেন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে।

দীন তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। নিকটে একখানি সোফা ছিল, তাহার উপর তাহাকে শোয়াইয়া দিল। একটা কুঁজাতে জল ছিল, সেই জল দিয়া তাহার চোকে মুখে ছিটা দিল। রামভরসকে একখানা হাত-পাখা দিয়া বাতাস করিতে বলিল।

অল্পক্ষণ পরেই, সুশীলা চক্ষু মেলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, উঠিয়া বসিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সোফা হইতে নামিয়া, "আমি এখন বেশ আছি, বেশ সুস্থ বোধ কচ্ছি" বলিয়া, দীনর দিকে কাতর-কটাক্ষ করিয়া, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

সুশীলা চলিয়া গেলে, রামভরস কহিল—বাবুজি, আপনি ভদ্রলোক, ভাল লোক, কেন বলুন ত ওর সর্ব্বনাশ করতে বসেছেন? আমার কথা শুনুন, এখন হ'তে আর এখানে আসবেন না।

দীন রামভরসের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সুশীলার জন্য সত্য সত্যই

রামভরসের যেন ভাবনা হইয়াছে। দীনর তখন এই মনে হইল, সে যেন বাস্তবিকই ইহাদের কাছে অপরাধ করিয়াছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, নীচের দিকে মুখ করিয়া দীন কহিল—রামভরস, তোমার কথাই ঠিক। এখানে আমাকে আর দেখতে পাবে না।

৩০

একদিন সন্ধ্যার পর, দীন এখানে, এ কয় মাসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতেছিল। সে দেখিতে পাইল, তাহার সময়টা যে একবারে বৃথা গিয়াছে, তাহা নহে। এখানকার অধিবাসীদের আচার ব্যবহার, তাহাদের কাজকর্ম্ম, স্বভাবচরিত্র প্রকৃত দার্শনিকের চক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকায়, মানবচরিত্র সম্বন্ধে তাহার মোটামুটি জ্ঞান জন্মাইতে পারিয়াছে। পূর্ব্বে তাহার কাযকর্ম্মের মধ্যে শৃঙ্খলার একান্ত অভাব ছিল, এখন আর তাহাকে সে অভাব বোধ করিতে হয় না। তথাপি দীন মনের মধ্যে কোন রকম আরাম পাইতেছিল না। সে যে পরাধীন, স্বাধীন ভাবে নিজের মতে কাজ করিবার, তাহার যে কোন ক্ষমতা নাই। এই চিন্তা দীনর মনে মর্ম্মান্তিক পীড়া দিতেছিল। যে উচ্চ আদর্শ চোখের সম্মুখে ধরিয়া, সে কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, এখানে একাল পর্য্যন্ত তাহার কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ঔষধের কুসংস্কার দূর করিবার পক্ষে এখানে সে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। ডাক্তার সেনগুপ্ত চাহেন, ঔষধ বলিয়া না হয় একটা কিছু দিতেই হইবে। আবার লোকেরাও যেন দীনর কাছে—ঔষধ ভিন্ন আর কিছুরই প্রার্থী নহে। দীন ইহা আর সহ্য করিতে পারিল না। সে স্থির করিল, মাসের শেষে, এখান হইতে বিদায় লইয়া, সে এমন কোন স্থানে যাইবে, যেখানে তাহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে কেহই না থাকে।

ইহার মধ্যে একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে দীনকে মাসের

শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না। ডাক্তার সেনগুপ্ত কহিলেন—মাখন তোমাকে একটা কেস্ দেখতে ডেকেছিল ?

দীন—আজ্ঞা হাঁ! সেটা ওপিয়াম পইজনিঙ্ কেস্।

সেনগুপ্ত—ডেথসার্টিফিকেট দিলে না যে বড় ?

দীন—যে আফিং খেয়ে মরেছে, তাকে কলেরায় মরেছে ব'লে সার্টিফিকেট দি কি ক'রে ?

সেনগুপ্ত—তাতে কি হয়েছে ? তুমি ত অমনি দিচ্ছ না, রীতিমত ফিস্ পাচ্ছিলে ?

দীন—মিথ্যে সার্টিফিকেট আমি কিছুতেই দিতে পারি না, হাজার টাকা পেলেও না। আমার কনশেন্স্ ব'লে একটা কিছু আছে ত ?

সেনগুপ্ত—যাকে চাকরী ক'রে খেতে হয়, তার আবার কন্শেন্স্ কি ? মুনিবকে খুসী করাই, তার একমাত্র কন্শেন্স্ হওয়া উচিত।

ক্রোধে দীনর চোক মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। তাহার সমস্ত মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল।

সেনগুপ্তের দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া, দীন কহিল—আপনি একটু বিবেচনা ক'রে কথা বল্বেন ? আমাকে অপমান করার, আপনার কোন অধিকার নাই ?

সেনগুপ্ত—কি ? মারবে নাকি ?

দীন—না, মারার কথা হচ্ছে না। একটু সংযত-হ'য়ে কথা বলবেন, আমি শুধু সেই কথা বল্তে চাই।

সেনগুপ্ত—আজ হ'তে তোমার জবাব হ'ল। কাল সকালে যেন তোমাকে এখানে দেখতে না পাই। তোমার ১৫ দিনের মাইনের চেক্ আমি আজই পাঠিয়ে দিব। মনে থাকে, কাল সকালে যেন তোমাকে এখানে কেও না দেখতে পায়।

দীন—১৫ দিনের কেন ? আপনাকে পূরা মাসের মাইনে দিতে হবে। না দেন, আপনাকে বুঝে নেবো।

সেনগুপ্ত—কি! তুমি আমাকে আইন আদালতের ভয় দেখাচ্ছ। দিব না এক পয়সাও। দেখি তুমি কি ক'রে আদায় করতে পার ?

এই বলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সেনগুপ্ত গাড়ীতে গিয়া বসিলেন।

সেই দিন হইতে বেনেপাড়া ডিস্‌পেন্‌সারীর সঙ্গে, দীনর সমস্ত সম্পর্ক শেষ হইয়া গেল।

দীন, আজ ২।৩ মাস ধরিয়া, এই অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে বাস করিয়াছে ; প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও, সে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে, ইহাদের মনে কোন জ্ঞানই জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হয় নাই। এ সম্বন্ধে তাহাদের পূর্ব্বের সংস্কার যেমনটি ছিল, তেমনি রহিয়া গেল।

এখানে থাকিয়া, দীনর অভিজ্ঞতা অনেক বাড়িয়াছে সত্য। সে যে পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা করিতে চায়, বিশ্বাস ও যুক্তি, তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেও, -তাহা কাযে করা যে, কত কষ্টকর, সে সম্বন্ধেও তাহার বিস্তর জ্ঞান জন্মাইয়াছে। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ যে ইহার বিশেষ অন্তরায়, দীন তাহাও অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। সে ইহাও বুঝিয়াছে, তাহার সংস্কারকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাধার সম্ভাবনা, তাহার সমব্যবসায়ীদের নিকট হইতে। চিকিৎসা-বিষয়ে সংস্কার করিতে গেলে, তাঁহাদের স্বার্থে বিশেষ আঘাত লাগিবার সম্ভব। ইহা তাঁহারা কোন মতেই সহ্য করিবেন না। তাঁহারা হয়ত দীনর সঙ্গে ভাল করিয়া কথাই কহিবেন না। তাহার সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম যাহাতে বিফল হয়, সেজন্য হয় ত তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন।

এইরূপ চিন্তাতেও দীনর উৎসাহ কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। সে মনে মনে কহিল—যাহাই ঘটুক না, সে যাহা সত্য ও ধ্রুব বলিয়া জানিয়াছে,

তাহা হইতে কোন মতেই স্খলিত হইয়া পড়িবে না। যদি না খাইয়া মরিতে হয়, তথাপি নয়।

৩১

বেনেপাড়া ডিস্‌পেন্‌সারীর কাজ ছাড়িয়া, দীন অন্যত্র কাজের চেষ্টায়, একটা মেসে গিয়া বাস করিতে লাগিল; তাহাকে বেশী দিন বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হইল না; মাখন তাহার জন্য একটা কাজের যোগাড় করিয়া দিল।

ভবানীপুরে রসময় ডাক্তারের খুব নাম ডাক। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া, এখানে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার কাযের মাত্রা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, একজন এসিষ্ট্যাণ্ট না হইলে, তাঁহার কিছুতেই চলে না। মাখন দীনর জন্য এই কাযটা ঠিক করিয়া আসিল।

রসময় বাবু গোলগাল বেঁটে-সেটে মানুষটি। মুখখানি সদানন্দ। বয়স ৬০ বৎসরের উপর হইবে। তাঁহার শরীর এখনও বেশ সবল ও সতেজ আছে। জীবনের নিষ্ফলতা অনেক পরিহাসপটু, আমোদপ্রিয় লোককেও নীরস করিয়া তুলে। রসময় বাবু ব্যবসায়ে প্রথম হইতেই সফলতা লাভ করিয়াছেন, এই কারণে তাঁহার স্বাভাবিক, লোকরঞ্জন গুণটি আরও বৃদ্ধি হইতে পারিয়াছে। তাঁহার গোলগাল মুখটি যেন সর্ব্বদার জন্য হাসিতে ভরা। তাঁহার উদার, সহৃদয় ব্যবহারে, ভবানীপুর অঞ্চলের সকলেই, তাঁহাকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করিয়া থাকে।

এক দিন অপরাহ্নে, দীনর সঙ্গে রসময় বাবুর কায-কর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। রসময় বাবুর চোখে প্রায় সকল সময়ের জন্য একখানি সোণার চশমা থাকিত। দীনর সহিত কথা কহিবার সময়, ইনি চশমার মধ্য দিয়া, দীনর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কথা কহিতেছিলেন; আর দীন যখন কিছু

বলিতেছিল, ইনি চশমার উপর দিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া, তাহার কথা শুনিতে ছিলেন।

দীনর কথা শেষ হইলে রসময় বাবু কহিলেন—তা তুমি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা কর আর না কর, আমার তা দেখ্‌বার দরকার নাই। ফল কথা, রোগী আরাম হ'লেই হ'ল। আমরা যখন কলেজ হ'তে বার হই, তখন ওষুধের উপর আমাদের কি প্রগাঢ় ভক্তি ও কি অচল বিশ্বাসই না ছিল! এখনকার ছেলেরা দেখতে পাই, ভারী স্কেপ্‌টিক্। কেও কেওত ওষুধের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তামাসা এই, মুখে ওষুধের নিন্দা করেন বটে, কিন্তু কাযের বেলায় এঁরা আমাদের চেয়ে বড় কম ওষুধ ব্যবহার করেন না।

দীন কহিল—কিন্তু এর কারণ আপনার কি মনে হয়? তাদের বিশ্বাস অনুসারে কায করতে গেলে, একবারে যে না খেয়ে মরতে হয়। এ কথা আপনি স্বীকার করেন কিনা?

রসময়—হাঁ, এ একটা কারণ বটে; ব্যবসাক্ষেত্রে বুড়োরাই ফ্যাসানের প্রবর্ত্তক। ছোকরারা যদি তা না মেনে চলে, তাদের জীবিকা-উপার্জ্জন শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমার কি মনে হয় জান? এর আরও একটা কারণ আছে। ডাক্তার যদি সব রোগীকে ওষুধ দেয়, লোকে তার একটা মানে করতে পারে। কিন্তু কাউকে দিবে, কাউকে দিবে না, এ হ'লে সাধারণে তার অর্থ করতে পারে না। বোধ করি, ইচ্ছা না থাকলেও ওষুধ দিবার, এও একটা কারণ হ'তে পারে। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আপাততঃ এই পর্য্যন্ত থাক্। কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধ করি অনিলের হবে।

বলিতে না বলিতে একটি সুন্দর বুদ্ধিমান যুবককে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। ইহার বয়স দীনর অপেক্ষা বেশী হইবে না।

রসময় বাবু কহিলেন—ডাক্তার চৌধুরী, এস তোমাকে অনিলের সঙ্গে পরিচয় করে দি। অনিল আমার ছেলে; হাইকোর্টে ওকালতি করেন। উকীল হলেও, লোক মন্দ নয়। বাবাজীর কথাগুলো একটু যেন প্যাঁচাল ব'লে বোধ হবে। তা ও কি করবে বল? হয় কে নয়, নয়কে হয় করা যে ওর ব্যবসা। কি বল অনিল, সত্যি কি না?

একটু হাস্যভরে অনিল কহিল—ডাক্তার চৌধুরী, আপনি বাবার কথা যেন সব সত্যি ব'লে ধরে নিবেন না। এই যে বৃদ্ধটিকে দেখছেন, ইনি বড় সহজ ব্যক্তি নন্। এঁদের ওষুধ ব'লে ছাইপাঁশ কতকগুলা কি আছে; পাত্রাপাত্র বিবেচনা না ক'রে, যাকে তাকে তারই ব্যবস্থা ক'রে, ইনি যেমন চারি ধারের লোক ঠকাচ্ছেন, তাতে আমার মনে হয়, ডাক্তার না হ'য়ে, উকীল হ'লেও, এঁকে চুপ ক'রে বসে থাকতে হতো না।

ছেলের মুখে উপযুক্ত জবাব শুনিয়া রসময় বাবু একটু স্নেহভরা হাসি হাসিয়া কহিলেন—ওহে অনিল, দীন বাবুতে আর আমাতে এতক্ষণ ধ'রে ওষুধের কুসংস্কার সম্বন্ধেই আলাপ হচ্ছিল। এ বিষয়ে আমাদের যে ঠিক এক মত, তা বোধ করি বলা যায় না। কি বল তুমি দীন বাবু?

অনিল দীনর দিকে চাহিয়া কহিল—ওষুধের উপর, তা হ'লে আপনার যে খুব বিশ্বাস আছে, এমন মনে হয় না।

দীন কহিল—সব সময়, সকল রোগীকেই যে ওষুধ দিতে হবে, এ ধারণা আমার কোন কালেই নাই। আর এক কথা, যথার্থ কাজের ওষুধের সংখ্যা নিতান্তই অল্প, আমার এই বিশ্বাস।

অনিল—তা হলে বাবার সঙ্গে, আপনার মতের কোন স্থানেই অমিল নাই। বাবার মুখে ওষুধের খুবই সুখ্যাতি শুনতে পাবেন, হয়ত আপনার ভুল হবে, ওষুধওয়ালারা বুঝি এর জন্যে, ওঁকে মাসে মাসে যথেষ্ট দিয়ে থাকে। কিন্তু ওঁর মনের বিশ্বাস যতখানি জানি, তাতে ওষুধকে উনি ডাক্তার

কবিরাজদের পয়সা রোজগারের একটা সম্পূর্ণ নিরাপদ, অতি সহজ এবং অতিশয় প্রাচীন পন্থা ভিন্ন আর কিছুই মনে করেন না।

আজ প্রায় ২ বছর হবে, আমার একবার টাইফইড্ ফিভার্ হয়।

পুত্রের রোগের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, রসময় বাবুকে একটু যেন চঞ্চল হইতে দেখা গেল। তিনি উৎকণ্ঠাভরে চেয়ারের উপর একটু নড়িয়া বসিলেন।

অনিল বলিয়া যাইতে লাগিল—সে সময় আমাকে প্রায় ২ মাস কাল শয্যাশায়ী থাকতে হয়। আপনি শুনে অবাক্ হবেন, অমন রোগেও আমার পেটে, এক ফোটাও ওষুধ পড়েনি। যে দিন আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে গিয়েছিল, সে দিনও না। বাবা আর নির্ম্মল বাবুতে আমার চিকিৎসা করেছিলেন।

বৃদ্ধের মুখে হর্ষের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ইহার কারণ এই নয় যে, অনিল দীনর কাছে তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া দিল। তাঁহার একমাত্র প্রিয় পুত্রটির আরোগ্যের কথা স্মরণ হওয়ায়, তাঁহার মুখের ভাবের এই পরিবর্ত্তন ঘটিল।

রসময় বাবু কহিলেন—বাস্তবিক, ডাক্তার চৌধুরী, অনিল ভারী শক্ত কাহিলই হয়েছিল। কিন্তু সেরে উঠলও বেশ। তাহার পর, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তবে একথাও বলি, ওষুধ দিলে, বোধ করি, আরও শীগ্‌গির সেরে উঠতে পারত। এখন উঠি, তোমরা দুজনে ততক্ষণ গল্প-সল্প কর। ওহে দীন, অনিল উকীল মানুষ, ওর সব কথাই যেন তুমি বিশ্বাস ক'রে বসো না।

রসময় বাবু চলিয়া গেলে, দীন কহিল—আচ্ছা অনিল বাবু, আপনার বাবা ওষুধসম্বন্ধে মুখে যতটা বলেন, কাযে তা বিশ্বাস করেন না নাকি?

অনিল—একবারেই নয়। ওঁকে বাইরে দেখলে বয়সের চেয়ে যেমন ছোট দেখায়, ওঁর মনের ভিতরটাও ঠিক তাই। পড়া শুনার চর্চ্চাটি

রীতিমত আছে। নতুন পাশ-করা ডাক্তারেরা যে সব বিষয়ের সংবাদ রাখে না, বুড়োর মুখে আপনি সে সব শুন্‌তে পাবেন। তবে যদি আপনি একথা জিজ্ঞাসা করেন, এ সব সত্ত্বেও কেন যে ইনি লোকের মন হ'তে ওষুধের কুসংস্কার দূর কর্‌তে চেষ্টা কচ্ছেন না ; তার উত্তর—ইচ্ছা থাকলেই কি তখনই সম্ভব হয় ? রাজনীতি নিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁরা ইচ্ছা কর্‌লেই কি দেশশাসন সম্বন্ধে একটা নতুন কিছু ঘটাতে পেরেছেন ? জনসাধারণ যতক্ষণ সংস্কারের আবশ্যক না বুঝে, ততক্ষণ সংস্কার করে, কার সাধ্য ? এ আপনার সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি খাটে।

দীন কহিল—অনিল বাবু, আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মনে করুন, আপনার অসুখ করেছে, আপনাকে যে ডাক্তার দেখছেন, তিনি বল্লেন, আপনার ওষুধের কোন দরকার নাই। শুধু পথ্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলা নিয়ম পালন কর্‌লেই চলবে। আপনি কি ডাক্তারের এই কথায়, সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারেন ?

অনিল—কেন পার্‌ব না ? আমার যখন, টাইফইড্‌ হয়, তখন, তাইত করেছিলাম। একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখবার ক্ষমতা যাদের আছে, আমার বিশ্বাস, ওষুধের কুসংস্কার, তাদের মন হ'তে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ শিথিল হ'তে আরম্ভ করেছে। আপনারা সকলে, এ সময় যদি একমত হ'য়ে উদ্‌যোগী হন্‌. তা হ'লে এ কুসংস্কার হয়ত শীগ্‌গিরই দূর হ'তে পারে। কিন্তু আপনারাত তা কর্‌বেন না। আমার মনে কি হয় জানেন ? নিজের ব্যবসায়ের সঙ্কীর্ণতা, ও স্বার্থসাধনের চেষ্টাই, আপনাদের ব্যবসায়ের অভাব ও অগৌরব দূর হ'তে দিচ্ছে না। ব্যবসাক্ষেত্রে যে ভীষণ প্রতিযোগিতা চলছে, সেইটিই লোকের মন হ'তে ওষুধের কুসংস্কার দূর কর্‌বার পক্ষে, বিশেষ অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

অনিলের কথায় দীন মনের মধ্যে একটা তৃপ্তি বোধ করিল। তাহার

হতাশচিত্তে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। অনিল ডাক্তার নয়, অথচ ওষুধ সম্বন্ধে অনিলের সহিত দীনর মতের কোন বিরোধ নাই। দীনর মনে হইল—কবে সে শুভদিনের উদয় হইবে, যেদিন অনিল বাবুর মত সাধারণের মন হইতে, ঔষধের কুসংস্কার দূর হইতে পারিবে? শিক্ষিত সমাজে অনিল বাবুর একটা স্থান আছে। কে বলিতে পারে, সংস্কার-কার্য্যে, সে ইহাঁর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য না পাইতে পারে?

দীন মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছে, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া কহিল, নীচে একটি স্ত্রীলোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দীন তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গিয়া দেখিল, একটি বর্ষিয়সী রমণী দীনর অপেক্ষায় একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে। দীনকে আসিতে দেখিয়া, সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কহিল—তাহাদের বাড়ীতে একটি ছেলের খুবই অসুখ, তাহাকে এখনই সেখানে যাইতে হইবে। স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে করিয়া, দীন তাহাদের বাড়ীতে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, একটি দুবৎসরের সুন্দর শিশু বিছানায় পড়িয়া আছে। দীন শিশুটিকে পরীক্ষা করিল। রোগটা দীনর নিকট খুবই কঠিন বলিয়াই বোধ হইল। সে সেকথা স্ত্রীলোকটিকে বলিল এবং আরও কহিল, কাল বেলা ১১টার সময় আসিয়া, শিশুটিকে আর একবার দেখিয়া যাইবে।

রমণী কহিল—এর মা এ বাড়ীতে থাকে না, তা হ'লে তাকেত খবর দিয়ে আন্তে হয়।

দীন—হাঁ, খবর দেওয়া উচিত বৈকি। আমি এখন উঠি, কাল ১০টা ১১টার মধ্যে আবার আসব।

৩২

সকালে উঠিয়া দীন বেলা ১০টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না। কাল রাত্রে, সে যখন শিশুটিকে দেখে, তখন তার রোগটি যে কি, যদিও সে,

তাহা স্থির করিতে পারে নাই, তথাপি, দীনর মনে এই সংশয় হইয়াছিল, শিশুটির দেহে একটা কঠিন রোগেরই সঞ্চার হইয়াছে। দীন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। চা খাইয়া, কাপড় পরিয়া, বেলা ৮টার মধ্যেই সেখানে গিয়া পৌঁছিল। এবার পরীক্ষা করিয়া, রোগ নির্ণয় করিতে আর কাল-বিলম্ব হইল না। দীন দেখিল, শিশুটির কঠিন নিউমোনিয়া রোগ হইয়াছে। ইহাকে কিভাবে রাখিতে হইবে, কিরূপ পথ্য দিতে হইবে, এসকল বিষয়ে আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়া, দীন যেই উঠিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময়, বাহিরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল।

স্ত্রীলোকটি কহিল—ডাক্তার বাবু, একটুখানি অপেক্ষা করুন, বোধ করি, এর মা এসেছে। এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

দীন সেই অন্ধকার ঘরটিতে, রোগীর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শিশুটি একবার একটু ঘুমোয়, আবার তখনি "মা" "মা" করিয়া জাগিয়া উঠে। তাহার চক্ষুদুটি অর্দ্ধ নিমীলিত। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস খুব দ্রুত। মুখে একপ্রকার নীল রঙ্ পড়িয়া গিয়াছে। শিশুটী দুমিনিট কাল একভাবে থাকিতে পারিতেছে না। মাথাটা একবার এ-পাশ একবার ওপাশ করিতেছে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া, দীন শিশুটির নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া, টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। শিশুটির জন্য দীনর মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে একটি রমণী ব্যস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করিল; এবং শিশুটির নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শিশুটি তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ঘুমের যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয়, সেজন্য দীন রমণীকে বারবার সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু দীনর কোন কথাই রমণীর কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে শিশুটির দেহের উপর নত হইয়া পড়িয়া, তাহার

পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে চুম্বন করিল—তাহার পর "বাপ আমার, যাদু আমার" বলিতে বলিতে সেইস্থানে ভূমিতে বসিয়া পড়িল। দুইহাত দিয়া মুখ চাপিয়া, শিশুর ক্ষুদ্র চৌকির পাশির উপর মাথাটি রাখিয়া, নিজের মনের আবেগ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিল।

তাহার মনের মধ্যে কি যে ভীষণ ঝড় বহিতেছিল, দীন তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। দীন তাহার নিজের হৃদয়ের মধ্য দিয়া রমণীর মনের সংশয়-আকুলতা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া, রমণী শয্যা হইতে ঘাড় তুলিয়া, ধীরে ধীরে শিশুটির ঘনকুঞ্চিত কৃষ্ণকেশের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—বাপরে, যাদুরে, তুই যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব বাপ, আমাকে ছেড়ে তুই কোথায় যাবিরে বাপ!

শিশুটি তখনও নিদ্রিত ছিল। দীন তাহার মায়ের মন আকর্ষণ করিবার জন্য কয়েকবার আস্তে আস্তে কাশিল। তাহার কাশীর শব্দ রমণীর কর্ণে প্রবেশ করিল! সে ব্যস্তভাবে দাঁড়াইয়া, হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া, দীনর দিকে চাহিয়া কহিল—ডাক্তার বাবু, দোহাই আপনার, সত্যি বলুন, খোকা কি এবার—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, তাহার বাক্য সহসা বন্ধ হইয়া গেল। সে দীনর দিকে দুই তিন পা অগ্রসর হইয়া মন্ত্র-মুগ্ধের মত, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ভগ্ন জড়িত-স্বরে কহিল—"আপনি এখানে ?" এই কথাটি বলিতে তাহার ঘাড়টি যেন নত হইয়া পড়িল, মুখখানি যেন লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, আজ যেন দীনর কাছে তাহার কোন একটা অপরাধ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা লুকাইতে চাহে, আজ তাহা সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। রমণী কহিল—আমার একটিমাত্র পাপ, সব চেয়ে বড় পাপ, যা আমার কলুষ হৃদয়কে ধীরে ধীরে পুণ্যের দিকে

টেনে আনছিল, সে আজ আপনার কাছে, শুধু আপনার কাছেই ব্যক্ত হয়ে পড়ল। এই বলিয়া সে ঘাড় তুলিয়া, দীনর দিকে করুণ সহাস্যনেত্রে একবার চাহিল। তাহার পর কহিল—আপনাকে এভাবে, এসময় এখানে যে দেখ্‌ব, সে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। আপনি যখন হরিশ বাবু ছিলেন, সে সময় একদিন বলেছিলেন, "মানুষের মধ্যে ভাল যা' আছে, সেইটা নিয়েই আমাদের থাক্‌তে হবে, যা মন্দ, তা দেখ্‌বার আবশ্যক কি"? এখন ডাক্তার বাবু হ'য়ে, কি বলতে চান্? নামের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কি, মতেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে?

দীন বিস্মিতনেত্রে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তরুণ মাতৃহৃদয়ে সন্তান-বেদনা কি ভীষণ প্রবলভাবে বাজিতে পারে, দীন সেকথা তখনও ভুলিতে পারে নাই! আবার সেই ভালবাসা ও সন্তানগর্ব্ব মুহূর্ত্তের মধ্যে কি দারুণ লজ্জায় পরিণত হইতে পারে, দীন এইমাত্র তাহাও লক্ষ্য করিয়াছে। এ ত যেমন তেমন লজ্জা নয়। এযে নারী-হৃদয়ের সব চেয়ে বড় দুঃখের লজ্জা। এ লজ্জা সুবর্ণের মত মানুষকে পুড়াইয়া খাঁটি করিয়া তুলে। দীন কথা কহিতে চেষ্টা করিল, দুঃখে বেদনায় তাহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু-ধারা বহিতেছিল। সে সুশীলার নিকটে গিয়া, ধীরে ধীরে তাহার হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—সুশীলা, যা চিরন্তন সত্য, যার মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, দ্বিধা নাই, ডাক্তার তারই পুনরুক্তি ছাড়া আর কি করতে পারে?

দীনর কথায়, সুশীলা যেন কতকটা আশ্বস্ত হইতে পারিল। তাহার ভগ্নহৃদয়ে কতকটা শান্তি দেখা দিল।

সে কহিল—সেদিন আপনাকে আমার এই লজ্জার কথা—আমার এই কলঙ্ককাহিনী প্রায় বলেছিলাম আর কি? আর একটু যদি

অপেক্ষা করতেন, কি যে করতেম, ঠিক বলতে পারি না। আমার মনে এত-খানি বিশ্বাস ছিল, আমার এই পাপের কথা শুনে, আপনি আমাকে সাধারণ লোকের মত ঘৃণা করবেন না। আমার মধ্যে বাস্তবিকই যদি কিছু ভাল থাকে, সে আপনিই আমার চেয়ে ভাল ক'রে দেখতে পেয়েছিলেন। আমার প্রাণ কি চায়, আমার কামনার ধন যে কি, আপনাকে দেখে অবধি আমি তার সন্ধান পেয়েছিলাম। কেবল সন্ধানই পেয়েছিলাম, নাগাল পাব না, এ আমি ভাল ক'রেই জানতেম। গর্ব্বিতা মুখরা নারীকে আপনি যেন কোন যাদুমন্ত্রে আত্মসংবরণ করতে শিখিয়েছিলেন। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর, শুধু দুটি বিষয় আমার জীবনের অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—এক এই খোকা, অন্যটি নিরাশা।

এই বলিয়া সে শিশুটির দিকে একবার স্নেহভরা আর্দ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—আশা করি, খোকা আমাকে একলা ফেলে, চলে যাবে না; ও গেলে, আমি কি নিয়ে আর এখানে থাকি বলুন? ও একা যাবে কেন? একদিন ওতে আমাতে একসঙ্গে এক পথে, একই দেশের উদ্দেশে যাত্রা করব, এইরূপ সংকল্প ছিল।

সেদিন এখানকার কলঙ্ককালিমা, আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না, এখানকার নিন্দা, অপযশ আমাদের কাণেও প্রবেশ করতে পারবে না! সেস্থান যে এখান হ'তে দূরে, বহুদূরে। সেখানে বিরহ-বিচ্ছেদ নাই, অতৃপ্তি, নিরাশা নাই, সেখানে সব উজ্জ্বল, সব ভাল। সেখানে গেলে খোকা আমার বড় হ'য়ে কারও মনে বেদনা দিতে পারবে না। অনেক দূর হ'তে অস্পষ্ট স্বপ্নে শোনার মত সেখানকার মধুর সঙ্গীত যেন আমার কাণে এক একবার এসে পৌঁছাচ্ছে। এই বলিয়া সুশীলা সহসা থামিয়া গেল।

দীনুর মনে হইতেছিল, যেন কোন নিপুণ ভাস্কর মর্ম্মর পাথরে বিশুদ্ধ মাতৃমূর্ত্তি খুদিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া গিয়াছে।

দীনর কথা কহিতে সাহস হইল না। তাহার মনের মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রবলবেগে নাড়াদিয়া উঠিল। নিষ্পীড়িত আর্ত্তের জন্য সহানুভূতি হইল। অত্যাচারের প্রতি প্রবল ঘৃণা হইতে লাগিল। যে অন্যায় এই তরুণী জননীর জীবন-মুকুলটি অকালে শুকাইয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতি, দীনর বিশেষ করিয়া ঘৃণার উদ্রেক হইল। ভাবের আধিক্যে দীনর হৃদয় এতদূর নিষ্পীড়িত হইয়াছিল যে, সে চেষ্টা করিয়াও একটিও কথা কহিতে পারিল না।

সুশীলা তাহার পুত্রটির বিষয়ে দীনকে অনেক প্রশ্ন করিল। দীন তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, রোগ যদিচ খুবই কঠিন, তবে আরোগ্যের আশা যে একবারে নাই, সেকথা বলা যায় না। ইহার মত সুস্থ সবল শিশু এ রোগে, দিব্য আরাম হইয়াছে, ইহা সে কতবার দেখিয়াছে।

দীনকে বিদায় দিয়া, সুশীলা, সেখানেই রহিয়া গেল। পুত্রের সেবার ভার সে নিজের হাতে গ্রহণ করিল। দীন প্রতিদিন দুবার করিয়া, শিশুটিকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। প্রবল শত্রুর সঙ্গে, ক্ষুদ্র শিশুর কি ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল!

প্রথম প্রথম রোগীর সম্বন্ধে দীনর মনে আশা ও ভয়—দুই উদয় হইত। চতুর্থ দিনে রোগীর অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, তাহার জীবনের আর কোন আশাই করা যায় না।

দিনের পর দিন, শিশুটির জীবন-আশা যতই ক্ষীণতর হইতেছিল, তাহার জননী পুত্রসম্বন্ধে তত কম প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহার আচরণে ও মুখে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল।

চতুর্থ দিন, সন্ধ্যার পর, দীন ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুশীলা শিশুটির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিথিল-বদ্ধ হাত দুখানি বুকের উপর রাখিয়া, সুশীলা যেন স্থির-শান্তভাবে কিসের অপেক্ষা করিয়া, তাহার পুত্রের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে।

দীন আস্তে আস্তে তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। দীন বুঝিল, জীবন-প্রদীপের তৈল প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

জননীর পক্ষে, সন্তানের শেষ বিদায় একান্ত মর্ম্মান্তিক মনে করিয়া, দীন কহিল—আপনি ত দিনরাত্ খাটছেন, আপনার একটু বিশ্রামের আবশ্যক। আমরা আছি, কোন ভয় নাই, আপনি ততক্ষণ পাশের ঘরে গিয়ে একটু ঘুমুতে চেষ্টা করুনগে।

দীন কিভাবে একথাগুলি বলিল সুশীলা তাহা বুঝিতে পারিল। সেও দীনরই মত, শিশুটির দিকে, মৃত্যুর হস্ত প্রসারিত হইতে না দেখিয়াছে, এরূপ নহে।

সুশীলা কহিল—ডাক্তার বাবু, আমার জন্যে একটুও ভাববেন না। ভয় পাবার মেয়ে আমি নই। ঘুমুব বৈকি, খুব ঘুমুব! একটু অপেক্ষা করুন, এসব আগে শেষ হয়ে যাক্, খোকাকে আগে যেতে দিন।

নিভিবার আগে প্রদীপের যে দশা হয়, শিশুটিরও ঠিক সেই দশা হইল। তাহার আর যেন কোন কষ্ট নাই, কোন ব্যথা নাই। এত অস্থিরতা কোথায় চলিয়া গেল। শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ ও স্বাভাবিক হইল। অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্ম-কোরকদুটি সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইল। মায়ের মুখের দিকে ক্লান্ত শ্রান্তভাবে একদৃষ্টে কিছুক্ষণের জন্য চাহিয়া থাকিয়া, একবার একটি ক্ষীণ হাসি হাসিল। তাহার পর, উন্মীলিত নেত্র দুটি, চিরকালের জন্য মুদিত হইল।

দীন এই অত্যাচারপ্রপীড়িতা, শোকাতুরা, ভগ্নহৃদয়া নারীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না; কে যেন পেরেক ঠুকিয়া তাহাকে সেইখানে আট্কাইয়া রাখিল। সুশীলা নত হইয়া পড়িয়া, মৃত পুত্রের পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর কয়েকবার ধীরে ধীরে চুম্বন করিল। তাহার পর দীনর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বারান্দায় আসিয়া সুশীলা কহিল—জীবনে তিনটিমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু

পেয়েছিলাম—বাবা, আপনি ও আর একজন। বন্ধু, আমাকে আর কেন ? আমার ত সংসারের সব ফুরিয়েছে। এখন বিদায় হই তবে।

দীন—ও কি বলছেন আপনি ? বলুন "নমস্কার" ? কাল আবার আসব আমি। ঈশ্বর আপনার তাপিত প্রাণে শান্তিবারি বর্ষণ করবেন !

একটা ম্লান হাসি হাসিয়া সুশীলা কহিল—আসবেন বৈকি, আমাকে দেখবেন, খোকাকে দেখবেন !

দীন সুশীলাকে নমস্কার করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

রাস্তায় যাইতে যাইতে দীনর মনে হইতেছিল, চিকিৎসাব্যবসা অবলম্বন করার পর, এত বড় নিরাশা সে আর কখনও দেখেনি ! হায়রে বিজ্ঞান ! এর কতটুকুই বা ক্ষমতা ! একটা ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটুকুও রক্ষা করার ইহার সাধ্য নাই ! দীনর নিকট, তাহার জীবন তখন একটা নিষ্ফল শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি গৃহের পানে ছুটিল। গৃহে গিয়া সে কোন কাযেই মন দিতে পারিল না। শয্যায় গিয়া শুইল, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমাইতে পারিল না। একবার যদি একটু নিদ্রা আসে, বিকট স্বপ্নে, তখনই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এইভাবেই কাটিয়া গেল।

রাত্রি তখনও একবারে শেষ হয় নাই। খোলা জানালার মধ্যে দিয়া ভোরের মিষ্ট হাওয়া গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। সারারাত্রি মৃত্যু ও নিরাশার স্বপ্ন দেখিয়া, দীন সবেমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, সেদিনকার সেই স্ত্রীলোকটি নীচে বসিয়া আছে, তাঁহার সহিত তাহার এখনই দেখা করার আবশ্যক।

দীন তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। দীনকে আসিতে দেখিয়া, স্ত্রীলোকটি কহিল—ডাক্তার বাবু, বড় বিপদ, সুশীলার ভারী অসুখ ! তাকে ডেকে ডেকে কিছুতেই উঠাতে পারা গেল না। তার যেন একটুও চৈতন্য নাই।

কোন কথা না কহিয়া, দীন উর্দ্ধশ্বাসে সেই স্ত্রীলোকটিকে লইয়া তাহাদের বাড়ীতে গেল। ঘরে প্রবেশ করিয়া, সে যাহা দেখিল, তাহাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা, তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। দীন দেখিল, শিশুটি কালিকার মত, তাহার সেই খাটখানিতে শুইয়া আছে। তাহার মাথাটি তাহার জননীর দক্ষিণ বাহুর উপর সংস্থাপিত। দীন বুঝিল, সুশীলা স্বেচ্ছায় তাহার পুত্রের পথ অনুসরণ করিয়াছে। একখানি বাহুদ্বারা শিশুটিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, অন্য বাহু বালিশের উপর রাখিয়া, সুশীলা চিরদিনের মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার অধরপ্রান্তে দিনান্তের শেষ আলোক-রেখাটির মত, জীবনের শেষ হাসির রেখাটি, তখনও দেখা যাইতেছে।

দীন সেখানে বসিয়া বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। এই হতভাগিনীর দুঃখের ইতিহাস নিজের মনের মধ্যে বারবার আলোচনা করিতে লাগিল। এযে নিতান্ত হতভাগিনী, এর পাপের চেয়ে শাস্তি যে খুবই বেশী!

সুশীলার মাথার উপর হাত রাখিয়া দীন মনে মনে কি যেন বলিল, তাহার পর সেই ঘর হইতে যেই বাহির হইবার উপক্রম করিল, অমনি টেবিলের উপর একখানি চিঠি ও একটা শূন্য শিশি রহিয়াছে, দেখিতে পাইল। চিঠিখানি উঠাইতে দেখিল, ইহাতে তাহারই নাম লেখা। চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া, মাতা ও পুত্রের দিকে শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া, দীন ছুটিয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল।

৩৩

একদিন অনিল কহিল—বাবা, দীনর দিন দিন কি হাল হচ্ছে, সেটা লক্ষ্য করেছ? এখন সাবধান না ক'রে দিলে, ও নিশ্চয় একটা কঠিন রোগে পড়বে। আজ ১০ দিন ধ'রে খাওয়া দাওয়াত এক রকম ছেড়ে দিয়েছে

বল্‌লেই হয়। কোন কাযেই যেন উৎসাহ নাই। দিনরাত শুধু বসে বসে কি যেন ভাবে। ওর কি হয়েছে—বলত ?

রসময়—সেই ছেলেটা আর তার মা যেদিন মারা যায়, সেই দিন হ'তেই দীনর মনের পরিবর্ত্তন হয়েছে। ওদের মৃত্যুর মধ্যে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। তা না হ'লে, ডাক্তারের পক্ষে মৃত্যুর দৃশ্য দেখা ত প্রতিদিনকার ঘটনা বল্‌লেই হয়।

অনিল—যাই হোক্, এখন হ'তে একটু দেখার দরকার। আমি ভাব্‌ছি, বিকালে ওর আর ডিস্‌পেন্‌সারী গিয়ে কায নাই। আমি বরঞ্চ ওকে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের ক্লাবে নিয়ে যাব। সেখানে দশ জনের সঙ্গে মেলা-মেসা করলে, হয়ত ওর মনের এই ভাবটা দূর হ'য়ে যেতে পারে।

রসময়—বেশত, আজ হ'তে তবে তাই কর।

হাইকোর্টের জনকয়েক জুনিয়ার উকীল ব্যারিষ্টার আর কয়েকজন বিলাতফেরতে মিশে, বালিগঞ্জে একটা ক্লাব করিয়াছে। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, তাহারা টেনিস্ খেলে, আর চা পান করিতে করিতে সিনিয়ার উকীল ব্যারিষ্টারদের মস্তক চর্ব্বণ করিতে থাকে।

অনিল দীনকে লইয়া গিয়া, ক্লাবের মেম্বরদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিল। দুই একদিন যাওয়া আসার পর, দীনর এখানে একরকম মন বসিয়া গেল। দীন তাস খেলিতে জানিত না, এখানে আসিয়া তাহাও শিখিল।

একদিন অনিল কহিল—হরকিশোর, তুমি ভাই, দীন ডাক্তারকে নিয়ে বস, আমি পশুপতিকে নিয়ে বসি, তা হ'লে কোন পক্ষের আর দুঃখ করবার কারণ থাকবে না। দীনবাবু যেমন পণ্ডিত, পশুপতিও তথৈবচ—অবশ্য এই তাসখেলা সম্বন্ধে।

হরকিশোর—বেশ, অই হোক্। কিন্তু তোমরা কেও দীনবাবুকে আমার সামনে ডাক্তার বাবু ব'লে ডাকতে পাবে না।

দীন—আপনাদের যে নামে খুসি ডাকবেন, কিন্তু দোহাই আপনাদের! খেলায় ভুলচুক হ'লে যেন মুখ খিঁচুবেন না। এমন সময় ব্যারিষ্টার দত্ত আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

দত্ত কহিল—একি? হরকিশোর, তুমি যে আজ ডাক্তারবাবুকে নিয়ে বসেছ?

হরকিশোর—ডাক্তার বাবু নয়! দীনবাবু।

দত্ত—তার মানে?

হরকিশোর—ক্লাবে এসেছি, একটু আমোদ করতে, একটু ফুর্ত্তি করতে। ডাক্তারের নামে, আমার সে ফুর্ত্তি একবারে দমে যায়। ডাক্তার শব্দটা শুনলেই, আমার তাদের পিল্, মিকশ্চার, পাউডার, বেলেস্তারাগুলো মনে পড়ে, আর বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্ করতে থাকে। রোগের যন্ত্রণা বরঞ্চ সহ্য হয়, ওষুধের যন্ত্রণা একবারেই অসহ্য! দীন বাবু, দোহাই তোমার! যতক্ষণ ক্লাবে থাক্‌বে, তুমি যে একজন ডাক্তার, ভাবে-ভঙ্গীতে, কথায়-বার্ত্তায় তা যেন কোন রকমে প্রকাশ না পায়!

দত্ত—ওষুধের কথা যখন তুল্‌লে, তখন একটা মজার কথা না ব'লে থাক্‌তে পারলেম না। আমার ছোট ভাইটি অনেক দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল; একে ওকে দেখিয়ে, শেষে সহরের সব চেয়ে বড় ১৬ টাকার ডাক্তারকে ডাকা হ'ল। তিনি ওকে এমন একটা ওষুধের ব্যবস্থা কর্‌লেন, যেটা দিশি ডাক্তারখানায়ত পাওয়াই গেল না—স্মিথ, টম্‌সনও দিতে পার্‌লে না। তারা সে ওষুধের নামটা পর্য্যন্ত শোনেনি। অবশেষে ব্যাথ্‌গেটের বাড়ী যাওয়া গেল। তারাও দিতে পার্‌লে না। তবে, একথা বল্লে, "হাঁ এ নামে একটা ওষুধ বেরিয়েছে বটে—এদেশে এখনও এসে পৌঁছায় নি। দিন দশ পরে তাদের আসার কথা আছে।" আচ্ছা দীন বাবু, এ আপনাদের কি বলুনত? দেখা নাই, শোনা নাই, পরীক্ষা করা নাই,

শুধু বিলেতি কাগজে বিজ্ঞাপন প'ড়ে ব্যবস্থা! এ কি রকম ব্যবসা আপনাদের?

অনিল কহিল—এ বিষয়ে দীন বাবুকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা; আমাকে সুধাও, আমি বল্‌ছি। আজ কাল, এ সহরের বড় বড় ডাক্তারদের নতুন নতুন ওষুধ দেওয়া একটা ফ্যাশান্ হয়ে দাঁড়িয়েছে! যে যত নতুন ওষুধ দিতে পার্‌বে, লোকে তাঁকে তত বড় ডাক্তার বলবে। নতুন ওষুধের নাম পাওয়াও আজকাল কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়। প্রত্যেক মেলে ডাক্তারের বাড়ী ওষুধের প্যাম্‌ফ্লেট আর স্যাম্পেলে একবারে ভরে যায়। এ সব হ'তে গোটা কয়েক ওষুধের নাম মুখস্থ ক'রে সে হপ্তার মত ছাড়তে থাক, বাস্! এখানে পাওয়া যায় কি না, ব্যবহারে ফল হয় কি না, সে সব দেখবার কোন আবশ্যক নাই! সেদিন ডাক্তার ন—আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে এসে, এমন একটা ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে যান্, যা সহরে কোন ডাক্তারখানাতেই পাওয়া গেল না; অবশেষে রাত্রি ৮টার সময় ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে সে ওষুধটার নাম কাটিয়ে, তার স্থানে অন্য ওষুধের নাম লিখিয়ে আনা হল, তবে রোগীর পেটে ওষুধ পড়ল।

বেয়ারা চা আনিয়া দিল। চা খাইতে খাইতে হরকিশোর কহিল—ওহে অনিল, নিতাই বাবুর সম্বন্ধে একটা কথা শোনা গেল। সেই হোটেলওয়ালার মেয়েটির মৃত্যুর কার নাকিণ আমাদের এই নিতাই বাবু। কথাটা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে ত চুপ ক'রে থাকা উচিত নয়।

অনিল—হাঁ, আমিও যে একটু না শুনেছি, এমন নয়! কিন্তু কথাটা যে সত্যি, আমার তা মনে হয় না। নিতাই বাবুর অফিসে মেয়েটা টাইপিষ্টের কায করত, সে খবর আমি রাখি; বোধ হয়, এই সূত্রেই কথাটা উঠে থাক্‌বে।

এই নিতাই যে অভাগিনী সুশীলার সর্ব্বনাশের কারণ, সে বিষয়ে দীনর

মনে কোন সন্দেহই ছিল না। নিতাইয়ের নাম উল্লেখ হওয়ায় দীনর মনে ঘৃণা ও প্রতিহিংসা যেন মূর্ত্তিমতী হ'য়ে দেখা দিল। তাহার মুখ চোখ মলিন হইয়া গেল। চোখ দিয়া যেন আগুনের ফুল্‌কি বাহির হইতেছিল।

দীন কহিল—দেখুন্, আপনারা যদি সমাজ থেকে, একটা নরকের পিশাচকে দূর করতে চান্, তা হ'লে, হয় ত, সে বিষয়ে আমি আপনাদের কিছু সাহায্য করতে পারি। অনিল, তুমি ত জান, আমি তার ছেলেটির চিকিৎসা করি; এই মেয়েটির মৃত্যুরহস্য যাতে প্রকাশ হয়, তার জন্য আমার আগ্রহ কতখানি?

হরকিশোর—নিতাই বাবু যে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট, আপনি কি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

দীন—এমন প্রমাণ পেয়েছি, যা কোন মতেই অবিশ্বাস করতে পারা যায় না। কি ক'রে পেয়েছি, বলি শুনুন—মেয়েটা বিষ খেয়েই, আমাকে ডেকে পাঠায়; আমি সেখানে যাবার আগেই তার মৃত্যু হয়। সে যে ঘরটিতে মরে, সেখানে আমার নামের একখানা চিঠি ও একটা শূন্য শিশি দেখ্‌তে পাই। শিশিটা অবশ্য আমি নাড়িনি—যেখানে ছিল, সেখানেই রেখে আসি, চিঠিখানা সঙ্গে ক'রে আনি। সে চিঠি এখনও আমার কাছেই আছে। এ চিঠিতে অপর একজনের বিষয়ে, কতকগুলি গোপনীয় কথা আছে ব'লে, আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি না। আমার কথায় বিশ্বাস করুন; এই চিঠিতে নিতাইয়ের নারকীয় ব্যবহার, খুব স্পষ্ট করেই লেখা আছে। আবশ্যক হ'লে আপনাদের দেখাতেও পারি।

হরকিশোর—না, না, আপনাকে দেখাতে আর হবে না। ব্যাপারটা মুখেই বলুন, তা হলেই হবে।

অনিল—আমিও অবশ্য তোমার চিঠি দেখতে চাই না, তথাপি নিতাইয়ের বিরুদ্ধে কি ভাবের প্রমাণ আছে, আপত্তি না থাকলে, আমাদের বল্‌তে পার।

দীন কিছুক্ষণ চিন্তার পর কহিল—না তোমাদের কাছে, সমস্ত বিষয় খুলে বল্‌তে আমার কোন আপত্তিই নাই। কি প্রমাণ পেয়েছি বলি শুন—সুশীলার যখন ১৭ বৎসর বয়স, তখন সে নিতাইয়ের অফিষে টাইপিষ্টের কাযে নিযুক্ত হয়। কিছু দিন যেতে না যেতে, তার প্রতি নিতাইয়ের মন আকৃষ্ট হয়। নিতাই মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার জিনিস কিনে সুশীলাকে উপহার দিতো। সুশীলা অফিষে আসবার পূর্ব্বে তার টেবিলের উপর ভাল ভাল গোলাপ রেখে দিতো। এর মধ্যে যে কোন মন্দ অভিপ্রায় আছে, সরলা বালিকা তা মনেও করতে পারেনি। পূজার পূর্ব্বে নিতাই সুশীলার মাইনে বাড়িয়ে দিলে, এবং তাকে একখানা বহুমূল্য বেনারশী সাড়ী উপহার দিল। নিতাই সুশীলার সঙ্গে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিতই কথাবার্ত্তা কইত। নিতাইয়ের ব্যবহারে, সুশীলার ধারণা হয়েছিল, নিতাই বাবু খুবই সদাশয় ব্যক্তি। নিতাইয়ের অফিষের যিনি হেড্‌ক্লার্ক, তাঁর নাম সত্যশরণ বাবু। ইনি খুবই নিরীহ প্রকৃতির মানুষটি। সুশীলা যখন প্রথম অফিষে আসে, কায-কর্ম্ম কিছু জানত না। সত্যশরণবাবু তাকে হাতে ধ'রে কাযকর্ম্ম শিখান। সত্যশরণ সুশীলার গুণে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তার কাছে এক দিন বিবাহের প্রস্তাব করেন। সুশীলা তা প্রত্যাখান করে। এতে সত্যশরণ বাবু মনে দারুণ আঘাত পেলেন বটে, কিন্তু তিনি নিতাই সম্বন্ধে সুশীলাকে সতর্ক ক'রে দেন। নিতাই যে তার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, সে কথাও জানিয়ে দিলেন। সুশীলা কিন্তু সত্যশরণের কোন কথাই বিশ্বাস করতে চাইল না। তার মনে হ'ল, বিদ্বেষ বশেই সত্যশরণ এমন কথা বল্‌ছেন। এতেও সত্যশরণবাবু সুশীলার প্রতি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হলেন না, বরঞ্চ এমন বল্লেন, যদি কখনও সে বিপদে পড়ে, তাঁর কাছে সাহায্য আবশ্যক হ'লে, সুশীলা তা অনায়াসে নিতে পারে।

এই ভাবে কিছু দিন কেটে গেল। নিতাই তার ভগ্নি ব'লে, একদিন

একটি স্ত্রীলোককে, সুশীলার সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিল। দেখ্তে দেখ্তে এই মেয়েটির সঙ্গে সুশীলার খুবই আত্মীয়তা জন্মাল। নিতাই, তার ভগ্নি ও সুশীলাকে নিয়ে রবিবারে রবিবারে ষ্টীমারে ক'রে বেড়াতে আরম্ভ করল। তার ভগ্নি সুশীলাকে মধ্যে মধ্যে তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করত। বড়-দিনের বন্ধের সময়, নিতাই তার ভগ্নিকে নিয়ে পুরী বেড়াতে যাবে, এইরূপ প্রকাশ কর্‌ল। পুরীতে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ীও নেওয়া হ'ল। নিতাইয়ের ভগ্নি সুশীলাকে তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে খুবই অনুরোধ কর্‌ল। সমুদ্র ও পুরী দেখার লোভ-সংবরণ না করতে পেরে, সুশীলা যেতে সম্মত হ'ল।

পুরীতে কয়েক দিন থাকার পর, নিতাইয়ের সেই কল্পিতা ভগ্নিটি একদিন সহসা অদৃশ্য হ'য়ে পড়্‌ল। অসহায়া হরিণী তখন দুষ্ট ব্যাধের জালে আবদ্ধ হ'য়ে পড়্‌ল।

পুরী হ'তে ফিরে এসে, সুশীলাকে আর নিতাইয়ের অফিষে দেখা গেল না। কোথায় গেল, অফিষের কেও তার কোন সংবাদ রাখল না।

কয়েক মাস পরে, সুশীলার এমন অবস্থা হ'য়ে দাঁড়াল, যাতে সত্য আর অপ্রকাশ থাকল না। সুশীলা তার বাপের কাছে সমস্ত কথা ব্যক্ত কর্‌ল। সুশীলার বাপ মেয়েটিকে খুবই ভালবাস্‌তেন; মানুষের চরিত্র যে কত দুর্ব্বল, সে কথাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তিনি মেয়ের উপর ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত না হ'য়ে, তাকে গোপনে একটি স্থানে রেখে দেন ও তার সেবার জন্য রীতিমত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

সুশীলার যখন বল ফিরে এল—শরীর প্রকৃতস্থ হ'ল, সে সময়, সে একদিন সত্যশরণ বাবুকে ডেকে পাঠায়। তিনি এলে, সুশীলা পুরী-যাওয়া হ'তে আরম্ভ ক'রে সমস্ত ঘটনা তাঁকে বলে, এবং তাঁর পরামর্শ চায়। সত্যশরণ শুধু যে পরামর্শ দিলেন, তা নয়, তিনি তলে তলে এমন কৌশল অবলম্বন

করলেন, যাতে নিতাইকে সুশীলা ও তার পুত্রটির প্রতিপালন জন্য মাস মাস ৪০৲ টাকা ক'রে দিতে বাধ্য হ'তে হয়। একখানা এগ্রিমেণ্ট লেখা হয়, সেখানা এখনও সুশীলার বাপের কাছে রয়েছে।

এই ঘটনার পর সত্যশরণবাবু অফিষে একদিন নিতাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধান। ঝগড়াটা শেষে এতদূর গড়িয়ে উঠে যে, সত্যশরণ বাবু তাঁর দোয়াত ছুড়ে নিতাইয়ের মাথায় এমন জোরে আঘাত করেন, যাতে নিতাইকে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যেতে হয়। সত্যশরণও সেই হ'তে অফিষ যাওয়া ত্যাগ করে। নিতাই সত্যশরণের নামে পুলিশ কোর্টে নালিশ করে। সত্যশরণ নিজেকে বাঁচাবার জন্যে উকীল দিলেন না, নিজেও তাঁর অনুকূলে কোন জবাব দেন না। বিচারে তাঁর ৩ মাস জেল হয়।

দীনর মুখে সুশীলার পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া, উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইলেন এবং কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনিল কহিল—এই চিঠিতে সাক্ষাৎভাবে যে নিতাইয়ের দোষ প্রমাণ হবে, আমার এমন মনে হয় না। তার পর এই চিঠির বলে যে, তাকে সমাজচ্যুত করতে চেষ্টা করবে, আমার বিবেচনায়, সেটাও খুব নিরাপদ ব'লে মনে হয় না। সে যে কি ভয়ানক লোক, তা তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছ। তাকে নাড়তে গেলে, সে যে ছেড়ে কথা কবে, এমন আশা, বোধ করি, কেও করতে পার না।

দীন কহিল—জেল হ'তে বেরিয়ে, এই সত্যশরণবাবুটি কোথায় আছেন, কি করেন, আমার জানতে ভারি ইচ্ছে করে।

অনিল—জানি না, আমি যাঁর কথা মনে কচ্ছি, তিনি কি না। লোকটা ভারী অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। শুনেছি আজ কাল নাকি কাগজে লিখতে আরম্ভ করেছেন; কোথায় থাকেন, তা অবশ্য আমি বলতে পারি না।

৩৪

সে রাত্রি দীন অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিল না। চেয়ারে বসিয়া সে কেবলই সত্যশরণ বাবুর সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিল। তিনি কোথায় আছেন, কি কায করেন, দেখিতেই বা কেমন, এই সব চিন্তায়, তাহার মন উদ্বেলিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার মনে হইতেছিল, এই সত্যশরণ বাবুর সঙ্গে দেখা করা, যেন তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কেন প্রয়োজন, তাহা সে মনের মধ্যে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না।

সুশীলার প্রেমে হতাশ হইয়াও, সত্যশরণ বিপদকালে সুশীলার একমাত্র সহায় হইয়াছিলেন; এই চিন্তায় দীনর মন সত্যশরণবাবুর প্রতি শ্রদ্ধায় না ভরিয়া থাকিতে পারিল না।

চেয়ার হইতে উঠিয়া বিছানায় যাইবার কালে, দীন দেখিল, টেবিলের উপর মাখনের লেখা একখণ্ড কাগজ রহিয়াছে। মাখন দীনর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, দেখা না পাইয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মাখন হয়ত সত্যশরণ বাবুর সন্ধান দিতে পারে, এই মনে করিয়া, দীন পরদিন সকালেই তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিল।

পরদিন সকালে কাপড় পরিয়া, দীন বাহির হইবার উদ্যোগ করিয়াছে, এমন সময় অনিল কহিল—কিহে? এত সকালে যাচ্ছ কোথায়? চা খাবে না?

দীন—চায়ের ত এখনও বিলম্ব আছে। একটি বন্ধুর সঙ্গে নিতান্ত দেখা করার আবশ্যক। "ঐ যে ট্র্যাম আস্‌ছে" এই বলিয়া সে যেই ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন সময় অনিল কহিল—ওহে দীন, একটু দাঁড়াও। এই কাগজখানা সঙ্গে ক'রে ন্যাও। ট্র্যামে বসে পড়ে দেখো।

কাগজখানি একখানা মাসিক পত্র।

ট্র্যামে উঠিয়া দীন কাগজখানার পাতাগুলি একবার উল্টাইতে লাগিল;

দীন দেখিতে পাইল, ইহাতে টাইপিষ্ট নাম দিয়া একটা গল্প বাহির হইয়াছে।

একবার তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া লইয়া, দীনর মনে হইল, গল্পটি পড়িবার যোগ্য। তখন সে মন দিয়া গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল। গল্পটির অর্দ্ধেক পড়া শেষ হইয়াছে, এমন সময় ট্র্যাম্ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে দীনকে নামিতে হইল।

মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকান ছিল; দীন সেখানে গিয়া, এক পেয়ালা চা দিতে বলিয়া গল্পের বাকিটা পড়িতে মন দিল। গল্পটি পড়া শেষ হইলে, দীনর মনে হইল, ইহার লেখক স্বয়ং সত্যশরণ ভিন্ন আর কেহই নহে। তখনও তাহার চা খাওয়া শেষ হয় নাই, এমন সময়, আরও তিনটি লোক কথা কহিতে কহিতে ঘরে প্রবেশ করিল।

তাহাদের মধ্যে একজন কহিল—নিতাই যদি ওকে একবার বাগে পায়, তা হ'লে বাছাধনের গল্প লেখা একই ঘুঁসীতে শেষ ক'রে দেয়।

এই বলিয়া সে টেবিলের উপর জোরে একটা ঘুঁসী মারিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল—তার কোন মানে নাই, সে বার ওর হাতে নিতাইয়ের কি নাকালটাই না হয়েছিল!

প্রথম—তা, মাথায়, অমন ক'রে ভারী দোয়াত ছুড়ে মারবে, নিতাই তা জানবে কি ক'রে? বীর ত ভারী? শরীরটা রুগ্ন, শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নাই, মস্ত হেঁড়ে মাথাটা। মানুষটা আধ পাগলা।

দ্বিতীয়—নিতাই এ গল্পের কথা শুনেছে কি না, বলতে পার?

প্রথম—হাঁ শুনেছে। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে।

তৃতীয়—যাই বল, পাগলটা লিখেছে বেশ।

প্রথম—ভাল হোক্, মন্দ হোক্, বাছাধনকে এজন্যে বিপদে পড়তে হবে, সেটা নিশ্চিৎ।

সহসা দীনর দিকে দৃষ্টি পড়ায়, আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দীন ইহাদের কথাবার্ত্তা মন দিয়াই শুনিতেছিল। ইঁহারা যে নিতাইয়ের পরিচিত লোক, সে বিষয়ে তাহার মনে কোন সন্দেহই রহিল না। তাহারা আরও কি বলে, শুনিবার জন্য, দীন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল; কিন্তু তাহারা এত আস্তে আস্তে কথা বলিতেছিল যে, দীন কোন কথাই শুনিতে পাইল না।

কাগজখানা বন্ধ করিয়া, সে তখন মাখনের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল।

মাখনের নিকট সত্যশরণ কোথায় থাকেন, দীন সে সম্বন্ধে কোন সন্ধানই পাইল না। দীনর আগ্রহ দেখিয়া মাখন আশ্চর্য্য মনে করিতে লাগিল।

মাখন কহিল—এ লোকটা কোথায় থাকে, তা জেনে, আপনার লাভ যে কি, তা ত আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। যে লোক সাধারণের নিকট হ'তে আপনাকে গোপন রাখতে চায়, তাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করাই বা কিসের জন্যে, বলুন ত? দীন বাবু, আমার কথা শুনুন, এ চেষ্টা ত্যাগ করুন। হয় ত এতে আপনার অনিষ্ট হ'তে পারে। অনর্থক পরের বোঝা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে, বিপদকে ডাকার কি আবশ্যক?

দীন—এ বোঝা যে কার বোঝা, এবং আমি এ বোঝা কি ভাবে গ্রহণ করেছি, তা যদি জানতেন, তা হ'লে এত সহজভাবে এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারতেন না! এ বোঝা সুশীলা মরবার সময় দিয়ে গিয়েছে, একে উপেক্ষা করা, আমার সাধ্যের অতীত। তার নির্দ্দোষ, নির্ম্মল জীবন যে পাষণ্ড খেলার ছলে পদদলিত করেছে, সে এখনও ভদ্র সমাজে মুখ দেখাচ্ছে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পাচ্ছি না! আমি তাকে সাধারণের কাছে প্রকাশ করবই, এতে আমার যাই কেন ঘটুক না। সত্যশরণ ভিন্ন এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারে, এমন ত দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখি না।

মাখন—দেখছি, তুমি একবারে ধনুকভাঙ্গা পণ করে বসেছ; আচ্ছা তাই হোক্। সফল হও, এই প্রার্থনা করি!

৩৮

রাত্রে আহার করিতে করিতে অনিল কহিল—দীন, তোমার রকম ত কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাপার কি বলত? এখানে আর বেশী দিন থাকতে বুঝি মন নাই?

অনিলের পিতৃগৃহে যে উদ্দেশে তাহার আসা, দীন কয় দিন হইতে সে কথা, এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। অনিলের কথায় তাহার মনে হইল, হয় ত তাহার ব্যবহারে, ইহারা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে।

দীন কহিল—এখানে বোধ হয় বেশী দিন থাকা আমার পক্ষে ঘটবে ব'লে, মনে হয় না। আমার মনের এখন যেমন অবস্থা, তাতে আমাকে দিয়ে কায পাওয়া তোমাদের পক্ষে, অনেকটা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে রসময় বাবু যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট হ'ন্, সে জন্য তাঁকে দোষ দিতে পারি না।

অনিল—না হে, তা নয়। তুমি যে কাযে অবহেলা কচ্ছ, সে কথা বাবাও ভাবেন নি, আমরাও না। কথাটা এই, তুমি ভেবে ভেবে শরীরের অবস্থাটি যেমন ক'রে তুলছ, তাতে শীগ্‌গির একটা ব্যারাম না হ'য়ে যাবে না। তুমি যেন দিন দিন বুড়ো হয়ে পড়ছ! এ ত ভাল নয় দীন!

দীন—তার কারণটাও ত সামান্য নয় অনিল? তোমাকে সব কথা বলা হয়নি। বলি শোন—আমার মনে হয়, আমার সঙ্গে যদি সুশীলার পরিচয় না হ'ত, তা হ'লে বোধ করি, সে এমন ক'রে আত্মহত্যা ক'রত না। সে আমাকে ভালবেসেছিল—যথার্থই ভালবেসেছিল! তোমরা বুঝতে পারবে না, এই শোচনীয় পরিণাম আমার প্রাণে কি গভীর বেদনা দিয়েছে! নিতাইকে

আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না। সুশীলার সর্ব্বনাশের প্রতিহিংসা আমাকেই নিতে হবে ; তা না হ'লে, আমার মনের আর শান্তি নাই।

দীন—তা না হয়, বুঝলেম। কিন্তু কাযটা যে কত কঠিন, সেটাও একবার ভেবে দেখ। ওকে জব্দ করবে, তুমি কিসের বলে ? তোমার যে সব প্রমাণ আছে, তাতে ত ওকে জেলে দেওয়া যায় না। সমাজে অপদস্ত করবে, ভাবছ ; তা পার বটে ; কিন্তু যার আত্মসম্মান-জ্ঞানই নাই, তার আবার অপমান কি ?

অনিল নানা প্রকারে দীনকে নিবৃত্ত হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। সে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা তাহাকে করিতেই হইবে।

তখন অনিল কহিল—আচ্ছা, যে কাগজে, গল্পটা বার হয়েছে, তার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয় ? সম্পাদক হয় ত সত্যশরণ কোথায় থাকেন, বলবে না ; তথাপি চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ নাই।

দীন—এ ত খুব ভাল যুক্তি ব'লেই মনে হচ্ছে। আমি কালই সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করব। এতে আর কোন ফলও যদি না হয়, নিতাইয়ের দ্বারা সত্যশরণ বাবুর ক্ষতি হওয়ার সম্ভব, এ সংবাদটাও ত দিতে পারব।

অনিল—এতটা উদ্যম আর বুদ্ধি যদি নিজের ব্যবসায়ের দিকে খাটাতে, তা হ'লে, ভবানীপুর অঞ্চলে, দীন ডাক্তারের নাম লোকের মুখে মুখে শোনা যেতো। শক্তি ও যোগ্যতা যথেষ্টই আছে, কিন্তু তার অপব্যবহারও এমন আর কোথাও দেখিনি !

দীন—অনিল, এ তুমি ঠিক কথা বলছ না। জানই ত অধিকাংশ ডাক্তার যে প্রণালীতে চিকিৎসা করেন, আমার প্রণালী তা হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। চিকিৎসাবিষয়ে আমার আদর্শ, আমার প্রিন্‌সিপেল এদের হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি যদি আমার আইডিয়ালকে খাট না করি, আমার প্রিন্‌সিপেলের

পরিবর্ত্তন না করি, তা হ'লে এদের মত ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। আমি যে মতে চলতে চাই, যে রীতি অবলম্বন করতে চাই, লোকে তার মর্ম্ম ঠিক বুঝবে না। আমার সমব্যবসায়ীরাও স্বার্থহানির ভয়ে আমার প্রতিকূল হবেন। এ হ'তেই হবে—না হ'য়ে যায় না। আমার কি ধারণা বলি, শোন—সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, সাধারণের মন হ'তে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে, তাদের যে সব ভুল সংস্কার আছে সেগুলি দূর ক'রে দেওয়াই ডাক্তারের প্রধান কার্য্য। ডাক্তার শব্দের অর্থই হচ্ছে আচার্য্য,— যিনি আচার শিক্ষা দেন। তুমিই বল, ডাক্তার মহাশয়েরা কি তা কচ্ছেন ? এখন ডাক্তার-দের আচার্য্য বলা চলে না, ঔষধের ব্যবস্থাপক বল্‌লে, ঠিক বলা হয়। আচার্য্যের উচ্চ পদবী হ'তে ঔষধবণ্টকের পদে অবরোহণ—এ বড় সামান্য হীনতার কথা নহে ! কোথায় এঁরা লোকের মন হ'তে ওষুধের কুসংস্কার দূর করতে চেষ্টা করবেন ? না, অন্যায় ভাবে, অকারণ ওষুধ দিয়ে, সংস্কারটা তাদের মনে আরও বদ্ধমূল করে দিচ্ছেন ! লোকের সর্ব্বনাশ হচ্ছে, আর নিজেদেরও দিন দিন অধোগতি ঘটছে !

অনিল—ওহে দীন, তোমার আদর্শ নিয়ে কায করতে গেলে, তুমি যে কিছু করতে পারবে, আমার তা একেবারেই মনে হয় না। তোমার প্রিন্‌সিপেল্ একটু বদলালেই যদি দু'পয়সার মুখ দেখতে পাও, ক্ষতি কি তাতে ? লেখা পড়া শিখেছ, বুদ্ধিও আছে ; কেবল "আদর্শ" "আদর্শ" ক'রে জীবনটা ব্যর্থ করতে বস্‌লে হে ? তুমি কি মনে কর, চিকিৎসা ব্যবসায়ের সংস্কার করা তোমার সাধ্যের মধ্যে ? এ শুধু তোমার অরণ্যে বিলাপ করা হচ্ছে না ?

দীন কোন কথা কহিল না। সে মনে মনে শুধু আকাশকুসুম সৃষ্টি করিতেছিল, এবং ভাঙ্গিতেছিল। তাহার আইডিয়াল্ কার্য্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য, তাহা সে পূর্ব্বেই টের পাইয়াছে, কিন্তু সে যে এতটা দুঃসাধ্য, তাহা জানিত না। আজ অনিলের কথায়, তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল।

কিন্তু দুঃসাধ্য বলিয়াই কি সে তাহা ত্যাগ করিবে? কখনই না, কখনই না। তাহার আদর্শ, তাহার প্রিন্‌সিপেল ত মিথ্যা জিনিস নহে। এ ত খেয়াল নয়—এ যে সত্য, সম্পূর্ণ সত্য।

দীন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—কোন প্রকার অশুভ কল্পনাকে সে কিছুতেই মনে স্থান দিবে না। যিনি যতই বলুন, কিছুতেই না। সম্মুখে পথ সুদীর্ঘ এবং পথ দুর্গমও বটে। আশার পাথেয় দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া, তাহাকে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। এই আশা ও বিশ্বাসকে সে কিছুতেই কোথাও লেশমাত্র শূন্য হইতে দিবে না।

অনিল কহিল—ব'সে ব'সে একমনে ভাবছ কি বল ত? তোমার আইডিয়াল যতই সত্যি হোক, ঘুমটা যে তার চেয়ে সত্যিকার, তার আর কোন ভুল নাই; অতএব এখন উঠ, রাত যে অনেক হয়েছে।

৩৬

পরদিন সকালে, দীন সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য, তাঁহার অফিষে গিয়া উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটি ছোকরাগোছ বেয়ারা আসিয়া, তাহাকে সম্পাদকের ঘরে লইয়া গেল।

সম্পাদক মহাশয় তখন রাশিকৃত কাগজের মধ্যে বসিয়া, তাঁহার কাগজের জন্য লেখা বাছিতে ব্যস্ত ছিলেন। দীন যে আসিয়াছে তিনি তাহা লক্ষ্যও করিলেন না—আপন মনে লিখিয়াই যাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর কাগজ হইতে মুখ' না তুলিয়াই, গম্ভীর স্বরে দীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কি প্রয়োজনে আগমন?

দীন—আমার প্রয়োজনটা একটু অদ্ভুত রকমের।

একটু ক্রুদ্ধস্বরে সম্পাদক কহিলেন—

আপনার কি প্রয়োজন বলুন; অদ্ভুত কি না আমি বুঝব। দেখছেন ত আমার একেবারে অবসর নাই।

এই বলিয়া টেবিলের উপর আঙ্গুলের টোকা মারিতে মারিতে তিনি দীনর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন।

লোকটি মাথায় খাট; বেশ স্থূল পুষ্ট দেহ; মুখখানা চতুষ্কোণ; মাথায় কোনকালে যে চুল ছিল, তাহার সাক্ষীস্বরূপ একগাছ চুলও অবশিষ্ট নাই। মেজাজটা কিছু রুক্ষ; কিন্তু আসলে মানুষটা মন্দ নয়। তাঁহার কাগজে যাহারা লিখিয়া থাকেন, তাহাদের যোগ্যতানুসারে, ইনি যথেষ্ট অর্থ দিয়া থাকেন। লেখকদের বঞ্চিত করিয়া সর্ব্বস্ব নিজের পকেটস্থ করা ইনি একেবারে পছন্দ করেন না।

দীন কহিল—আমি সত্যশরণ বাবুর সন্ধানে এসেছি, যিনি আপনার কাগজে মধ্যে মধ্যে লিখে থাকেন।

সম্পাদক—সত্যশরণ ব'লে কোন ব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত আমার কাগজে কখনও লিখেনি।

দীন—তবে কি আপনি বল্‌তে চান, 'টাইপিষ্ট' গল্পটা সত্যশরণ বাবুর লেখা নয়?

সম্পাদক—আমি যা বলেছি, তার অধিক নতুন কথা বল্‌তে পারি না।

দীন—এ গল্পের বর্ণিত বিষয়, এক সত্যশরণ বাবু, আর এক আমি জানি। আমাদের দু'জনের কেউ না লিখলে, অপরের দ্বারা এ অসম্ভব।

কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব রহিল। সম্পাদকের ভাবে বোধ হইল, তিনি দীনর কথা একেবারে উড়াইয়া দিতে সাহস করেন না। তিনি দীনর দিকে চাহিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন।

দীন একখানা চেয়ার টানিয়া, উপবেশন করিলে, সম্পাদক কহিলেন—আপনি সত্যশরণবাবু সম্বন্ধে আমার কাছে যতটুক জানুতে চেয়েছেন, তার চেয়ে বেশী জানা আপনার মনোগত অভিপ্রায়, কেমন নয়? সত্যশরণ বাবু আপনার কেও হয় নাকি?

দীন—না, তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি তাঁকে চোখেও কখনও দেখিনি। আমি তাঁর বিষয় যা শুনেছি, তাতে তাঁর উপর আমার বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মেছে।

সম্পাদক—দেখুন, ডাক্তার বাবু, আপনি যে সত্যশরণ বাবুর হিতৈষী, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই! এখানে তিনি কোথায় থাকেন, সে কথা আপনাকে আমি কিছুতেই বল্‌তে পারি না। সম্পাদকের দায়িত্বই এইরূপ।

দীন—এর উপর আর আমার কথা চলে না। তথাপি তাঁর সম্বন্ধে একটা কথা যদি আপনাকে না বলি, তা হ'লে খুবই অন্যায় হয়। যদি দরকার বিবেচনা করেন তাঁকে জানাতে পারেন। তাঁকে বলবেন, টাইপিষ্ট গল্প লেখার জন্য, তাঁর শত্রু হয়েছে—সুবিধা পেলে তাঁর অনিষ্ট করতে পারে।

সম্পাদক—টাইপিষ্ট গল্প আপনি তা হ'লে জানেন। বোধ হচ্ছে—এ গল্পের পাত্রদের মধ্যে আপনিও একজন, কেমন ঠিক ধরেছি কি না? এ সম্বন্ধে যা যা জানেন আমাকে বলতে পারেন। তাতে লেখকের উপকার, আমার উপকার, এবং আপনারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

দীন—আমার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, আপনি কি করে জানলেন? সত্যশরণ বাবু কোথায় থাকেন, সে কথা বল্‌লে যদি আপনার বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ হয়, এ গল্পটির মূল ঘটনা সম্বন্ধে, আমি যদি আপনাকে কিছু বলি, তা হ'লে, আমারও দশ গুণ বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়—শুধু লেখকের কাছে নয়, আরও এক জনের কাছে।

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। তাহার পর সম্পাদক কহিলেন-তা হ'লে গল্পটা সত্যি?

দীন—যতদূর সত্য হ'তে হয়।

সম্পাদক—আর বোধ করি আপনি এর একজন প্রধান পাত্র।

দীন কোন উত্তর করিল না।

সম্পাদক—আপনার ভাবে বোধ হয়, কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। যাই হোক্, আপনি বরঞ্চ এক কায করুন। আপনার নাম ও ঠিকানাটা দিয়ে যান। সত্যশরণ বাবুর সঙ্গে আমার আজ দেখা হওয়ার সম্ভব। দেখা হ'লে আপনার কথা পাড়ব। কি হয় না হয়, ওঁর চিঠিতেই জান্‌তে পারবেন।

দীন—আপনি যদি এতটা অনুগ্রহ করেন, তা হ'লে সত্যশরণ বাবুর সঙ্গে দেখা যে হবে, তার আর কোন সন্দেহ নাই।

সম্পাদক—সম্ভব। কিন্তু তাও বলি, দেখা করতে পাবেন বলেই, মনে করবেন না, আপনার সব গোল শেষ হ'ল। এ বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না—দেখা হ'লেই টের পাবেন। আজকার মত এই পর্য্যন্ত ; নমস্কার।

৩৭

এ ঘটনার দুদিন পর দীন সত্যশরণের পত্র পাইল। সত্যশরণ সেইদিনই বেলা ২টার সময় দেখা করিতে লিখিয়াছে ও পত্রের মধ্যে তাঁহার নাম ও ঠিকানা লেখা একখানা কার্ডও পাঠাইয়াছেন। সত্যশরণ বাবুর পত্র ছাড়া দীন আর একখানা পত্র পাইয়াছিল—সেখানি ডাক্তার মিত্রের। মিত্রের পত্রখানি অন্য সময়ে পড়িবার জন্য রাখিয়া দিয়া, দীন তাড়াতাড়ি অনিলের কাছে ছুটিয়া গেল।

দীন কহিল—ভাই অনিল, সম্পাদক ত সত্যশরণ বাবুর সহিত আমার দেখা করার সুবিধা ক'রে দিয়েছেন। আজ ২টার সময় দেখা করতে হবে।

অনিল—তোমার এ সংবাদে আমি খুসী হতে পারলেম্ না।

দীন—কেন? আমার কি অপরাধ?

অনিল—অপরাধ এই যে, তুমি শীগ্‌গির আমাদের মায়া কাটিয়ে,

সরে পড়বে। তোমার প্রিন্‌সিপেল ভেঙ্গে এখানে থাক্‌তে তোমার কন্‌শেন্‌স্‌ কখনই বলবে না। তবে যে এতদিন আছ, সে এই সত্যশরণের অনু-সন্ধানের জন্যে।

দীন—সত্যি বল্‌তে কি, আমি আস্‌ছে মাস হ'তে, আর কায করব না, এইরূপ সংকল্প করেছি।

অনিল—সে আর আমার জানতে বাকি নাই। এখন উঠি, দিনগত, পাপক্ষয় ক'রে আসি—মক্কেল এল কিনা দেখি একবার।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। দীন তখন ডাক্তার মিত্রের চিঠি পড়িতে মন দিল। অন্যান্য অনেক কথার পর ডাক্তার মিত্র ঔষধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

ওষুধের ব্যবহার সম্বন্ধে তুমি যে সব কথা লিখেছ, তার অনেক কথাই ঠিক হলেও, তুমি যে এ নিয়ে একটু বাড়াবাড়ী না কচ্ছ, কে বলতে পারে? তোমার সব যুক্তিই যে ঠাণ্ডা মাথা হ'তে বেরিয়েছে আমার তা মনে হয় না। ওষুধের বিরুদ্ধে তোমার মাথায় একটা খেয়াল চেপেছে, আমার এই বিশ্বাস। খেয়ালের বশে মানুষ অনেক সময় সত্য পথটি দেখতে পায় না। ভাল ওষুধের সংখ্যা বেশী নয়, এ কথা আমি খুবই স্বীকার করি। আমি যে সব ওষুধ ব্যবহার করি, তা বোধ করি আঙ্গুলে গোনা যায়! আশ্চর্য্য এই যে, তাও দিন দিন কমছে বই বাড়ছে না! তথাপি আমি একথা খুবই জোর ক'রে বলতে পারি, দু-চারটা ভাল ওষুধ যা আছে, চিকিৎসাকালে অনেক সময় সে গুলি না হ'লেই চলে না। খারাপ ওষুধের মত, ভাল ওষুধের খারাপ ব্যবহার আছে। আমি দেখেছি, আমাদের মধ্যে যশস্বী বিচক্ষণ চিকিৎসকের কেমন অভ্যাস, চিকিৎসাকালে তাঁরা রোগটির কথাই ভাবেন, রোগীটির কথা নয়। কেতাব হ'তে রোগটির একটা ছবি যেন তাঁদের মনের মধ্যে আঁকা থাকে। রোগী দেখবার সময় রোগটির সেই চিত্রটা তাঁদের চোখের সামনে নাচতে

থাকে। রোগীর ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ও তার প্রকৃতি অনুসারে কেতাববর্ণিত রোগটির কত রকমেরই যে রূপান্তর হওয়া সম্ভব, এ কথাটি তাঁরা ভেবেও দেখতে চান না। আশা করি তুমি কখনও এ দোষ করবে না।

যথার্থ ভাল ওষুধ যে কয়টি আছে, সে কয়টিকে চিনে নিয়ে, তারই মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা কর। শুধু তা নয়, এই ভাল ওষুধকটিরও যাতে অপব্যবহার না হয় সেদিকেও সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখবে। দশজন ওষুধের অপব্যবহার কচ্ছে ব'লে সমস্ত ফার্ম্মেকোপিয়াখানা যে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, তার কি মানে আছে ?

খেয়ালী লোকের মাথা দিয়ে অনেক সময়, খুব ভাল আইডিয়া ও প্রিন্সিপেল্ বার হয় বটে, কিন্তু তারা সেটাকে কাযে লাগাতে পারে না। কাযে লাগায় তারা, যাদের মাথা ঠাণ্ডা। তুমি বেশ মাথা ঠাণ্ডা রেখে তোমার প্রিন্সিপেল্ কাযে লাগাতে চেষ্টা কর, না হলে, লোকে তোমাকে খেয়ালীর দলে ফেল্‌বে। খেয়ালের ভাল দিকও আছে, মন্দ দিকও আছে, এ কথাটি বেশ ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ।

পত্রপাঠ শেষ হইলে, দীন মনে মনে কহিল,—আমি যে কত ক্ষুদ্র, কত অনভিজ্ঞ, ডাক্তার মিত্র কি অদ্ভুত কৌশল ক'রে আমাকে তা বুঝিয়ে দিলেন। খেয়ালী ? তার মানে নিজের প্রিয় আইডিয়ার অন্ধ পক্ষপাতী। আমি যে খেয়ালী নই তাই বা কে বল্‌তে পারে ?

৩৭

লেখকদের মধ্যে এক শ্রেণী লোক আছেন, যাঁহারা শুধু লিখিতেই পারেন, ভাবিতে পারেন না। আবার আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন, যাঁহারা ভাবিলে ভাবিতে পারেন, কিন্তু ভাবেন না, যেহেতু তাহাতে সময়ের আবশ্যক করে। এই দুই শ্রেণী লেখকের লেখার যেন বিরাম নাই। ইহাঁদের লেখার স্রোতে সাহিত্য-জগৎ পরিপ্লাবিত। ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে,

রেলে ষ্টীমারে, যেখানেই যাও, ইহাঁদের কীর্ত্তির পরিচয় পাইবে। ইহাঁদের লিখিত পুস্তকের নামও যেমন অদ্ভুত, তাহাদের বাহির চাকচিক্যও তেমনি অদ্ভুত। মাসিক পত্র খুলিয়া দেখ, বহুবিধ চিত্রসমন্বিত ক্ষুদ্র গল্পে ও ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের মধ্যে ইহাঁদের দেখিতে পাইবে।

সাধারণ পাঠক চিন্তার কোন ধার ধারে না ; যাহা পড়িতে গেলে ভাবিবার আবশ্যক, সেরূপ গ্রন্থ বা লেখা তাহারা পছন্দই করে না। এই কারণে, এই সব লেখকের পাঠকের অভাব হয় না। পাঠকদের অনুগ্রহে, ইহাঁরাই এখন সার্কুলেটিং লাইব্রেরী ও বাঙ্গালার অন্তঃপুরের এক রকম রাজা বলিলেই হয়। ফলতঃ ইহাঁরা যে লোকপ্রিয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই লোকপ্রিয়তাই আবার অনেক সময় উচ্চ অঙ্গের যোগ্যতা বলিয়া ভুল না হয়, এমন নহে।

তাই বলিয়া ভাল লেখক যে একেবারে নাই, এমন নয়। অবশ্য ইহাঁদের সংখ্যা বেশী নয়। ইহাঁরা যা কিছু লেখেন, গভীর চিন্তা করিয়াই লিখেন। ইহাঁরা লিখেন কম, কিন্তু যাহা লিখেন, তাহাতে ভাবের দৈন্য থাকে না।

"টাইপিষ্ট" গল্পের লেখক সত্যশরণ বাবু এই শ্রেণীর একটি লেখক।

সত্যশরণ বাবু সার্পেণ্টাইন্ লেনে বাস করেন। দীন তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বেলা ২টার সময় এই গলি দিয়া চলিতেছিল। রাস্তাটা সর্প-গতির ন্যায় এঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। দু-ধারে দোতালা বাড়ী দাঁড়াইয়া। কলিকাতার কর্ম্ম-কোলাহল এখানকার শান্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। সহরের অন্যান্য অংশের মত, এখানে এ সময়, গাড়ী ঘোড়ার তেমন উৎপাত নাই। লোক-চলাচলও তেমন অধিক নয়। স্থানটি অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ও নিস্তব্ধ বলিয়া, সত্যশরণ বাবু এখানে বাসা লইয়াছেন।

দীন তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দরজার কড়া নাড়িল ; কিছুক্ষণ মধ্যেই একটা বেয়ারা আসিয়া দীনকে সত্যশরণ বাবুর কাছে লইয়া গেল। দীন দেখিল,

টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়া, সত্যশরণ বাবু এক মনে কি যেন ভাবিতেছেন। দীন যে ঘরে প্রবেশ করিল, তাহা জানিতেও পারিলেন না। একটু অপেক্ষা করিয়া দীন কহিল,—আপনার চিঠি-অনুসারে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি।

সত্যশরণ বাবু অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার একখানি হাত তখনও টেবিলের উপর। অন্য হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে সত্যশরণ কহিলেন—হাঁ। মনে পড়েছে বটে। আপনাকে এই সময়েই ত আস্‌তে লিখেছিলাম। একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আপনার সঙ্গে কথা কচ্ছি।

এই বলিয়া দীনর দিকে হাত বাড়াইয়া, বসিতে সঙ্কেত করিলেন।

দীন তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যশরণ বাবু মাথাটা একটু নত করিয়া, ডান হাত দিয়া, ধীরে ধীরে কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কি যেন মনে আনিতে চেষ্টা করিলেন। কিছুক্ষণ পর, দীনকে কিছু না বলিয়া, টেবিলের একটা দেরাজ খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, দীনকে শুনাইতে লাগিলেন—

"বাবা ও আপনি ছাড়া, শেষে আর একজন অকৃত্রিম বন্ধু পেয়েছিলাম। ইনি আমার খোকার চিকিৎসা করেন।"

এইটুকু পড়িয়া, সত্যশরণ আর পড়িলেন না চিঠিখানি দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিলেন। ইহার পর উভয়ে কিছুক্ষণের জন্য পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয়, উভয়ের উভয়ের কাছে যেন কিছু বলিবার আছে, কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। শেষে সত্যশরণ কহিল—আপনিই বুঝি—এইটুকু বলিয়া আর বেশী বলিতে পারিলেন না।

দীন ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ইহার পর দুই জনে দুইখানি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল। কেহ কোন কথা কহিল না। টেবিলের এক ধারে সত্যশরণ, অন্য ধারে দীন বসিয়া। যৌবনের আশা, উদ্যম এবং বিশ্বাস যেন দীনর মুখে ফুটিয়া আছে। দীন বৈজ্ঞানিক হইলেও, তাহার প্রকৃতিটা অনেকটা দার্শনিকের মত। এই মাথামোটা, খর্ব্বকায় লোকটির কাছে, তথাপি সে নিজকে অতিশয় তুচ্ছ মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না। এ ব্যক্তি তাহার স্বপ্নাবিষ্টের মত ঢুলু ঢুলু চক্ষু দুটি দিয়া চাহিয়া চাহিয়া কি যে ভাবিতেছে, দীন তাহা কল্পনাও করিতে পারিল না। ইহাঁর আকার প্রকার, ভাব ভঙ্গী, ইহাঁর জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস, সকলই যেন দীনর নিকট একটা মস্ত রহস্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

দীন যখন সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে, সম্পাদক বলিয়াছিলেন সত্যশরণ বাবু দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতির লোক। সম্পাদক যে একটুও মিথ্যা বলেন নাই, দীন তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম্ করিল।

এখন কি করা যায়? কিছু না বলিয়াই বা সে অমনি উঠিয়া যায় কি করিয়া? লোকটিকে ত একবার বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহাঁর স্বপ্নই বা ভাঙ্গে কি করিয়া? দীন মনের মধ্যে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছিল, এমন সময় তাহার হাতে ঠেকিয়া, টেবিল হইতে একখানি পুস্তক মাটিতে পড়িয়া গেল। বই পড়ার শব্দ কাণে প্রবেশ করায়, সত্যশরণ বাবুর মনটা স্বপ্নরাজ্য হইতে যেন বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিতে পারিল।

তিনি দীনর দিকে একবার চাহিয়া, কি যেন ভাবিলেন; তাহার পর

আপনাদের ব্যবসাটি চমৎকার, খুব মহৎ—লোকের জীবনদান!—ভারী পুণ্যের কাজ! আমার কিন্তু অনেক সময় মনে হয়, আপনারা অনেক জ প্রাচীন প্রথা এখনও ত্যাগ করতে পারেন নি। কুসংস্কারের মত, সেগুলি এখনও আপনাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে বিরাজ কচ্ছে।

দীন একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া কহিল—আমাদের ব্যবসা দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান যে সব ফিজিক্যাল ল (physical law) আবিষ্কার করে, আমরা সেই সব কাজে লাগাতে চেষ্টা করি মাত্র। বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা আছে; সেই হিসাবে আমাদের কাজের মধ্যেও অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে। কিন্তু কুসংস্কার আছে, সে কথা বলা যায় না।

সত্যশরণ একটু হাসিয়া কহিলেন—দেখছি কুসংস্কার শব্দটিতে আপনার বিশেষ আপত্তি আছে; ভাল, ও শব্দটি নাই বা ব্যবহার করলেম। আপনি এ কথা অবশ্য স্বীকার করেন, আপনারা চিকিৎসাকালে এমন অনেক কাজ করেন, যা আপনাদের বিজ্ঞান ঠিক অনুমোদন করে না। বিজ্ঞানের সঙ্গে, আপনাদের ব্যবসাটি ঠিক যেন দৌড়িয়ে উঠতে পাচ্ছে না। ভাববেন না, আমি কিছুমাত্র না ভেবে চিন্তিয়ে, না জেনে শুনে, নিজের একটা মত প্রকাশ কচ্ছি। দীর্ঘকাল নিজে রোগে ভুগে, তবে আমার এই ধারণাটি জন্মিয়েছে।

দীন কহিল—আপনার শরীর দেখে মনে হয়, আপনি যে বেশ সেরে উঠেছেন, তা নয়।

সত্যশরণ—হাঁ, তা বটে। তবে আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি। আমার যখন অসুখ হয়, একটি বন্ধুর কথায়, একটি ডাক্তারের কাছে যাই, তাঁর নামটা নাই বা করলেম। এই মাত্র জানবেন, সহরে তিনি নিতান্ত কম পরিচিত নন্। আমার তখন কি হ'ত জানেন? রাতই বা কি, দিনই বা কি, কোন সময়েই একটুও ঘুম হতো না। এর জন্যে খুবই মাথা ধরত। লেখাপড়া এমন কি একটু চিন্তা করা পর্য্যন্ত, অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তারটি আমাকে ঘুমের জন্যে একটা ওষুধ ব্যবস্থা করেন। ওষুধটা খেয়ে বহুদিন পর আমি ঘুমের মুখ দেখলেম। আমার কি আনন্দ, আর কি আরামই যে হ'ল তা আর আপনাকে কি বলব! এক সপ্তাহ ওষুধটা ব্যবহার ক'রে আমি ক্রমে দেখতে পেলাম, যে মাত্রায় ওষুধটা খেতে আরম্ভ করেছিলাম,

সে মাত্রায় খেলে আর ঘুম হয় না—খানিকটা উত্তেজনা হয় মাত্র। সে সময় আমার কল্পনার দ্বার যেন খুলে যেতো। ভাবের পর ভাব এসে, যেন আমার কলমের আগায় সার বেঁধে দাঁড়াত। এই ওষুধের উত্তেজনায়, আমি অতি সহজে অনেক লিখতে পেরেছিলাম। আমার শেষে এমন অভ্যাস হ'য়ে দাঁড়াল যে, ওষুধটা না হ'লে যেন চল্‌ত না। এইটি যখন টের পেলাম, তখন আর একটি ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি আমার সম্বন্ধে যা কিছু জান্‌বার, প্রশ্ন ক'রে ক'রে একে একে সব জেনে নিলেন। তার পর, আমাকে কি করতে হবে না হবে, কি খেতে হবে না হবে, কি ক'রে স্নান করতে হবে, কতক্ষণ কোন সময় বাহিরে থাকতে হবে, এ সব বিষয়ে বাঁধা বাঁধি নিয়ম ক'রে দিলেন। ওষুধের ধার দিয়েও গেলেন না। আমিও তাঁর উপদেশ মত এক ফোঁটাও ওষুধ না খেয়ে, দিব্যি আরাম হ'য়ে উঠলেম। প্রথমেই যদি এঁর কাছে যেতাম, তা হ'লে, আমার এই কর্ম্মভোগটা আর হ'ত না। ও! ওষুধের নেশার বশে যে কটা দিন ছিলাম, আমি জীবনে তা ভুলতে পারব না! আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন, ওষুধের উত্তেজনায় আমি যা কিছু লিখেছিলাম, সুস্থ হ'য়ে দেখি, সেগুলো কিছুই হয় নি! এর না আছে ভাব, না আছে ভাষা। শেষে সেগুলো আগুনে ফেলে দিয়ে, নিশ্চিন্ত হই।

দীন—এ ঘটনা হ'তে আপনি কি ক'রে সিদ্ধান্ত করলেন, আমাদের ব্যবসায়ে কুসংস্কার আছে? আপনি যাঁর কাছে প্রথমে গিয়েছিলেন, তিনি আপনাকে একটা শক্তিশালী ওষুধের ব্যবস্থা করেন, আপনি তার অপব্যবহার ক'রে কষ্ট পেয়েছেন মাত্র। এতে কুসংস্কারের কথাই আস্‌তে পারে না।

সত্যশরণ—না, তা ঠিক আসে না বটে, কিন্তু আমি যে আমায় নিজের ঘটনা হ'তেই বলেছি, তা নয়। আমাকে তাঁর ডাক্তারখানায় অনেক বার যেতে হয়েছে; যখনই গিয়েছি, অনেকক্ষণ ধ'রে থাক্‌তে হয়েছে। ডাক্তার-খানায় রোগী আস্‌ত নিতান্ত কম নয়। এদের যে প্রণালীতে চিকিৎসা করা

হতো, আমি তাই দেখে, আমার এই ধারণাটি করেছি। অধিকাংশ চিকিৎসকের রকমটা কি জানেন? বেশী রোগী হ'লেই হোল। এদের ঠিক মত চিকিৎসা হচ্ছে কি না, সেটা ভাবতে কাউকে বড় একটা দেখতে পাই না।

দীন—এতে ডাক্তারের অমনোযোগিতা ও আলস্যের প্রমাণ হয়, কুসংস্কার নয়।

প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান চিকিৎসা-প্রণালীর যে সব দোষ আছে, সে সম্বন্ধে সত্যশরণ বাবুর সহিত মতের অনৈক্য না থাকিলেও, বাহিরের একজন শিক্ষিত লোকের মনের ভাবটা কি, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া লইবার জন্যই দীন ইচ্ছা করিয়াই সত্যশরণ বাবুর কথার এইরূপ প্রতিবাদ করিতেছিল।

সত্যশরণ কহিলেন—কুসংস্কার! নিশ্চয় কুসংস্কার! যদি কেও দুদণ্ড ডাক্তারের কন্‌সাল্‌টিঙ্‌ রুম্‌টিতে ব'সে থাকে, তা হ'লে, তার এই জ্ঞান হয়, রোগীর ডাক্তারের উপর, আর ডাক্তারের ওষুধের উপর যেন অগাধ বিশ্বাস! এই বিশ্বাস, ডাক্তারেরও সর্ব্বনাশ কচ্ছে, রোগীরও সর্ব্বনাশ কচ্ছে। এতে ডাক্তারের মনে ধনের লালসা দিন দিন অসম্ভব বৃদ্ধি ক'রে তুলে। হয় তো ডাক্তারটি খুবই যোগ্য ব্যক্তি। রোগসম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও যথেষ্ট। হয় তো প্রথম প্রথম লাভের দিকে না তাকিয়ে, কিসে রোগী ভাল হবে, এই কথাটিই তাঁর এক মাত্র ভাবনা ছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, তাঁর পশার বাড়ল, অমনি তাঁর আইডিয়াল্‌ও ক্রমশঃ খাটো হ'তে লাগল। সেই সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা-প্রণালীরও পরিবর্ত্তন হ'তে আরম্ভ করল। লেখক ও চিকিৎসক —এ দু'জনের কাজে এক বিষয়ে, বেশ সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাই। এ দুই কাজে যে ব্যক্তি বেশী কাজ করতে যায়, তাঁর কাজ বেশী উঁচু দরের হয় না। দুর্ভাগ্য এই যে, ভাল লেখা বাজারে বিকোয় না। এর ফল এই হয়েছে, যে সব লেখক এক সময়ে তাঁদের লেখায় বেশ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, সাধারণ

পাঠকের মনোরঞ্জন করবার জন্যে তাঁরা শেষে এমন লিখ্‌তে আরম্ভ করেন, যাতে মনে হয়, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার কচ্ছেন। আপনাদের ডাক্তারীতেও ঠিক ওই রকমই ঘট্‌ছে। প্রকৃত ধর্ম্মভাব লেখকদেরও নাই, ডাক্তারদেরও নাই। এই জন্যে তাঁরা যেন উপর থেকে ক্রমশঃ নীচে নেমে পড়্‌ছেন।

দীন—ধর্ম্ম ত বিজ্ঞানের উন্নতি না ক'রে, তার বিপরিতই ক'রে থাকে; ইতিহাস সেই রকমই সাক্ষ্য দেয়।

সত্যশরণ—হাঁ! আপনি ধর্ম্মকে যদি হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ, এই রকম সামাজিক অর্থে গ্রহণ করেন, তবেই, তা না হ'লে, নয়। এখান আমি কতকগুলা আচারনিবদ্ধ, শাস্ত্রব্যাখ্যাত, শুধু মনের বিশ্বাসের রীতির গৃহীত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কথা বল্‌ছি না। আমি বল্‌ছি, মানুষের হৃ মধ্যে যে ধর্ম্মটি আছে, সেই ধর্ম্মটির কথা। যে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর মানুষ তার নিজের আদর্শগুলিকে দাঁড় করায়, সেই ধর্ম্মের কথা; যে ধর্ম্ম মানুষের সকল কাজ, সকল কল্পনা, সকল চেষ্টাকে রূপ দেয়, তারই কথা। এ ধর্ম্ম ব্যক্তিগত জিনিস, সমাজগত নয়।

এই বলিয়া সত্যশরণ বাবু কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন।

দীনও বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

দীনকে উঠিতে দেখিয়া সত্যশরণ বাবু কহিলেন—এরি মধ্যে যাবেন? আর একটু বস্‌লে হতো না?

এই বলিয়া কিছুক্ষণ এক মনে ভাবিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—দুঃখের বেদনার স্মৃতির মধ্যে দিয়ে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি ইদানিং প্রায় সর্ব্বদাই আপনার কথা ভাবতেম। আপনার সঙ্গে কখনও যে দেখা হ'বে, সে কথা মনেও কর্‌তে পারিনি।

এই বলিয়া সত্যশরণ বাবু দীনকে নমস্কার করিলেন।

দীন তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া কহিল—মধ্যে মধ্যে আপনাকে বিরক্ত করতে আস্‌ব, সে কথা বলে রাখ্‌ছি।

হাসিয়া সত্যশরণ কহিলেন—সে তো আপনার অনুগ্রহ। আপনি এলে আমি খুবই খুসী হব! আপনার ভয় নাই, আজকার মত ক্রমাগত ব'কে আপনাকে বিরক্ত করব না, এ আপনি ঠিকই জানবেন।

দীন পথে যাইতে যাইতে, এই অদ্ভুত লোকটির সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিতেছিল, তাহার বিস্ময় ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার কাছে ইনি যেন পৃথিবীর আর সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

শি।৮

৩৯

দীন শ্রীমতী চারুশীলা বি, এ, একজন কবি, এবং উচ্চ দরেরই কবি। ৷ উপর ইনি ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়ের একজন নামকরা শিক্ষয়িত্রী। ডা[illegible] তখন ৮টা। ইহার খানিকটা আগে শ্রীমতী চারুশীলা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, একখানি চেয়ারে বসিয়া, একমনে একখানি কাগজ পড়িতেছিলেন। এই কাগজেই "টাইপিষ্ট" গল্পটি বাহির হয়। গল্পটি যখন বাহির হয়, চারুশীলা তখন কলিকাতায় ছিলেন না, কাযেই সে সময়, গল্পটি তাঁহার পড়া হয় নাই। গল্পটি পড়া হইলে, হতভাগিনী টাইপিষ্টটির জন্য তাঁহার মন অতিশয় ব্যথিত হইল। যে এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধ জন্মিল। কাগজখানা হাতে করিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া, সে তাহার বেয়ারাকে ডাকিল। বেয়ারা আসিলে, চারু তাহার দাদার বাসার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না। চারু জানিত তাহার দাদা সার্পেণ্টাইন্ লেনে থাকেন, কিন্তু সার্পেণ্টাইন্ লেনটা সহরের কোন্ দিকে, সে সম্বন্ধে তাহার কোনই জ্ঞান ছিল না।

একখানা ডিরেক্টারীর সাহায্যে কোনরূপে জায়গাটার সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা ধারণা করিয়া লইয়া, বেলা ১২টার সময় চারু তাহার দাদার সঙ্গে দেখা

করিবার জন্য বহুবাজার ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল। তাহার সঙ্গে পথপ্রদর্শক বা রক্ষক কেহই ছিল না। সে একাই চলিতেছিল। বহুবাজার ষ্ট্রীট ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট যে স্থানটিতে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে গিয়া, একটা পাহারাওয়ালাকে সার্পেণ্টাইন্ লেন কোন পথে জিজ্ঞাসা করিল। চারু যখন পাহারাওয়ালার সঙ্গে কথা কহে, সেই সময় একটি দীর্ঘাকার লোককে তাহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গেল। পাহারাওয়ালার কাছে, যাহা জানিবার ছিল, জানিয়া লইয়া, চারু তাহার গন্তব্য পথে যাইতে আরম্ভ করিল। দীর্ঘাকার ভদ্রলোকটি, অন্য ফুট-পাথ দিয়া চারুর অনুসরণ করিতে লাগিল। চারু যেই তাহার দাদার বাসায় প্রবেশ করিল, লোকটাও অমনি সেখান হইতে ফিরিয়া গেল। ইহার ভাব দেখিয়া বোধ হয়, এ যেন এই বাড়ীটির সন্ধান করিতেছিল।

বহুবাজারে আসিয়া, অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে কহিল—এত দিনে তুমি কোথায় থাক, টের পেয়েছি, এইবার তোমারও এক দিন, আমারও একদিন। দেখি, তোমাকে কে রক্ষা করে ?

এই বলিয়া সে ছুটিয়া সিহুঁরিয়াপটির দিকে যাইতে ধরিল। সোজা পথ দিয়া না গিয়া, গলির ভিতর দিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া গেল। সিঁহুরিয়াপটির একটি জীর্ণ বাটীর দরজায় ঘা মারিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর একটা মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে দরজা খুলিয়া দিতে দেখা গেল।

দীর্ঘকায় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—বাড়ীতে আছে ত ?

স্ত্রীলোক—আজ্ঞা হাঁ। এখনি এল।

দীর্ঘকায় ব্যক্তি—ঘরে কিছু আছে, না একবারে শূন্য ?

স্ত্রীলোক—এক ফোঁটাও না।

সে ব্যক্তি তখন পকেট হইতে একখানা ১০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া, তাহার হাতে দিয়া কহিল—দু বোতল এনো। যা বাঁচে তোমার।

স্ত্রীলোকটি নোটখানা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

দীর্ঘাকার ব্যক্তি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

দোতালায় একটী অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়া, সে ব্যক্তি কহিল—এই তিনকড়ি, আজ সকালেই ফিরেছ দেখছি। খবর ভাল সব ?

তিনকড়ি—হাঁ, আজ একটু সকালেই এসেছি। কিন্তু নিতাই, তোমার হঠাৎ এখানে পদার্পণ কিসের জন্য ? দিনের বেলায়, এ বাড়ীতে, এর পূর্ব্বে, তোমার পায়ের ধূলো পড়েছে, বলে ত মনে হয় না ? খুব দরকার পড়েছে বুঝি ?

নিতাই—দিনের বেলায় খুব কাজের ঝঞ্ঝাট ; আফিসে থাক্‌তে হয়, কাজেই আসা ঘটে না। দরকার অবশ্য আছে, না হ'লে আস্‌ব কেন ?

তিনকড়ি—আস্‌বে বৈকি, খুব আস্‌বে ! তবে কথা এই, স্থানটা এমন নয় যেখানে কোন ভাল লোকের কোন আবশ্যক পড়তে পারে।

তিনকড়ির কথার মধ্যে নিতাইয়ের উপর একটা শ্লেষ লুকান ছিল। সে যেন নিতাইকে বল্‌তে চায়,—যদিচ তোমার আফিস আছে, সহরের ৫টা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় তথাপি তুমি আমাদেরই একজন।

এই তিনকড়িকে লইয়া নিতাইকে মধ্যে মধ্যে একটু গোলে পড়িতে হয়। সে নিতাইয়ের প্রভুত্ব কিছুতেই সহ্য করিতে চাহে না। আজও সে সেই ভাবেই কথা আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু নিতাই তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। নিতাই জানিত, সে যে উদ্দেশে এখানে আসিয়াছে, তিনকড়ির সাহায্য না হইলে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনকড়ির সঙ্গে নিতাইয়ের কি সম্বন্ধ, সে বিষয়ে দুই একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল।

তিনকড়ি ও তিনকড়ির দলের আরও ৩।৪ জন লোক লইয়া, নিতাই একটা জুয়াখেলার আড্ডা খুলিয়াছে। এখানে ধনী মাড়োয়ারীরা আসিয়া লুকাইয়া জুয়াখেলা করে। যত টাকার খেলা হয়, তাহার সিকি আড্ডার

প্রাপ্য। এই টাকাটাকে ৫ ভাগ করিয়া তাহার দুই ভাগ নিতাই লইত এবং বাকিটা আর ৩ জনে লইত। নিতাইয়ের বুদ্ধিতেই পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া আড্ডাটা এতদিন টিকিয়া আছে।

তিনকড়ি ও তাহার অপর দুইজন সঙ্গী আড্ডাসংক্রান্ত অন্যান্য কাজ দেখিত।

প্রথম প্রথম লাভের অংশ লইয়া ইহাদের মধ্যে কোন গোল বাধে নাই। কিন্তু সেই ভাব বেশী দিন স্থায়ী হইল না। নিতাই বেশী পায়, ইহার জন্য তিনকড়ি মধ্যে মধ্যে বিরক্তি দেখাইতে আরম্ভ করিল।

আজ নিতাইকে আসিতে দেখিয়া, তিনকড়ির মনে সহসা বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। সুচতুর নিতাই তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনকড়ির মনকে অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য, একেবারে কাজের কথা পাড়িল।

নিতাই—ও হে তিনকড়ি, ব্যাপার যেমন দাঁড়িয়েছে, আমাদের ব্যবসা বুঝি আর টেকে না।

এই বলিয়া গেলাসে মদ ঢালিয়া তিনকড়ির হাতে দিল। তিনকড়ি একই নিঃশ্বাসে তাহা পান করিয়া, হাঁ করিয়া, বিস্ফারিত নয়নে নিতাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিতাইয়ের কথার বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে না পারিয়া কহিল—এ তুমি পাগলের মত কি বক্‌ছ? এ মাসে যে রকম খেলা হয়েছে, তাতে শীগ্‌গির উঠবে, তা মনে করাও যায় না। এক পুলিসের ভয় আছে, তবে পুলিশ টের পেলে ত? কেও সন্ধান না দিলে পুলিশের বাবার সাধ্য কি, আমাদের ধরে?

নিতাই—সে তো ঠিক কথা। কিন্তু লোক যদি পিছনে লাগে, পুলিশের দোষ দি, কি ক'রে?

তিনকড়ি—হাঁ! লোক আবার পিছনে লাগতে গিয়েছে! তোমার যেমন কথা? ও কিছু নয়। এই বলিয়া সে আর এক গেলাস মদ্য পান করিল।

নিতাই—তোমার নিশ্চিন্ত ভাব আর ফুর্ত্তি দেখে, আমার আনন্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু ভয় যে যায় না। আমি যতটা টের পেয়েছি, একটি লোক আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্যে, রীতিমত চেষ্টা কচ্ছে।

তিনকড়ি—কে হে সে লোকটা? নামটা বল ত? দেখি তার ঘাড়ে ক'টা মুণ্ডু?

নিতাই—তোমার মনে থাক্‌তে পারে, কিছু দিন হ'ল কাগজে "টাইপিষ্ট" নামে একটা গল্প বার হয়। লোকে সন্দেহ করে, গল্পটা নাকি আমাকেই উদ্দেশ্য ক'রে লেখা হয়েছে। সে যাই হোক্, যে লোক ওই গল্প লিখেছে, সে আমাদের এই আড্ডার সব ব্যাপার টের পেয়েছে। আমার ভয় হয়, আবার যদি এই বিষয় নিয়ে একটা গল্প লিখে বসে, তা হ'লে, আমাদের এমন লাভের ব্যবসাটি ত যাবেই, উপরন্ত আমাদের জেল হওয়াও অসম্ভব নয়। আমি যতটা জান্‌তে পেরেছি, আমাদের জেলে পাঠানই ওর একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের দোষ প্রমাণ করবার জন্যে, যা যা আবশ্যক, ডিটেক্‌টিভ্‌ লাগিয়ে, সে নাকি সব সংগ্রহ করার চেষ্টায় আছে।

তিনকড়ি—বটে, বটে, লোকটা থাকে কোথায় বল ত? ওর দফাটা না হয়, একেবারে শেষ করে দিয়ে আসি।

নিতাই—আমার ত সেই ইচ্ছাই করে। আজ বহুবাজারে ওর দেখা পেয়েছিলাম, একবার মনে হ'ল, এক বাড়িতে ওর মাথাটা ফাটিয়ে দি। কিন্তু একে দিনের বেলা, তাতে লোকজন আবার আমাকে চিনে, সাহস হ'ল না।

তিনকড়ি—হাঁ, একটু সাবধান হয়েই কাজ সার্‌তে হবে। মাথাটা এমন ক'রে ফাটাতে হবে, লোকে দেখে মনে করে, যেন পড়ে গিয়ে এমন হয়েছে।

নিতাই—ঠিক বলেছ তিনকড়ি! লোকটা যেখানে থাকে, তাতে কাজ শেষ করতে বেশী বেগ পেতে হবে ব'লে মনে হয় না।

এই বলিয়া গলাটা আরও খাট করিয়া কহিল—তোমার সন্ধানে এমন কেও আছে, যাকে বিশ্বাস ক'রে কাজটার ভার দেওয়া যেতে পারে ?

তিনকড়ি—তা কি আর না আছে ? কত খরচ কর্‌তে পারবে, বল দেখি ?

নিতাই—একশ টাকা হ'লে হবে না ?

তিনকড়ি—আরে রাম ! বল কি ? আমি যার কথা ভাবছি, অন্ততঃ পক্ষে ৫০০৲ টাকা না পেলে, সে এ কাজে হাত দিতে যাবে না। তারপর কাজ শেষ ক'রে পুরস্কারও চেতে পারে।

নিতাই—অবশ্য কাজের তুলনায় ৫০০৲ টাকা কিছুই নয়। আড্ডাটা ভেঙ্গে গেলে, আমাদের কজনকে যে, না খেয়েই মর্‌তে হবে। তা বেশ। এখন ৩০০৲ টাকা রাখ, বাকি টাকা পরে দিব। আজ সন্ধ্যায় ৫টার সময় নেবুতলার মোড়ে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি তাকে চিনিয়া দিব। তারপর তোমার লোকটাকে সঙ্গে ক'রে এনে, এক দিন তাকে দেখিয়ে দিয়ো। আমি তা হ'লে, এখনকার মত উঠি। ভাল তিনকড়ি, তোমার স্ত্রী কোথায়, তার কোন সন্ধান পেয়েছ ?

তিনকড়ি—আরে ছেড়ে দ্যাও ও বেটীর কথা। বোধ করি, কার সঙ্গে জুটে গিয়ে থাকবে। একবার যদি টের পাই, কোথায় আছে, তা হ'লে, ওদের দুজনকেই খুব একটা শিক্ষা দিয়ে দি।

সিঁড়িতে নামিতে নামিতে নিতাই আপন মনে কহিল—সে সুযোগ, আমি থাকতে ত আর হচ্ছে না ?

৪০

সত্যশরণ কহিল—আচ্ছা চারু, আমার এ বাসাটা তোর কি মনে হয় ? আগে যেখানে ছিলাম, তার চেয়ে ঢের ভাল নয় ?

চারু কহিল—ও দাদা, তোমার আগেকার বাসার কথা আর বল না !

সেটা ত একটা প্যাকিং বাক্স বল্লেই হয়! মনে হ'লে আমার গায়ে যেন জ্বর আসে।

সত্যশরণ—তোর ভয় নাই। সেখানে আর আমি যাচ্ছি না। কিন্তু চারু তুই যাই বল, সেখানে লিখবার বিষয় যেমন অজস্রধারে মিল্‌ত, এখানে তার কোন সুযোগ দেখ্‌ছি না। তুই যাকে প্যাকিং বাক্স ব'লে ঠাট্টা কচ্ছিস্‌, সেখানে থেকেই ত আমার সব চেয়ে ভাল গল্পের বইখানা লিখি।

চারু—শুনেও সুখী হ'লেম, প্যাকিং বাক্সটা তোমার একটা মস্ত কাজে লেগেছিল! তুমি ব্যস্ত হও কেন দাদা, লিখবার বিষয় সব জায়গায় আছে, এর জন্যে বেছে বেছে নরকের মধ্যেই যে যেতে হবে, তার কি মানে আছে?

সত্যশরণ—তোর কথা হয় ত সত্য হ'তে পারে; কিন্তু আমি এখন পর্য্যন্ত তার কোন লক্ষণই টের পাচ্ছি না।

চারু আপন মনে কি যেন ভাবিতেছিল; তাহার দাদার শেষ কথাগুলি তাহার কাণে প্রবেশ করিল না।

চারু কহিল—মানুষের বাহিরে ও ভিতরে যে সব মলিনতা আছে, কলঙ্ক আছে, সেগুলিকে তন্নতন্ন ক'রে আলোচনা করায় লাভ যে কি হয়, আমি তা বুঝে উঠতে পারি না। আচ্ছা দাদা, তুমিই বল না, এতে কি তুমি সমাজের কোন মঙ্গল হ'তে দেখেছ?

সত্যশরণ—এখন পর্য্যন্ত যে কিছু হয়েছে, তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। আমার লেখা সম্বন্ধে আমার ত সেই ধারণা; তথাপি এর যে কোন সার্থকতা নাই, কোন আবশ্যক নাই, সে কথা আমি কিছুতে স্বীকার করব না। পাপ ও অমঙ্গলকে তাড়াতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে তাদের সম্বন্ধে যা কিছু জানার দরকার, জানতে হবে বৈ কি। সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা ভার নেবার আগে ব্যাধিটাকে বিশেষ ক'রে দেখার আবশ্যক। তা না হ'লে, উপযুক্ত চিকিৎসা,

হয় না। কেমন? এ কথা মানিস্ ত? তা যদি করিস্, তা হ'লে তোকে এ কথাও মান্‌তে হবে, সমাজগাত্রে যেখানে রোগের লক্ষণ সব চেয়ে প্রকাশ, সেই স্থানটাই ত পরীক্ষার পক্ষে, সব চেয়ে উপযুক্ত স্থান। আমার প্যাকিং বাক্সটা সে হিসাবে বড় মন্দ জায়গা ছিল না।

চারু—আশা করি, রোগ-পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ এত দিনে শেষ হয়ে থাকবে; এখন রোগ প্রতিকারের উপায় কি, সেই বিষয়ে কেন লেখ না?

সত্যশরণ—এ তোর অন্যায় আশা চারু। পর্য্যবেক্ষণের কি শেষ আছে বোন্? তা ছাড়া, আরও একটা কথা ভাববার আছে। অন্যায় ও মন্দকে লোকের চোখের সামনে ধরতে যতটুকু ক্ষমতার আবশ্যক, আমার হয় ত, সেই শক্তিটুকুই আছে, এর বেশী আমার সাধ্যের অতীত।

চারু—না দাদা! তোমার এর চেয়ে ঢের ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে, তা আমি ভাল ক'রেই জানি। তোমার দোষ এই, তুমি কেবল সমাজের রুগ্ন ও ব্যারামী অংশের দিকেই চেয়ে থাক। সমাজের যে একটা সুস্থ দিক আছে, সে দিকে দৃষ্টিপাতই কর না। রুগ্নাংশে যেমন এর ধ্বংস, এর মৃত্যু বর্ত্তমান; সুস্থাংশে তেমনি এর বল, এর জীবন বর্ত্তমান। তুমি যাই বল দাদা, তোমার পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের খুব সুখ্যাতি করা যায় না। এ বেশ খুবই অসম্পূর্ণ। পাপ ও মন্দ সহজেই আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, পুণ্য আর ভাল নজরে পড়তে একটু বিলম্বই হয়। তাই বলে, সবই পাপ, সবই মন্দ, পুণ্য নাই, ভাল নাই, এমন মনে করাও অন্যায়। পাপের সঙ্গে পুণ্য, মন্দের সঙ্গে ভাল মিশিয়ে আছে। তুমি যদি লোকের সঙ্গে আর একটু মেলা মেশা কর, তা হ'লে, তা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। এমন ক'রে ঘরের কোণটিতে দিন রাত বসে না থেকে, বাহিরে বেরতে আরম্ভ কর। নর নারীর সঙ্গে অবাধে মিশতে চেষ্টা কর, তা হলেই, মানুষের মধ্যে ভাল যা আছে, তা দেখবার তোমার শক্তি জন্মাবে। মঙ্গলকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ইচ্ছাও হবে।

এই বলিয়া চারুশীলা কিছুক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর কহিল—পূর্ব্বের মত এখনও বোধ করি, বড় কেও একটা তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে না? কি বল? একটু আধটু বেড়াতে যাও ত?

সত্যশরণ—হাঁ, মাঝে মাঝে বেড়াই বৈ কি। দিনটা ভাল থাক্‌লে, হপ্তায় একদিন দুদিন ক'রে প্রায়ই বেড়াই।

এমন সময় চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, দীন বাবু এসেছেন; আস্‌তে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন।

সত্যশরণ—শীগ্‌গির তাঁকে নিয়ে আয়। চারু এঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে তোর আনন্দ হবে, এ কথা তোকে আমি আগে থাক্‌তেই বলে রাখছি। ইনি ডাক্তার—বড় ভাল লোক। কয়েকটি কারণে এঁর প্রতি আমার খুবই শ্রদ্ধা জন্মেছে।

ঘরে ঢুকিয়া চারুশীলাকে দেখিয়া দীন যেন একটু অপ্রতিভের মত হইল। চারু তাহা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কহিল—আপনি এসেছেন, এতে আমি ভারী খুসী হয়েছি, বিশেষ আপনি ডাক্তার ব'লে। আমার দাদার সঙ্গে ভারী একটা তর্ক হচ্ছিল—আশা করি এ তর্কে আপনি আমার পক্ষই অবলম্বন করবেন।

দীন—তর্কটা কিসের, সেটা না জেনে আপনাকে কথা দি কি ক'রে? ন্যায় ও সত্য যদি আপনার দিকে হয়, তা হ'লে আমি আপনার পক্ষে—এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।

চারু—কথাটা এই—দেখছেন ত দাদার শরীরের অবস্থা? আপনি কি মনে করেন, এখানে থাক্‌লে ওঁর শরীর সুধরাবে? আমি বল্‌ছিলাম কি,—উনি কিছুদিনের জন্যে কল্‌কাতার বাইরে, কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করুন। সেখানকার বিশুদ্ধ হাওয়ায় আর প্রচুর আলোকে এবং প্রকৃতির শোভাতে ওঁর শরীর ভাল আর সবল হবে। পল্লির নীরব শান্তির মধ্যে ওঁর লেখার পক্ষেও খুব সুবিধা হবে।

সত্যশরণ—চারু, নীরবতার কথা যদি বল্‌লি, আমার এই বাসাটিকে আর কোন স্থান, বোধ করি, সে বিষয়ে পেরে উঠবে না।

চারু—একথা তুমি কি ক'রে বল্‌লে দাদা? এখানকার শান্তি ত জীবনে মৃত্যুর শান্তি। এর সঙ্গে কি পল্লীর নীরবতার তুলনা হয়? সেখানে পাখীর গানে, বৃক্ষ-পত্রির মর্ম্মর ধ্বনিতে এবং হরিৎ-বসনা প্রকৃতিরাণীর মুখে যে শান্তিটি বিরাজ করে, সেটি কি সহরে সম্ভব হয়? তা হ'লে, ডাক্তার বাবু, আপনিই বলুন না, দাদার এস্থান ত্যাগ করা উচিত কি না?

দীন—সে কথা কি আর একবার ক'রে? আমি হলে ত তাই করতাম। সত্যশরণ বাবু, আপনার আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

চারু—ডাক্তার বাবু, ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন!

তাহার পর তাঁহার দাদার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—তা হ'লে দাদা এখন তুমি কি বল?

সত্যশরণ—আমাকে দিনকয়েক ভাবতে দে।

চারু—আচ্ছা ডাক্তার বাবু, এর জন্যে কদিন সময় দিতে পারা যায়? আমার মনে হয়, একদিনই যথেষ্ট।

দীন—তা বৈকি। তবে বাড়ী ঠিক ঠাক্ করতে একটু সময় লাগতে পারে।

চারু—তাত নিশ্চয়। সে জন্যে ওঁকে কিছু ভাবতে হবে না। এখন দাদা রাজী হলেই হয়।

সত্যশরণ—আমি বল্‌ছিলাম কি চারু জানিস্? কলকাতার বাইরে, কোন স্থানে একটা বাড়ী নিয়ে, তোতে আমাতে তুজনেই থাকিগে চল্? তুই সেখান হতে রোজ যাওয়া আসা করবি। কেমন?

চারু—সে আমার পোষাবে না। বিশেষ আমি এখানে বেশীদিন থাক্‌ছিও না। শীগ্‌গীরই বর্ম্মায় যাব।

বিস্মিত হইয়া সত্যশরণ কহিল—বর্ম্মায় ? সেখানে আবার কেন ?

চারু—রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টার দাসগুপ্তের মেয়েদের গভার্ণেস্ হয়ে যাচ্ছি।

সত্যশরণ—বেশ, তবে চল, তোর সঙ্গে আমিও যাই। অনেক দিন হতে বর্ম্মা বেড়াবার জন্যে আমার ইচ্ছা হয়েছে।

বর্ম্মার কথা উঠায়, দীনর মনের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার দেহ এখানে রহিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা মান্দালয়মুখে ছুটিতে আরম্ভ করিল। একটু প্রকৃতস্থ হইয়া, সে তাহার এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল। লজ্জায় তাহার মুখ ও কাণ লাল হইয়া উঠিল। তাহার ভয় হইতেছিল, চারুশীলা হয়ত তাহার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

চারু কহিল—ডাক্তার চৌধুরী, আপনার বর্ম্মায় যেতে ইচ্ছা করে না ? বড় সুন্দর দেশ, বিশেষতঃ মান্দালয়। সেখানে অনেক দেখবার জিনিস আছে।

চারুর এই প্রশ্নে দীন যেন আরও অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। কি যে বলিবে, কি যে করিবে, সে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চারুর মুখের দিকে হতাশ-ভাবে চাহিয়া রহিল। চারু তাহার এই ভাব দেখিয়া, মুচকি মুচকি হাসিতে আরম্ভ করিল। চারুর এই মৃদু, দুষ্ট হাসি, দীনকে যেন আরও অপ্রস্তুত করিয়া তুলিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন তাহার সমস্ত শরীর দিয়া আগুন বাহির হইতেছে। সে তাড়াতাড়ি চারুর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া, তাহার দাদার দিকে মুখ করিল। কিন্তু তবুও চারুর হাতে তাহার অব্যাহতি নাই।

চারু জিজ্ঞাসা করিল—ডাক্তার চৌধুরী, আপনি কি কখনও ফুটবল খেলতেন ?

চারুর এই প্রশ্নে দীন যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে কহিল হাঁ, এক

সময়ে খুবই খেল্‌তেম। আমাদের কলেজটীমের এক সময়, আমি ক্যাপ্‌টেন ছিলাম।

চারু দীনর মুখে এই কথাই শুনিবে, আশা করিয়াছিল। ঘরের একটি কোণে একটা হারমোনিয়াম ছিল, চারু সেইটা লইয়া বসিল।

চারুকে হারমোনিয়াম লইতে দেখিয়া, তাহার দাদা কহিল—বেশত চারু, তুটো গান গানা। তোর গান অনেক দিন শুনিনি। ডাক্তার চৌধুরী, চারু কি গাবে বলুন ?

দীন—এবিষয়ে গায়িকারই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

চারু হারমোনিয়ামের সঙ্গে সুর মিলাইয়া একটি গান গাহিল।

কি আশ্চর্য্য! এ যে সুখলতারই গান! দীনের মনে পড়িল, সুখলতা একদিন, এই সুরে, এই ভাবে, এই গানটি গাহিয়া শুনাইয়াছিল।

গান শেষ করিয়া, চারু দেখিল, তাহার শ্রোতৃদ্বয়ের কেহই তখন প্রকৃতস্থ হইতে পারেন নাই! তাহার দাদা স্থির নিশ্চলভাবে শূন্য দৃষ্টিতে বসিয়া আছেন। আর দীন টেবিলের উপর দেহটা কিঞ্চিৎ নত করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখে উত্তেজনা ও আনন্দ তুইই প্রকাশ পাইতেছে।

চারু কহিল—দাদা ত দেখছি, এ জগতে নাই—একবারে স্বপ্নরাজ্যে বেড়াতে গিয়েছেন! ডাক্তার চৌধুরী, আপনার গানটা লাগল কেমন ?

দীন উৎসাহভরে কহিল—ভাল, খুবই ভাল; সাব্লাইম্‌।

চারু—ভাল লাগল, তাই বলুন। সাব্লাইম্‌ বল্‌লে অন্যায় বলা হয়। এটাত একটা খুব সাধারণ গান। আমি তবুত সুখলতা যেমন ক'রে গায়, সেরকম ক'রে গাইতে পারিনি!

দীন ধীরে ধীরে চারুশীলা যেখানে ছিল সেখানে গেল এবং আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি তাঁকে জানেন নাকি ?

চারু—কাকে? সুখলতাকে? খুবই জানি। সে যে আমার বিশেষ বন্ধু। আমরা অনেক দিন এক জায়গায় ছিলাম। বড় ভাল মেয়ে সুখলতা। সে যাই হোক্‌, আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে আমি যে কত সুখী হয়েছি, তা আর আপনাকে কি বলব?

দীন—কেন বলুন ত? আমাকে আপনি খুঁজছিলেন নাকি? আপনার কথা আমি—

চারু—ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না, এইত? না বুঝিয়ে দিলে বুঝবেন কি ক'রে? ঠিক এই সময়টিতে সত্যশরণের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

সে কহিল—বড় সুন্দর গেয়েছিস্ তুই চারু! তোর গলা আগেকার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। আর একটা গা ত।

দাদাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য চারু আর একটি গান গাহিল।

৪১

সুখলতার সহিত চারুর কি করিয়া পরিচয় হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য দীনর মনে অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। এ কৌতূহল মিটাইবার জন্য সে ক্রমাগত সুযোগের সন্ধানে ছিল। সত্যশরণ বাবুর বাসায় তাহার কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না।

চারুর অনুরোধে তাহার দাদাকে কিছুদূর পথ তাহাদের সঙ্গে যাইতে হইল। সত্যশরণ বাবু যতক্ষণ তাহাদের সঙ্গে ছিলেন, ততক্ষণ দীন চারুকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। সত্যশরণ চলিয়া গেলে, দীন আর কালবিলম্ব করিতে পারিল না। সে একবারেই সুখলতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল।

দীন—আপনি যে বলছিলেন আমাকে কি বুঝিয়ে দিবেন।

দুষ্ট হাসিভরে চারুশীলা কহিল—কি বুঝিয়ে দিব বলেছিলাম? কই, আমার ত কিছু মনে পড়ছে না?

দীন—সুখলতা যে আমার পরিচিতা, তা আপনি জানেন; কেমন ক'রে জানলেন, তাই বল্‌বেন বলেছিলেন।

চারু—সুখলতাকে যে আপনি চিনেন, সে কথা এই প্রথম শুনলেম। আমি শুধু তার একটা গান গেয়েছিলাম, আপনি কথায় না হোক্, ভাবে ভঙ্গিতে এমন দেখালেন যে, আপনি তাকে ভালবাসেন, কেমন এইত ?

দীন—তা হ'লে, সুখলতা আমার সম্বন্ধে আপনাকে কোন কথাই বলেন নি ?

চারু—নিশ্চয় না।

দীন হতাশভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। দীনর অবস্থা দেখিয়া, চারুশীলার মনে, তাহার প্রতি করুণার উদ্রেক করিল।

চারুশীলা কহিল—দেখুন, ডাক্তার চৌধুরী, আমি মিছামিছি আপনাকে এতক্ষণ কষ্ট দিলাম। আমিত আপনাকে আগেই বলেছি, আমরা দুজনে এক সঙ্গে অনেক দিন বাস করেছিলাম; সুখলতার দাদামহাশয় এসে, আলাদা বাসা করেন, সেই হ'তে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়। একদিন সুখলতাদের বাসায় গিয়ে দেখি, তার শোবার ঘরে, টেবিলের উপর একখানা ফোটো আছে। সেই ফোটোখানা দেখে আমার সন্দেহ হয়, সুখলতা নিশ্চয় একজনকে ভালবেসেছে।

আজ আপনার কাছে টের পেলাম, আপনি সুখলতাকে ভালবাসেন। ফোটোখানা যখন আপনারই, তখন আপনিই যে তার ভালবাসার পাত্র, সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে ? জগদীশ্বর আপনাদের ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখুন।

দীন—আমার ফোটো তিনি কি ক'রে পাবেন ? আমি ত তাঁকে কখনও দিইনি। আপনি আমারই মত আর কার ফোটো দেখে, ভুল ক'রে থাকবেন।

চারু—না, মশায়, তা নয়। আপনারই ফটোগ্র্যাপ্। আপনার মনে

থাক্‌তে পারে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কখনও ফুটবল খেল্‌তেন কি না? উত্তরে আপনি হাঁ বলেছিলেন। আমি যে ফোটোখানি সুখলতার ঘরে দেখি, সেখানি আপনাদের টীমের ফোটো। ঠিক মাঝখানটিতে আপনি বসেছিলেন না? আমার বিশ্বাস, এই মাঝের লোকটির জন্যই সুখলতার ছবিখানির প্রতি এত মমতা—কিছুতেই যেন কাছ-ছাড়া করতে চায় না। প্রথমে অবশ্য আমার এই সন্দেহ হয়েছিল, গ্রুপের কোন্ একজনকে সে ভালবেসে থাক্‌বে। কিন্তু আজ আপনাকে দেখে আমার সে সন্দেহ দূর হয়েছে। সে একজন যে কে, তা আজ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

দীন—আপনার বুদ্ধির আমি খুবই প্রশংসা করি, তথাপি আমি একথা বল্‌তে বাধ্য যে, আপনি একস্থানে একটা ভুল করেছেন। আপনার এই ভুলটা যদি ভুল না হয়ে, সত্যি হতো, তাতে আমার খুসী হবারই কারণ ছিল। সুখলতা আমাকে ভালবাসে না, অন্য কাউকে ভালবাসে, সে আমি বেশ করে জেনেছি।

এই বলিয়া দীন দ্রুত চলিতে লাগিল। চারু তাহার সহিত যাইতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়িতেছিল।

চারু কহিল—ডাক্তার বাবু, একটু আস্তে যাবেন। আপনি যে ভয় কচ্ছেন, তা ঠিক না। সুখলতা যে আপনাকে ভালবাসে না, তা কি আপনি তার নিজের মুখে শুনেছেন?

দীন—হাঁ, তার নিজের মুখেই শুনেছি। সে বলেছে, সে আর একজনকে ভালবাসে।

চারু—সে যাই হোক্, আপনি ত সুখলতাকে ভালবাসেন? তা হ'লেই হ'ল।

দীন কোন কথা কহিল না। দুজনে নীরবে চলিতে লাগিল। চারুর বাসার নিকটে আসিয়া, দীনর তাহার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়, চারু

কহিল—আপনার জন্যে আমার ভারী কষ্ট হয়। আপনি নিরাশ হবেন না আমার মনে হয়, কোথায় যেন একটা কিসের গোল ঘটেছে। আমি বল্‌ছি, সে গোল আমি একদিন ভেঙ্গে দিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন, সুখলতা আপনারই হবে।

চারুকে বাসায় দিয়া, দীন যখন গৃহে ফিরে, সেই সময় সার্কুলার রোডের এক স্থানে, একটা পাহারাওয়ালা একটা লোককে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখে। প্রথমে সে মনে করে, লোকটা মাতাল, মদ খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার কাছে গিয়া বুঝিল, সে ভুল করিয়াছে। সে দেখিল, লোকটার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে। তাহার পকেটে যে ঘড়িটি ছিল তাহা নাই, চেনের কিয়দংশ মাত্র গায়ের কোটে লাগিয়া আছে। ব্যাপারটা কি তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আর একজন পাহারাওয়ালার সাহায্যে আহত ব্যক্তিটিকে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে লইয়া গেল। সে সময় তাহার কোনই জ্ঞান ছিল না, তাহার গলার মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছিল।

অপারেশন্ রুমের টেবিলের উপর শোয়াইয়া দুইজন ডাক্তার তাহাকে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পক্ষে আর কালবিলম্ব হইল না। একটু পূর্ব্বে যে ব্যক্তির জীবনের আশা ছিল না, অপারেশনের পর এক ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে স্থিরভাবে নিদ্রামগ্ন দেখা গেল। ইহাতে এই প্রমাণ হয়, মানুষের দেহ নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর; কিন্তু আসন্ন অপঘাত-মৃত্যুর হাত হইতে মানুষকে বাঁচাইবার শক্তি, বর্ত্তমান সার্জ্জারী বিদ্যার নিতান্ত সামান্য নহে।

আহত ব্যক্তির কাছে যে সব দ্রব্য ছিল, পাহারাওয়ালা সেগুলি থানায় জমা করিয়া দিল। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে তাহার পকেটে একখানা পত্র পাওয়া গিয়াছিল, তাহার শিরোনামায় সত্যশরণ বাবুর নাম লেখা ছিল।

৪২

দৈনিক কি সাপ্তাহিক পত্র পড়িবার জন্য দীনর কোন কালেই আগ্রহ ছিল না। সংবাদপত্র সে এক রকম স্পর্শ করিত না বলিলেই হয়। বন্ধু-বান্ধবে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, কাগজ না পড়িয়া সে ত দিব্যিই আছে, এবং দিব্যিই থাকিবে সেইরূপ আশা করে। ভিতকার কথাটা এই—দীন নিজেকে কোন একটা বিশেষ দলের সঙ্গে এক করিতে পারে নাই—ধর্ম্ম সম্বন্ধেও নয়, রাজনৈতিক ব্যাপারেও নয়। প্রত্যেক কাগজের একটা করিয়া বিশেষ মত থাকে। কোন কাগজের সুরে শুধু রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, কোন কাগজে, হয়ত শুধু উদারনীতির কথা থাকে। সম্পাদকগণ নিজের নিজের কাগজে, দিনের পর দিন, তাঁহাদের মতের পরিপোষক প্রবন্ধ বাহির করিতে থাকেন; দলের লোক পড়িয়া পরিতৃপ্তি বোধ করে। দীন যখন কোন দলের মধ্যেই নহে, তখন সম্পাদকের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পড়িবার জন্য তাহার মনে কৌতূহল না হইবারই কথা। কিন্তু কাগজে ত শুধু সম্পাদকের প্রবন্ধ থাকে না, দেশের কথা, দশের কথাও থাকে; চুরী ডাকাতি প্রভৃতিরও সংবাদ থাকে। দেশের ও দশের কথা শুনিবার ভার, দশের উপর দিয়া এবং চুরি ডাকাতি খুন জখম প্রভৃতির কথা শুনিবার ভার, পুলিশের উপর দিয়া, কাগজ না পড়িয়াও দীনর সময় না কাটিতেছিল, এমন নহে।

সকালে দীন তাহার পথের ধারের ঘরটিতে বসিয়া খোলা জানালা দিয়া, রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। এমন সময় একটি ছোকরা কাগজওয়ালা বগলে একতাড়া কাগজ লইয়া হাঁকিতে হাঁকিতে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। দীন শুনিল, সে হাঁকিতেছে, "কাল রাত্রে ভীষণ রাহাজানি, সত্যশরণ বাবুকে খুন করেছে।"

সত্যশরণ বাবুর নামটি কাণে প্রবেশ করিবামাত্র, দীনর মনের ভিতরটা যেন চড়াৎ করিয়া উঠিল। সে কাগজওয়ালাকে ডাকিয়া দুপয়সা দিয়া

একখানা কাগজ কিনিল। তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলাইয়া দেখিল, সে যাহা সন্দেহ করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছেও তাহাই। গুণ্ডারা কাল রাত্রে সত্যশরণ বাবুর মাথা ফাটাইয়া, তাঁহার ঘড়ি চেন লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সত্যশরণ অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় হাঁসপাতালে আছে। সর্ব্বশেষের সংবাদ এই যে, সত্যশরণ বাবুর জীবন সম্বন্ধে ডাক্তারেরা এখনও সম্পূর্ণ আশা ত্যাগ করেন নাই। তিনি এযাত্রা রক্ষা পাইলেও পাইতে পারেন !

কাগজখানা হাতে করিয়া, দীন ব্যস্তভাবে অনিলের নিকট গেল। অনিল তখন একটা মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিতেছিল।

দীন কহিল—ভাই অনিল, যা ভয় করেছিলাম, তাই ত ঘটল।

এই বলিয়া কাগজখানা অনিলের কোলের উপর ছুড়িয়া ফেলিল।

অনিল কাগজখানা উঠাইয়া লইয়া, কহিল—এরি মধ্যে নতুন আবার কি ঘটল হে দীন ?

দীন—দেখ, আমারই দোষে, এই কাণ্ডটা ঘটেছে। আমি যদি সতর্ক করে দিতাম, তা হ'লে, হয়ত এটা না ঘটতেও পারত। আমি কিন্তু তা করিনি।

অনিল—দীন তোমাকে খুবই উত্তেজিত দেখছি। বস। ঠাণ্ডা হয়ে কি ঘটেছে বল ?

দীন—এই যে দেখনা পড়ে ?

এই বলিয়া কাগজখানা লইয়া, তাহার এক স্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, পড়িতে কহিল। "সত্যশরণ বাবুকে মেরে অজ্ঞান ক'রে ফেলেছে, তাঁর অপারেশন্ হয়েছে।"

অনিল—তাইত। এ তবে ঠিক রাহাজানি নয়। ঘড়ি চুরি করা মূল উদ্দেশ্য নয়। তোমার কি মনে হয় দীন ?

দীন—আমার মনে হয়, এ নিশ্চয় নিতাইয়ের কাজ। সে নিজে মেরেছে,

নয়ত গুণ্ডা দিয়ে মারিয়েছে। পুলিশের চোকে ধূলা দিবার জন্যে ঘড়িচেন্ নিয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, এ বিষয়ে সে দিন চায়ের দোকানে যা শুনেছিলাম, পুলিশকে বল্‌লে, কোন কায হবে, মনে কর তুমি ?

অনিল—জানালে ক্ষতি কি ? বিশেষ ফল হবে, তা আমার মনে হয় না।

দীন—সে কথা ঠিক।

এই বলিয়া, সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

দীন চলিয়া গেলে, অনিল কহিল—এ আবার পুরাণ ঘা খুঁচিয়ে নতুন ক'রে তুল্‌বে দেখছি।

যথা সময়ে, হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ দীনর বাসায় লোক পাঠাইলেন। দীনর নিকট চারুশীলার ঠিকানা জানিয়া লইয়া সে তখনি তাহার নিকটে গিয়া, তাহার ভ্রাতার বিপদের সংবাদ দিল।

চারুশীলা এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইল বটে, কিন্তু সাধারণ মেয়ের মত বাহিরে তাহা প্রকাশ করিল না।

সন্ত্রস্ত ও উৎকণ্ঠিতচিত্তে, সে অবিলম্বে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে উপস্থিত হইয়া, হাউস্ সার্জ্জেনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এসময়কার তাহার মনের অবস্থাটি বর্ণনার অতীত। হাঁসপাতালটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। রোগীর সংখ্যাও বড় সামান্য নহে। রোগীর সেবার জন্য বিস্তর লোক নিযুক্ত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এ স্থানটিতে এমন একটা নীরবতা বিরাজ করিতেছে, যাহা অন্যত্র কদাচিৎ দেখা যায়! কিন্তু এ নীরবতা মনে শান্তি আনে না—কেমন একটা ভয়ের উদ্রেক করিয়া দেয়।

চারুশীলা বসিয়া বসিয়া মনের মধ্যে কেবলই অশুভের কল্পনা করিতেছে। সে দেখিল, নার্স ও কুলীরা নীরবে ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহারা এত সাবধানে পা ফেলিতেছে যে, তাহাদের পায়ের শব্দ শুনিবার জো নাই। ওয়ার্ড হইতে থাকিয়া থাকিয়া রোগীদের আর্ত্ত করুণ রব আসিয়া

চারুর কাণে প্রবেশ করিতেছে। কে জানে, এই করুণ কাতর ধ্বনির মধ্যে তাহার দাদার আর্ত্তনাদ মিশিয়া না আছে ?

চারুকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। হাউস সার্জ্জনকে আসিতে দেখিয়া,সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল এবং কহিল— আমি সত্যশরণ বাবুর বোন হই। আমি তাঁকে দেখতে আসেনি। এ অবস্থায় দেখা উচিত নয়, আমি জানি। আমি শুধু এইটুকু জান্‌তে এসেছি, দাদার জীবনের কোন আশা আছে কিনা ? ভাইয়ের বিপদে বোনের মনের অবস্থা কেমন হয়, সে ত আপনি জানেন ?

হাউস্ সার্জ্জন কহিলেন—বিপদকালে আপনার মত স্থির বুদ্ধি আমি খুব কমই দেখেছি। এ অবস্থায় এমন বিবেচনা ক'রে কথা কওয়া, সকলকে দিয়ে হয় না। আপনার দাদার জীবনের যে আশা নাই, সে কথা বলা যায় না। সময়ে সময়ে বেশ জ্ঞান হচ্ছে ; মনে হয়, হয়ত শীগ্‌গির সেরে উঠ্‌বেন। তবে কি জানেন, এ সব কেস্ যত দিন সম্পূর্ণ না সারে, তত দিন কোন কথাই জোর ক'রে বলা যায় না। হঠাৎ একটা কম্‌প্লিকেশন্ জুটাত আশ্চর্য্য নয়। যদি কোন নতুন গোল না ঘটে, তবে আপনার দাদার আর কোন ভয় নাই! এই রকম ত মনে হয়।

চারু—আপনার কথায় আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলেম। আপনি যদি দয়া ক'রে, একটা কাজ করেন, তা হ'লে বিশেষ বাধিত হই। আমি প্রত্যহ সকালে বিকালে লোক পাঠাব, দাদা কেমন থাকেন, তার মুখে সে খবরটা যদি পাঠিয়ে দেন! অবশ্য এতে যদি আপনার কাজের কোন অসুবিধা না হয়।

হাউস সার্জ্জন—এতে আর অসুবিধা কি ? তা দেবেন, লোক পাঠিয়ে দেবেন। ভাল কথা! আপনারও ঠিকানাটা দিয়ে যান, কি জানি, যদি আপনাকে কোন খবর পাঠাতে হয়।

চারু নিজের ঠিকানাটা লিখিয়া দিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারু চলিয়া গেলে, হাউস সার্জ্জন্ মনে মনে কহিলেন—মেয়েটি দেখ্‌তেও যেমন, বুদ্ধিশুদ্ধিও তারি মত। আহা! লোকটা বেঁচে উঠুক।

৪৩

সত্যশরণ বাবু সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হাঁসপাতালে আছেন সে সংবাদ নিতাই যথাসময়ে সংবাদপত্রে অবগত হইল।

তিনকড়ি যে, তাহার কথা রাখিয়াছে, সেই জন্য মনে মনে সে তিনকড়িকে বিস্তর ধন্যবাদ দিল। কিন্তু সত্যশরণ বাঁচিয়া উঠিতে পারে, এই কথাটি যখন পাঠ করিল, তখন তাহার মনের মধ্যে একটু ভয় ও ভাবনা না হইল এমন নহে। সে মনে মনে কহিল—তিনকড়ি যদি আর একটু জোরে ঘা বসাইতে পারিত, তাহা হইলে, সত্যশরণসম্বন্ধে, তাহার আর কোন ভাবনাই থাকিত না।

নিতাই বসিয়া বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় এক হাতে চায়ের পেয়ালা, অপর হাতে খাবারের থালা লইয়া একটি রমণী ঘরে প্রবেশ করিল। রমণীর বয়স ২৫।২৬ বৎসরের বেশী নহে। তাহার বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য ছিল।

রমণীকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নিতাই কহিল—আজ সকালেই এত বেশভূষার ঘটা? ব্যাপারখানা কি বল ত? ভাল কথা সরোজ! তোমার স্বামীর কীর্ত্তি শুনেছ?

নিতাইয়ের প্রতি ভ্রূভঙ্গি করিয়া সরোজ কহিল—ওকে আমার স্বামী বলা তোমার অন্যায়, ভারী অন্যায়। জান ত ওর ব্যবহার আমার প্রতি!

নিতাই—তবুও আইন অনুসারে তোমার স্বামী ত? তোমাকে মেরে খুন ক'রে ফেল্‌লেও, তুমি তার স্ত্রী।

সরোজ—ওকে কোন দিন পুলিশের হাতে দিতাম; তুমিই ত দিতে দিলে না। ও যদি টের পায়, আমি এখানে, তা হ'লে কি আর রক্ষা আছে?

নিতাই—আমি যত দিন আছি, সে ভয় তোমাকে করতে হবে না।

বাহুদ্বারা নিতাইয়ের গলা জড়াইয়া সরোজ কহিল—আমি কি তা জানি না প্রিয়তম? তবে তুমি যখন না থাক, আমার বড় ভয় করে। সে কথা যাক্, মিন্সে. এবার আবার কি করেছে শুনি?

নিতাই—একটা লোককে বেড়িয়ে মাথার খুলি ভেঙ্গে দিয়েছে।

সরোজ—তা হ'লে, এবার আর তার রক্ষা নাই। ধরা পড়েছে ত? সে লোকটার কি হ'ল? মরেছে না বেঁচেছে?

নিতাই—না লোকটা এখনও বেঁচে আছে। আর তা'কে যে তিনকড়ি মেরেছে, পুলিশ তা টের পায়নি।

সরোজ—তা হলে, তুমি টের পেলে কি ক'রে?

নিতাই পূর্ব্বদিনের সমস্ত ঘটনা, তাহাকে বিবৃত করিল। কিন্তু এর মধ্যে সে যে আছে, তাহার কোন উল্লেখ করিল না।

নিতাই—যা শুন্‌লে, তা হ'তে তোমার মনে হয় না কি, তিনকড়িরই এই কাজ?

সরোজ—ও না পারে এমন কাজ নাই। আমি কি কম দুঃখে ওর আশ্রয় ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি। তবুও ওর ভয়ে আমার খেয়ে সুখ নাই, ঘুমিয়ে সুখ নাই। সদাই ভয় হয়, টের পেল বুঝি? এবার ওর যদি একটা ভাল মন্দ হয়, তবেই নিশ্চিন্ত হতে পারি। তুমি কি মনে কর, পুলিশে ওকে ধরতে পারবে না?

নিতাই—কই? তার কোন সম্ভাবনা ত দেখি না।

সত্যশরণকে মৃতাবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া, তিনকড়ি যখন ঘরে ফিরিল,

তখন তাহাকে দেখিলে, সহসা চিনিয়া উঠিবার জো ছিল না। ভয়ে ও ভাবনায় তাহাকে একবারে বুড়ার মত করিয়া তুলিয়াছিল!

তিনকড়ির ধর্ম্মজ্ঞান অনেক দিনই গিয়াছে, বাকি ছিল একটু হিতাহিত জ্ঞান। সেই হিতাহিত জ্ঞান সহস্র বৃশ্চিকের মত, তাহার হৃদয়দেশে দংশন করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় সে অস্থির হইয়া পড়িল। মনের অশান্তি নিবারণ করিবার জন্য, শেষে তাহাকে সুরার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তিনকড়ি শুধু নিজেকে ভুলিয়া থাকিতে চাহে; জাগিয়া থাকা সে সময় তাহার পক্ষে একবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দু-বোতল কড়াগোছ মদ খাইয়া, তবে তাহার চৈতন্য-লোপ হইতে পারিল। চেতনা থাকিল না বটে, কিন্তু এই অচেতন অবস্থায় সে যে সব ভীষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহাতে জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা, নিদ্রাবস্থা তাহার পক্ষে, আরও ভীষণতর হইয়া উঠিল। তিনকড়ি স্বপ্নে দেখিল—সে যেন সত্যশরণকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; প্রথমে সে সত্যশরণ বাবুর মাথায় লাঠির আঘাত করিল, তাহাতে তাঁহার প্রাণ বাহির হইল না। বন্দুক লইয়া গুলি করিল, তবুও তাঁহার প্রাণ গেল না। বারবার তাঁহার পেটে ছুরিকাঘাত করিল, তথাপি তিনি মরিলেন না। ক্রোধে তিনকড়ির সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছিল। উপায়ান্তর না পাইয়া, সে পথের ধারে যে সব পাথরের স্তূপ ছিল, তাহা হইতে কতকগুলা পাথর উঠাইয়া লইয়া ক্রমাগত তাঁহার উপর বর্ষণ করিতে লাগিল। সত্যশরণ আর যেন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মাটিতে পড়িয়া গেলেন; তাঁহার প্রশান্ত উজ্জ্বল চক্ষুদুটি তখনও তাঁহার জীবনের সাক্ষ্য দিতেছিল। সত্যশরণ যেন কাতর দৃষ্টিতে তিনকড়ির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুখ দিয়া যে কথা কহিবেন, তাঁহার ততটুকু শক্তিও ছিল না। তাঁহার কাতর করুন নয়ন যেন তিনকড়িকে এই বলিতে চাহে "ওগো! অপরিচিত, আর কেন? আমি যে আর পারি না।

শেষ কর, শীঘ্র শেষ কর।" তিনকড়ি পুনরায় পাথর আনিতে গেল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহার হাতে যেন কোন বল নাই—খুব ছোট একখণ্ড পাথরও সে মাটি হইতে উঠাইতে সমর্থ হইল না! তখন সত্যশরণের গলায় পা দিয়া চাপিয়া, তাঁহার নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিবার উদ্দেশে, সে যেমন তাহার পা উঠাইতে গেল, তাহার পা একটুও উঠিল না—যেখানে ছিল, সেখানেই রহিয়া গেল। ক্রোধে তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। উপায়ান্তর না পাইয়া সে জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল। এমন সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া, আবার মদ্যপান করিল। শুইতে আর সাহস হইল না। সারারাত্রি পাগলের মত, ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইল। প্রভাতের আলোকচ্ছটা যতক্ষণ ঘরটির মধ্যে প্রবেশ না করিল, ততক্ষণ সে এইরূপ ক্ষিপ্তের ন্যায় কালযাপন করিল। দিবালোকে তাহার হৃদয়ে কতকটা সাহসের সঞ্চার করিয়া দিল। তিনকড়ি আবার তখন বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। বেলা ৪টা পর্য্যন্ত সে আর উঠিল না। কখন নিদ্রিত, কখন জাগ্রত অবস্থায় সময় কাটাইতে লাগিল।

চারিটা বাজিয়া গেলে, সে তাহার অপর দুই বন্ধুর উদ্দেশে, একটি মদের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া, একটি দীর্ঘকায় কদাকার ব্যক্তি ভাঙ্গা-গলায় কহিয়া উঠিল—যা হোক্, দেখাত পাওয়া গেল। আজ সারাদিন ছিলে কোথায়?

তিনকড়ি—কাল সারারাত মদ খেয়ে কাটিয়েছি, তাই আজ উঠতে পারিনি! এখন এক বোতল না হলেই নয়।

দীর্ঘকায় ব্যক্তি—নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

তিনকড়ি—আজ ত হয়নি, কাল একবার মিনিট খানেকের জন্যে হয়েছিল।

দীর্ঘকায় ব্যক্তি—তারপর, নিতাই কি এই রকম করে চিরদিন আমাদের

ঠকাতে থাকবে? আর আমরা তাই চুপ ক'রে সহ্য করব? ও কোন গুণে আমাদের চেয়ে, বেশী ভাগ নেবে বল ত? আমরা কি ওর চেয়ে কম মেহনত করি?

তিনকড়ি—সে ত ঠিক। কিন্তু প্রিয়নাথ, তুমি আসল কথাটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছ না। আমাদের চেয়ে নিতাইয়ের ভাবনা চিন্তা বেশী, তার বিপদের সম্ভাবনা বেশী কিনা, সেই জন্যে সে বেশী পায়।

প্রিয়নাথ—আরে রেখে দাও তোমার বিপদ! এই যে আমরা বড়বাজারে গিয়ে লোক যোগাড় করি, এতেও কি কম বিপদ আছে মনে কর তুমি?

তিনকড়ি—কিন্তু আমরা ত কেও আফিসের কাজ দেখি না, তার জন্যেও ওর বেশী পাওয়া উচিত।

প্রিয়নাথ—আফিসের কথা যদি তুল্‌লে, তবে তাও বলি শুন, সেখানে নিতাই যে কি চালাকি খেল্‌ছে, তা আমরা কিছুই টের পাচ্ছি না। আমাদের টাকাতেই ত আফিস। খাতাপত্র কিন্তু সবই ওর নামে। ও যদি বেঁকে দাঁড়ায়, আমাদের এক পয়সাও আদায় করবার জোটি নাই। নিতাই যে একদিন আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌বে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তোমাদের আচ্ছা ভুল বিশ্বাস! যেন নিতাই না হ'লে আমাদের চলবারই জো নাই।

তিনকড়ি—সে কথা কি আর একবার করে? অন্ততঃ নিতাই যেমন দক্ষতার সঙ্গে কাজ কর্ম্ম চালাচ্ছে, অমন আমাদের দিয়ে হবার জো নাই!

প্রিয়নাথ তিনকড়ির আর একটু নিকটে গিয়া চুপিচুপি কহিল—হাঁ হে, তিনকড়ি, তোমার পরিবারটির খবর কি? তার কোন সন্ধান পেয়েছ?

তিনকড়ি—না, পাইনি। আর পাবারও কোন আবশ্যক মনে করি না।

প্রিয়নাথ তাহার ভাঙ্গা-গলায় হাসিয়া কহিল—ব্যাপারটা যে তুমি এত

সহজভাবে নিতে পেরেছ, তা... আর যাই হোক, নিতাইয়ের খুবই সুবিধার কথা।

তিনকড়ি—কি রকম? এর সঙ্গে নিতাইয়ের আবার কি সম্বন্ধ?

প্রিয়নাথ—না, এমন কিছু নয়। তবে কি জান, এই নিয়ে নিতাইয়ের তোমার সঙ্গে যদি গোল বাধে, তা হ'লে, নিতাইয়ের খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হবে কি না? তোমার পরিবারটির মত পাকাগিন্নি ত সহসা মিলে না!

"মিথ্যাবাদী, বেইমান" বলিয়া প্রিয়নাথকে এক ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া, তিনকড়ি সেখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

প্রিয়নাথ আস্তে আস্তে উঠিয়া, গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল—তিনকড়ি যে হঠাৎ নিতাইয়ের এমন গোঁড়া হয়ে পড়্‌ল, ওর মানে কি? নিশ্চয় এরা দুজনে পরামর্শ ক'রে, আমাদের ফাঁসাবার চেষ্টায় আছে।

৪৫

ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের একটা ঘরে, একটি নার্স চুপ করিয়া বসিয়া একখানি নভেল্ পড়িতেছে। ঘরটি এমন নিস্তব্ধ যে, একটা ছুঁচ পড়িলেও তাহার শব্দ শোনা যায়। এরকম নীরব স্তব্ধতা সচরাচর অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। ঘরটির দুয়ার জানালাগুলি খোলা, কিন্তু পর্দ্দা দেওয়া থাকায়, কতকটা অন্ধকার দেখাইতেছে। ঘরটিতে দুটিমাত্র রোগী থাকিবার জন্য দুখানিমাত্র খাট। ইহাদের একখানিতে রোগী নাই—শূন্য পড়িয়া আছে। অন্যখানিতে সত্যশরণ বাবু নিশ্চলভাবে শুইয়া আছেন। তাঁহার মাথাটা জুড়িয়া ব্যাণ্ডেজ করা - দেখিলে জীবিত কি মৃত, সহসা বুঝিবার জো নাই।

নার্স বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, ধীরে ধীরে রোগীর শয্যার পাশে গিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর স্বস্থানে আসিয়া বইখানি লইয়া পড়িতে বসিল।

বাঘের বাচ্ছা

আজ ৩ দিন হইল, সত্যশরণ বাবুকে হাঁসপাতালে আনা হইয়াছে। প্রথম ২ দিন তাঁহার ভাল নিদ্রা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হয়, তাহার পরই অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিলেন। আজ বিকাল হইতে, তাঁর সুনিদ্রা হইতেছে। তাঁহার নিদ্রার যাহাতে ব্যাঘাত না ঘটে, তাহার জন্য হাউস্‌-সার্জ্জন নার্স্‌কে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

হাউস সার্জ্জন্‌ তাঁহার বসিবার ঘরে সিগারেট টানিতেছেন; সেখানে দুই একটি ছাত্রও উপস্থিত ছিল। আজ ২ দিন হইতে হাউস সার্জ্জন্‌ যেন সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছেন। ছাত্রেরা তাহা লক্ষ্য না করিয়াছে এমন নহে। কিন্তু ইহার কারণ তাহারা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। তিনি পূর্ব্বের মত বেশী কথা কহেন না; এত যে তাসের দিকে ঝোঁক, তাহা এক দম বন্ধ। সিগারেট টানিতে টানিতে, হাউস্‌ সার্জ্জেন মহাশয় কি যেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় একটি ছাত্র ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মশায়, আপনার হেড্‌ কেসের কি খবর? তার ইন্‌টেলিজেন্‌স্‌ ডিপার্টমেণ্টের কাজ সেই রকমই চল্‌ছে, না একটু কমেছে?

হাউস্‌ সার্জ্জেন্‌ তাহার দিকে ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন—তোমাদের বুদ্ধি বিবেচনা কি একবারে গিয়েছে? এরকম একটা শক্ত কেস্‌ সম্বন্ধে ওরকম প্রশ্ন করতে, তোমার মনে কি একটুও দ্বিধা হ'ল না? মনে কর তোমারই ওই অবস্থা হয়েছে। তোমার ভাই বোন্‌. মা বাপ তোমার সংবাদ পাবার জন্যে উৎসুকনয়নে অপেক্ষা ক'রে আছেন। সে সময় তোমার সম্বন্ধে ওই রকম কথা কেও যদি বলে, তোমার মনে কি ভাব হয়?

১ম ছাত্র—আজ আপনার কি হয়েছে, বলুন ত? বাপ মা, ভাই বোন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে মাটি ভিজাচ্ছে, এ দৃশ্য খুবই হৃদয়বিদারক সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে তার ত কোনই সম্ভাবনা দেখি না। এর তিন কুলে কেও যে আছে, তাত মনে হয় না। এ একটা হতভাগা লোক, চিররুগ্ন;

এ থাকলেও যা, মরলেও তাই। এর জন্যে আপনার এত মাথা ব্যথা কেন? নিশ্চয় আপনার হজমের গোল ঘটেছে।

এমন সময় একটা বেয়ারা আসিয়া, অন্য ছাত্রটির হাতে এক টুকরা কাগজ দিল। সে তাহা পাঠ করিয়া হাউস্ সার্জ্জেনকে কহিল—মশায়, নার্স লিখে পাঠিয়েছে, আপনার হেড কেসের ঘুম ভেঙ্গেছে, দেখ্‌তে ইচ্ছে করলে, যেতে পারেন।

হাউস সার্জ্জেন ধীরেন বাবু, তাড়াতাড়ি উঠিয়া সত্যশরণকে দেখিতে গেলেন। ধীরেন বাবু চলিয়া গেলে, প্রথম ছাত্রটি দ্বিতীয়কে কহিল—হা হে, ধীরেন বাবুর কি হয়েছে বলত? তিনি যেন সাত রাজার ধন এক মাণিক হারিয়েছেন!

দ্বিতীয়—হারান্ নি হে, তার সন্ধান পেয়েছেন! তুমি বুঝি শোন নি, হেড্ কেসের একটা খুব সুন্দরী বোন আছে। সে যে তার দাদার সংবাদ নেবার জন্যে ও ঘরে বসে আছে।

প্রথম—তাই বল! মেয়েটা খুব সুন্দরী বুঝি? একবার ত দেখতে হয়। এই বলিয়া ছাত্রটি উঠিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে, ফিরিয়া আসিয়া কহিল—তাইত হে; ধীরেন বাবুর মাথা খারাপ হবার কারণ যথেষ্টই আছে দেখ্‌ছি। আচ্ছা, মেয়েটার সঙ্গে একটা লম্বা গোছ লোক দেখলেম,—সে ব্যক্তিটা কে বল্‌তে পার?

দ্বিতীয়—তা ঠিক জানি না। মেয়েটার স্বামীও হতে পারে।

হাউস্ সার্জ্জেন্ ধীরেন বাবু সত্যশরণকে দেখিয়া খুবই খুসী হইলেন। সত্যশরণের জীবন সম্বন্ধে এখন আর তাঁর মনে, কোন সন্দেহই থাকিল না। চারুশীলাকে এই শুভ সংবাদটি দিবার জন্য, তিনি ছুটিয়া তাহার কাছে গেলেন। তাঁহার মুখে ভ্রাতার সংবাদ শুনিয়া, চারু অতিশয় আনন্দিত হইল, এবং ধীরেন বাবুকে বার বার ধন্যবাদ দিল। তাহার পর, দীনর সঙ্গে

হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে চারু কহিল-ডাক্তার চৌধুরী, প্রতিজ্ঞা করুন, আমি আপনাকে যে জিনিসটা দিবো, বাড়ী না গিয়ে সেটা দেখবেন না।

দীন প্রতিশ্রুত হইলে, সে, তাহার হাতে একখানা বড় এন্‌ভেলাপ্‌ দিল। দীন স্পর্শের দ্বারা টের পাইল, ইহার মধ্যে শক্ত রকম একটা কি যেন আছে।

চারুকে বাসায় দিয়া, দীন তাড়াতাড়ি গৃহের দিকে ছুটিল। পথে ক্রমাগতই তাহার মনে হইতেছিল, খামের মধ্যে এমন কি আছে যাহা চারুশীলা পথের মধ্যে দেখিতে নিষেধ করিয়াছে! বাড়ী পৌঁছিয়াই, সে ব্যস্তভাবে পকেট হইতে খামখানি টানিয়া বাহির করিল এবং তাহা ছিঁড়িয়া দেখিল, তাহার মধ্যে একখানি ফটো রহিয়াছে। ফটোখানি বাহির করিয়া দেখিল, ইহা আর কাহারও নহে—শ্রীমতী সুখলতার। দীনর মনে তখন এত আনন্দ হইল যে, সে স্থির থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া অনিলের নিকট গিয়া ফটোখানি দেখাইল।

কিছুদিন হইতে নানা কারণে দীনর মনে শান্তি ছিল না। আজ সুখলতার ফটোখানি হাতে পড়ায়, তাহার অশান্ত মন যেন কি এক যাদু মন্ত্রে প্রশান্ত হইয়া পড়িল। তাহার মনে তখন আর অন্য কোন চিন্তা স্থান পাইল না। সে বসিয়া বসিয়া কেবলই তাহার ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল! রাত্রে যখন ঘুমাইয়া পড়িল, নিদ্রাবশে সে বার বার সুখলতাকে দেখিতে পাইল।

সুখের স্বপ্ন, সব সময়, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। হতভাগ্য নিতাইয়ের অদৃষ্টে অনেক দিনই সে সুখ ঘটে নাই। আজিকার রাত্রিটা নিতাইকে বিছানায় পড়িয়া জাগিয়াই কাটাইতে হইল। সে যত চেষ্টা করে, ঘুম কিছুতেই আসে না। নিতাই বুঝিতে পারিয়াছে, এদেশে তাহার আর বেশী দিন থাকা চলিবে না। লোকের কাছে, তাহার যে সম্মান আছে, তাহা আর

কোন মতেই টিকে না। ইহার পর সে কি করিবে, শুইয়া শুইয়া শুধু সেই কথাটিই চিন্তা করিতেছিল। আজ দিনের বেলায় তিনকড়ির সঙ্গে তাহার দেখা হয়; তিনকড়ি তাহাকে যে অপমানটা করিয়াছে, তাহা সে এ জীবনে ভুলিতে পারিবে না। তিনকড়ি জানিতে পারিয়াছে, তাহার স্ত্রী নিতাইয়ের কাছেই আছে। নিতাই তাহাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝাইতে কত চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তিনকড়িকে সে ভাল রকমই জানে। তিনকড়ির হস্তে যে তাহার রক্ষা নাই, তাহাও সে বুঝিয়াছে। তিনকড়ি যদি জোর করিয়া, তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে, তবে ত তাহারও নিস্তার নাই, সরোজেরও না।

প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া, নিতাই সরোজকে কহিল—সরোজ, কাল তিনকড়ির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সরোজ—কাল দেখা হয়েছিল, একথার মানে? তবে কি তোমাদের এ দিকে প্রত্যহ দেখা হয় না।

নিতাই—না, মাঝে মাঝে হয়।

সরোজ—এখন ও কোথায় থাকে? যেখানে ছিল সেখানেই ত?

নিতাই—তা ঠিক জানি না। আমার সঙ্গে পথে দেখা হয়। আজ কাল ও ২৪ ঘণ্টাই মদ খায়। পথের মাঝখানে আমার সঙ্গে একটা দাঙ্গা বাধাবার উপক্রম করে আর কি। কোন রকমে ওর হাত এড়িয়ে এসেছি।

সরোজ—দাঙ্গা কিসের জন্যে?

নিতাই—ওকে নাকি কে বলেছে, তুমি আমার বাড়ীতে আছ।

নিতাইয়ের কথায় সরোজের সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে পড়িয়া যাইবার মত হইল। কম্পিত হস্তে টেবিল ধরিয়া কোন প্রকারে আপনাকে খাড়া করিয়া রাখিল।

সরোজ—তা হলে, এবার আর আমার রক্ষা নাই। হয়ত সে তোমাকেও

খুন করে বস্‌বে! ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সে নিতাইকে জড়াইয়া ধরিল।

নিতাই—ওকি? অমন কর কেন? ভয় কিসের? এই বলিয়া তাহাকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে সরোজ কহিল—ও যে কি ভয়ঙ্কর লোক, তা ত তুমি জান না, আমি জানি। রাগের মাথায় ও না করতে পারে এমন কাজ নাই।

নিতাই—সে কথা সত্য। দেখ, সরোজ, তুমি বরঞ্চ এক কাজ কর। কিছুদিনের জন্যে এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাক। এখানে থাক্‌লে, তোমার বিপদ, আমারও বিপদ। কি বল?

সরোজ—আচ্ছা বেশ, তাই করব। ওর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সম্ভব; তা হোক্ দেখা। আজই তা হ'লে যাওয়ার উদ্যোগ করি?

নিতাই—যেতে হ'লে, আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু সরোজ, আমার মাথার দিব্য, তিনকড়ি যে অঞ্চলে থাকে, সে দিকে তুমি ভুলেও যেয়ো না। বাড়ী ঠিক হ'লে খবর দিয়ো, আমি তোমার জিনিষপত্র পাঠিয়ে দিব।

এই বলিয়া নিতাই চলিয়া গেলে, সরোজ অনেকক্ষণ একলা বসিয়া ভাবিল; তাহার পর কহিল—না, না এ সুযোগ আমি আর বৃথায় যেতে দিব না।

এই বলিয়া সে উপরে গিয়া, তাহার জিনিসপত্র গুছাইতে মন দিল।

৪৬

নিতাইয়ের বাড়ীতে সরোজ যখন তাহার জিনিস পত্র গুছাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তিনকড়ি তাহার বাসায়, বিছানায় পড়িয়া একবার এপাশ, একবার ওপাশ করিতেছিল। বহু কষ্টে যদি বা তাহার একবার একটু নিদ্রা আসে,

ভয়ের স্বপ্নে তাহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। তিনকড়ির পক্ষে নিদ্রা ও জাগরণ দুই যেন কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বেলা দুইটা পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে কাটাইয়া, সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। শান্তিদায়িনী সুরার আশ্রয় লইবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তিনকড়ি যে সময় ঘর হইতে বাহির হইল, ঠিক সেই সময় একটি বৃদ্ধাকে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখা গেল। বৃদ্ধার মুখখানি দেখিবার জো ছিল না—উহা অবগুণ্ঠনে আবৃত। তাহার মাথাটা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা বাসের জন্য ঘরের অনুসন্ধান করিতেছিল। দুই তিন স্থানে না পাইয়া অবশেষে সে যে বাড়ীতে তিনকড়ি ছিল, সেই বাড়ীতে গেল। বাড়ীওয়ালী দরজাতেই ছিল। বৃদ্ধা তাহাকে ঘর খালি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল।

বাড়ীওয়ালী—তুমি কি রকম ঘর চাও বাছা?

বৃদ্ধা—যেমন তেমন হলেই চল্‌বে।

বাড়ীওয়ালী—তা হলে এস বাছা, তেতালায় একটা ঘর খালি আছে। ভাড়া এক মাসের আগাম দিতে হবে।

বৃদ্ধা—কেমন ঘর দেখ্‌তে পারি?

বাড়ীওয়ালী—তা কেন পারবে না? এস, ঘর দেখাচ্ছি।

এই বলিয়া সে বৃদ্ধাকে ঘর দেখাইতে লইয়া গেল। ঘর দেখা হইলে বাড়ীওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল—কেমন, পছন্দ হয়ত?

বৃদ্ধা—তা একরকম হয়। তবে ভাড়া খুব বেশী ব'লে বোধ হয়। আড়াই টাকা হ'লে হয় না।

বাড়ীওয়ালী—এস, এস, আমার সময় নষ্ট করে আর কাজ নাই; তুমি কেমন ঘর নেবে, তা বুঝেছি।

বৃদ্ধা—তবে নাও বাছা।

বাড়ীওয়ালী টাকা কয়টি পাইয়া, নীচে নামিয়া গেল। বৃদ্ধা তখন ধীরে ধীরে সে যে ঘরটি ভাড়া করিয়াছে, তাহার ঠিক নীচের ঘরে কে থাকে জানিবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল ঘরে কেহ নাই, দরজায় তালা লাগান। দরজার ফাঁক দিয়া ঘরের মধ্যেটা একবার দেখিয়া লইল। তাহার পর তাড়াতাড়ী উপরে উঠিয়া নিজের ঘরটির মধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা যেরূপ ক্ষিপ্রগতিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিল, তাহাতে সে যে বৃদ্ধা সে কথা মনেই হয় না। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে ঘরের মেজেটা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিল। খোলার বাড়ীর মেজে, তক্তার উপর মাটি দিয়া প্রস্তুত। এক স্থানের কতকটা মাটি উঠিয়া যাওয়ায় নীচের তক্তার জোড়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঘরের এক কোণে একখানা ভাঙ্গা হাতা পড়িয়াছিল; তাহারই সাহায্যে সে ফাঁকটা বড় করিল। তখন ইহার মধ্যে দিয়া নীচেকার ঘরের সমস্ত এক প্রকার দেখা যাইতে লাগিল।

এই সকল শেষ করিয়া, বৃদ্ধা মেজেতে এক স্থানে শয়ন করিল। সে যে কতক্ষণ ঘুমাইয়াছে, ঠিক জানে না। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন আর বেলা ছিল না, সন্ধ্যা হইয়াছে। সে শুনিতে পাইল, নীচের ঘরে দুইটা লোক যেন কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দুইজনের একজন ভাঙ্গা গলায় কহিল—তোমাকে আর আমাকে ৪০৲ টাকা করে দিয়ে, নিতাই ৮০৲ টাকা নিলে, এটা কি ঠিক কাজ হয়েছে?

অপর ব্যক্তি—তুমি দেখ্‌ছি, কিছুতেই খুসী নও। নিতাইকে নিয়ে কাজ কর্‌তে যদি না চাও, নিজে ভিন্ন হ'য়ে কাজ কর তবে। আমি কিন্তু নিতাইকে ছাড়তে পার্‌ব না।

ইহার পর কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। স্ত্রীলোকটি উপর হইতে শুনিতে পাইল, গেলাসে জল ঢালিলে যেমন শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ

হইতেছে। শব্দ থামিলে, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে কহিল,—প্রিয়নাথ তুমি দেখ্‌ছি মেয়ে মানুষেরও অধম! এক গেলাস টেনেই আর চোকে দেখতে পাও না।

প্রিয়নাথ—তোমার মত অতো খাই, আমার কি সাধ্য?

মেজের ফাঁক দিয়া নীচেকার ঘর হইতে আলো আসিতেছিল। স্ত্রীলোকটি উপুড় হইয়া পড়িয়া, সেই ফাঁক দিয়া, নীচেকার ঘরে কি হইতেছে দেখিতে আরম্ভ করিল।

তিনকড়ি—ওহে প্রিয়নাথ, পূজোরত আর বেশী দেরী নাই। সে সময় বোধ হয়, দুপয়সা বিলক্ষণ উপার্জ্জন হবে।

এই বলিয়া আর এক গেলাস মদ লইল। ইহার পর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, মাটিতে পড়িয়া গেল। প্রিয়নাথ তাহাকে উঠাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। শুইয়া শুইয়া সে জড়িতস্বরে একটা গান গাহিল। তাহার পর নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

প্রিয়নাথ তখন দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়া, পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর নিদ্রিত তিনকড়ির পাশে দাঁড়াইয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিল। প্রিয়নাথ বুঝিল, তাহার সংজ্ঞা মাত্র নাই, সে একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। প্রিয়নাথ তিনকড়িকে দুবার জোরে নাড়া দিল, তবু সে উঠিল না। দুবার তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল, তবুও সে কোন সাড়া দিল না। আবার নাড়া দিল, তবুও সে উত্তর দিল না। প্রিয়নাথ তখন তিনকড়ির পকেট হইতে একটা রিভল্‌বার বাহির করিল; উপর হইতে রমনী তাহা দেখিতে পাইল। সে তখন মনে মনে কহিল—"তা হ'লে এই এর জীবন শেষ ক'রবে বোধ হচ্ছে, ভগবান, তাই কর, তাই কর, আমাকে এ পাপ হতে রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

কিন্তু প্রিয়নাথ তাহা করিল না। সে বন্দুকটি টেবিলের উপর রাখিয়া তিনকড়ির পকেট হাতড়াইতে আরম্ভ করিল। তিনকড়ির পকেটে যা কিছু ছিল, বাহির করিয়া নিজের পকেটে রাখিল। তাহার পর আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

প্রিয়নাথ চলিয়া গেলে, উপরের ঘরে স্ত্রীলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখখানি তখন একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া তিনকড়ির ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে নিশ্চলভাবে শুইয়া আছে। তাহার গলার মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতেছে। রমণী দুই এক পা করিয়া, তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনকড়ি বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিয়া উঠিল। রমণী ভয় পাইয়া, ধীরে ধীরে দরজার দিকে পিছাইয়া আসিল; তিনকড়ি শীঘ্রই চুপ করিল, তাহার গলার মধ্যে হইতে আবার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতে আরম্ভ করিল। রমণী তখন তাহার বস্ত্রের মধ্য হইতে একখানা ছুরী বাহির করিয়া, আস্তে আস্তে তিনকড়ির নিকটবর্ত্তী হইল।

এই তিনকড়িই তাহার জীবনকে একান্ত দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। তিনকড়ি জীবিত থাকিতে, তাহার মনে আর কোন শান্তি নাই। তিনকড়িকে সরাইতে না পারিলে তাহার দুর্দ্দশার আর শেষ নাই। তাহার শুভক্ষণ ত এই উপস্থিত। রমণী কহিল—এ শুভক্ষণ সে আজ কখনই বিফলে যাইতে দিবে না—কখনই না।

এই স্থির করিয়া রমণী তিনকড়ির গলদেশে ছুরী বসাইয়া দিল।

একবার মুহূর্ত্তের জন্য গোঁ গোঁ শব্দ হইল। তাহার পর, মৃত্যুর নিস্তব্ধতা সমস্ত ঘরখানিকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল।

তিনকড়িকে হত্যা করিয়া সরোজ আর সে বাড়ীতে ক্ষণকাল বিলম্ব করিল না।

রাস্তায় বাহির হইয়া, তাহার মনে পূর্ব্বের উৎসাহ থাকিতে দেখা গেল না। যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া, সে এই হত্যাকাণ্ডটি করিল, সেই ভবিষ্যৎ সরোজের সম্মুখে একটা নিবিড় অন্ধকার ও ভীষণ ভয়ের মূর্ত্তিতেই দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ইহার পূর্ব্বে সরোজের মনে কখন কখন এমন ভাবের উদয় হইত যে, সুবিধা পাইলে, সে পাপের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, পুণ্যের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে। আজ সে বুঝিতে পারিল, জীবনে সে আশা ফলবতী হইবার আর কোনও সম্ভাবনাই রহিল না। একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তাহাকে পুণ্যজীবন হইতে চিরদিনের জন্য তফাৎ করিয়া রাখিয়াছে। এ বাধা অতিক্রম করা তাহার পক্ষে একবারে সাধ্যের অতীত।

পাপের পথে একবার পা বাড়াইলে, কোথায় গিয়া যে তাহার শেষ হয়, কেহই বলিতে পারে না। পাপ-ইচ্ছা যতই সফল ও সিদ্ধ হয়, মানুষ ততই পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়। অসদভিপ্রায় ও পাপাচরণ যদি আরম্ভে ধরা পড়ে, তাহা হইলে মানুষ অনেক সময় নৈতিক অবনতি ও মানসিক কষ্ট হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারে। হতভাগ্য নিতাইয়ের প্রথম পাপ চেষ্টাটি যদি নিষ্ফল হইত, তাহার পাপ-আশাটি যদি ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে, হয়ত আজ তাহার এমন দুর্দ্দশা না হইতেও পারিত। অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া, নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, সে তাহার জীবনের পথে এতগুলি কূপ খুঁড়িয়াছে যে, আজ তাহাদেরই একটিতে পা পড়া ভিন্ন তাহার আর গত্যন্তর নাই!

নিতাই নির্ব্বোধ নহে। তাহার বয়সও যৌবনের সীমা অতিক্রম করে নাই। অর্থনীতিতে তাহার মত সুপণ্ডিত কদাচিৎ দেখা যায়। অফিসের কাজকর্ম্মাদি সে এরূপ সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করিত, যাহাতে লোকে তাহার ব্যবসা-বুদ্ধির সুখ্যাতি না করিয়া, থাকিতে পারিত না। লোকসমাজে নিতাইয়ের মিষ্টভাষী ও বুদ্ধিজীবি বলিয়া বিশেষ খ্যাতি। সে না চিনে এমন

লোক নাই ; না জানে এমন কাজ নাই। কিন্তু তাহার কাজ যে কি, সে লোক কেমন, স্পষ্ট করিয়া কেহই কোন কথা বলিতে পারে না। তাহার কাজকর্ম্মে, ভাব-ভঙ্গিতে কেমন যেন একটা রহস্য মিশ্রিত ছিল। এই কারণেই হয়ত লোকে তাহাকে একটা খুব কাজের লোক বলিয়া মনে মনে বিশ্বাস করিত।

আজ রাত্রে একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া নিতাই তাহার জীবনের কথা আলোচনা করিতেছে। সে যে সকল রমণীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সুশীলা ও সরোজের কথাই আজ বিশেষ করিয়া তাহার মনকে তোলপাড় করিতেছে। সুশীলার আত্মহত্যায় তাহার সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্তই হইয়াছিল, কোথা হইতে সত্যশরণ আসিয়া তাহাকে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। টাইপিষ্ট গল্পটি বাহির হওয়া অবধি, অনেকেরই তাহার উপর সন্দেহ জন্মিয়াছে। তিনকড়ির সাহায্যে সে সত্যশরণকে সরাইতে চেষ্টা করে, দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাহা নিষ্ফল হইতে বসিল! এই সত্যশরণ যখন হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিবে, তখন লোকসমাজে তাহার কীর্ত্তি কি অপ্রকাশ থাকিবে? আর সত্যশরণ যদিই বা তাহা না করে, মদের নেশায়, তিনকড়িই যে তাহা না করিবে, কে বলিতে পারে? সরোজ যে তিনকড়ির আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, তাহার বাড়ীতে ছিল, তিনকড়ি পূর্ব্বে তাহার কোন কথাই জানিত না, কিন্তু এখন তাহার মনে সে সন্দেহ জন্মাইয়াছে। সরোজ অবশ্য এখন তাহার গৃহে নাই বটে, কিন্তু সরোজ তিনকড়িকে যে রকম ভয় করে, তাহাতে ইহা একবারে অসম্ভব নয় যে, এই সরোজই একদিন তিনকড়িকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করিবে। তবেই ত সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে! না, তাহার উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। তাহা হইলে, এখন তাহার কি করা কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য এই যে, এই স্থান ত্যাগ করিয়া, কোন দূরদেশে গিয়া অন্য নামে পরিচয় দেওয়া।

নিতাইকে যে কলিকাতা ছাড়িতে হইবে, সে ইতিপূর্ব্বেই তাহা কতকটা

বুঝিতে পারিয়াছিল। এই জন্য সে শেয়ারের কাগজ প্রভৃতি ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা করিয়া রাখিয়াছিল। সে চেয়ার হইতে উঠিয়া, সিন্দুকটি খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটা চামড়ার ব্যাগ বাহির করিল। ব্যাগের মধ্যে কতকগুলা নোট, সোভারিন্ ও কাগজ পত্র ছিল। সে খুলিয়া একবার নাড়িয়া চাড়িয়া পুনরায় ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া, ব্যাগটা সিন্দুকে পূরিয়া, চেয়ারে আসিয়া বসিল।

সে বেশীক্ষণ বসে নাই। এমন সময় দরজায় যেন কিসের একটা শব্দ শুনিতে পাইল। তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া দরজার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার শরীর কম্পিত হইতেছিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

এমন সময় দরজা ঠেলিয়া, স্পন্দিত বক্ষে ও কম্পিত পদে সরোজ ঘরে প্রবেশ করিল। সরোজকে দেখিয়া নিতাইয়ের ভয় আরও যেন বাড়িয়া গেল।

জড়িতস্বরে নিতাই কহিল—সরোজ তুমি যে এখানে ?

সরোজের আর পূর্ব্বের শ্রী নাই। একদিনেই যেন তাহাকে প্রাচীন করিয়া তুলিয়াছে। তাহার চোখ দুটি জবা ফুলের মত রাঙা, দীর্ঘ কেশ বেণীবদ্ধ নহে। ঘরে ঢুকিয়া, সে দরজার নিকট নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এক পাও অগ্রসর হইল না। সে শুধু বিস্ফারিত নেত্রে নিতাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া, সে অস্ফুটস্বরে কহিল—নিতাই, আমি এসেছি, তুমি খুসী হওনি ?

নিতাই—সরোজ, তোমাকে দেখ্‌লে কখনই বা খুসী না হই ? কিন্তু তুমি যে এসেছ, এতে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা কত, সেটা ভেবে দেখেছ কি সরোজ ?

সরোজ—আর বিপদের ভয় নাই। সে মরেছে।

নিতাই—কে মরেছে সরোজ ?

সরোজ—আমার স্বামী। তার মৃত্যুতে যত খুসী হব ভেবেছিলাম,তা পারিনি।

নিতাই—এস, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিল এবং নিজে তাহার নিকট উপবেশন করিল।

নিতাই—সরোজ, তিনকড়ি কিসে মরেছে ?

সরোজ কোন কথা কহিল না। নীরবে বসিয়া রহিল। যে মনের উত্তেজনা বশে সে নিতাইয়ের কাছে আসিয়াছিল এখানে আসিবামাত্র তাহা কোথায় চলিয়া গেল !

বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজ কহিল—আজ সকালে ওর যা কিছু মন্দ, আমার মনে কেবল সেইগুলি আস্‌ছিল ; এখন ওর যা ভাল, তাই শুধু মনে পড়ে।

নিতাই—এ তুমি কি বলছ সরোজ ? তিনকড়ি যদি টের পেতো, তুমি এখানে ছিলে, তা'হলে ও তোমার কি দশা করত ? ভেবে দেখ ?

তিনকড়ি সম্বন্ধে সরোজের মনে যে একটা ভয় ছিল, নিতাই সরোজের মনে তাহারই উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার সে চেষ্টা নিষ্ফল হইল। তিনকড়ি যতদিন জীবিত ছিল সরোজ তাহাকে যে ভয় করিত এখন সে রকম ভয়ের কারণ না থাকিলেও, এ সময় তাহার অপেক্ষা ভীষণতর এক রকম ভয় সরোজের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। জীবিত তিনকড়ির অপেক্ষা, মৃত তিনকড়ির চিন্তা, সরোজের হৃদয়কে আরও বেশী উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। স্থিরভাবে সরোজ কহিল—সে আমাকে মেরে ফেলতো, এই ভয় দেখাচ্ছ ? তা হলে যে আমি বেঁচে যেতাম! আমার এখনকার অবস্থার চেয়ে সে যে ঢের সুখের হ'ত।

সরোজের কথা শুনিয়া, নিতাই মনের মধ্যে কেমন একটা অশান্তি বোধ করিল। ব্যাপারটা জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল জন্মিল।

নিতাই—সরোজ, তুমি ভুলে যাচ্ছ, কি যে হয়েছে, তার আমি কিছুই জানি না। তুমি যদি সব কথা খুলে না বল, তা হলে, আমি তোমার কি সাহায্য করতে পারি? আচ্ছা, তিনকড়ি কি সত্যি মরেছে?

সরোজ—হাঁ, সত্য মরেছে। দু-ঘণ্টা আগে, আমি তাকে মেরে ফেলেছি।

নিতাই—তুমি যে তাকে খুন করেছ, সে কথা আর কেউ জানে?

সরোজ—না, কেউ না।

নিতাই—কি দিয়ে মেরেছ?

সরোজ—তোমার ছুরী দিয়ে।

নিতাই—আমার ছুরী? কই দেখি?

সরোজ—সঙ্গে আনিনি, সেখানেই রেখে এসেছি।

কিছুক্ষণের জন্য নিতাই নিশ্চলভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার ছুরী বাস্তবিক নাই। সরোজ যে তাহারই ছুরী দিয়া তিনকড়িকে খুন করিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার মনে তখন আর কোন সন্দেহই রহিল না। নিতাই দার্জ্জিলিং থাকিতে এই ছুরী ক্রয় করিয়াছিল। ইহাতে তাহার নাম খোদা ছিল। নিতাই ভাবিল, এত দিনে প্রাণে মরিতে হইবে। এ ছুরী নিশ্চয় পুলিশের হাতে পড়িবে। তখন তাহার হাতে হাত কড়া পড়া ভিন্ন অন্য গতি নাই। এখানে আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করা, তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে—কিছুতেই নহে।

তাড়াতাড়ি নীচের ঘরে গিয়া সিন্দুক খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে চামড়ার ব্যাগটি বাহির করিল। তাহার পর কাপড়চোপড় পরিয়া, ব্যাগটি সঙ্গে

লইয়া, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। রাস্তায় একখানা ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া, হাবড়া ষ্টেশনে গেল। রাত্রি ১১টার গাড়ী তখনও ছাড়ে নাই। একখানা টিকিট লইয়া নিতাই অবিলম্বে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়া, হুস্ হাস্ শব্দ করিতে করিতে গাড়ী ছুটিতে লাগিল। ষ্টেশনের আলোগুলি নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া শুধু নিমেষের জন্য ষ্টেশনগুলিকে যাত্রীদের দৃষ্টিপথে প্রকাশ করিতেছিল। গাড়ী যতই চলে, নিতাই তাহার শৈশবের স্মৃতিক্ষেত্র ও যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ততই দূরে পড়িতেছিল। রজনী যত অন্ধকার, নিতাইয়ের মনের ভিতর তাহার অপেক্ষাও অন্ধকার। রাত্রির এই অন্ধকার ত সূর্য্যোদয়ে দূর হইবে, কিন্তু নিতাইয়ের কলঙ্ককালিমা এ জীবনে শেষ হইবার নহে।

নিতাই এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়া এমন দেশে যাইতে চাহে, যেখানে কেহ তাহাকে দেখে নাই, কেহ তাহার নামটি পর্য্যন্ত শুনে নাই। কোথায় সে দেশ? নিতাই তাহা এখনও বলিতে পারে না। এই অনিশ্চিত দেশে গিয়া, নিতাই কি করিবে, তাহাও সে স্থির করিতে পারে নাই। সে শুধু এইটুকু জানে, নিজেকে গোপন করিয়া, অন্য নামে পরিচয় দিয়া, অপরিচিত দেশে, অপরিচিত লোকের মধ্যে তাহাকে জীবনের অবশিষ্ট কাল শেষ করিতে হইবে।

৪৯

সত্যশরণ বাবু আজ ১৫ দিন হাঁসপাতালে আছেন। ডাক্তারেরা তাঁহার অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মাথার ক্ষত প্রায় সারিয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তার তাঁহাকে কথা কহিতে বারণ করিয়াছেন। ডাক্তারের আজ্ঞাপালন করা, সত্যশরণের পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। নার্সের শাসনে

কথা কওয়া যদিচ বন্ধ থাকে, কিন্তু চিন্তা করাত কেহ বন্ধ করিতে পারে না। সত্যশরণ বাবু শুইয়া শুইয়া কত কি অনবরত চিন্তা করিতেন। ডাক্তারেরা যদি তাহা টের পাইতেন, নিশ্চয় তাঁহারা সত্যশরণের এ অপরাধ ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু সত্যশরণ বাবু যে সকল বিষয়ে চিন্তা করিতেন, সেগুলি শুনিলে, তাঁহারা এই অদ্ভুত রোগিটির মস্তিষ্কের কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের বিষয়ে সত্যশরণ বাবু অতি কমই ভাবিতেন। কে তাহাকে মারিয়াছে, কেন মারিল, এ সকল কথা ভুলিয়াও তাঁহার মনে হইত না। তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থাটি অপঘাত-মৃত্যু সম্বন্ধে, একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। সহসা সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, সত্যশরণের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহাতে তিনি এইরূপ স্থির করিয়াছেন, দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া মরার চেয়ে, হঠাৎ মৃত্যু, অনেক বিষয়েই শ্রেয়স্কর।

সভ্যসমাজে ব্যাধিরও যেমন অন্ত নাই, ব্যাধির আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদিরও অভাব নাই। ডাক্তার বৈদ্য, হাঁসপাতাল প্রভৃতি আছে, রোগীকে নিরাময় করিবার জন্য। কিন্তু রোগ যাহাতে না হয়, সুস্থ মানুষ যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য কোন অনুষ্ঠানই থাকিতে দেখা যায় না। পৃথিবীতে প্রায় ১৫ আনা রোগ নিবারণ-সাপেক্ষ এবং তাহা অনায়াসসাধ্যও বটে। আশ্চর্য্য এই যে, যাহা সহজ, যাহা ধ্রুব, তাহা ত্যাগ করিয়া, যাহা অনিশ্চিত, যাহা কষ্টসাধ্য তাহারই দিকে সমস্ত জগৎ উন্মত্তের মত অন্ধভাবে ছুটিয়া চলিতেছে!

একদিন সন্ধ্যার পর, সত্যশরণ বাবু শুইয়া শুইয়া ঐরূপে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ধীরেন বাবুর সঙ্গে দীন তাঁহাকে দেখিতে আসিল।

ধীরেন বাবু নার্স্‌কে রোগী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

নার্স কহিল—রোগী মোটের উপর ভালই আছে। তাঁর ব্যবহারেও

বিশেষ কোন দোষ দেওয়া যায় না। তাহার পর সত্যশরণকে শুনাইয়া কহিল—কিন্তু ইনি যে আপনাদের কথা ঠিকমত পালন কচ্ছেন, সে কথা বলা যায় না। আপনারা এঁকে কথা কইতে বারণ করেছেন, কিন্তু ইনি তা মানতে চান্ না। আমি যদি বিরক্ত হই, উনি বলেন "ডাক্তার আমাকে কথা কইতে বারণ করেছেন কেন? কথা কইলে মস্তিষ্কের পরিশ্রম হবে বলেইত? কথা কইতে গেলেই ভাবতে হয়, আমার পক্ষে এ অবস্থায় ভাবা উচিত নয় বলেইত? কিন্তু মস্তিষ্ক যেখানে, মোটেই চুপ করে থাক্‌ছে না, সেখানে কথা বল্‌তে না দিলে, লাভ যে কি হয়, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। চিন্তাকে কথায় ব্যক্ত করতে দিলে, মস্তিষ্কের ভার লাঘব হবারইত কথা।"

সত্যশরণ—হাঁ, নার্স্‌ আমার যুক্তিটা, যথাযথ প্রকাশ করেছেন বটে। কিন্তু ডাক্তার বাবু আপনার কোন চিন্তা নাই, এই নার্সটির তত্ত্বাবধানে যত দিন আছি, তত দিন আমার পক্ষে বেশী কথা কওয়া, একবারেই অসম্ভব। আমাকে কি করে চুপ করাতে হয়, সে কৌশল, ইনি দিব্যি জানেন। যখনই আমি একটু বেশী কথা কই, তখনই এই নার্স মহোদয়া, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, সুতরাং আমার কথা বন্দ হয়ে যায়। কথা বন্দ হয় বটে, কিন্তু চিন্তা ত বন্দ হয় না। তাতে আমার বিশ্বাস, সুবিধার চেয়ে অসুবিধা হওয়ারই বেশী সম্ভব। কি বলেন আপনি? কেমন ঠিক কিনা?

ধীরেন বাবু—ঠিক কিনা, তা আমি জানি না। আমি শুধু সৈনিকের মত সেনাপতির হুকুম শুনতে বাধ্য।

সত্যশরণ—সৈনিকের অস্তিত্বের কারণ ত যুদ্ধ? যুদ্ধও যেমন অযৌক্তিক, সৈন্যের আচরণও তেমন অযৌক্তিক। সত্যশরণের কথায়, ধীরেন বাবু, দীন ও নার্স, সকলেই হাসিয়া উঠিল। নার্স কহিল—দেখ্‌ছেন ত? এঁকে চুপ করান কত শক্ত ব্যাপার?

ধীরেন বাবু একটু গম্ভীরমুর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিলেন—না, না, ও হবে না। আপনাকে কথা কওয়া বন্ধ করতেই হবে।

সত্যশরণ কহিল—যাবার আগে দীন বাবুকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

ঘাড় নাড়িয়া দীন সম্মতি জানাইল।

সত্যশরণ কহিল—ডাক্তার শব্দের অর্থ ত আচার্য্য-উপদেষ্টা। আপনারা উপদেশ দেন না, তবে এ নামগ্রহণ করেছেন কিসের জন্যে ? আমার মনে হয়, আপনারা কবিরাজ কি বৈদ্যরাজ নাম নিলে, বেশী সঙ্গত হয়। বৈদ্য মানে পণ্ডিত, কবি মানেও পণ্ডিত। পণ্ডিত আপনারা স্বীকার করি, কিন্তু উপদেষ্টা বা আচার্য্য নহেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদের আর দোষ যাই থাক্, এঁরা কিন্তু নামের অপব্যবহার করেন না। কবিরাজ মহাশয়, রোগীকে ওষুধ দিয়ে, দুপয়সার স্থানে দশ টাকা গ্রহণ করেন এই মাত্র। কিন্তু সাধারণের নিকট উপদেষ্টা বা আচার্য্য নামে পরিচয় দিতে যান না। আপনারা নামটি নিয়েছেন আচার্য্যের, কিন্তু কাজ করেন ত'র বিপরীত। কবিরাজ নামে যদি আপনাদের আপত্তি থাকে, তা হলে, ডাক্তার নাম ত্যাগ করে, ডক্‌টাস্ নামগ্রহণ করুন না কেন। ডক্‌টাস্ শব্দের অর্থ ত পণ্ডিত। পণ্ডিত আপনারা বাস্তবিকই বটে। আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই যে, ডাক্তার বাবুরা এত দিন তাঁদের কর্ত্তব্যটি অবহেলা করে আসছেন, এখন হতে যদি তা পালন করেন অর্থাৎ জনসাধারণকে স্বাস্থ্যপালন বিষয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, তাহলে, জগতে রোগের আক্রমণ অনেক পরিমাণ হ্রাস হওয়া সম্ভব কি না ?

সত্যশরণ কি উদ্দেশে এরূপ প্রশ্ন করিলেন, দীনর তাহা বুঝিতে কোনই গোল হইল না। দীন নিজে দার্শনিক। ডাক্তার শব্দের প্রকৃত অর্থানুসারে কাজ করিবার জন্য সে সর্ব্বদাই ইচ্ছুক। ধীরেন বাবু কিন্তু সত্যশরণের

প্রশ্নের ঠিক মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন না। রোগ অপমোদন ও রোগীকে নিরাময় করা ব্যতীত ডাক্তারের আরও যে কর্ত্তব্য থাকিতে পারে, একথা তাঁহার মনে কোন দিনই উদিত হয় নাই। তাঁহার সকল চিন্তা, সকল বুদ্ধি শুধু ওই একটি বিষয়েই নিয়োগ হইয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে তিনি যেরূপ যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে কালক্রমে, তাঁহার পক্ষে একজন যশস্বী চিকিৎসক হওয়া, একেবারেই অসম্ভব নয়।

দীনর অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার মত ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ পৃথক। সত্যশরণের প্রশ্নে সে যেন নিজের মতেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল। দীনর তখন মনে হইল, পরের অধীনে থাকিয়া কাজ করা, তাহার পক্ষে আর সম্ভব নহে। সে তাহার নিজের মতটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোন সুযোগই করিয়া উঠিতে পারে নাই। কলেজ হইতে বাহির হইয়া একটি বৎসর তাহার একবারে বৃথায় কাটিয়াছে। ডাক্তার সেনগুপ্তের অধীনে সে যতদিন কাজ করিয়াছে, সেনগুপ্তের নীচতা ও স্বার্থপরতা তাহার সকল চেষ্টাকে পদে পদে প্রতিহত করিয়াছে। রসময় বাবুর ব্যবহারে যদিচ তাহার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই—তাঁহার সদয়, মিষ্ট ব্যবহার সে ইহজীবনে ভুলিতে পারিবে না ; তথাপি, তাঁহার যাহাতে আর্থিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব, এমন কাজ, তাঁহার অধীনে থাকিয়া সে ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ কি করিয়া করিতে পারে? দীনর তখন মনে হইতে লাগিল, যদি সে একবার স্বাধীন হইতে পারে, ঔষধের কুসংস্কাররূপ বিরাট দৈত্যের হাত হইতে লোক সাধারণকে উদ্ধার করিবার জন্য একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখে। একাকী অনন্যসহায় অবস্থায়, সে আর কিছু না করিতে পারিলেও, যে কঠিন নিগড়ে চিকিৎসা ব্যবসায়ের হাত পা আবদ্ধ, যাহার জন্য ইহা, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কর্ত্তব্যটি পালন করিতে অসমর্থ—সেই কঠিন শৃঙ্খলটা কতকটা আল্‌গা করিয়া দিতে পারে ত? স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি

সাধারণের মনে, বদ্ধমূল করিয়া দেওয়াই, চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব—সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য। অল্প হোক্, বেশী হোক্, সকল চিকিৎসকই পণ্ডিত। কিন্তু এই পাণ্ডিত্য যদি শুধু রোগ চিকিৎসায় ব্যয়িত হয়, তবে সংসারে বিদ্যার এত বড় অপব্যবহার আর কোথাও ঘটিতে দেখা যায় না! কি করিলে লোকে দীর্ঘায়ু হইতে পারে, কি সকল নিয়ম পালন করিলে, অকালমৃত্যু ও রোগের আক্রমণ নিবারিত হইতে পারে, এ সংবাদ চিকিৎসকদের অবিদিত নহে। কিন্তু কোথায় এই জ্ঞানের সার্থকতা যদি তাঁহারা জনসাধারণের নিকট এ সংবাদ প্রচারের জন্য সচেষ্ট না হয়েন?

এত বড় একটা বিদ্বৎসমাজ! তাহার সমস্ত শক্তি, তাহার সমস্ত বুদ্ধি, হায়! হায়! শুধু প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিয়া নিঃশেষ করিতেছে!

এইরূপ চিন্তায় দীনর মনে রাগ ও লজ্জা উভয়ই দেখা দিল। ঔষধ প্রস্তুতকারীদের ধৃষ্টতা ও ডাক্তারদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা স্মরণ করিয়া দীন মনে মনে আশ্চর্য্য মনে করিল। ম্যানুফ্যাকচারিঙ্ কেমিষ্টরা প্রতিদিন নূতন নূতন ঔষধের সৃষ্টি করিয়া, চিকিৎসকদের সম্মুখে ধরিতেছে, তাঁহারা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া রোগীদের সে সকল অবাধে ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে ঔষধ-প্রস্তুতকারী ও চিকিৎসক লাভবান হইতেছেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের এই সকল ক্রয় করিতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, তাহার অনুরূপ ফল হইতেছে কি না, তাহার বিচার কে করিবে? ঔষধের আবিষ্কার ও ব্যবহার প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিতেছে, কিন্তু রোগের আক্রমণ না কমিয়া, বাড়িয়া চলিতেছে কেন? জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া দিন দিন অবনতি হয় কেন?

এ সমস্যার মীমাংসা করা কি একবারে অসম্ভব?

সংস্কারকের পথটি কোন কালেই, সহজ ও সরল নহে। উৎসাহের আধিক্যে ও নিজের মতের সত্যতায় অটুট বিশ্বাস দীনকে এরূপ অন্ধ করিয়া

ছিল যে, সে তাহার পথে যে সকল বাধাবিঘ্ন আছে, সেগুলি দেখিতেই পাইল না। যাহাদের মঙ্গলের জন্ত দীন আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে চাহে, তাহাদের মূঢ়তা যে কত বেশী, তাহাদের ভাল মন্দ বিচারের শক্তি কত অল্প, দীন তাহা কল্পনাও করিতে পারিল না। সমব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করিলে, দীনকে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা করিবেন না, এ একরূপ স্থির নিশ্চয়। জ্ঞাত, অজ্ঞাত যত প্রকার বিঘ্ন থাকুক না, দীন তাহার মতটিকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, ইহা হইতে তাহাকে কেহই নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। দীন মনে মনে কহিল—তাহার চেষ্টা যদি নিষ্ফল হয়, তাহা হইলেই বা কি? তাহার কিছু আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে। সেরূপ স্থলে সে চা-বাগানে কিম্বা জাহাজে কাজ লইয়া, সৎপথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে ত পারিবে।

৩০

রাত্রে আহারের পূর্ব্বে, দীন তাহার মনের কথা রসময় বাবুর কাছে প্রকাশ করিল। সে কহিল—আপনাদের এখানে সুখে ছিলাম, নিজের বাড়ীতে ছিলাম বলিলেই হয়। কিন্তু কি করব, বলুন? আমার এ স্থান ছাড়া ভিন্ন আর অন্ত উপায় নাই। আমার দ্বারা আপনাদের কাজ পাওয়া ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উঠছে।

রসময়—তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত যে কিছু আছে, আমার তা মনে হয় না। আমি বরঞ্চ তোমার উপর খুসীই আছি। আমি ত বুড়ো হয়ে পড়েছি। ইচ্ছে ছিল, তুমি আমার কাজটা নিয়ে, আমাকে দায়মুক্ত কর।

দীন—কিন্তু আমি যে মতে কাজ করতে চাই, আপনি ত তা অনুমোদন করেন না।

রসময়—অনুমোদন করি না, দীন, তুমি সেকথা বল না। অনুমোদন খুবই করি! ভেবে দেখ্‌লে, তোমার মতই ঠিক; কিন্তু কাজে খাটাবার বেলাতেই যত মুস্কিল। ও একবারে অচল; আমার কথা সত্যি কি না, কাজের সময় তুমি নিজেই তা টের পাবে।

দীন—তা হ'লে, ব্যবসাক্ষেত্রে, আমার জীবন নিষ্ফল হতে বাধ্য, এইত? কিন্তু আমার মতটিত ঠিক, এ কথা আপনি স্বীকার করেন? বোধ করি, আপনার মত আরও অনেকে আছেন যাঁরা তা স্বীকার করবেন?

রসময়—তা, আছেন বৈ কি? কিন্তু সংখ্যায় বড় অধিক হবে না। এঁদের কেউ কেউ হয় ত, তোমার কথার ঠিক মর্ম্মটি বুঝবেন, কেউ কেউ যতদিন নীরোগ অবস্থায় থাকবেন তোমার কথা সমর্থন করবেন, কিন্তু ব্যারামে পড়লে, তোমার মতানুসারে চল্‌তে সাহসে কুলাবে না। তোমার মত অনুসারে কাজ করবে, এমন লোক যদি তুমি একটি পাও, তাহলে, নিজেকে ভাগ্যবান জ্ঞান করো। তুমিত এই সবে মাত্র সংসারে প্রবেশ করেছ আমরা এই কাজ ক'রে বুড়ো হয়ে পড়লাম।

দীন—তাহলে, আপনার কথায় এই জ্ঞান হয় যে, কোন একটা ছোট্ট যায়গায় গিয়ে, ছোট্ট একদল লোকের মধ্যে আমাকে কাজ আরম্ভ করতে হবে; শিক্ষা দ্বারা তাদের মনের অন্ধকার দূর করতে হবে; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি তাদের পালন করতে শিখাতে হবে। তাদের যাতে আমার মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মায়, কায়মনোবাক্যে, তারই চেষ্টা ও অনুষ্ঠান করতে হবে।

রসময়—লোকশিক্ষা আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু তার সঙ্গে একথাটাও ভাবা উচিত, তোমার নিজের মতে চল্‌তে গেলে তোমাকে অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসর অমনি বসে থাক্‌তে হবে। এই দীর্ঘকালের জন্য ব্যয় নির্ব্বাহের একটা ব্যবস্থা করা চাইত?

অনিল চুপ করিয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল। রসময় বাবু ও দীনতে যখন তাঁহাদের নিজের ব্যবসা সম্বন্ধে কোন কথা কহিতেন, অনিল বড় একটা তাহাতে যোগ দিত না; কিন্তু আজ সে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

সে কহিল—বাবা যেমন সুবিধা পেলেই, আমাদের ব্যবসাকে আক্রমণ করেন, আমি অবশ্য তা কর্‌তে চাই না। তথাপি, আমি এই কথাটি বলি যে, তোমাদের ব্যবসার রকম সকম দেখে, আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছি। তোমরা সত্য বলে মনের মধ্যে যা বিশ্বাস কর, বাইরে কাজের সময় তা বেমালুম গোপন কর। এ কেবল ডাক্তারী ব্যবসায়ে চলে। দুঃখের বিষয় এই যে, এত লোক থাক্‌তে দীন তোমারই এতে টনক্ নড়তে গেল। প্রোফেশনের কলঙ্ক দূর করতে গিয়ে, তোমার কি হবে জান? জীবনটা একবারে নিষ্ফলে যাবে। যে কুসংস্কার মানুষের মনে কোন আদিম যুগ হ'তে কাজ কচ্ছে, তাকে দূর করা কি যে সে কথা?

দীন—অনিল, তুমিও আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? তা তোমরা আমাকে যতই ভয় দেখাও, আমি কোন মতেই টল্‌ব না। কিন্তু এসব কথা এখন থাক্; নিতাইয়ের খবর কি বলত?

অনিল—নিতাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে জানে। শুনলেম, টাকাকড়ি সব হাত ক'রে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে।

দীন—তিনকড়িকে কে খুন করেছে, পুলিশ তার কোন সন্ধান পেয়েছে?

অনিল—বড় বেশী নয়। প্রিয়নাথ যে টাকার লোভে তিনকড়িকে মেরেছে, পুলিশ তা বিশ্বাস করে নি। যে ছুরীখানা দিয়ে, তিনকড়িকে খুন করা হয়, সেখানা নিতাইয়ের—এতে নিতাইয়ের নাম লেখা আছে। এই জন্যে পুলিস নিতাইকে সন্দেহ করে। সেই স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। তাকে পেলে খুনের রহস্য অনেকটা প্রকাশ

পেতে পারতো। তিনকড়িই যে সত্যশরণের মাথা ফাটিয়েছে, এখন পুলিশের সেই সন্দেহ হয়েছে। তিনকড়ির ঘরে একখানা লাঠি পাওয়া গিয়েছে, তাতে নাকি রক্তের দাগ আছে। সে যা হোক, দীন, তুমি এমন করে পরের বোঝা ঘাড়ে করে আর বৃথা সময় নষ্ট কর না। আমি অবশ্য এ কথা বল্‌ছি না, তুমি যে সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়েছ, সেগুলি সত্য নয় কাল্পনিক। আমি শুধু এই বল্‌তে চাই, তোমার জীবনের সঙ্গে, ওদের সম্পর্ক অতি অল্পই। যে সকল প্রথা হাজার হাজার বৎসর হ'তে চলে আস্‌ছে, তাদের দূর করতে যাওয়া, সে ত শক্তির অপব্যয় মাত্র। আমার কথা শোন, তোমার মাথায় যে সব খেয়াল চেপেছে, সেগুলোকে দূর করে ফ্যালো। সকলে যে পথে চল্‌ছে, তুমিও সেই পথ অবলম্বন কর। তুমিত অযোগ্য ব্যক্তি নও; আমার বিশ্বাস, এখানে আর কিছু দিন টিকে থাকলে, ভবানীপুরে তোমার একচেটে প্র্যাক্‌টিস্ হতো। আজ রাত্রে বেশ ক'রে ভেবে দেখো।

রসময় বাবু কহিলেন—আমি এখন উঠি—তোমরা গল্প সল্প কর।

রসময় বাবু উঠিয়া গেলে, অনিল কহিল—বাবার কিছুতেই ইচ্ছে নয়, তুমি এখান হ'তে চলে যাও।

দীন—কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে, তুমি কি করতে? চারিদিকে, অত্যাচারের স্রোত অবাধে চল্‌ছে, দেখে, তুমি কি চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পার্‌তে? না, তাতে তোমার মনে শান্তি থাক্‌ত? রাত্রে সুখে নিদ্রা আস্‌ত?

অনিল—অত দূর হবার সম্ভাবনা হ'লে আমি মনে কর্‌তেম, না কোথাও কিছু অন্যায় নাই, সব রীতিমত ন্যায়ভাবে চল্‌ছে। এখন তবে আজকার মত ওঠা যাক্। খাবার ডাকের বেশী দেরী নাই।

আহারের পর দীন নিজের ঘরটিতে গিয়া, ড্রয়ার খুলিয়া, তাহার মধ্যে

হইতে একখানি পত্র বাহির করিল। পত্রখানি মাখনের। সে লিখিয়াছে—

প্রিয় দীন,

তুমি শুনে সুখী হবে, এবার আমি পাশ করেছি। তোমার চেষ্টা ও উপদেশেই আমি পাশ করতে পেরেছি। তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করিতে পারব না। তুমি যে আমাকে এক শ টাকা দিয়ে ছিলে, এই পত্রের মধ্যে তা পাঠালেম।

এক্‌জামিন্ দিয়ে, দেশে গিয়েছিলাম। দেশে আমার এক পিশি আছেন। তাঁর হাতে অনেক টাকা। জানিনা বুড়ী আমাকে কেন দেখ্‌তে পার্‌তনা। এবার তার ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন দেখ্‌লেম। পিশি আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন। তারি মধ্য হ'তে তোমার টাকাটা পাঠালাম। বুড়ীর যে টাকা আছে, সেগুলি হাত করার চেষ্টায় আছি। দেখত ভাই দীন, বুড়ীগুলোর ব্যবহার? টাকাগুলো যকের মত পাহারা দিবে, তবু আমাদের দিবে না। মরবার সময়, দানসাগর শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণভোজন আর কাঙ্গালী বিদায়ে খরচ কর্‌তে বলে যাবে, তবু আমাদের মত গুণধর ভাইপোদের দিতে বলে যাবে না। পিশিগুলোর পরকালে কি গতি হবে, আমি তাই ভাবি।

আজ কাল আমার থাকা হয় কোথায় জান? এখন আমার সেনগুপ্তের বাড়ীতেই বসবাস। আমি আর এখন খালধার ডিস্‌পেন্‌সারীর ধুতি চাদর পরা মাখন ডাক্তার নয়। এখন আমি দস্তুর মত প্যাণ্ট্‌ কোট পরা, নেক্‌টাই আঁটা ডাক্তার সাহেব বল্‌লেই হয়।

সেনগুপ্তের প্র্যাক্‌টিস্ দিন দিন কমে আস্‌ছে। মণিমঞ্জরীর মুখে শুনেছি, বুড়া নাকি সময় সময় তোমার ভারী সুখ্যাতি করে।

মণিমঞ্জরী মেয়েটি বেশ। দিব্যি গলাটি ওর। বল্‌তে পার, মণি তোমার উপর অত চটা কেন?

এখনত আমি দস্তুর মত পাশ করা ডাক্তার! এতে লা

এখনও বুঝ্‌তে পারিনি। মাথায় যতখানি ছিলাম, তাই আছি। ছখানা হাতও যে বেরিয়েছে তাও নয়, তবে আগের চেয়ে টাকা কিছু বেশী পাচ্ছি বটে। তোমাতে আমাতে তফাৎ কোথায় জান? তুমি পাশ করে, পরে ডাক্তারী কচ্ছ; আমি ডাক্তারী করে, পরে পাশ করেছি।

ওষুধের খেয়ালটা তোমার আছে? না গিয়েছে? না গিয়ে থাকেত, শীগ্‌গীর দূর কর। প্রতিদিন নতুন নতুন ওষুধ ব্যবস্থা করতে ধর। এ যদি না কর, ব্যবসায় কখনও সুবিধা করতে পারবে না। আমার পক্ষে তোমাকে উপদেশ দেওয়া শোভা পায় না। সুবিধা হ'লেই একদিন গিয়ে দেখা করে আস্‌ব। ইতি—

তোমার মাখন।

মাখনের চিঠি পড়িয়া, দীন কহিল, এই যে লোকটি একে বোঝা, একবারেই শক্ত নহে। এ কোন উচ্চ আদর্শের ধার ধারে না। অর্থোপার্জ্জনই এর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কথাবার্ত্তায়, ভাবভঙ্গিতে তার বেশী সে কিছুই প্রকাশ করিতে চাহে না। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি আত্মোৎসর্গের দ্বারা ও কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত, ইহারা অবাধে, তাঁহাদিগকে উপহাস করে; মনের মধ্যে সেজন্য একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না। কলেজে ও হাঁসপাতালে, অধ্যাপকগণ মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসায়ের গৌরব, ইহার দায়িত্ব ও ইহার দ্রুত উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দেন, মাখনের মত লোকেরা সে সকলকে বাজিকরের বাজি দেখাইবার সময়, তাহার আনুষঙ্গিক বাক্‌-চাতুরী ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে করিতে পারে না। এই মাখনের মত লোকই ত সংস্কারের পথে প্রধান অন্তরায়। ইহাদের মত লোকই ত আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শকদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ ও বিফল করিয়া দিতেছে। সুস্থ ও অসুস্থ সকল

প্রকার লোকের সঙ্গেই যে ডাক্তারের সম্বন্ধ, একথা মাখনের মত লোকেরা স্বীকার করিতে চাহে না, স্বীকার করিলেও কাজে তাহা প্রকাশ করিতে চাহে না। লোকের শারীরিক দুর্দ্দশা ও দুর্গতির মধ্য দিয়া, নিজেরা কিসে লাভবান হইবে, তাহারই জন্য, ইহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট। বড়লোক হইতে হইবে, ইহাই তাহাদের জীবনের মূল মন্ত্র।

হায় রে অর্থ! তোমার মহিমা বোঝা ভার। তোমার জন্য কত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য রসাতলে গেল! কত দেবোপম চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতেছে! স্নেহ-মায়া-মমতা দয়া-ধর্ম্ম, তোমার জন্য মানুষ এক নিঃশ্বাসে উড়াইয়া দিতেছে! এত বড় মহৎ ব্যবসা যে চিকিৎসা ব্যবসা, তাহাকেও তুমি আজ গৌরবচ্যুত করিতে বসিয়াছ! বন্ধু, হে আমার চিকিৎসক বন্ধু! জনসাধারণ তোমার নিকট অস্ফুট ভাষায় কিসের প্রত্যাশা করে, একবার ভাবিয়া দেখিও। সুস্থ দেহে, সুস্থ-মন কি করিয়া থাকিতে পারে, সেই কথাটি যে কি তাহাদের বলিয়া দিয়ো। রোগক্লিষ্টকে ব্যাধি-মুক্ত কর, কিন্তু তাহার আগে, রোগ যাহাতে ক্লেশ দিতে না পারে, উপায় থাকিলে, তাহারই ব্যবস্থা করিও। লোকদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে উপদেশ দিতে গেলে, তাহারা তাহাতে কর্ণপাত করে না, একথা বলিয়া নিজেকে দায়মুক্ত করিতে চেষ্টা করিও না। চেষ্টার মত চেষ্টা কর, নিশ্চয় ফল পাইবে।

৩১

হাইকোর্ট হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া, অনিল কহিল—হাহে দীন, তুমি নীরোদ রায়কে চিন?

দীন—নীরোদ রায়? কই, ঠিক মনে হচ্ছে না ত?

অনিল—মেডিক্যাল কলেজে নীরোদ রায় বলে তোমাদের সঙ্গে কেও প'ড়ত না?

দীন কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল—হাঁ, নীরোদ রায় আমাদের সঙ্গে প'ড়ত বটে। সে ত থার্ড ইয়ারে ফেল ক'রে লেখাপড়া ছাড়ে, এই জানি। কেন? তার হয়েছে কি?

অনিল—না, হয়নি কিছু। সে যে আজ সহরে দশ জনের একজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তার খবর রাখ না?

দীন—কি রকম? ভেঙ্গেই বল না?

অনিল গভর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কবিরাজ এন্, কে, রায়ের নাম বোধ করি, তোমার অবিদিত নয়। তুমি যদিচ খবরের কাগজ বড় একটা পড় না, কিন্তু রাস্তায় কবিরাজ এন্, কে, রায়ের চিকুর-চিক্কন তেলের বিজ্ঞাপন অবশ্য দেখে থাক্‌বে?

দীন কহিল—হাঁ, তা দেখেছি বটে। শুনেছি. তেলটার কাট্‌তিও বেশ। এই এন্, কে, রায় আমাদের নীরোদ নাকি?

অনিল—তা, না ত কি? এঁর যে শুধু একটা তেল আছে, তা নয়, আরও অনেক ওষুধ আছে। বিজ্ঞাপনের জোরে ওষুধগুলির দেশ-বিদেশে কাট্‌তিও খুব। তোমরা সারা বৎসরে যা ক'র্‌তে পারবে না, কবিরাজ এন্, কে, রায় একদিনেই তার চেয়ে ঢের বেশী রোজগার করেন। লোকটার খুব কপাল জোর বল্‌তে হবে।

দীন—তা, আজ হঠাৎ এর কথা তোমার মনে হ'ল যে?

অনিল—না হঠাৎ নয়। আজ সকালে নীরোদ বাবু আমার কাছে এসেছিলেন, দরজায় তোমার নামের প্লেট্ দেখে, তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। তাঁর কথায় বোধ হয়, তোমাকে তিনি বেশ শ্রদ্ধা করেন।

দীন—তোমার কাছে এসেছিলেন, কিসের জন্য?

অনিল—তাঁর চিকুর-চিক্কন তেলের জাল হয়েছে। যে ব্যক্তি জাল

করেছে, তার নামে উনি পুলিশ-কোর্টে নালিশ করেছেন। আমাকে উকিল দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যার সময় আস্‌বার কথা আছে। তোমাকে বাড়ী থাক্‌তে বলেছেন।

সন্ধ্যার সময়, একটা প্রকাণ্ড জুড়ী-গাড়ী অনিলদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন সুসজ্জিত যুবক গাড়ী হইতে নামিয়া, গৃহে প্রবেশ করিল। ইনিই দেশ-বিখ্যাত গভর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কবিরাজ এন্, কে, রায়। বারান্দার এক স্থানে দীন দাঁড়াইয়াছিল, দীনকে দেখিতে পাইয়া সে একবারে, তাহার কাছে গিয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

নীরোদ—ভাই দীন, তুমি কল্‌কেতাতেই আছ, অথচ আমার সঙ্গে দেখা কর না। তোমার এই ব্যবহারে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি।

দীন—তুমিই যে দেশ-বিখ্যাত কবিরাজ এন্, কে, রায় আমিই বা তা জান্‌ব কি ক'রে ভাই? আমি জানি, ফেল ক'রে, তুমি দেশে গিয়ে অন্য কোন কাজ ক'চ্ছ। তুমি যে এত বড় একটা কবিরাজ হয়েছ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মন্থন ক'রে, চিকুর-চিক্কন তেল বার ক'রে লক্ষপতি হয়েছ, সে কথা ত আমাকে কেও ব'লে দেয়নি ভাই! যাই হোক্, এত টাকা উপার্জ্জন করেও তোমার স্বভাবটি যে পূর্ব্বেরই মত আছে, এতে আমি খুসী হয়েছি ভাই।

নীরোদ—তোমার বিষয়ে সব কথা আমি অনিল বাবুর কাছে শুনেছি। ভেবেছিলাম, পাশ করার পর দীনের স্বভাব বুঝি কিছু বদ্‌লে থাক্‌বে; এখন দেখ্‌ছি, যে দীন, সেই দীনই আছে। ভাই, তোমার ও সব পাগলামী ছাড়; কিসে দু'পয়সার মুখ দেখা যায়, তারই চেষ্টা কর। পৃথিবীতে অন্যায় চির-দিনই আছে, চিরদিনই থাক্‌বে। তোমার তার জন্যে মাথাব্যথা হ'তে যায় কেন? তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি অনিল বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে এখনই আস্‌ছি।

অনিলের সহিত কাজের কথা শেষ করিয়া, নীরোদ যখন বারান্দায়

আসিল, সে তখন দীনকে একখানা বেঞ্চের উপর, চিন্তাকুল অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিল।

নীরোদ কহিল—হাহে, দীন, ব'সে ব'সে এক মনে ভাবছ কি বলত ?

দীন—ভাবছি, তোমারই কথা।

নীরোদ—ভাবছ, এলোকটার বিদ্যে ত ভারী! অথচ এ জুড়ী-গাড়ী ক'রে বেড়ায়; আর আমি দীননাথ, মেডিক্যাল কলেজের একটি উজ্জ্বল রত্ন, আমার এই দশা! কেমন ? এই ত ?

দীন—ঠিক তা না হলেও, কতকটা বটে।

নীরোদ—এতে, তোমার ভাবনার ত কোন কারণ দেখি না। আচ্ছা, ওই যে পথ দিয়ে, লোকগুলো যাচ্ছে, ওদের মুখের দিকে চেয়ে, তোমার মনে ওদের সম্বন্ধে কি ধারণা হয়, আমাকে বল ত ?

দীন কিছুক্ষণ ধরিয়া, লোকগুলির প্রতি চাহিয়া কহিল—জনকুড়ীলোক দেখ্‌লেম। এদের একজনকে একটু বুদ্ধিমান বলে বোধ হ'ল। বাকি উনিশ জনকে এক রকম বোকা বলেই মনে হয়।

নীরোদ—মনে হয় ত ? তা হ'লে এই উনিশজন হচ্ছে আমার খাদ্য, আর যাকে বুদ্ধিমান বলে তোমার বোধ হ'ল, সে হচ্ছে তোমার খাদ্য। এখন বুঝলে ত, আমার উন্নতি কিসে ? যদি চিকিৎসা-ব্যবসায়ে, বড়লোক হবার ইচ্ছে থাকে, তাহ'লে আমার কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশী কর। তোমার এসব উঁচু আইডিয়াল্ এখানে খাটবে না। সে যাই হোক্, অনেক দিন পরে দেখা, আজ তোমাকে শীগ্‌গীর ছাড়ছি না। আজ রাতে আমার ওখানে খেতে হবে।

এই বলিয়া সে দীনকে টানিয়া লইয়া গিয়া গাড়ীতে বসাইল। নিজে তাহার পার্শ্বে বসিল। গাড়ী ছাড়িয়ে দিলে, নীরোদ কহিল—তোমার সব কথা অনিল বাবুর মুখে শুনেছি। তুমি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করতে চাও।

এতে ত তোমার কিছু টাকার আবশ্যক। তুমি যদি মনে কিছু না কর, আমি তোমাকে টাকা পাইয়ে দিতে পারি।

দীন—কি রকম করে শুনি একবার।

নীরোদ—মাদ্রাজের একটা খুব বড় জমিদারের বাড়ী আমার ডাক এসেছে। আমার যা বিদ্যে, তাতে কোথাও যেতে বড় একটা সাহস হয় না। লিখে পাঠাই, হাতে অনেক কঠিন রোগী, স্থানান্তরে যাবার জো নাই; তাঁদের অমত না হ'লে, আমার প্রধান ছাত্রকে পাঠাতে পারি। সে গিয়ে রোগের লক্ষণ লিখে পাঠালে, ওষুধের ব্যবস্থা কর্‌তে পারি। এখানেও সেই কথা লিখে পাঠিয়েছি, তারাও সম্মত হয়েছে। একটা কর্ম্মচারীকে ছাত্র সাজিয়ে পাঠাব মনে কচ্ছি, তুমি যদি যাও তবেত কথাই নাই। দৈনিক এক শ টাকা ক'রে পাবে।

দীন—একজন ছাত্রই না হয়, পাঠাও। বিজ্ঞাপনে দেখেছি, তোমার আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় আছে।

নীরোদ—আরে রাম! বিজ্ঞাপনের কথা তুমি বিশ্বাস কর, না কি?

দীন—না, তা ঠিক করি না বটে। তবে আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় রাখতে তোমার লোকসান ত কিছু দেখি না। তেল-পাক-করা, বড়ি-পাকান বিনা খরচে চলে।

নীরোদ—তা হয় বটে। কিন্তু এরা যখন কবিরাজ হয়ে বের হবে, ভিতরকার সব ব্যাপার ফাঁস করে দিতে পারে ত? সেই ভয়ে ছাত্রটাত্র আমি বড় একটা রাখি না। সে কথা যাক্, তা হলে তুমি মাদ্রাজে যেতে রাজি নও, কেমন?

দীন—পাগল হয়েছ না কি?

নীরোদ—সেও ত বটে। আচ্ছা, আমি তা হ'লে একজন কর্ম্মচারীকেই

পাঠিয়ে দিব। রোগীটা হাত-ছাড়া করা যায় না ত। খুব কম হলেও দু হাজার টাকা ওর কাছে বসান দিব।

দীন—আচ্ছা নীরোদ, এই কবিরাজী খেয়ালটা তোমার মাথায় এল কি করে? আর এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশ বিদেশে এতটা নামই বা করলে কিসের জোরে?

নীরোদ—নাম করলেম, আমার পেটেণ্ট ওষুধ আর তেলের বিজ্ঞাপন ও প্রশংসাপত্রের জোরে। বিজ্ঞাপনের জন্যে কোন ভাবনা নাই, টাকা থাকলেই হ'ল। প্রশংসাপত্রের যোগাড় করতে টাকাও চায় আর একটু বুদ্ধিও চায়। প্রথমে দুচার জন নামজাদা ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ সংগ্রহ করতে হয়। দুচার জন আই, এম্, এস্, ডাক্তার পেন্সন নিয়ে বসে আছেন; তাঁদের কিছু ঢাল্‌তে পারলেই সার্টিফিকেটের আর ভাবনা থাকে না। যদি বল, তাঁদের চিন্‌লেম কি করে? ওঁদের খুব সহজেই চিনে বের করলেম। ওঁদের কেও কেও ম্যাডিক্যাল্ ইস্কুল করেছেন; সেখানে যার টাকা আছে, তার ডিপ্লোমা পাওয়ায় কোন বাধা নাই। এই হ'তে বুঝলেম, এঁদের টাকার ভারী দরকার। যাই হোক্, ওঁরা আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন। ওঁদের সার্টিফিকেট্ দেখিয়ে, শেষে রাজা, মহারাজা, ডাক্তার, হাকিম, জমিদার প্রভৃতি অনেকের প্রশংসাপত্র যোগাড় করলেম। প্রশংসাপত্রগুলি যখন পড়ি, নিজেই হাসি রাখ্‌তে পারি না। আমার তেলটা যে বিচারপতিদের মাথা সুশীতল রাখে, কাউন্‌সিলের মেম্বারদের অতিরিক্ত চিন্তাজনিত মাথা-গরম ভাল করে,—সে কথা আমি নিজেই জানতেম না। তাঁরা কিন্তু প্রশংসাপত্রে সেই রকমই লিখেছেন। প্রশংসাপত্র এত সংগ্রহ করেছি যে, সে একখানা মস্ত বই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মফস্বলে গ্রামে গ্রামে, বাড়ীতে বাড়ীতে ওগুলি বিলি করা হয়। বিক্রিও হয় আশ্চর্য্য রকম! তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, কবিরাজ হওয়ার ইচ্ছেটা আমার হ'ল কি ক'রে?

উত্তর—এতে যত পয়সা আছে, তোমার ডাক্তারীতে তার সিকিও নাই ব'লে। যে দিন দেখ্‌লেম, দেশের শিক্ষিত লোকেরা মুরগী ছেড়ে নিরামিষ খেতে ধরেছেন, আদ হাত লম্বা টিকি রেখে, তাতে ফুল গুঁজে বের হ'তে লজ্জা বোধ কচ্ছেন না; এক অধ্যায় গীতা না পাঠ ক'রে জলগ্রহণ করেন না! হিন্দুশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হতে আরম্ভ করেছে; সেই দিন জানলেম, দেশে আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার দিন আবার আস্‌ছে। হিন্দুর মুখপাত্র যে সব কাগজ আছে, তাতে প্রবন্ধ বের হতে লাগল,—এদেশের লোকের পক্ষে এদেশের ঔষধই উপযোগী। বিলাতি ঔষধে রোগ দমন হয় বটে, কিন্তু তাতে স্বাস্থ্য নষ্ট, এবং পরমায়ু হ্রাস করে। দেশের কেহ কেহ এমনও বলতে আরম্ভ করলেন,—শিক্ষিত বড় লোকগুলি যে অকালে মারা যাচ্ছেন, তার একমাত্র কারণ—দেশে ডাক্তারী ওষুধের প্রচলন হয়েছে ব'লে। তবে কি ডাক্তারীর কিছুই ভাল নয়? এঁরা বলেন,—ডাক্তারের ওষুধ ভাল নয় বটে কিন্তু এরা রোগ নির্ণয় করে ভাল। লোকে চায়, ডাক্তারীমতে রোগ নির্ণয় হোক্, আর কবিরাজীমতে ওষুধ ব্যবস্থা করা হোক্। ওঁরা এমন এক শ্রেণীর চিকিৎসক দেখ্‌তে চান্—যারা ডাক্তারীও জানে, কবিরাজীও জানে। মেডিক্যাল্ কলেজের ডিপ্লোমাটা পেলে আমার হ'ত ভাল। কিন্তু একবার ফেল ক'রে আর পড়তে সাহস হল না। ডিব্রুগড়ে কয়েক বৎসর হ'ল একটা মেডিক্যাল স্কুল হয়েছে। সেখানে গিয়ে একবারে থার্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হলেম। এক বৎসরের মধ্যেই ডিপ্লোমা নিয়ে কলকাতায় এসে ব্যবসা আরম্ভ করে দিলাম। ভারতবর্ষের এবং ব্রহ্মদেশের সকল কাগজেই বিজ্ঞাপন দিলাম—গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল্ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কবিরাজ্ এন্ কে, রায়।

দীন—কবিরাজী শিখলে কোথায়?

নীরোদ—কোথাও নয়। আমার মামা ছিলেন কবিরাজ—একটু নাম করা কবিরাজ; তিনি না কি গঙ্গাধরের ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞাপনে লিখলেম—

"গঙ্গাধরের প্রিয়তম ছাত্র মাতুল মহাত্মা যোগেন্দ্রনাথ কবিরত্নের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া, এবং গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল্ বিদ্যালয় হইতে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যমতে চিকিৎসা করিয়া থাকি"।

দীন—তুমি ত সহজ লোক নও হে। তোমার পেটে যে এত বিদ্যে, তাত জানতেম না। আচ্ছা, তোমার যে এত পেটেণ্ট ওষুধ আছে, সেগুলো কবিরাজী ওষুধ ত?

নীরোদ—একটিও না। সবই ডাক্তারী ওষুধ; বিজ্ঞাপনে লিখি বটে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মন্থন করে আবিষ্কার করেছি। বেশ, কাট্‌ছে ভাই ওগুলো। আর বছর কয়েক এইভাবে চালাতে পারলে সাত আট পুরুষের অন্নসংস্থান ক'রে যেতে পারব।

দীন—আচ্ছা, যদি কেও সত্যি কবিরাজী ওষুধ চায়, তা হলে কি কর?

নীরোদ—রেখেছি মাইনে ক'রে একজন কবিরাজকে, সে ওই সব ওষুধ আর তেল তৈরী করে। এতে হাঙ্গামা ত কিছু নাই। কতকগুলা তেল আর ঘি ক'রে রাখলেই হল।

দীন—কেন? ধাতুঘটিত ওষুধগুলো?

নীরোদ—সে সব শাল্‌কের পেহ্লাদের কাছে কিনে, কোথাও ২৫ গুণ, কোথাও বা ৫০ গুণ চড়া দরে বেচে থাকি।

কবিরাজ মহাশয়ের বৃহৎ বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। নীরোদ বাবু দীনর হাত ধরিয়া, তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন।

সুসজ্জিত প্রকাণ্ড ঘর। ভদ্র অভদ্র নানা রকমের লোকে ঘরটি পরিপূর্ণ। কেহ জ্বরাদিদ্রববটিকা চাহিতেছে, কেহ বা অজীর্ণকালানাল চাহিতেছে, কেহ বা কবিরাজ মহাশয়ের প্রকাশিত পূজার সময়কার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লইতে আসিয়াছে, কেহ শুধু একখানি রতিকাম ছবির আশায় আসিয়াছে। ম্যানেজার একে একে সমাগত লোকদের বিদায় করিতেছেন।

কবিরাজ মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া কর্ম্মচারীরা আসনত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। তিনি বসিলে, তাহারা নিজের নিজের আসনে বসিয়া কাজ করিতে লাগিল।

দীন নীরোদ বাবুর পাশে, একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল।

কিছুক্ষণ পর একটি ভদ্রলোক আসিয়া নীরোদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয় খুব ভাল মকরধ্বজ আছে ?

নীরোদ—আছে, কিন্তু তার দাম বড় বেশী। ৮০৲ টাকার কমে এক ভরি দেবার জো নাই। এত দামী মকরধ্বজ সচরাচর আমরা রাখিনা, কাশ্মীরের মহারাজার জন্যে তৈরী করেছিলাম, তার খানিকটা আছে, আবশ্যক হ'লে নিতে পারেন।

লোকটি লইতে রাজী হইল।

নীরোদ বাবু ড্রয়ার টানিয়া, তাহা হইতে এক গোছা চাবি বাহির করিয়া, ম্যানেজারের হাতে দিয়া কহিলেন—যাওত আমার উপরের ঘরে। সিন্ধুকের মধ্যে একটা নীল রঙের শিশি আছে, সেইটি নিয়ে এস দেখি ?

একটু পরে শিশিটা লইয়া, ম্যানেজার ফিরিয়া আসিল। ভদ্রলোকটি ৪০৲ টাকা দিয়া অর্দ্ধভরি মকরধ্বজ লইয়া হৃষ্টমনে ঘরে ফিরিয়া গেল।

বাহিরের লোক একে একে বিদায় হইলে নীরোদ কহিল—দীন, এই মকরধ্বজ বেচে কত টাকা লাভ হ'ল মনে কর ?

দীন—তা কি করে বল্‌ব ?

নীরোদ—অন্ততঃ পক্ষে ৩৮৲ টাকা থাকল।

দীন—এ ওষুধটা এত যত্ন ক'রে উপরে রাখার কি আবশ্যক ছিল ?

নীরোদ—উপরের ঘরে আবার কে রাখ্‌তে যাবে ? পাশের ঘরেই ছিল, লোকটার বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে ও কথা বলেছিলাম। দেখ্‌লে ত, ফল পাওয়া গেল কি না ? নীরোদের কাণ্ড দেখিয়া, দীন হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল।

নীরোদ ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিল—আজ কত ক্যাটালগ্ ডাকে গেল হে?

ম্যানেজার—আজ্ঞে, পাঁচ শ।

নীরোদ—দেখ দীন, এই যে পাঁচ শ লোকের কাছে আমার ওষুধের ক্যাটালগ্ গেল, তার মধ্যে খুব কম হলেও পঞ্চাশটা লোক বোকা আছেই; তারা প্রশংসা-পত্র আর ওষুধের গুণাবলি পড়ে একটা না একটা অর্ডার না দিয়ে থাক্‌তে পারবে না। এ গুলো পাঠাতে খুব জোর আমার দশ টাকা খরচ পড়েছে। ৫টা অর্ডার পেলেই খরচ উঠে যাবে; বাকি সব লাভের অঙ্কে জমা হবে।

দীন—তা ত বুঝলেম্; তুমি যে দু'হাতে লোক ঠকাচ্ছ, তাতে এখানকার ডাক্তারেরা তোমার বিপক্ষতাচরণ করেন না কেন?

নীরোদ—তার কি আর জো রেখেছি? যত বড় বড় ডাক্তার আছে, সকলকেই খুব কম হলেও, মাসে ৭।৮ বার করে ডাকি। একটা ছেলের একটু মাথা ধরে যদি, অমনি দশটা ইংরাজ বাঙ্গালী ডাক্তার জড় করি, কয়েকটি দেশী বড় ডাক্তারে মিলে একটা হাঁসপাতাল করেছেন; টাকার অভাবে ভাল চলে না। দিলাম তাতে দশ হাজার টাকা এককালীন দান করে। এ ছাড়া বছরে তিন চার বার করে ডাক্তারদের গার্ডেন্‌পার্টী, ষ্টীমার পার্টী প্রভৃতি দিয়ে থাকি। এই সব কারণে তাঁদের মুখ এক রকম বন্ধ হয়ে আছে। আমার বিপক্ষে বড় একটা কিছু কলেন না। ওহে দীন, ভাল একটা কথা মনে পড়ে গেল! একটা নতুন ব্যবসা ফাঁদব মনে করেছি, তুমি যদি যোগ দ্যাও, বড় ভাল হয়, তা হ'লে।

দীন—কিসের ব্যবসা শুনি একবার।

নীরোদ—স্বদেশী এসেন্সের ব্যবসা কর্‌ব ভেবেছি।

দীন—স্বদেশী এসেন্স? সে আবার কি?

নীরোদ—জার্ম্মাণী হ'তে নানারকম এসেন্স এনে, স্পিরিট মিশিয়ে, স্বদেশী ব'লে চালাতে হবে। এতে বেশ দুপয়সা হবার আশা আছে।

দীন– লোকে স্বদেশী ব'লে বিশ্বাস করতে যাবে কেন?

নীরোদ—সে জন্যে ভাবতে হবে না। বেঁচে থাকুক খবরের কাগজওয়ালারা। তাঁদের যা বল্‌ব, তাই লিখ্‌বেন। তাঁরাত মাস মাস আমার কাছ হ'তে কম টাকা পান না?

দীন—তা চেষ্টা দেখ। আমার দ্বারা কোন সুবিধা হবে না।

নীরোদ—ভাই দীন, একটা কথা বলি শুন। তোমার আইডিয়াল্‌টা একটু ছোট কর। না হ'লে তোমাকে অনাহারে শুকিয়ে মর্‌তে হবে যে। চিকিৎসা-ব্যবসায় সফল হতে গেলে, একটু মিথ্যার সাহায্য নিতে হয়। তা না হলে চলে না। তোমার এলোপ্যাথীর দোষ কি জান? এতে সব রোগের চিকিৎসা আছে, কিন্তু ওষুধ নাই। তোমাকে কেও যদি জিজ্ঞাসা করে, হাহে, তোমাদের শাস্ত্রে ডায়াবেটিস্, কি কলেরা রোগের ওষুধ আছে? তুমি বল্‌বে, না, এমন ওষুধ কিছু নাই। তা বলে কি এলোপ্যাথিতে এ সব রোগের চিকিৎসা নাই, তা নয়। আয়ুর্ব্বেদ আর হোমিয়োপ্যাথিতে চিকিৎসা থাক্ আর নাই থাক্, সকল রোগের এবং সকল অবস্থার ওষুধ আছে। লোকে ওষুধ চায়, চিকিৎসা নয়।

দীন—এ তুমি ঠিকই বলেছ, লোকে ওষুধ চায়, চিকিৎসা চায় না। আমার জীবনের ব্রত কি জান, লোকে যাতে চিকিৎসা চায়, ওষুধ চায় না, কায়মনোবাক্যে তারই চেষ্টা করা। এতে যদি আমার জীবন বিফলে যায়, তাতেও কোন দুঃখ নাই।

ম্যানেজার এক তাড়া চিঠি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

নীরোদ কহিল—দীন, এ চিঠিগুলো কিসের ব'লে মনে হয়?

দীন—তা কি করে জানব?

নীরোদ—এগুলি মফস্বলের রোগীদের চিঠি, খান কয়েক প’ড়ে দেখ না, আমোদ পাবে।

দীন খানকয়েক চিঠি লইয়া পড়িল। দীন দেখিল নীরোদ যাহা বলিয়াছে, নিতান্ত মিথ্যা নয়। একজন ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ, যৌবনের তেজ ও শক্তি পাইবার জন্য ঔষধ চাহিয়া পাঠাইয়াছে। একটি ছাত্র স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য ঔষধ চাহিয়াছেন। জনৈক ইংরাজ মহিলা, তাঁহার স্বামী রেলওয়ে গার্ডের কর্ম্ম করেন; ইঁহাদের অনেকগুলি সন্তান; আয় বেশী নহে। ছেলেদের মানুষ করা ইহাদের পক্ষে কষ্টকর। এই মহিলাটি এমন একটা ঔষধ চাহেন, যাহা সেবনে, তাঁহার আর সন্তান না হয়।

নীরোদ বাবু একে একে পত্রগুলি পাঠ করিয়া, ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, ম্যানেজার লিখিয়া লইতে লাগিল।

আহারাদি শেষ করিয়া, দীন যখন বাসায় ফিরিল, রাত্রি তখন ১২ টা। বিছানায় শুইয়া, দীন ভাবিল এই নীরোদের সংসর্গে সে আজ ৩।৪ ঘণ্টায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, এত দিনে সে তাহার শতাংশের একাংশও লাভ করিতে পারে নাই। তাহার গন্তব্য পথটি যে নিতান্ত সরল নহে, সে তাহা জানিত; কিন্তু সে যে, কত বাঁকা, আজ তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিল। ঔষধের কুসংস্কার দূর করা কত যে কঠিন ব্যাপার, নীরোদ বাবু আজ তাহা দীনকে হাতে হাতে বুঝাইয়া দিলেন। দীন মনে মনে কহিল—যতই কঠিন হোক্, যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতেই জীবন উদ্‌যাপন করিব।

৫

মান্দালয় জেলার উত্তর পূর্ব্বে শানগিরিমালার পাদদেশে, একটি গোলাকার পাহাড় আছে। এখান হইতে শানপর্ব্বত উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ করিয়া, উত্তরে ইহা পদ্মরাগমণির দেশে গিয়া, তাহার গর্ভে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্তরাগমণি সমূহকে ধারণ করিয়া আছে; দক্ষিণে ইহা ইরাবতীর পূর্ব্বতীরে

নামিয়া নদীর সহিত সমান্তরাল ভাবে গমন করিয়াছে। এই গোল পাহাড় হইতে ইরাবতী ৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে নদীর পূর্ব্ব পশ্চিম দুই ধারেই পর্ব্বতমালা বিরাজ করিতেছে। স্থানে স্থানে পর্ব্বতরাজি, নদীর দুইকূল পর্য্যন্ত আসিয়া ভীষণ গিরিসঙ্কট সৃজন করিয়া তুলিয়াছে।

পূর্ব্বকথিত গোল পাহাড়ে এক দিন প্রত্যূষে দুটি লোক একটা বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিল। স্থানটি নিতান্ত নির্জ্জন; দেখিলে মনে হয়, এখানে বহুদিন ধরিয়া, কোন মানুষের সমাগম হয় নাই। এক সময়ে এখানে যে লোকের বাস ছিল,কতকগুলি কাষ্ঠের খুঁটির ভগ্নাবশেষ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই গোল পাহাড় আর শানপর্ব্বতমালার মধ্যে খানিকটা ঢালু স্থান আছে। উত্তর ও দক্ষিণে শানপর্ব্বতমালার পাদদেশ যতটা উন্নত, এখানে ততটা নহে। এখানে ইহা সমতলভূমি হইতে উঠিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী হইয়াছে। এই পর্ব্বতমালা পূর্ব্বদিকে যতই বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহার শৃঙ্গগুলি ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়াছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ শোয়ু-ড্যাঙ্গা, প্রায় ৯৮০০ ফিট উচ্চ হইবে। যে দুর্গম শৈলদুর্গের অভ্যন্তরে ব্রহ্মলক্ষ্মী তাঁহার গুপ্ত ধনভাণ্ডার লুকাইয়া রাখিয়াছেন; শোয়ুডাঙ্গা যেন তাহার পশ্চিম দরজায় প্রহরীর মত খাড়া হইয়া আছে। ইহারই কিছু পূর্ব্বে সুন্দর মোগক উপত্যকা। এইখানেই ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত পান্নার খনিগুলি অবস্থিত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রভাতে এই পার্ব্বত্য প্রদেশ একটা অভিনব শ্রী ধারণ করিয়াছে। পর্ব্বতগাত্রে যে সকল সেগুণ বৃক্ষ আছে, তাহাদের অরুণ কিশলয়গুলির উপর তরুণ সূর্য্যরাগ পড়ায়, রক্তবর্ণ সুমসৃণ মখমলের মত শোভা হইয়াছে। গিরিউপত্যকায়, নববর্ষাগমে যে সকল নূতন তৃণ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহাদের উপর সূর্য্যচ্ছটা পতিত হওয়ায়, মনে হইতেছে, কে যেন একখানি বিস্তীর্ণ সবুজ গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে। এখানে চারি দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল পাহাড় আর পাহাড়, অধিত্যকা আর

উপত্যকা। এদেশে জঙ্গলের অভাব নাই; বড় বড় বৃক্ষেরও অভাব নাই। প্রভাত-আলোকে জাগরিত হইয়া কতকগুলি মর্কট ও কাঠবিড়ালী বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের হুপ হাপ, কিচির মিচির শব্দ পর্ব্বত গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। নানাবিধ বিহঙ্গমের কূজনে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পর্ব্বতগাত্রের অসংখ্য ঝরণা হইতে অবিরাম বারিধারা নিপতিত হইতেছে। তাহাদের ঝরঝর শব্দের সহিত বিহঙ্গম কণ্ঠ মিলিত হইয়া, একটা অপূর্ব্ব অভিনব একতানধ্বনি সৃষ্টি করিয়াছে। প্রস্ফুটিত অর্কিড ও নানা জাতীয় লতাকুসুমের সুগন্ধে চারিদিক যেন আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে।

যে দুই ব্যক্তি গোলপাহাড়ে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তাহাদের একজন প্রৌঢ়বয়স্ক, অপরটি যুবা পুরুষ। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি দীর্ঘকায়। তাঁহার হাত পাগুলি একটু যেন বেশী লম্বা বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার মুখমণ্ডলে শুভ্র শ্মশ্রু বিরাজিত, মস্তকে এক ঝাড় পাকায় কাঁচায় মিশ্রিত ঘন কেশ। যুবকটির বয়স ২৪।২৫এর বেশী নহে। দেখিতে গৌরবর্ণ, সুশ্রী পুরুষ। চোক দুটী বেশ উজ্জ্বল ও প্রশস্ত; মুখে দাঁড়ি গোঁপ কিছু নাই।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি আপনার দক্ষিণ বাহুর উপর মাথাটি রাখিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। আর যুবকটি তাঁহার নিকটে বসিয়া, প্রকৃতির শোভা অবলোকন করিতেছে। অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, প্রৌঢ় ব্যক্তিটির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া ঊর্দ্ধে মেঘহীন আকাশের দিকে একবার চাহিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং যুবকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—ললিত তুমি বুঝি সেই হ'তে এমনি ক'রে বসে বসে বৃথা সময় নষ্ট কচ্ছ? আমিত তবু একটা কাজ ক'রে নিলাম। আবশ্যক হ'লে নিদ্রা যাওয়াটা ঠিক অকাজ বলা যায় না। যাই হোক আমাদের আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়। এখন যাত্রা না করলে,

কাল মান্দালয়ে পোঁছাতে পারা যাবে না। ললিত কহিল—আপনার এই নির্জ্জন পাহাড়ে আসাই বা কেন? আবার তাড়াতাড়ি মান্দালয়ে যাওয়াই বা কেন? এ সব আমি কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারলেম না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি—এখানে তোমাকে সঙ্গে ক'রে কেন এনেছি, কাল ত তোমাকে সে কথা বলেছি। এই পাহাড়টা বন্দোবস্ত ক'রে নিতে হবে। এখানে বিস্তর মোটা মোটা সেগুন গাছ আছে। এখানে কাজ করার অসুবিধা এই যে, ভাল রাস্তা না থাকায় কাঠ কেটে, চালান দেওয়া এক রকম অসম্ভব। বৎসরে ৩।৪ মাসের বেশী গাড়ী যাতায়াতের পথ থাকে না। সেই সময় কোন প্রকারে কাজ চলে। বাকি সময় চুপ করে ব'সে থাক্‌তে অসুবিধা দূর করবার জন্যে বম্বে-বর্ম্মা ট্রেডিং কোম্পানি ইরাবতী নদীর তীর হয়। এই পর্য্যন্ত একটা রাস্তা প্রস্তুত করাচ্ছিলেন। আমরাই তার কনট্র্যাক্টার ছিলাম। মহারাজা থিবর সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিবাদ হওয়ায় রাস্তাটা সম্পূর্ণ হতে পারে নি। ১৫।২০ মাইল এখন অবশিষ্ট আছে। তুমি ইন্‌জিনিয়ার্ তোমাকে রাস্তাটা সম্পূর্ণ করতে হবে।

ললিত—আচ্ছা, এই পাহাড়ে অনেকগুলা কুয়ার মত খাদ দেখলেম। সেগুলো কিসের জন্যে বল্‌তে পারেন?

প্রৌঢ় ব্যক্তি—পান্না তোলার জন্যে ওগুলো খোঁড়া হয়েছিল। এই পাহাড়ে বিস্তর পান্না ছিল। এখনও না আছে, তা নয়; কিন্তু লোকে তার সন্ধান জানে না।

ললিত—তা হ'লে, এস্থানটা এখন যেমন নির্জ্জন দেখ্‌ছি, এক সময় এর অবস্থা তেমন ছিল না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি—তাত এই ভগ্ন কুটীর দেখেই বুঝতে পাচ্ছ?

ললিত—এই ধ্বংসচিহ্নগুলি দেখে, এমন মনে হয় না যে, এককালে এখানে বেশী লোকের বাস ছিল।

প্রৌঢ় ব্যক্তি—বেশী লোকের বাস ছিল না বটে ; তা বলে, এই কখানা ভাঙ্গা কাঠের ঘর দেখে, যা মনে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক বাস করত। ওই যে কটা কাঠের খুঁটিতে তক্তা আঁটা আছে দেখ্ছ, ওটা সে সময় একটা হোটেল ছিল। ওখানে এক সময় কত যে ভীষণ কাণ্ড হ'য়ে গিয়েছে তা মনে হ'লে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। ওটা একটা জুয়ো খেলার আড্ডা ছিল। সারা দিন খেটে খুটে লোকগুলো এখানে এসে জুটত আর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মদ খেত আর জুয়ো খেল্‌ত। মারামারি, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রতিদিনকার ব্যাপার ছিল।

ললিত—এ বড় আশ্চর্য্য! সে সময় এখানে এতগুলো লোক ছিল, অথচ তাদের মধ্যে একটা সামাজিক বন্ধন ছিল না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি—ললিত, তুমি সে সময়কার কথা ভুলে যাচ্ছ। এখানে সে সময় যারা বাস করছিল, তারা এখানে এসেছিল কেন, সে কথাটা একবার ভেবে দেখ? ওই দূরে একটা পাহাড়ে নদী দেখ্ছ, ওর গর্ভে বালির সঙ্গে অনেক সুবর্ণ কণিকা মিশ্রিত ছিল। অনেকে শুধু সেই সোণার লোভে এখানে বাস কচ্ছিল। মানুষ যখন শুধু ধনের আশায়, দেশ সমাজ, আত্মীয় বন্ধুপরিজন ত্যাগ ক'রে, কোথায় কোন দূর দেশে গিয়ে বাস ক'রে এবং সেখানে হঠাৎ ধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখে, তখন তার মনের যে কি অবস্থাটি হয়, তা যে না দেখেছে, তার পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। মানুষের আয়ের যদি একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকে, তা হ'লে তার ব্যয়েরও একটা সীমা থাকে। শুধু ব্যয়ের সীমা থাকে, তা নয়,—তার আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, সকল বিষয়েই একটা সুনিয়মিত সংযমের ভাব থাকতে দেখা যায়। কিন্তু যার আয়ের কোন নিশ্চয়তা নাই—যার পক্ষে কিছু না পাওয়াও যেমন সম্ভব, আবার লক্ষ টাকা পাওয়াও অসম্ভব নয়—তবে তার মনের অবস্থাটি কেমন হয়, তুমি যদি সে সময় এখানে একবার আস্‌তে, তা হলে স্পষ্ট দেখতে পেতে।

অনিশ্চয়তা হতে হটকারিতার উদ্ভব হয়। হটকারী ব্যক্তি না পারে এমন কাজ নাই।

ললিত—তা হ'লে আপনার কথায় যতটা বুঝলেম, সে সময় এখানে কেউ কাউকে বড় একটা মানৃত না। মানুষের ধন, প্রাণ এক বারেই নিরাপদ ছিল না; এরি জন্তেই বোধ করি, এখানকার কাজ কর্ম্ম বেশী দিন স্থায়ী হ'তে পারে নি।

প্রৌঢ় ব্যক্তি—হাঁ, কতকটা সেই কারণ বৈকি। তখন এটা রীতিমত মগের মুল্লুক ছিল। এখন হ'লে সম্ভবতঃ এখানকার ব্যবসার অমন দুর্গতি হতো না। হয়ত এখানে একটা সহরের সৃষ্টি হতো। আমি যে সময়কার কথা বলছি, সে সময় মনোরঞ্জন ব'লে একটা লোকে এই পাহাড়ের পান্নার খনি নিয়ে কাজ কচ্ছিল। লোকটাকে এখানকার সকলে একটু ভয় ও শ্রদ্ধা করত; এখানকার দুর্ব্বিনীত, অসংযমী লোকগুলাকে সেই কতকটা শাসনে রাখতে পারত। কিন্তু পরে এমন হ'য়ে দাঁড়াল যে মনোরঞ্জনকেও প্রাণের ভয়ে এ স্থান ত্যাগ ক'রে পালাতে হ'ল। তার প্রাণ ও আমার প্রাণ ঠিক যেন একটা সূতোতে ঝুলছিল, কাজেই আমাকেও তার সঙ্গে পালাতে বাধ্য হতে হ'ল।

ললিত—তারপর কি হ'ল? আপনি পালিয়ে গেলে, আপনার খনির কি হ'ল?

প্রৌঢ় ব্যক্তি—রাজা থিবকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে, ইংরাজ এদেশ অধিকার করলেন। সেই সঙ্গে লোকের পূর্ব্বস্বত্ব লোপ পেল। ব্রহ্মদেশের সমস্ত পান্নার খনি বর্ম্মা-রুবি মাইন্স কোম্পানী গবর্ণমেন্টের নিকট হ'তে বন্দোবস্ত করে নিল। এখন এখানে কাজ করতে গেলে, আমাদের বর্ম্মা রুবী-মাইন্স কোম্পানীর নিকট হোতে রীতিমত সেলামী দিয়ে বন্দোবস্ত করে নিতে হবে।

ললিত—আপনার বন্ধু মনোরঞ্জন বাবুর কি হল, সে কথা ত বল্লেন না?

প্রৌঢ় ব্যক্তি—সে চীনদেশে চলে গেল। তারপর তার আর কোন সংবাদ পাইনি! কিন্তু ললিত আর দেরী করা উচিত নয়। শীগ্‌গীর প্রস্তুত হয়ে স্তাও। ঘোড়া তুটো সারারাত বিশ্রাম করে এখন বেশ চল্‌বার মত হয়েছে। স্তাও শীগ্‌গীর জিন তুটো কষে স্তাও।

ললিত—আচ্ছা, মান্দালয় যাবার জন্যে আপনার এত তাড়াতাড়ি কেন বলুন ত?

প্রৌঢ় ব্যক্তি—কাল না পৌঁছাতে পারলে, পাহাড়টা স্থন্দরলালের হয়ে যাবে। সে জানে, এ অঞ্চলের নাড়ী নক্ষত্র আমি যেমন জানি, এমন আর কেও নয়। তাই সে আমার গতিবিধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখত। আমি যে পাহাড়টা পছন্দ করব, সেটা যে খুব লাভের হবে, এ তার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার চাকরটাকে টাকা দিয়ে, এমনি ঠিক করেছিল,—আমি যেখানেই যাই না কেন, সে স্থন্দরলালকে ঠিক সময়টিতে সংবাদ দিবে; আমি তা টের পেয়ে চাকরটাকে অনেক টাকাকড়ি দিয়ে এমনি তৈরী করেছি যে, আমি যদি যাই পূর্ব্বে, ও তাকে বল্‌বে পশ্চিমে। আমরা যে গোলপাহাড়ে এসেছি, স্থন্দরলালকে সে কথা না বলে, অন্য পাহাড়ের নাম করে দিয়েছে! সেখানে আমাদের না দেখ্‌তে পেয়ে স্থন্দরলাল নিশ্চয় এখানেই আস্‌বে। এখানে যদি আসে, তা হ'লে কি আর আমাদের রক্ষা আছে? তাই বল্‌ছি, স্থন্দরলালের লোকজন এসে না পড়তে আমাদের মান্দালয় পৌঁছাতে হবে। স্তাও একটু তাড়াতাড়ি জিন তুটো কষে স্তাও। এখান হতে আমরা বরাবর পশ্চিম মুখে গিয়ে, ইরাবতীতে যাব। সেখান হতে নৌকা করে মান্দালয়ে পৌঁছাব।

তু'তিন মিনিটের মধ্যে ঘোড়া তুটো যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

আরোহীদ্বয় লাফাইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া, ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। অশ্ব দুটিকে দেখিলে শ্রদ্ধা হয় না বটে, কিন্তু পার্ব্বত্যপথে ও গিরিসঙ্কটের মধ্যে চলিতে ইহাদের অদ্ভুত ক্ষমতা। পর্ব্বতারোহণে ও অবরোহণে ইহারা বিশেষ পটু।

বেলা ১২টার সময় একটা ঝরণার নিকট আসিয়া আরোহীদ্বয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। ঝরণার জলে মুখ হাত ধুইয়া, একটা বৃক্ষ তলে বসিয় তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামে পর প্রৌঢ় ব্যক্তি কহিলেন—ললিত, তোমার ব্যাগটা খুলে দেখ ত, খাবা কিছু আছে কিনা? কিছু খেয়ে না নিলে, এতটা পথ যাওয়া যাবে বলে বো হয় না। নিকটে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে কিছু না থাকে যদি, ত হলে সেখানে গিয়ে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়।

ললিত ব্যাগ খুলিয়া দেখিল, দুজনের উপযুক্ত যথেষ্ট খাবার আছে আহারাদি শেষ করিয়া, তাহারা পুনরায় অশ্বারোহণ করিল। বেলা যখন ৫টা, তখন তাহারা ইরাবতী তীরবর্ত্তী মেল গ্রামে গিয়া পৌঁছিল। লা কাঁটার বেড়া দিয়া ঘেরা সুন্দর ক্ষুদ্র এই গ্রামখানি ইরাবতী তীরে নিপু চিত্রকরের তুলিতে আঁকা একখানি সুন্দর ছবির মত দেখা যাইতেছিল। ইরাবতী এখান হইতে বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

মেলগ্রাম হইতে যখন তাহারা নৌকা ছাড়িল, তপনদেব তখন লিক্ল্যাঙ্ গিরিচূড়ায় স্বুবর্ণ বৃষ্টি করিয়া আরাকান্ পর্ব্বতের অন্তরালে ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মেল গ্রামকে পশ্চাতে ফেলিয়া, নদী একটা গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। নদীর উত্তরতীরে অনুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী আকাশের দিকে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলে বোধ হয়, পশ্চিম হইতে আরাকান্ গিরিশ্রেণী ও পূর্ব্ব হইতে শান্ পর্ব্বত মালা ক্রমশঃ নামিয়া আসিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছে

চতুরা ইরাবতী মাঝে পড়িয়া, তাহাদের পৃথক করিয়া

আজ পূর্ণিমা রজনী। আকাশে মেঘ নাই। শো-য়ু-ড্যাঙ্গা গিরিশিখরে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। শো-য়ু-ড্যাঙ্গার ছায়া পড়িয়া ইরাবতীর কালো জল আরো কালো দেখাইতেছে। য়্যাবিইট্‌কিন্ গ্রামকে পশ্চাতে ফেলিয়া, নৌকা একটি সুন্দর ক্ষুদ্র দ্বীপের নিকট আসিল। এই দ্বীপটিতে কয়েকটি মনোহর বৌদ্ধ মন্দির ও একটি মঠ আছে। এখন এখানে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। কেবল উৎসবোপলক্ষে সময়ে সময়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে যাত্রীর সমাগম হয় মাত্র। ইহার পর নৌকা থিবাড্‌গ্রামের নীচে আসিয়া পৌঁছিল; এখান হইতে চপলা ইরাবতী গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া, নিপুণা নর্ত্তকীর মত এঁকিয়া বাঁকিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নৌকার আরোহীদ্বয় এতক্ষণ নিঃশব্দে নিদ্রা যাইতেছিল। নৌকা যখন ক্যাব্‌নেট্ গ্রামে আসিল তখন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিল। যুবককে ডাকিয়া তিনি কহিলেন—ললিত, তোমার ঘড়িটা একবার দেখ ত? নদীর স্রোত দেখে মনে হয়, আমরা উঁচু ভূমি ছেড়ে ক্রমশঃ নীচু ভূমিতে পড়ছি।

এই বলিয়া তিনি বাহিরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার পর কহিলেন—আমার বোধ হচ্ছে, আমরা ক্যাবনেট্ গ্রামে এসেছি। স্থানটা একবার দেখে রাখ ললিত; এখানে হয় ত এক দিন আমাদের আসার দরকার হতে পারে।

ললিত—এখানে আস্‌তে হবে কিসের জন্যে?

প্রৌঢ় ব্যক্তি—এখানে কয়লার খনি আছে। কিছু দিন আগে একজন জর্ম্মান এখানে কাজ করতে চেষ্টা করেছিলেন; কেন ছেড়ে দিলেন, ঠিক বল্‌তে পারি না; সম্ভবতঃ ভাল কয়লা পান্ নি বলেই ছেড়ে থাকবেন।

কিন্তু আমার বিশ্বাস এখানে ভাল কয়লা নিশ্চয় আছে। যাই হোক্, বর্ম্মায় যেমন দিন দিন কয়লার আবশ্যক বাড়ছে, তাতে জমিটা নিয়ে রাখলে, কালে লাভের বিষয় হতে পারে।

এখান হইতে একটী মস্ত বাঁক ঘুরিয়া তাহারা যখন কাই-অফ্-মাইয়াঙ্ গ্রামের নীচে আসিল, তখন দেখিল—ইরাবতী তাহার দুই কূলের পর্ব্বতের দৃঢ়পাশ হইতে সহসা যেন আপনকে মুক্ত করিয়া লইয়া দ্রুতবেগে সম্মুখের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর আরোহীদ্বয় দেখিল, তাহারা পার্ব্বত্য প্রদেশ ত্যাগ করিয়া, অপেক্ষাকৃত সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন আর ইরাবতী পর্ব্বতের বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইহার বিস্তীর্ণ দুই তটে ধান, তিল, তামাক্, আখ প্রভৃতির ক্ষেত্র শোভা পাইতেছে। সম্মুখে মান্দালয় পর্ব্বতস্থিত মন্দিরের চূড়াটি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

মান্দালয় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ললিতকে ততই যেন চিন্তাকুল দেখা গেল; তাহার ভাব দেখিয়া, প্রৌঢ় ব্যক্তি কহিলেন—ললিত- তোমার হয়েছে কি বলত? তোমাকে এত চিন্তাকুল দেখছি কিসের জন্য?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ললিত কহিল—আপনি যাচ্ছেন, আপনার অভীষ্টসিদ্ধির আশায়? কিন্তু আমি যাচ্ছি মান্দালয়ে কিসের জন্য বলুন ত?

প্রৌঢ় ব্যক্তি—কেন? আমার অভীষ্টসিদ্ধিতে কি তোমার কোন লাভ নাই? তুমি ত জান, আমার যা কিছু সকলই তোমারই।

একটু জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া ললিত কহিল—অর্থ ই কি মানুষের একমাত্র কামনার ধন?

প্রৌঢ় ব্যক্তি—তাই ত! দেখেছ, তোমার বয়সের কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম? তা, এর জন্যে ভাবনা কিসের? মান্দালয়ে গেলেই ত

তুমি সুখলতাকে দেখ্‌তে পাবে ? হাঁ হে ললিত, সুখলতার সঙ্গে আজকাল তোমার বন্‌ছে কেমন ? ঘনিষ্ঠতা একটু বেড়েছে কি ?

ললিত—বড় বেশী নয়। আমার মনে হয়, সুখলতা আমাকে চায় না ; সে নিশ্চয় আর কাওকে পছন্দ করেছে। এবার কলকাতা হতে আসার পর, ও যেন ইচ্ছে করেই আমাকে দূরে দূরে রাখতে চেষ্টা করে—এ আমি কতবার দেখেছি। আবার শুনেছেন এক কথা ? সুখলতা নাকি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করবে স্থির করেছে।

প্রৌঢ় ব্যক্তি—এ কথা শুনে, ওর উপর আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল। ও যে অসাধারণ মেয়ে, তা আমি ওর ছেলেবেলা থেকেই জানতেম। অবশ্য ওর দাদামশায়ের যা আছে, তাতে ওর জীবিকা উপার্জ্জন করার জন্য কাজ করার কোন আবশ্যক নাই। তথাপি চুপ করে বসে না থেকে, ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে—সে ত ভালই বল্‌তে হবে।

ললিত—দোহাই আপনার ! ওকে আপনি শুদ্ধ আর নাচাবেন না। আমি জানি—ও আপনাকে যথেষ্ট মান্য করে। আপনি যদি নিষেধ করেন, তা হলে হয় ত ও, আর শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে যায় না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি—না, আমি তা কিছুতেই পারব না। তবে আমি তোমাকে এইটুকু আশা দিতে পারি, ও যাতে তোমাকে প্রীতির চোকে দেখ্‌তে পারে, আমি তার চেষ্টা কর্‌তে পারি। আর তুমিও চুপ করে বসে থেকো না। ওর সঙ্গে একটু অবাধে নির্ভীকচিত্তে মেলা মেশা করতে আরম্ভ কর।

ললিত—মনে ত তাই করি, কিন্তু হয়ে উঠে না যে। ওর কাছে গেলেই আমার কেমন লজ্জা আসে, কোন কথাই বল্‌তে পারি না। এই বলিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া ললিত পুনরায় কহিল—ওযে চুপ ক'রে অলসভাবে বসে থাকতে পারে না বলেই শিক্ষয়িত্রী হতে যাচ্ছে, এটা কোন কাজের কথাই নয়। অলস ও কোন কালেই নয়। বাড়ীতে ত ওর কাজের অভাব নাই।

আসল কথাটা এই যে, কলকাতা হতে ফিরে আসার পর, সুখলতার মনের যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে; বর্ত্তমান অবস্থায় ও যেন কিছুতেই সুখী হতে পাচ্ছে না; তাই এ-অবস্থা হ'তে সে জোর করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যই এই নূতন জীবন গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছে।

প্রৌঢ় ব্যক্তি—তোমার অনুমান হয় ত সত্য হ'তে পারে। যাই হোক্, ওর ত এখনও বিয়ের বয়স যায় নি, আর তুমিও বুড়ো হয়ে পড় নি! তোমাদের মিলন একবারেই অসম্ভব নয়। সুখলতা যে আর কাউকে ভালবাসে, সে কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না।

বেলা যখন একটা, মান্দালয়ের ঘাটে সেই সময় নৌকা আসিয়া ভিড়িল। ঘাট হইতে মান্দালয় সহর প্রায় এক ক্রোশ। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহারা প্রথমে বর্ম্মা-রুবি-মাইন্ কোম্পানীর বড় সাহেবের কাছে গেল। সেখানকার কাজ শেষ করিয়া ফরেষ্ট অফিসে আসিল। বেলা যখন তিনটা, তখন তাহারা বাসায় গিয়া পৌছিল।

৫৩

বাড়ীতে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিয়া শিবরতন মন্মথ বাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাঁহার অফিসে গিয়া উপস্থিত হইল।

শিবরতনকে আসিতে দেখিয়া মন্মথবাবু কহিলেন—এত শীগ্‌গির কি করে ফিরলে হে? কাজকর্ম্মের কত দূর কি করলে? সব ঠিক ঠাক্ ত? আর কোন গোল হবে না ত?

শিবরতন তাঁহার কোন কথার জবাব না দিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহাকে এইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মন্মথবাবু কহিলেন—তোমার ভাব দেখে বোধ হচ্ছে, খুব একটা উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে তোমাকে আসতে হয়েছে। ব্যাপারটা বলই না কেন?

শিবরতন কহিল—আগে একটু থামতে দাও, তার পর প্রশ্ন করো, উত্তর পাবে। ললিত আর আমি যে কি ভয়ানক শ্রান্ত হয়েছি, তা তুমি এখানে বসে কি করে টের পাবে ? তিন দিন ধরে আমাদের মত যদি ঘোড়ার পিটে থাক্‌তে হতো, রোদে পুড়তে আর জলে ভিজতে হতো, তা হলে এ-কাজে যে কত সুখ, টের পেতে একবার ! এ ত আর তোমার টানা পাখার নীচে বসে অফিস করা নয় ! বাঘ-ভালুক আর, বুনো হাতীর হাত হ'তে প্রাণ বাঁচাতে হ'লে কি রকম পরিশ্রম করতে হয়, এখানে মান্দালয়ে বসে, তুমি তা বুঝবে কি করে ?

মন্মথ—বলছ পরিশ্রান্ত হয়েছ, এ দিকে বকুনীর ত বিরাম নাই ! যত ক্লান্তি তোমার আমার কথার জবাব দেবার বেলায় ! তা বক যত খুসী তোমার—আমার অন্য কাজ আছে।

এই বলিয়া মন্মথবাবু কাগজপত্র দেখিতে মন দিলেন।

শিবরতন—আহা, চটছ কেন ? হাঁ, সেখানে গিয়েছিলাম। যখন গিয়েছি তখন কাজ শেষ না ক'রে আসার পাত্র শিবরতন নন্। এত শীগ্‌গির ফিরলেম কি করে ? ফিরলেম প্রাণের দায়ে, সুন্দরলালের তাড়ায়। আজ যদি এখানে আস্‌তে না পারতেম, তা হলে, পাহাড়টা কি আমাদের হতো মনে কর ? আমরাও যেই বেরলেম সুন্দরলালও আমাদের পিছনে লোক লাগিয়ে দিলে। সৌভাগ্যক্রমে তারা আমাদের ঠিক সন্ধানটা পাইনি, তাইত রক্ষা। না হলে কি যে ঘটত কে বলতে পারে ?

মন্মথ—এত গোলের মধ্যে ললিতকে আবার নিয়ে গেলে কেন ? তোমার মত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ত ওর নাই। ওর জন্যে বাস্তবিকই আমার একটু ভাবনা হয়েছিল।

শিবরতন—ক্ষমতা নাই বল্‌লে ত হয় না। যাতে হয়, তার চেষ্টা করা ত উচিত। আমি যখন সঙ্গে ছিলাম, তখন ওর জন্যে ভাববার ত কোন কারণ

ছিল না। তুমি ত জান, সুখলতা ও ললিতের জন্যে আমি না করতে পারি এমন কাজ নাই।

মন্মথ—কিন্তু এদিকে যে এক ব্যাপার হ'য়ে বসেছে। তুমি ত ললিতের সঙ্গে সুখলতার বিয়ে দিয়ে সংসার ফাঁদবে ভাবছ, কিন্তু সুখলতা যে ললিতকে বিয়ে ক'রে, সে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পাচ্চি না।

শিবরতন—সে ত তুমি এর আগেও বলেছিলে? প্রমাণ কিছু পেয়েছ?

মন্মথ—প্রথম প্রমাণ, দীনর পাশের কাগজখানা সুখলতা অত যত্নের সঙ্গে নিজের কাছে রাখতে যায় কেন?

শিবরতন—তার কারণ ত তুমি নিজেই সে দিন বলেছিলে? সঞ্জীব বাবুর দীন নাকি চিকিৎসা করেছিল।

মন্মথ—আচ্ছা, এ না হয় মেনে নিলাম; দীনর প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্যে তার পাশের কাগজখানা কাছে রেখেছে। কিন্তু সুখলতা যে, যখন তখন এসে কলকাতার চিঠি এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করে, তার অর্থটা তুমি কি মনে কর! এদিকে দীনও একখানা চিঠিতে সঞ্জীব ও সুখলতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছে। এ সব তুমি কি বল?

শিবরতন—আর যাই হোক, এ থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সুখ ও দীনর মধ্যে ভালবাসা জন্মেছে।

মন্মথ—আর শুনেছ, সুখলতা মাষ্টারি করবে ঠিক করেছে।

শিবরতন—দীনর প্রতি ভালবাসার এও কি একটা লক্ষণ না কি? হাঁ, পথে ললিত আমাকে সে কথা বলেছিল বটে, ললিতের ইচ্ছে নয় যে সুখ এ কাজ করে। আমাকে নিষেধ করতে বলেছিল, আমি তাতে রাজী হইনি। যাই হোক, সুখ যে ললিতকে চায় না, সে কথা ওকে ব'লে কাজ নাই; শুনলে ও একবারে মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়বে।

মন্মথ—না, আমি তাকে কোন কথাই বলব না। কিন্তু তোমাকেও

একটা কথা বলি শুন। সুখ তোমার নিতান্ত বাধ্য। ও যদি ললিতকে যথার্থই ভাল না বেসে থাকে, তা হ'লে জোর ক'রে ওদের বিয়ে দিয়ো না যেন। তাতে ফল ভাল হবে না।

শিবরতন—আরে রাম! পাগল হয়েছ? অন্যায় সুবিধা নেওয়া আমার অভ্যাস নয়; বিশেষ সুখলতার উপর। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার। কিন্তু কি মজার লোক এই তোমার দীন ডাক্তারটি! যদি সত্যি সুখলতাকে ভালবাসিস্, আইনা বাপু এখানে? কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ কচ্ছে বলত?

মন্মথ—লোকটা অদ্ভুতই বটে; কাল ওর একখানা চিঠি পেয়েছি, শোন পড়ি একবার;—

"সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,—

আমি রসময় বাবুর কাজ ছেড়ে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করব মনে করেছি। আমি যে ভাবে চিকিৎসা করতে চাই, তা প্রচলিত চিকিৎসা-প্রণালীর অনুযায়ী নয়। অকারণ অনর্থক কতকগুলা ওষুধ খাওয়ানকেই লোকে চিকিৎসা বলে মনে করে। আমার বিবেক এতে সাই দিতে চায় না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে পথটি সঙ্গত বলে, আমি তারই অনুসরণ করতে চাই মাত্র।

বলা বাহুল্য, এর জন্যে লোকের কাছে এবং আমার সমব্যবসায়ীদের কাছে আমাকে বিস্তর লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহ্য করতে হবে। আমি তার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করেছি।

আমার উদ্দেশ্যটি সফল করতে হ'লে, আপাততঃ কিছু টাকার আবশ্যক। প্রথম প্রথম কিছুদিন আমাকে কেউ ডাকবে না, এ এক রকম জানাই যাচ্ছে। এক বৎসর কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারলে, পরে হয় ত আমি নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করতে সমর্থ হতে পারি। আমার হাতে এখন

৫০০৲ টাকা আছে, আরও ২০০০৲ টাকার আবশ্যক। আপনি যদি অনুগ্রহ করে টাকাটা দেন, তা হ'লে বড়ই ভাল হয়। আমি নিশ্চয় বলছি, এর পর টাকা পাঠাবার জন্যে আপনাকে আর কখনও বিরক্ত করব না।

আমার উদ্দেশ্য সাধু। এর জন্যে যদি টাকা দেন, তা হ'লে টাকাটার সদ্ব্যবহার ভিন্ন অসদ্ব্যবহার হবে না, এ কথা আপনাকে আমি জোর করেই বলতে পারি। পীড়িতের উপকার করা, চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সংস্কার করা এবং তার সঙ্গে নিজের উন্নতি করা—আমার জীবনের একমাত্র ব্রত জানবেন। নিবেদন ইতি। আপনার স্নেহের দীন।"

পত্র পাঠ শেষ হইলে শিবরতন কহিল—তাই ত, লোকটা অদ্ভুতই বটে। ওর চিঠি শুনে, ওর প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা জন্মাল। দীন ত ঠিক কথাই বলেছে! চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সংস্কার আবশ্যক—নিশ্চয় আবশ্যক। প্রথম প্রথম হয় ত ওর চেষ্টা বিফল হবে; তাতে কি আসে যায়? নিষ্ফলতার মধ্য দিয়েই ত সফলতাকে পাওয়া যায়। গড্ডালিকা-প্রবাহের মত একই পথ অনুসরণ না ক'রে, ও যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ছুটতে চায়, এর জন্যে ওকে আমার খুবই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। গোঁড়ামির বিপক্ষে লড়্তে গেলে, মনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন—সম্পূর্ণ মুক্ত করাই আবশ্যক। এ তোমার ডাক্তারীতেও বটে, অন্য বিষয়েও বটে। দীন যা সংকল্প করেছে, তাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

মন্মথ—তা হ'লে টাকাটা পাঠিয়ে দি, তোমার এই ত ইচ্ছে? না পাঠাবার আমি ত তেমন কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখ্‌ছি না।

শিবরতন—ওর কত টাকা আছে, তোমার কাছে? এতদিন সুদেই চল্‌ছিল, না আসলে হাত পড়েছে?

মন্মথ—না, আসল টাকা যেমন ছিল তেমনি আছে, বরঞ্চ এতু দিনে সুদে কিছু বেড়েও থাকৃতে পারে।

শিবরতন—তা হ'লে এক কাজ কর, ও যা চায় তার দুনো টাকা পাঠিয়ে দ্যাও। টাকা ওর, খরচ করবে ও নিজে; এতে আমাদের আপত্তি ক'রে লাভ কি? ইচ্ছে করলে ও এখন সব টাকাই উঠিয়ে নিতে পারে। ওত এখন আর নাবালকটি নাই।

মন্মথ—হাঁ, পারে বটে, কিন্তু আদালতের সম্মতি নিতে হবে। তুমি ত জান, যে দলিলের জোরে আমরা ট্রাষ্টী হয়েছি, তাতে বয়সের কোন কথা নাই। টাকাটার শেষ কি হবে, সে কথাও লেখা নাই। তার পর, যিনি আমাদের ট্রাষ্টী নিযুক্ত করেছেন, তাঁর কোন খবরই আমরা রাখি না, এমন কি, তিনি বেঁচে আছেন, না মরেছেন, সে কথাও বল্‌তে পারি না।

শিবরতন—সে ত ঠিক। এর পর সে হয় ত এসে একটা গোল বাধাতে পারে। আসল খরচ করেছি বলে আমাদের দায়ী করতেও পারে। সুদের টাকাটাই খরচ করার আমাদের অধিকার আছে। আসলটার ব্যবস্থা করার কোন অধিকারই দেয়নি। ব্যবস্থাটা একটু নতুন রকমেরই বল্‌তে হবে। আমি তখনই তাকে সে কথা বলেছিলাম। সে চীন দেশে চলে গেল। সেই হ'তে তার কোন সংবাদই পাইনি।

মন্মথ—আইন অনুসারে দীন সব টাকাই পেতে পারে; কিন্তু আমি ওকে সহজে তা দিচ্ছি না। ওকে একবার চোকে দেখার ত আবশ্যক। ওর বাপটি ত দেখ্‌ছি এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ, ছেলেটিকেও সে বিষয়ে বাপের চেয়ে নিতান্ত কম বোধ হয় না। প্রচলিত পথ ছেড়ে নতুন পথে গিয়ে, বেচারা দেখ্‌ছি সব মাটি ক'রে বস্‌বে। ব্যবসায় সফল হওয়া, বিধাতা লিখেননি ওর ভাগ্যে!

শিবরতন—ওর বাপকে তুমি দেখনি, আমি দেখিছি। লোকটা যা বল্লে, ভারী অদ্ভুত প্রকৃতির লোকই বটে! প্রথম প্রথম কাজে কিছু না করতে পারলেও, শেষে ভালই করেছিল। দাও হে ছেলেটাকে টাকাটা পাঠিয়ে

দাও। অকৃতকার্য্য হয় যদি, তাতে ক্ষতি কি? কাজ করতে গেলে অমন হ'য়েই থাকে। এখন উঠি তবে। সন্ধ্যার পর সঞ্জীবের ওখানে থাক্‌ব, পার যদি যেয়ো একবার।

এই বলিয়া শিবরতন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শিবরতন চলিয়া গেলে, মন্মথ বাবু টেবিলের উপর বিক্ষিপ্ত কাগজ পত্র গুছাইতে গুছাইতে কহিলেন—আশ্চর্য্য লোক এই শিবরতন! কোথায় ওর দেশ, কেই বা ওর আপনার আছে, এত দিনের পরিচয়ে, তা যদি কিছু টের পাওয়া গেল! ওর পূর্ব্ব ইতিহাস জান্‌তে ভারী ইচ্ছে করে; কিন্তু তার কোন উপায় নাই। সঞ্জীবকে জিজ্ঞাসা করলে, সেও কিছুই বল্‌তে পারে না, অথচ দুজনের কত দিনের বন্ধুত্ব শুনি! সঞ্জীব বলে—"ওর পূর্ব্ব ইতিহাস জানি না, সেই ত ভাল। অতীতের সঙ্গে আমাদের কিসের সম্বন্ধ? বর্ত্তমান যা দেয়, তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকৃতে হবে।" আচ্ছা! ললিতকে শিবরতন এমন স্নেহের চোকে দেখে কেন? কে জানে? হয় ত এর মধ্যেও কি একটা রহস্য আছে। এ দিকে শিবরতনের বিপক্ষে ওর অতি বড় শত্রুরও কোন কথা বলবার যো নাই। নির্ম্মল, দেবোপম চরিত্র! বিপন্নের আশ্রয়; সকলের সুখ দুঃখের ভাগ নেবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এমন লোক সংসারে কদাচিৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। নিজে সাধু পুরুষটি, কিন্তু সংসারে কোন পাপই তাহার অজ্ঞাত নয়। পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভাল মন্দ, সংসারের সকলই যেন তার পরিচিত! এমন দৃঢ়চিত্ত, নির্ভীক লোক আর দেখেছি বলে ত মনে হয় না। লেখা পড়াও বেশ জানে। এত কাজের মধ্যে থেকেও পড়ার অভ্যাসটি দিব্যি রেখেছে দেখ্‌তে পাই। আশ্চর্য্য, ভারী আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক এই শিবরতনটি!

৩৪

পথশ্রমে ললিত এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মান্দালয়ে আসিয়া

সে প্রথম দিন বাড়ীর বাহির হইতেই পারে নাই। দ্বিতীয় দিনে বৈকালে একটু বিশেষভাবে সাজসজ্জা করিয়া ললিত ভ্রমণে বাহির হইল। এরূপ পারিপাট্যের সহিত বেশ-ভূষা করিতে ললিতকে ইহার পুর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই।

শিবরতন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে, বৃদ্ধ সঞ্জীবের সহিত আগে দেখা করিয়া পরে সে যেন সুখলতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। শিবরতনের কথামত সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ললিত তাঁহাদের বাড়ীর অভিমুখে যাইতে লাগিল। তাঁহাদের বাড়ী যতই নিকট হইতেছিল, ললিতের মনের সাহস যেন ততই কমিয়া আসিতেছিল। সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে দেখা হইবার আগে সুখলতাকে যেন সে দেখিতে না পায়, ললিতের আন্তরিক ইচ্ছা তাই; কিন্তু ললিতের দুর্ভাগ্য! বিধাতা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলেন!

সঞ্জীববাবুদের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই ললিত সুখলতাকে দূর হইতে দেখিতে পাইল। সুখলতাকে দেখিয়া সে যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। অগ্রসর হইবে, না ফিরিয়া আসিবে, ভাবিয়া পাইল না।

লতামণ্ডিত তাহাদের বারান্দাটিতে একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া সুখলতা তখন একখানি উপন্যাস পড়িতে ব্যস্ত ছিল। তখন তাহার মাথায় কাপড় ছিল না, গ্রন্থিবাঁধা বেণীটি পিঠের উপর পড়িয়া আছে। ললিত একদৃষ্টে তাহার দিকে কিছুক্ষণের জন্য চাহিয়া রহিল। যে সাহস ও উৎসাহ হৃদয়ে লইয়া সে আজ এখানে আসিতেছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া পড়িল!

ললিত যদি এমন বুঝিত যে, সুখলতা তাহাকে দেখে নাই, তাহা হইলে সে এখান হইতে নিশ্চয় ফিরিয়া যাইত। কিন্তু সুখলতা যে তাহাকে দেখিতে পায় নাই, ললিত তাহা কি করিয়া বুঝিবে? অপরাধীর মত ধীরে ধীরে পা টিপিয়া সে বারান্দার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"এই যে, ললিত বাবু যে, কখন এলেন? ভাল আছেন ত? দাদামশায় আপনাকে দেখে কত কত খুসী হবেন!" এই বলিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া, সুখলতা ললিতকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল।

সুখলতা খুবই সহজ ও সরলভাবেই কথাগুলি বলিয়াছিল কিন্তু ললিত ইহা অন্যভাবে গ্রহণ করিল। তাহার দাদামহাশয় খুসী হইবেন, কিন্তু ললিতকে দেখিয়া সুখলতার মনে কি ভাব হয়, কই সুখলতা ত সে কথা কিছুই বলিল না! সুখলতার প্রথম সম্ভাষণই ললিতের মনে নিরাশার উদ্রেক করিয়া দিল। সুখলতা যে তাহার হইবে না, এই চিন্তায় তাহার বুকের মধ্যে যেন কম্পিত হইতে লাগিল। নিঃশব্দে একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া ললিত একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। ললিতের তখন মনে হইতেছিল, সৃষ্টির সকল সৌন্দর্য্যই আজ যেন সুখলতার চারু অঙ্গটিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে! অপরাহ্ণের ক্লান্ত তপনের ম্লান কিরণ বারান্দার সম্মুখে দোলায়মান সবুজ বল্লরীর অন্তরাল ভেদ করিয়া স্থানটিকে একটি অপরূপ স্নিগ্ধ, শ্যামল স্বপ্ন-রাজ্য করিয়া তুলিয়াছিল! আর সুখলতা, শুভ্র শেমিজের উপর নীলাম্বরী সাড়ী পরিয়া, স্বপ্নলোকের সবুজ পরীর মত শোভা পাইতেছিল।

সুখলতার রূপ আজ যেন পূর্ণ বিকশিত হইয়া হঠাৎ যেন ললিতকে চমক লাগাইয়া দিল! ললিত মনে মনে ভাবিল—আজ যেমন করিয়াই হোক্, তাহার মনের কথাটি খুলিয়া বলিতেই হইবে। আজিকার দিনটা সে কিছুতেই বৃথায় যাইতে দিবে না।

ললিত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল বটে, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না। প্রতিজ্ঞা করা আর কাজ করা যে কত তফাৎ, ললিত আজ তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। হায়! হায়! অন্য সময় ললিত ত

খুবই সপ্রতিভ। সুখলতার নিকট আসিলেই তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি, বাচালতা কোথায় দূর হইয়া যায়!

কিছুক্ষণ অপ্রতিভের মত বসিয়া থাকিয়া ললিত কহিল—আপনার দাদা মশায়—এঁ এঁ— —

সুখলতা কহিল—দাদামশায় কি ললিত বাবু? স্পষ্ট করে' খুলে বলুন।

ললিত—বলছিলাম কি যে, আপনার দাদামশায় যদি—এঁ—এঁ—এঁ—আমাকে দেখে—এঁ—এঁ—খুসী না হোতেন।

ললিত কথাগুলি কহিল বটে, কিন্তু সে যাহা বলিতে চাহে, তাহার বাক্যে তাহা একবারেই প্রকাশ পাইল না। সুখলতা ললিতের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে করিল। সে কহিল—ললিত বাবু, এ আপনি কি বলছেন? দাদামশায় আপনাকে দেখে খুসী হোন্—এ আপনি ইচ্ছে করেন না নাকি? বেশ মজার লোক ত আপনি!

তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে ললিত কহিল—

না, না, তা কেন? আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বলছিলাম—আপনার দাদামশায় আমাকে দেখে খুসী হোন্, কিন্তু আপনি কি হোন্ তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম।

ঝোঁকের মাথায় কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া ললিতের মনে হইল, যেন তাহার পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে! পশ্চাতের দেওয়ালটা ঝুঁকিয়া তাহার গায়ে পড়িতে আসিতেছে!

সুখলতা কহিল—আমার দাদামশায়ের যিনি বন্ধু, তাঁকে যখনি দেখি, তখনি ত খুসী হই; বিশেষ তিনি আমার শিবুদার একান্ত প্রিয়। কেমন? এখন খুসী হলেন ত? এখন আসুন, ঘরের ভিতরে আসুন। ওঁরা দুজনেই সেখানে আছেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত ললিত সুখলতার সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুখলতা কহিল—দাদামশায়, ললিত বাবু এসেছেন।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠিয়া ললিতকে সস্নেহ আলিঙ্গন করিলেন।

রাস্তার দিকেকার জানালার কাছে একখানা চেয়ার ছিল, ললিত সেই-খানিতে বসিয়া নীরবে পথের পানে চাহিয়া রহিল।

বসিয়া বসিয়া সে তখন তাহার নিজের অবস্থার কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল—শিবরতন তাহাকে বলিয়াছে, "কিছুমাত্র লজ্জা না করিয়া, সম্পূর্ণ সাহসভরে সুখলতার সম্মুখবর্ত্তী হইও"। সে ত আজ তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহার ফল কি দাঁড়াইল? ইহাতে শুধু তার নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পাইল। এমন নির্বুদ্ধির পরিচয় জীবনে সে আর কখন দেয়নি। তথাপি, আজ যে, সে সুখলতার পার্শ্বে বসিয়া দুটা কথা বলিতে পারিয়াছে, ইহাতেই সে মনের মধ্যে একটু গর্ব্ব বোধ না করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার লজ্জার বাঁধ ত অনেকটা ভঙ্গ হইতে পারিয়াছে!

এই চিন্তায় ললিত মনের মধ্যে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা না পাইল এমন নহে।

সুখলতা তখন কতকগুলা ফটোগ্র্যাপ্ লইয়া শিবরতনকে দেখাইতে-ছিল।

একখানা ছবি হাতে করিয়া শিবরতন কহিল—এ কার ফটোরে সুখ?

সুখলতা কহিল—এ আমার চারুদিদির ছবি। ব্রাহ্মমেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ইনি। কেমন শিবদাদা চারুদিদি দেখতে সুন্দরী নয়? ইনি যেমনি সুন্দরী, তেমনি গুণবতী।

শিবরতনের হাতে আর একখানা ছবি দিয়া সে চারুশীলার ছবিখানি লইয়া ললিতের কাছে গেল এবং কহিল—ললিত বাবু, দেখুন দেখি এ ছবি-খানি। কেমন, সুন্দর নয়?

ললিত সুখলতার সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কহিল—ইনি বুঝি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন?

সুখলতা ললিতের মুখে এরূপ উত্তর প্রত্যাশা করে নাই; তাই ললিতের কথায় সে মনে মনে একটু বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

সুখলতা কহিল—হাঁ ইনি শিক্ষয়িত্রীই বটে, কিন্তু সুন্দরী যেমন হতে হয়। আপনি হয় ত সে কথা স্বীকার করতে চাবেন না। আপনাকে দেখছি, কিছুতেই খুসী করবার জো নাই।

ললিত মাটির দিক হইতে মাথাটা একটু উঁচু করিয়া সুখলতার মুখের পানে একবার চাহিয়া কহিল—আমাকে খুসী করা একজনের পক্ষে খুবই সহজ, কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য! সে তা কিছুতেই করবে না!

উৎসাহের ঝোঁকে কথাগুলি বলিয়া, ললিত নিজের কাছে নিজেকেই অপরাধী মনে করিতে লাগিল। তাহার শুধু মনে হইতেছিল, ইহার পর ছুটিয়া গিয়া ইরাবতীর জলে ডুবিতে পারিলেই সে যেন বাঁচিয়া যায়।

সুখলতা কোন কথা কহিল না। সে শিবরতনের কাছে গিয়া তাহাকে আর একখানা ছবি দেখাইতে লাগিল। ললিতের পক্ষে এখানে বসিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়িল। সে তাহার সমস্ত শরীরে যেন একবার তাপ একবার শীত অনুভব করিতেছিল। সে কি বলিয়া উঠিয়া যাইবে, স্থির করিতে না পারিয়া, এ-ঘরে যাহারা ছিল, তাহাদের সকলেরই প্রতি রাগ করিতেছিল। তাহার নিজের উপর রাগ হইল—কেন সে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, এমন অবিবেচনার কাজ করিয়া বসিল? সুখলতার উপর রাগ করিল—কেন সে চারুশীলার ছবি দেখাইয়া তাহাকে এই বিপদে ফেলিল? শিবরতন ও সঞ্জীব বাবুর উপর রাগ করিল—কেন তাঁহারা তাহার এই দুর্দ্দশার সাক্ষী হইতে গেলেন? সঞ্জীব বাবুকে তবু সে ক্ষমা করিতে পারে; কেননা, তিনি এ ঘরে কে কি করিতেছে, সে দিকে বড় একটা মন দিতে ছিলেন না;—তাঁহার নূতন ফলের বাগানে অল্প ব্যয়ে কি করিয়া জল সেচন

করা যায়—সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু শিবরতন? ললিত তাঁহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না। দুষ্ট শিবরতন যে তাহাদের আচরণ বিশেষ করিয়াই লক্ষ্য করিতেছিল।

এই ছেলে, মেয়েটিকে শিবরতন প্রাণের অধিক ভালবাসিয়া থাকে। ইহাদের সে আপনার পরিজন বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকে। সুখলতা যখন নিতান্ত শিশু ছিল, তখন হইতেই শিবরতনের উপর একটা স্নেহের শাসন করিয়া আসিতেছে। আর ললিত? সে ত শিবরতনের পুত্র বলিলেই হয়।

এই দুটিকে পরিণয়-পাশে বদ্ধ করিয়া শিবরতন অনেক দিন হইতেই একটা সুখের সংসার পাতিবে, এইরূপ কল্পনা করিয়া আসিতেছে। সুখলতা যে নিতান্ত অভিমানিনী, শিবরতন তাহা জানে; এই জন্য তাহার মনের কথা সে কোন দিনই তাহার কাছে প্রকাশ করিতে পারে নাই। ললিত দেখিতে ভাল, গুণেও ভাল। সুখলতাও সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা। উভয়ের মধ্যে হৃদয়ের আদান-প্রদান যে অসম্ভব, এ কথা, একদিনও শিবরতনের মনে হয় নাই। শিবরতন ভাবিত—একটি শুভ-মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় এতদিন তাহাদের মধ্যে আকর্ষণ জন্মায় নাই। আজ সেই শুভক্ষণটি সমাগত কি না, তাহাই দেখিবার জন্য শিবরতন এই যুবক-যুবতীর ভাব-লীলা একান্তমনে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

সুখলতা যখন ললিতের নিকট হইতে শিবরতনের কাছে আসিল, সুখলতার মুখের পানে চাহিয়া, শিবরতন বুঝিল—ইহাদের মধ্যে একটা গোল বাধিয়াছে। ঘটনাচক্রকে অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য শিবরতন তাহার হাতের উপর যে ছবিখানি ছিল, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, এই ছবিখানিত ভারী চমৎকার!

তখন সুখলতার সঙ্গে ছবি সম্বন্ধে তাহার অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ভগ্নোদ্যম ললিত তাহাদের কথাবার্ত্তায় সহজ ও স্বাভাবিকভাবে

যোগ দিতে না পারিয়া, জানালার ভিতর দিয়া, পথের পানে চাহিয়া রহিল, এবং মনের মধ্যে এইরূপ স্থির করিল—সুখলতার মন অধিকার করা, তাহার পক্ষে একবারে অসম্ভব। নিরাশায় তাহার হৃদয় তখন একান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া, সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কহিল—আপনারা বসুন তবে, আমার বাজারে একটু কাজ আছে। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইল। তাহাকে যাইতে দেখিয়া, সঞ্জীব বাবু কহিলেন—কিহে! ললিত, বাজারে যাবে? চল, আমিও যাই। আমারও কাজ আছে।

ইহারা চলিয়া গেলে, সুখলতা টেবিলের পাশে একখানা চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিল। তাহার নিকট হইতে ললিত যে কত বড় ব্যথা লইয়া গেল, সে তখন মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। ললিতের এমন বেদনায় কাতর মুখ সুখলতা ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখে নাই। কিন্তু এ বেদনাত সুখলতা তাহাকে ইচ্ছা করিয়া দেয় নাই। ইহাতে ত তাহার নিজের অপরাধ সে কিছুই দেখিতে পাইল না। তথাপি ললিতের জন্য তাহার হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত ক্রমাগতই বাজিতে লাগিল। তাহার প্রফুল্ল মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। পাত্‌লা ঠোঁট্ দুখানি একটু একটু করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

শিবরতন তাহার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। শিবরতন যে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, সুখলতা তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিতে সুখলতার সাহস হইল না। সে সম্মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া, তাহার হৃদয়বেগ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু হৃদয়-বেগ কিছুতেই শান্ত হয় না।

আপনাকে গোপন করা, সে সময় সুখলতার পক্ষে একবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তাহার সুকুমার দেহখানি যেন শিথিল হইয়া আসিতেছিল;

চক্ষুদ্বয়ে যেন অশ্রুর প্রস্রবণ ছুটিবার উপক্রম করিল। শিবরতনের নিকট সে সময় আপনাকে ধরা দেওয়া ভিন্ন তাহার আর কোন উপায়ই রহিল না। দুই বাহু দ্বারা শিবরতনের গলাটি জড়াইয়া, তাহার স্কন্ধের উপর মাথাটি রাখিয়া, সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শৈশবে মনে কোন কষ্ট পাইলে, সে এই রকম করিয়া কতবার কাঁদিয়াছে।

সুখলতা সম্বন্ধে শিবরতন ত তাহার দাদা মহাশয়ের বন্ধুমাত্র নয়। সে যে তাহার বাপ মা দুই। মাতার বাৎসল্য, পিতার স্নেহ যে কি অমূল্য জিনিস, পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকা শিবরতনের নিকট হইতেই তাহার কতকটা পরিচয় পাইয়াছে। শৈশবে বাপ মা হারাইয়া, সুখলতা যখন মনের মধ্যে একটী মহাশূন্যতা অনুভব করিতেছিল, শিবরতনই তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া, তাহার সেই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। শুধু কর্ম্মসূত্রে শিবরতনের সঙ্গে যাহাদের পরিচয়, তাহারা এই স্ত্রীপুত্রহীন মানুষটিকে শুধু কাজের লোক বলিয়াই জানে; কিন্তু ইহার ভিতরকার মানুষটি যে কত মধুর, ইহার স্নেহের গভীরতা যে কত বেশী, তাহা সুখলতা ও ললিত যেমন জানে, এ জগতে আর কেহ তেমন করিয়া জানিতে পারে নাই।

আজ হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, সুখলতা যখন তাহার আশ্রয় চাহিল, শিবরতন তাহাকে ধীরে ধীরে নিজের বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া আপনার বুকের মধ্যে গ্রহণ করিল।

মনের বিক্ষোভ কতকটা প্রশান্ত হইলে, উচ্ছ্বসিত রোদনের মধ্যে, রুদ্ধকণ্ঠে সুখলতা কহিল—আজ এত চেষ্টা করলেম, তবুও পারলেম না। মনের আবেগ কিছুতেই চাপা রইল না। ওঃ! উনি এত ভাল! এত মহৎ! আমার যত কষ্টইত সেই জন্যে!

শিবরতন কোন কথা কহিল না। সে শুধু ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। এ অবস্থায় ললিতের পক্ষ লইয়া কোন কথা

বলিতে যাওয়া যে একান্ত অসঙ্গত, শিবরতন তাহা ভালই জানিত। ললিতের অবিবেচনায় ও তাড়াতাড়িতেই যে আজিকার এই অনর্থটি ঘটিল, সেই জন্য সে ললিতের উপর একটু বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

শিবরতন কহিল—আমাকে এখনি, মন্মথর বাড়ী যেতে হবে। সুখ! তুইও আয় আমার সঙ্গে।

সুখলতা—না শিবদা, তুমি যাও। আমাকে একটু একেলা থাক্‌তে দাও।

শিবরতন—আচ্ছা, সেই ভাল। কিন্তু দেখিস্, ফিরে এসে তোকে অন্য রকম দেখি যেন!

এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শিবরতন চলিয়া গেলে, সুখলতা তাহার নিজের ঘরটিতে গেল। দেওয়ালের এক স্থানে দীনর ফটোখানি ঝুলিতেছিল, অতি সাবধানে, সেখানি পাড়িয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া সুখলতা কহিল—প্রাণাধিক, হে দয়িত, হে আমার জীবনাধিক, তুমি একবার কেন এলে না? প্রিয়তম, কেন তুমি দাসীকে একখানা চিঠিও লিখলে না? সখা হে, বন্ধু হে, একবার এস, আমার সমস্ত ব্যথা, সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যাক্।

চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। দীনর ছবির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে শুধু দীনর কথাই ভাবিতে লাগিল। মনে করিল সে তখন তাহাদের প্রথম মিলন-রাত্রির কথা। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াই সে যখন প্রথম দীনকে দেখিল, এই গৌরবর্ণ দীর্ঘতনু যুবকটির প্রতি তাহার চক্ষু দুটি কেন যে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হইয়া পড়িল, সুখলতা তাহা বলিতে পারে না। তখন একটা অপূর্ব্বভাবের হিল্লোলে তাহার সমস্ত হৃদয়টা উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছিল। জীবনের সেইক্ষণটিতে সে আপনার মধ্যে কেমন যেন একটা অপূর্ণতা প্রথম দেখিতে পাইল। তাহার নারী-প্রকৃতি তখনই যেন

প্রথম সুপ্তি হইতে জাগরণের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। নবজাত প্রেমের উল্লাসে সে সেদিন যে গানটি গাহিয়াছিল, তাহার পর কত দিন, কত রাত্রি সেটি গাহিয়াছে। দীনর কথা মনে পড়িয়া, যখনই তাহার হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে, এই গানটি গাহিয়া, সে তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আজও সে তাহাই করিতে গেল। কিন্তু তাহার সব চেষ্টা একবারেই ব্যর্থ হইল। তাহার বুকের মধ্যে হইতে কেমন একটা নিরাশার দীর্ঘশ্বাস আসিয়া, তাহার কণ্ঠ যেন অবরুদ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। সেদিন তাহার গলা দিয়া কোন মতেই স্বর বাহির হইতে চাহিল না। দীনর ছবিখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া, সুখলতা শয্যায় পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুখলতা যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে, আজিকার ব্যাপারে ললিত তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সুখলতা যে কাহাকে চাহে, যদিচ ললিত তাহা ঠিক বলিতে পারে না, তথাপি সে এতখানি বুঝিয়াছে—সুখলতার আশা তাহাকে ত্যাগ করিতেই

সন্ধ্যার পর, শিবরতন গৃহে ফিরিয়া দেখিল, ললিত তাহার নিজের ঘরটিতে গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সিগারের ছায়ে তাহার গায়ের সাদা পাঞ্জাবী জামাটি ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। মাথার চুলগুলি এলোমেলোভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। থাকিয়া থাকিয়া তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে। আজিকার এই সামান্য ব্যাপারটা যে ললিতের মনে কতখানি প্রবল আঘাত করিয়াছে, তাহার চেহারায় তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। তাহাকে এই অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শিবরতন কহিল,—দেখ ললিত, আজকার চেষ্টা বিফল হয়েছে বলে, তুমি একবারে হতাশ হোয়ো না। ঠিক সময়টি বুঝে, হয়ত ঠিক উপায়ে তুমি অগ্রসর হওনি, তাই আজ

সব গোল হোয়ে গেছে। জোর করে' ভালবাসা আদায় করবে, তেমন মেয়ে সুখলতা নয়। জোর করতে গেলে, কি তাড়াতাড়ি করতে গেলে, তুমি কিছুতেই ওর মন বশ করতে পারবে না। ওর হৃদয়টাকে ধীরে ধীরে চুরি করে' নিতে হবে—ডাকাতী করা, কোন মতেই চলবে না।

বিষাদভরা মুখে শিবরতনের পানে চাহিয়া ললিত কহিল—আপনি যাই বলুন, সুখলতাসম্বন্ধে আমার কোন আশা নাই। সে যে আমাকে চায় না, অপর কাউকে চায়, তার প্রমাণ আমি অনেকবার পেয়েছি।

শিবরতন—কি প্রমাণ, তুমি পেয়েছ? নাহে, সে সব কিছু না। ও তোমার বুঝবার ভুল।

ললিত—বুঝবার ভুল, কি আর কিছু, সে আপনি আমার চোক দিয়ে দেখলে জানতে পারতেন। কিছুদিন হোতে সুখলতার ভাবভঙ্গী দেখে, আমার মনে হয় ও যেন কার আশায় সতৃষ্ণনয়নে ভবিষ্যতের পানে চেয়ে আছে। কে যে সে ভাগ্যবান, তা আমি জানি না—আমি যে নই, সে কথা নিশ্চয় বলা যায়। সন্ধ্যার নির্জ্জনতার মধ্যে সে যে একলাটি বসে, অমন ব্যাকুল, বেদনাভরা গান গায়, কার জন্যে বলুন ত? সে ত যেমন তেমন গান নয়; সে যেন কোন সুদূরস্থিত দেবতার উদ্দেশে ভক্তের আত্ম-নিবেদনের সঙ্গীত। কে সে দেবতাটি, যে দূর হোতে তার মনপ্রাণকে এমন করে' তার দিকে আকর্ষণ কচ্ছে? আমি? না, না, কিছুতেই নয়। হায়, হায়! কতবার মনে করেছি, এমনি গান সে একবার আমার সম্মুখে একটিবার গাক্ না! কিন্তু সে তা পারে না, কোন কালেই পারবে না। এযে তার একমাত্র আরাধ্য দেবতার গান—আমার জন্য ত নয়!

দুই জনে চুপ করিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ললিতের কথায় যদিচ স্পষ্ট প্রমাণ হয় না বটে যে, সুখলতা অপরের অনুরাগী, তথাপি সে যে সুখলতার সে সময়কার মনের অবস্থাটি যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছে,

সে সম্বন্ধে শিবরতনের মনে, সে সময় কোনই সন্দেহ রহিল না। শিবরতনও দূর হইতে, সুখলতার এই প্রেমের সঙ্গীত কতবার শুনিয়াছে। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসার পর সুখলতার ভাবভঙ্গী ও আচরণের যে কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, শিবরতন তাহাও লক্ষ্য না করিয়াছে, এমন নয়। তার-পর আজিকার ব্যাপারটার মধ্যেও যে একটা গোপন রহস্য আছে, শিব-রতনের মনে সে সন্দেহও যে না হইয়াছে, এমন নহে। তথাপি শিবরতনের মনে হইতেছিল, সুখলতা ললিতকে ভাল না বাসিয়া যদি অপর কাউকে ভাল-বাসে, সেকথা তাহার কাছে গোপন রাখিবারই বা কি আবশ্যক ?

এইরূপ ভাবিয়া শিবরতন কহিল,—না, না, ললিত, এ তোমার বোঝবার ভুল। সুখলতা যে সুখলতা, সেই সুখলতাই আছে।

এই বলিয়া সে সেই স্থান হইতে উঠিয়া গেল।

৬০

বিবিধ ঘটনারাজির মধ্যে দিয়া চারটী মাস দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। দীন রসময় বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, বহুবাজারে থাকিয়া স্বাধীনভাবে, তাহার নিজের মতে চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। কতদূর সফল হইয়াছে, পাঠক তাহা সময়ান্তরে জানিতে পারিবেন। সত্যশরণবাবু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া, হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সাহিত্যসেবায় মন দিয়াছেন। সম্প্রতি তাহার ভগ্নি চারুশীলার সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যাইবেন স্থির করিয়াছেন।

শিবরতনের নূতন পাহাড়ে রীতিমত কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ললিত এই কাজের ভার লইয়া সেখানেই বাস করিতেছে। সুখলতাকে ভাল বাসিয়া প্রেমের প্রতিদান না পাইয়া, ললিতের মনের অবস্থাটি যেরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে মান্দালয় ত্যাগ করা তাহার পক্ষে একান্ত

আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সুখলতার অত নিকটে থাকিয়া, দিনান্তে অন্ততঃ একটিবার তাহাকে দেখিতে না গিয়া, সে কোনমতেই থাকিতে পারিত না দেখিয়া তাহার মনের অশান্তি দিন দিন বাড়িত ভিন্ন কমিত না। এমন অবস্থায় শিবরতন যখন তাহাকে কার্য্যভার দিয়া মান্দালয় ত্যাগ করিতে কহিল, ললিত শিবরতনের এই আদেশ-বাণীকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া, মনের মধ্যে তৃপ্তি বোধ না করিয়া থাকিতে পারিল না। সেত ইহাই চাহে। কর্ম্মস্রোতের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ডুবাইয়া দিয়া সুখলতার চিন্তা হইতে আপনাকে মুক্ত না করিতে পারিলে, তাহার যে আর কোন উপায় নাই।

গোলপাহাড়ে কুলী মজুর খাটাইয়া, হিসাব নিকাশ দেখিয়া, গান গাহিয়া, শিশ দিয়া, ললিতের দিনগুলি তবুও এক রকম কাটিতেছিল মন্দ নয়। দিবসের কর্ম্মে ও রাত্রের হাস্যকৌতুকের মধ্যে তাহার হৃদয়ভারটা যেন অনেকটা হাল্‌কা হইতে পারিয়াছিল। তাহার মনের নিভৃত কোণে যে একটা গভীর বেদনা আছে তাহার আচার-ব্যবহারে, কথা-বার্ত্তায়, তাহা কেহই সন্দেহ করিতে পারে নাই।

চারি মাস পূর্ব্বে মান্দালয় ত্যাগ করিবার সময় ললিতের মনে যে আনন্দ দেখা দিয়াছিল, চারি মাস পর, আজ মান্দালয় পৌঁছিবার সময়, ললিতের মনে তাহার অপেক্ষা কম আনন্দ দেখা দেয় নাই। পথশ্রম দূর করিয়াই সে সঞ্জীব বাবুর বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। সেখানে সুখলতা আছে। সুখলতা যে তাহার হইবে না, ললিত তাহা জানে, তথাপি তাহাকে দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়া চক্ষুকর্ণের পরিতৃপ্তির লালসায় ললিতের মন অস্থির না হইয়া থাকিতে পারিল না। ইহার পরিণাম ফল যে কি রকম শোচনীয় হইতে পারে, তাহার ভগ্নহৃদয়ে আরও কত গভীর বেদনা পাইতে পারে, ললিত তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতে পারিল না। সে সময় তাহার

অমন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার ক্ষমতাও ছিল না। মানুষ ভাবের প্রেরণায় যে সব কাজ করে, যুক্তির সাহায্যে বিচার করিতে গেলে অনেক সময় তাহা টিকিতেই পারে না। তাই বলিয়া ভাবের রাজ্যে যুক্তির অবতারণা করিতে চেষ্টা করা উচিত এ কথা কোন মতেই বলা যায় না। ইহাতে জীবনের মাধুর্য্য অনেক পরিমাণে খর্ব্ব না হইয়া যায় না।

খুব বড় একটা তার্কিক কি চিন্তাশীল বলিয়া নাম কিনিতে সকলেরই ইচ্ছা করে। ইচ্ছাটা সম্প্রতি মানুষকে এমন প্রবলভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে "ভাব-প্রধান ব্যক্তি" বলিলে, আমরা তাহাকে দুর্ব্বল-চিত্ত পুরুষ ভাবিয়া মনে মনে উপহাস করিয়া থাকি। ধর্ম্ম মানুষের অন্তরের জিনিস—বিশুদ্ধ ভাবের উপর সংস্থাপিত। ইহাতে যুক্তি খাটাইতে গিয়াইত বিরাট সংশয় বাদের উদ্ভব হইয়া সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। যুক্তি মানুষকে কঠোর করিয়া তুলে, ভাব তাহাকে সরস সজীব করিয়া রাখে। ভাবময়ী নারী-হৃদয়ে যুক্তির উন্মেষ করিতে গিয়াইত প্রতীচ্যে আজ "নবনারী" বলিয়া একটি নূতন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। রমণীও আজকাল যুক্তি তর্ক ধরিয়াছেন। সন্তানপালন, গৃহকর্ম্ম, আর্ত্তের সেবা প্রভৃতি পরম কল্যাণকর অনুষ্ঠানগুলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া, তিনি আজ রাশি রাশি অতি সাধারণ কিম্বা মাঝারি রকমের উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্যকে প্রপীড়িত করিয়া তুলিতেছেন।

সে দিন শ্রীচৈতন্য যখন নদীয়ায় প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন, পণ্ডিতগণ, নৈয়ায়িকগণ তাহা বিশুদ্ধ মূঢ়তা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন যুক্তিই টিকিল না। মানুষের হৃদয়ত শুধু যুক্তি দিয়া গঠিত নহে, ইহাতে ভাব বলিয়া একটা মস্ত অযৌক্তিক জিনিসও আছে। আশ্চর্য্য এই যে, ভাব যত শীঘ্র সাড়া দেয়, যুক্তি তাহা পারে না। তাই চৈতন্যের ডাকে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর হৃদয়ে ভাবের দরজা খুলিয়া গেল। পণ্ডিতেরা

যাহাকে মূঢ়তা বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই মূঢ়তাই অঙ্গ-বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকলে, শ্রাবণের নদী-স্রোতের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যুক্তির বাধা তাহার গতি নিবারিত করিতে সমর্থ হইল না।

ভাবের উপর যে সৌধটি খাড়া করিয়াছ, তাহাকে ভাবের উপরই রাখিতে হইবে। যুক্তির উপর রাখিতে চেষ্টা করিলে, তাহা দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইবে না। বহুদেবতাবাদিদের ধর্ম্মসংস্কার—সেও ভাবময়—বিশ্বাস ও ভক্তির উপরই সংস্থিত। ইহার স্থানে একেশ্বরবাদের উদ্ভব হইল। নূতন ধর্ম্ম হইল বটে, কিন্তু ইহার মূলেও বিশ্বাস ও ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। তার্কিকের দৃষ্টিতে বহুঈশ্বরবাদও মূঢ়তা, একেশ্বরবাদও মূঢ়তা; তবে একটা অপরটার অপেক্ষা অধিক (wisely reasoning) মূঢ়তা হইতে পারে।

এই মূঢ়ের দলেই জগৎ পূর্ণ। বেচারা ললিতও ইহাদেরই একজন।

৬১

সঞ্জীব বাবুর বাড়ীর বারান্দায় পা দিবামাত্র, ঘরের মধ্য হইতে সুখলতার হাসির শব্দ আসিয়া ললিতের কাণে প্রবেশ করিল। এরকম উচ্চ হাসি শিবরতন ও মন্মথ বাবুর সম্মুখে ভিন্ন অন্য কাহারও কাছে সুখলতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ললিতের সেইরূপ বিশ্বাস। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়া, ললিত যাহা দেখিল, তাহাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা, তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। শিবরতন সে সময়, সেখানে ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি একখানা খবরের কাগজ- পড়িতে নিযুক্ত ছিলেন। সুখলতা একটা টেবিল-হারমোনিয়াম লইয়া বসিয়া আছে, আর তাহার পার্শ্বে একটি শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় লোক দাঁড়াইয়া। সুখলতার এ হাসির কারণ কি, তাহা বুঝিতে ললিতের বিলম্ব হইল না। এই যুবকটিই যে সুখলতার প্রেমাস্পদ, ইহার জন্যই যে সুখলতা ললিতের প্রেম উপেক্ষা করিতেছে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে তখন আর কোন

সন্দেহই রহিল না। তাহার অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বী যে আজ সপ্রকাশ হইয়াছে, এতদিন ললিত যে সন্দেহ করিত, তাহা যে একটুও মিথ্যা নহে, এই চিন্তায় সে সময় ললিতের মনে, তাহার অতি বড়, দুঃখের মধ্যেও এক প্রকার শান্তির উদয় হইল। ললিত তখন মনে মনে কহিল—না, না, ইহার পর, তাহার পক্ষে এবাড়ীতে আর কোন মতেই আসা হইতে পারে না।

ললিতকে আসিতে দেখিয়া সুখলতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল— সতীশ বাবু, ইনিই আমাদের সেই ললিত বাবু, যাঁর কথা আপনাকে কতবার বলেছি।

এই কথা বলিয়া সুখলতা সতীশ ও ললিতের মধ্যে পরিচয় ঘটাইয়া দিল। সতীশ বা ললিত কোন কথা কহিল না। উভয়ে নীরবে ভদ্রভাবে ঘাড় নাড়িয়া পরস্পর অভিবাদন করিল এবং মুহূর্ত্তের জন্য এ উহার মুখের পানে সন্দিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

সতীশ থাকাতে ঘরের মধ্যে যে একটা আনন্দের হিল্লোল বহিতেছিল, ললিত আসাতে তাহা একবারে বন্ধ হইয়া গেল। সুখলতা গান গাহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গান আর তেমন করিয়া জমিয়া উঠিতে পারিল না। সুখলতা, সতীশ ও ললিত ইহাদের তিনজনের কেহই কোন কথা কহিল না। একটা বিশ্রী রকম নীরবতা সেস্থানটি অধিকার করিয়া বসিল। সুখলতার ব্যবহার যেন একটা তীক্ষ্ণ শরের মত গিয়া ললিতের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। সুখলতা নিজেও তাহা কতকটা না বুঝিয়া ছিল এমন নহে। কিন্তু ইহার জন্য ললিতের যেমন দোষ নাই, তাহারও ত কোন দোষ নাই। তথাপি সে ললিতের দুঃখে দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। কি করিলে সব দিক বজায় থাকে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সুখলতা সে সময় শুধু সেই কথাটিই চিন্তা করিতেছিল।

শিবরতন যেখানে বসিয়া কাগজ দেখিতেছিল, ললিত ধীরে ধীরে সেখানে

গিয়া দাঁড়াইল। শিবরতন কেবলমাত্র তাহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় কাগজ পড়িতে মন দিল। এই ঘটনায় ললিতের মনের অবস্থাটি যে কিরূপ হইয়াছে, চতুর শিবরতন তাহা না বুঝিয়াছে এমন নহে। এ অবস্থায় তাহার সহিত কোন কাজের কথা যে হইতেই পারে না, শিবরতন তাহা বিলক্ষণই জানিত। ললিত চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে একবারে মন্মথ বাবুর বাড়ী গিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—এই যে আপনাদের সতীশ বাবুটি, ইনি লোক কেমন বলুন ত?

মন্মথ—সতীশ বাবু? সতীশ বাঁড়ুয্যে?

ললিত—বাঁড়ুয্যে কি মুকুয্যে জানি না। এই যে এতক্ষণ সঞ্জীব বাবুর বাড়ীতে দেখে এলাম।

মন্মথ—তা হলে সতীশ বাঁড়ুয্যেই হবে। তুমি বুঝি ওঁকে দেখে যাওনি? উনি এখানে ৩।৪ মাস আছেন। ভারী ভাল লোক। না জানেন এমন কাজই নাই। সব বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন। আইন কানুনও বেশ জানা আছে। প্র্যাক্‌টিক্যাল যেমন হোতে হয়। সঞ্জীব বাবুর তরকারীর বাগানে তেমন কিছু হচ্ছিল না, ওঁরই পরামর্শ মত চলে এখন তবুও দু'পয়সার মুখ দেখা যাচ্ছে। লোকটা ভারী মিশুক। উনি আসা অবধি মান্দালয়ে, হাসি কৌতুক নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের আর বিরাম নাই। ওঁকে না হোলে এখন আমাদের যেন আর চলবারই উপায় নাই।

বিরক্ত হইয়া ললিত কহিল—আপনাদের চলুক আর না চলুক তা আমার জানবার দরকার নাই। লোকটার সঞ্জীব বাবুর বাড়ীতে অত খাতির কেন, বলুন ত? যেন একবারে ঘরের লোক ব'লে বোধ হোল।

হাসিয়া মন্মথ বাবু কহিলেন—দেখছি ও-বাড়ীতে ওঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, সেটা তুমি পছন্দ কর না। কেন কর না, তাও যে না বুঝি এমন নয়।

না হে, সে সব কিছু নয়। সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার। সুখলতা সতীশকে ভালবাসে না।

ললিত—আমার কিন্তু অন্য রকম বিশ্বাস।

মন্মথ—না, না, আমার কথা বিশ্বাস কর, তা নয়।

ললিত—আচ্ছা, সতীশকে না হোক্, আর কাউকে সুখলতা ভালবাসে কিনা বল্‌তে পারেন?

মন্মথ—শুন কথা! বাসবে না কেন? আমাকে ভালবাসে, ওর দাদামশায়কে ভালবাসে, শিবরতনকে ভালবাসে।

ললিত—না, না, সে ভালবাসার কথা হচ্ছে না।

মন্মথ—ওহো! তুমি জান্‌তে চাও, সুখলতা কারও পিরিতে পড়েছে কি না?

ললিত—কি অসভ্যতা কচ্ছেন?

মন্মথ—পিরিত শব্দটা বুঝি রুচিসঙ্গত নয়? তবে না হয় প্রেম বল্লেম। প্রেম শব্দটিতে দোষ দেওয়া যায় না। আমি সেদিন সমাজে গিয়ে শুনে এসেছি, খোদ ঈশ্বরের সঙ্গেও প্রেম করা যায়।

ললিত—কি এক শ বার প্রেম প্রেম কচ্ছেন? যা জিজ্ঞাসা কচ্ছি, জানেন ত বলুন, নইত বলুন চলে যাই।

সুখলতা যে দীনকে ভালবাসে, বহুদিন হইতেই মন্মথ বাবুর মনে সেইরূপ একটা সন্দেহ হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, সন্দেহটা তাঁহার মনে ততই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। ললিতের প্রশ্নের যথার্থ উত্তরটি দিতে হইলে, দীন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার তাহাকে বলিতে হয়; তাহা ত তিনি এ অবস্থায় কোন মতেই পারেন না। ললিতের প্রশ্নটা উড়াইয়া দিবার জন্য একটু হাসিয়া মন্মথ বাবু কহিলেন—মেয়ে মানুষের, বিশেষ কিশোরী শিক্ষিতা মেয়ের মনের কথা আমি কি করে জান্‌ব ভাই। এ তোমাদের কাজ, তোমরাই এ সব বুঝ ভাল।

মন্মথ বাবু ভাবিয়াছিলেন, কথাটা বুঝি এইখানেই থামিয়া যাইবে, কিন্তু ললিত তাহা হইতে দিল না।

সে কহিল—এই সতীশ যে সুখলতাকে ভালবাসে না, সে কথাটি আপনি যেমন জোরের সঙ্গে বল্লেন, সে আর কাউকে ভালবাসে কি না, কই সেটা ত তেমন জোরের সঙ্গে বল্লেন না। আমার মনে হয়, সুখলতা আর কাউকে ভালবাসে, আপনি তা জানেন কিম্বা সন্দেহ করেন, আমার কাছে তা প্রকাশ করতে ইচ্ছে করেন না।

ললিত যে এমনি করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিবে মন্মথ বাবু তাহা স্বপ্নেও মনে করেন নাই। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মন্মথ বাবু কহিলেন—সুখলতার মন আমি যতটা জানি, তাতে আমার বোধ হয়, সে সতীশকে যে চোকে দেখে, আর গিয়ে তোমাকে— ললিত তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল—আমাকেও সেই চোকে দেখে। কেমন? ঠিক কি না? বাস্তবিক মন্মথ বাবু সেই কথাই বলিতে যাইতেছিলেন। ললিতের কথায়, তাঁহার চৈতন্য হইল। তাড়াতাড়ি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মন্মথ বাবু কহিলের—না না, তা কেন? তোমাকে ও ঠিক সতীশের মত দেখ্‌তে যাবে কেন? তোমার সম্বন্ধে এখন ওর মনের ভাব যেমনই থাকনা, কালে তার পরিবর্ত্তন না হোতে পারে, এমন নয়। কিন্তু সতীশের বেলায় তার কোনই সম্ভাবনা নাই।

মন্মথ বাবুর কথায় ললিত আশ্বস্ত হইবার কিছুই পাইল না। বিষণ্ণচিত্ত কিছুক্ষণ ভাবিয়া ললিত কহিল—সুখলতা আমাকে যে ভাবে দেখে, ঠিক সেইভাবে ও যদি আর কাউকে দেখে, তবে তার বরঞ্চ আশা আছে, আমার কোন আশাই নাই। আমার বিশ্বাস, সুখলতা একজনকে প্রীতির চোকে দেখে, আর সেই একজন আপনাদের এই সতীশ ভিন্ন আর কেউ নয়।

ললিতের এ ধারণা জন্মাইবার কারণ না ছিল এমন নহে। ললিতের

সঙ্গ সুখলতা যতটা পছন্দ করে, সতীশের সঙ্গ তার চেয়ে বেশী পছন্দ করে, ইহার প্রমাণ যে ললিত এইমাত্র পাইয়াছে। যে আনন্দের হাসি সমস্ত ঘরখানিকে মুখরিত করিয়া বারান্দায় ললিতের কাণে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সেরূপ হাসি ললিতের সম্মুখে সুখলতার পক্ষে যে কখনই সম্ভব ছিল না। ললিত আসিয়া পড়াতে সেখানকার আনন্দ-স্রোত যেভাবে সহসা বন্ধ হইয়া গেল, তাহাতে ললিত বুঝিয়াছে, সে সুখলতার হৃদয় হইতে কত দূরে গিয়া পড়িয়াছে! হতভাগ্য ললিতের মনে সান্ত্বনা দিবার আর কিছুই রহিল না। ইহার পর অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণভাবে আপনাকে অর্পণ করা ভিন্ন ললিতের করিবার আর কিছুই ছিল না। সন্তপ্ত ও ব্যথিতচিত্তে সে আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

ললিত চলিয়া গেলে, মন্মথ বাবু সুখলতার কথাই ভাবিতে লাগিলেন। সুখলতার বর্ত্তমান অবস্থাটি যে সুখের নহে, মন্মথ বাবু তাহা কিছুদিন হইতেহ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার অনেক বার ইচ্ছাও না হইয়াছে এমন নহে। কিন্তু তিনি কাজে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে কিছু করিবারও তাঁহার কোন সাধ্য ছিল না। সুখলতা দীনকেই ভালবাসে, এইরূপ একটা সন্দেহ তাঁহার মনে অনেক দিন হইতেই হইয়াছে সত্য, কিন্তু শুদ্ধ সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া তিনি ত কোন কথাই দীনকে লিখিতে পারেন না। যদি তাঁহার সন্দেহ ঠিক না হয়? আর দীন যে অন্য কোন রমণীকে না ভাল বাসে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? সম্ভবতঃ ঘটিয়াছেও তাহাই। তাহা যদি না হইবে, তবে সুখলতা আর দীনতে পত্র বিনিময় না করে কেন? সুখলতা জানে, দীন মন্মথর অপরিচিত নয় আর মন্মথ যে সঞ্জীবদের নিতান্ত আপনার লোক, একথাও দীনর অবিদিত নহে। এরূপস্থলে মন্মথের

মধ্যে রাখিয়া, তাহারা অবাধে পরস্পরের সংবাদ লইতে পারে। দীনত ভুলিয়াও তাহার পত্রে সুখলতার নামটিও করে না, এদিকে সুখলতা কিন্তু দীনর চিঠি আসিয়াছে কি না জানিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। সুখলতা যে দীনকে ভুলে নাই—তাহার ভাব-ভঙ্গীতে স্পষ্ট বোঝা যায়। মন্মথ বাবু মনে মনে কহিলেন—দুষ্ট শিবরতনই যত নষ্টের জড়; তাহার তাড়ায় না ভুলিয়া যদি সে স্বাধীনভাবে, নিজের বুদ্ধিতে কাজ করিত, তাহা হইলে গোলটা হয়ত অনেক দিন চুকিয়া যাইত। শিবরতনের ভারী ইচ্ছা ললিতের সঙ্গে সুখলতার বিবাহ দিয়া, সুখের সংসার পাতিবে। সুখলতার অনিচ্ছায় এবিবাহ—সে কিছুতেই হইতে দিবে না, শিবরতন রাগ করিলেও না। সে নিজে যাহা ভাল বিবেচনা করে, তাহাই করিবে।

৬৩

সুখলতা যে সময়টিতে সতীশের সঙ্গে ললিতের পরিচয় করিয়া দিতেছিল, শিবরতন খবরের কাগজখানা তুলিয়া ধরিয়া, তাহাদের তিনজনের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। ললিতের বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিল। কিন্তু সে এবিষয়ে ললিতকে কি সাহায্য করিতে পারে? ললিত যখন গোল-পাহাড়ে ছিল, ললিতের প্রতি তাহার মনের ভাব কিরূপ, শিবরতন কৌশলে সুখলতার নিকট তাহা জানিয়া লইয়াছে। সে যতটা বুঝিয়াছে, তাহাতে ললিতের প্রতি তাহার অনুরাগ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই মনে করে। কিন্তু তাই বলিয়া এবিষয়ে সতীশ যে বেশী ভাগ্যবান, একথাও শিবরতনের মনে কোন দিন উদয় হয় নাই। সতীশের সঙ্গ সুখলতা পছন্দ করে—তাহার কারণ—সতীশ গাহিতে বাজাইতে জানে, নানাপ্রকার গল্প করিয়া চিত্তরঞ্জন করিতে পারে। এই সব কারণে সতীশের সঙ্গ সকলেরই প্রিয়, সুখলতারও প্রিয়। ললিত যে প্রেমের প্রস্তাব লইয়া সুখলতার কাছে আসে, সুখলতা তাহা

একবারেই চাহে না। আজ বহুদিন অনুপস্থিতির পর ললিত যখন সুখলতার সঙ্গে দেখা করিতে গেল, সুখলতা তাহাকে সতীশের সহিত এরূপভাবে পরিচয় করিয়া দিল যে, ললিত আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। সতীশকে আশ্রয় করিয়া সে অনায়াসেই ললিতের হাত হইতে সে সময় আপনাকে রক্ষা করিতে পারিল। সুখলতা সতীশকে চাহে না, ললিতকে চাহে না। তবে সে চায় কাহাকে? দীনকে নাকি? সুখলতা যে দীনকে ভালবাসে তাহার প্রমাণ ত যথেষ্ট পাওয়া যায় নাই।

শিবরতন বহু চেষ্টা করিয়াও, সুখলতার মনের কথা উদ্ধার করিতে পারে নাই। সে ভাবিল মন্মথ হয়ত তাহাকে এবিষয়ে সাহায্য করিতে পারে। এই মনে করিয়া সে তখনি মন্মথ বাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

শিবরতনকে দেখিয়া মন্মথ কহিল,—যাকে ভাবছিলাম, সেই এসে উপস্থিত।

শিবরতন—আমারও যে তোমাকে দরকার হয়ে পড়েছে। হাহে, মন্মথ, এ ত বড় মুস্কিলেই পড়া গেল।

মন্মথ—কি মুস্কিলে তুমি আবার পড়তে গেলে?

শিবরতন—এই আমাদের সুখলতাকে নিয়ে। ওর মনের ভাব আমি ত ভাই কিছুই বুঝে উঠতে পারলেম না। ললিতকে যে ও চায় না, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। কিন্তু ও কাকে চায় সেটাত আমাদের জানা উচিত। তুমি ত বল ও দীনকে ভালবাসে। আমি তা বিশ্বাস করি না। যাই বল, বেচারা ললিতের জন্যে আমার ভারী কষ্ট হয়। ও সুখলতাকে কি ভালবাসাটাই বেসেছে। এক হিসাবে আমার দোষেই এতটা ঘটিছে, আমি একে বরাবরই উৎসাহ দিয়ে এসেছি। এর জন্যে এখন আমার ভারী অনুতাপ হয়।

মন্মথ—সে ত আমি আগেই জানি। সময় থাকতে সাবধান ক'রে দিলে, তুমিত তা শুনবে না—এমনি একগুঁয়ে স্বভাবটি তোমার। এই যে আমি

বল্‌ছি, সুখলতা দীনকে ভালবাসে, তুমি তা এখন বিশ্বাস করছ না বটে কিন্তু পরে করবে। তখন আর কোন উপায় থাকবে না। আচ্ছা, সতীশের প্রতি সুখলতার যে ভাব, তার মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নাই, এ কথা স্বীকার কর কিনা ?

শিবরতন—হাঁ, করি। কিন্তু মন্মথ, এই সতীশ লোকটা কেমন বল ত ? আমি কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ওকে বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।

মন্মথ—লোকটার বিশেষ পরিচয় না পেলেও, বেশ কাজের লোক বল্‌তে হ'বে।

শিবরতন—কাজের লোক এবং ভারী চতুরও বল্‌তে হ'বে। তোমরা যে এমন অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে এমন অবাধে মেলামেশা কর, আমি কিন্তু তা ভাল মনে করি না। শুন মন্মথ, এই লোকটার সম্বন্ধে আমার মনে ভারী সন্দেহ জন্মেছে ; এর বিষয়ে সব জানার একান্ত দরকার হয়েছে।

মন্মথ—হয় ত তোমার সন্দেহ ঠিক হোতে পারে। কিন্তু সুখলতার মন যখন ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, কখনও যে হ'বে তারও সম্ভাবনা নাই, তখন ওর বিষয়ে খোঁজ নিয়ে সময় নষ্ট করার কি আবশ্যক ? ললিত একটু আগে আমার কাছে এসেছিল, বেচারার মুখখানি দেখে দুঃখ হয়। আমি ত মনে করি, সুখলতা, ললিত ও দীনর মঙ্গল দেখ্‌তে হোলে, দীনকে এখানে একবার আন্‌তে হয়।

শিবরতন—ললিত আর সুখলতার বিয়ের আশা আমি একবারে ত্যাগ করেছি। আমার এক একবার মনে হয়, তোমার কথাই ঠিক—সুখলতা দীনকেই ভালবাসে। দীন তোমাকে শেষ যে চিঠি লেখে, তাতে ব্যবসায় তেমন সুবিধা হচ্ছে, কি হবার আশা আছে, এমন কোন কথা নাই। এ সময় তাকে আস্‌তে লিখ্‌লে, হয় ত আস্‌তেও পারে। এতে ভাল না

হোলেও, মন্দ ত কিছু হ'বার ভয় নাই। আর দেখ মন্মথ, কিছু দিন হোতে দীনকে দেখ্‌বার জন্যে আমার ভারী ইচ্ছা করে। তার কাজের অসুবিধা হ'বে সেই ভয়ে কোন কথাই বলি নি। তা হোলে তুমি এক কাজ কর, দীনকে আস্‌তে লিখে দ্যাও, আজকেই লিখে দ্যাও।

মন্মথ—এত দিন পরে, তুমি যে আমার মতেই মত দিলে, তবু ভাল। কিন্তু দীন যে এখন আসবে, আমার তা মনে হয় না। সে আরও ৬ মাস দেখে তবে আসবে।

শিবরতন—তাই যদি লিখে থাকে, তবে তত দিন অপেক্ষা করতে হয়। দেখ মন্মথ, ছোকরা কাজের আরম্ভ করতে গেল, ভুলের দিক দিয়ে। ওরে বাপু! আগে কিছু দিন ডাক্তারী করে' পশার কর, লোকজনের তোর পর বিশ্বাস হোক্‌; তারপর যা না তুই চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সংস্কার করতে! তা, না, গোড়াতেই গেল সংস্কার করতে। কে বা শোনে, কে বা মানে ওর কথা? বহুকালের প্রাচীন একটা প্রথা, তাকে উলটান কি যে সে কথা! তবে এক কথা বলি—দীনর উদ্দেশ্য মহৎ এবং সে যা বলে, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। মন্মথ, তুমি ওকে এখানে শীগ্‌গির আস্‌বার জন্যে লিখে পাঠাও; কেন জানি না, ওকে দেখ্‌তে আমার ভারী ইচ্ছে হয়েছে।

মন্মথ—আচ্ছা তাই হ'বে। আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি।

শিবরতন চলিয়া গেলে, মন্মথ দীনকে মান্দালয়ে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। কি জন্য আসার দরকার তাহারও একটা কারণ উল্লেখ করিলেন, কিন্তু আসল কারণটি কি, তাহা মন্মথ ও শিবরতন ভিন্ন আর কেহই জানিল না।

৬৪

এক দিন বৈকালে মন্মথ বাবু তাঁহার ঘরটিতে বসিয়া একখানি বই দেখিতেছিলেন, এমন সময় সুখলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। সুখলতাকে

দেখিয়া মন্মথ কহিল—সুখ, সেদিন তুই নতুন বইয়ের সন্ধান কচ্ছিলি, এই দ্যাখ্ কাল্‌কের ডাকে এই বইখানা পেয়েছি। এখনও পড়ে শেষ কর্‌তে পারিনি, উপরে উপরে একবার দেখে নিয়েছি মাত্র। বইখানা ভাল বলেই মনে হয়। যদি ইচ্ছে হয়, নিয়ে যেতে পারিস্। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, পড়া হোলে ফিরিয়ে দিবি। দেখিস্ এখানিরও শেষে দীনর পাশের কাগজ-খানার মত দশা না হয়।

মন্মথ বাবুর হাত হইতে বইখানা লইয়া, সুখলতা আগ্রহভরে যেমনি খুলিয়াছে, অমনি উৎসর্গ-পত্রখানি বাহির হইয়া পড়িল। সুখলতা সবিস্ময়ে দেখিল, যে তাহার একমাত্র আরাধ্য দেবতা, যাহার চিন্তাই তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, কি আশ্চর্য্য! বইখানি তাঁহাকেই উৎসর্গ করা হইয়াছে। সুখলতার হৃৎপিণ্ডটা যেন জোরে স্পন্দন করিতে লাগিল। আনন্দের অশ্রু-বিন্দু বর্ষার মেঘের মত তাহার প্রশস্ত চক্ষু দুটিকে যেন ভারী করিয়া তুলিল। বইখানি তাহার হাতের মধ্যে যেন কাঁপিতে লাগিল। সুখলতা মন্মথ বাবুর দিকে চাহিয়া বইখানির উপর মুখ নত করিল। সুখলতার ভাবের পরি-বর্ত্তনের কারণ কি তাহা জানিতে পারিয়া মন্মথবাবু মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। সুখলতা যে দীনকেই ভালবাসে, সে বিষয়ে তখন তাঁহার মনে আর কোন সন্দেহই রহিল না। আনন্দে তাঁহার হৃদয়ও যেন কতকটা বিচলিত হইয়া পড়িল। তিনি উৎফুল্লনয়নে সুখলতার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া সুখলতা কহিল—মন্মথ দা তুমি এত ভাল! তোমার আমার প্রতি এত স্নেহ! সত্যি মন্মথদা, আমি তাঁকে ভালবাসি, খুব ভালবাসি। এই বলিয়া সে বইখানি হাতে করিয়া, সেখানে বসিয়া পড়িল। তখন মুক্তার মত বড় বড় অশ্রুবিন্দু তাহার কপোল বহিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। শরৎ-প্রভাতে রৌদ্রের সহিত বৃষ্টি হইলে, যেমন হয়, অশ্রু ও হাসি মিশিয়া, সুখলতার মুখখানিরও সেইরূপ শোভা করিয়া তুলিল।

মন্মথ বাবু সহসা হাত বাড়াইয়া বইখানি লইবার উপক্রম করিলেন। সুখলতা বিস্মিতনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিবামাত্র, তিনি তাড়াতাড়ি হাত টানিয়া লইয়া কহিলেন—আমি তোর বই নিচ্ছি না। মলাটে চোকের জল পড়েছে, আমি শুধু তাই মুছ্‌তে যাচ্ছিলাম।

সুখলতা বইখানার দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্য সত্যই দুফোটা জল পড়িয়া, মলাটের সবুজ রঙ্‌টা দুই স্থানে নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে।

সুখলতা কহিল—না, মন্মথ দা, ও জলের ফোটা দুটো মুছে ফেলে কাজ নাই। ওদের থাক্‌তে দ্যাও। আমি ওঁর জন্যে আর কি কর্‌তে পারি বল? চোখের জলই ত আমার একমাত্র সম্বল। দেখ, মন্মথ দা, এ বই আমি তোমাকে শীগ্‌গির দিচ্ছি না। আমি, প্রত্যহ একটু একটু করে' পড়্‌ব।

এই বলিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল। সুখলতা চলিয়া গেলে, মন্মথ ভাবিল, এই বই যে আবার ফিরে পাব, সে আশা একবারেই নাই। দীনর নাম আছে, তাই বইখানা ওর এত প্রিয়। হায়! হায়! দীন যদি একে ঠিক ওর মত ভালবাসে তবেই ত মঙ্গল। সুখলতার অসুখ হয়েছে বলে' সঞ্জীব মহাব্যস্ত। অন্ধ সঞ্জীব, তোমার নাতনিটির ব্যারামটা যে কি, তা তুমি জান না, আমি টের পেয়েছি; সমস্ত জগৎটাও ওর হাতে দিলে, এ ব্যারাম সুখলতা এখন কিছুতেই ছাড়তে চাবে না। এখন যে এই ব্যারামই ওর একমাত্র আরামের জিনিস হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬৫

বাড়ীতে গিয়া সুখলতা একবারে এই বই লইয়া বসিল। উৎসর্গপত্রে যে কয়টি কথা ছিল, তাহা পড়িতেই প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। উৎসর্গ-পত্রে লেখা ছিল—

"এই পুস্তকখানিতে যদি কিছু ভাল জিনিস থাকে, তাহার জন্য আমি

যাঁহার কাছে ঋণী,—আমার সেই, পরম শ্রদ্ধার পাত্র—একমাত্র বন্ধু ডাক্তার দীননাথ চৌধুরীকে দিলাম।

সত্যশরণ।"

সুখলতা কতবারই যে ইহা পড়িল, তাহার ঠিক নাই। সে যতবারই পড়ে, ততবারই তাহার কাছে নূতন বলিয়া মনে হয়। সত্যশরণের উপর তাহার একবার খুবই রাগ ও হিংসা হইল। সত্যশরণ দীনকে সকলের সম্মুখে অনায়াসে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিল, আর যিনি তাহার প্রাণের প্রাণ, জীবনসর্ব্বস্ব, তাঁহার কাছে এত দিনের মধ্যেও সুখলতা একটিবারও আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইল না! উৎসর্গপত্র পড়া শেষ হইলে, শেষে সে পুস্তকের বর্ণিত বিষয় পড়িতে মন দিল।

পুস্তকখানি পাকা হাতের লেখা। একটা সহজ গল্পকে ভিত্তি করিয়া, লেখক অতি কৌশলে ও দক্ষতার সহিত, ইহার মধ্যে নানাবিধ দার্শনিক গবেষণা ও মৌলিক চিন্তার অবতারণা করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের উপ-সংহারে লেখক লিখিয়াছেন;—"যে ক্ষুদ্র অথচ সাহসী সৈন্য-ফৌজটি চিকিৎসা-ব্যবসায়ের প্রাচীন, জীর্ণ কুপ্রথাগুলি দূর করিবার জন্য রণসাজে সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে, আমাদের উপন্যাসের নায়ক তাহাদের অগ্রণী হইয়া বীরদর্পে পুরোভাগে গমন করিতেছেন। জনসাধারণের কুসংস্কাররূপ দুর্গের উচ্চ প্রাকারের অন্তরালে থাকিয়া, এবং হাতুড়ে ঔষধরূপ কামান ও ব্যবসায়ের আদব-কায়দা এবং লোকসম্মান দ্বারা সজ্জিত হইয়া, শত্রুপক্ষকে যদিচ আপাততঃ অতিশয় প্রবল ও অজেয় দেখাইতেছে, তথাপি এই ক্ষুদ্র সেনাটির হস্তে ইহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—শত্রুকে এক দিন না এক দিন ইহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতেই হইবে।"

সন্ধ্যার কাল ছায়া পড়িয়া আক্ষরগুলিকে যতক্ষণ না একবারে অস্পষ্ট করিল, ততক্ষণ সুখলতা পুস্তক পাঠ হইতে কিছুতেই বিরত হইল না।

ইহার পর সে বইখানিকে নিজের কোলের উপর রাখিয়া, মনে মনে শুধু তাহার আরাধ্য দেবতাটিকে স্মরণ করিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে তাহার ভবিষ্যৎ সুখের একটা স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। সন্ধ্যা যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহার প্রীতির আবেগ, ততই গাঢ় হইয়া বাড়িতেছিল। তখন সে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, হারমোনিয়ামটি লইয়া, গান গাহিয়া, তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ প্রশান্ত করিতে চেষ্টা করিল। একটি একটি করিয়া সে অনেকগুলি গান গাহিয়া ফেলিল। গান গাওয়া শেষ হইলে, সুখলতার মন যেন বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া, কোন সুদূর স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতে গেল। এমন সময় বাহির হইতে কাহার করুণ কাতরধ্বনি তাহার কাণে আসিয়া প্রবেশ করিল। সুখলতার সুখ-স্বপ্ন তখনি ভাঙ্গিয়া গেল। বারান্দার দিকে কাণ পাতিয়া, সে পুনরায় সেই শব্দ শুনিতে পাইল। সুখলতার মনে হইল, কে যেন বিপন্ন অবস্থায় তাহাদের বারান্দাটিতে পড়িয়া, অস্ফুট রবে আর্ত্তনাদ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় সাধারণ রমণী যাহা করিতে ভয় পায়, সুখলতা তাহাই করিয়া বসিল। হৃদয় যাহার স্বাভাবিক পবিত্রতা হারায় নাই, বিশ্বাস ও সহানুভূতিতে যাহার অন্তর কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ, তাহার পক্ষে, আলো, অন্ধকার—কোন অবস্থাতেই ভয় পাইবার কথা নহে।

দরজা খুলিয়া, সুখলতা যেমনি বারান্দায় পা দিয়াছে, অমনি একখানি বেদনা-কাতর পাণ্ডুর মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সহসা চমকিয়া উঠিয়া, দুই পা পিছু হাঁটিয়া সুখলতা কহিল—সতীশ বাবু, আপনি যে বড় এখানে, এ অবস্থায়? আপনার কি কোন অসুখ করেছে নাকি? এত দিন আপনি ছিলেন কোথায়?

সতীশ কিছুক্ষণ সুখলতার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার পর জড়িত স্বরে কহিল—আমি যে এখানে, তা আপনি টের পান্,

আমার সে ইচ্ছে ছিল না। এখানে আসব না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারিনি। আমার হৃদয়, মন—সকলই যে এখানে; সুখলতা আমি যে তোমাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি।

সতীশের কথা শুনিয়া, সুখলতা পশ্চাৎ ফিরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। সতীশ তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অমন ক'রে যেয়ো না। আমার মনের কথাটি আজ তোমাকে শুন্‌তেই হ'বে।

বিরক্তিভরে সুখলতা কহিল—সতীশ বাবু, আপনি এসব কি বল্‌ছেন? আমি ত কখন—

সতীশ তাহার কথা শেষ না করিতে দিয়া কহিল—ভালবাসিনি; এই ত?

সুখলতা কহিল—আজ হোতে আপনার সঙ্গে আমার দেখা শুনা, কথাবার্ত্তা এই শেষ জান্‌বেন। এতদিন যে এখানে আসেন নি, সে ভালই করেছেন, এই বলিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

৬৬

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে, শিবরতনকে রুদ্রমূর্ত্তিতে সতীশের বাসায় যাইতে দেখা গেল। সতীশ তখন টেবিলের উপর তাহার বাহু দুটি রাখিয়া তাহার মধ্যে মুখটি গুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ক্রুদ্ধ শিবরতন সেখানে গিয়া কহিল—তোমার আসল নামটি সতীশই হোক্, কি নিতাই হোক্, সে আমার দেখার দরকার নাই। কিন্তু তুমি আমার কাছে যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কোন্ সাহসে আজ তুমি তা ভাঙ্‌লে? সঞ্জীব বাবুর বাড়ীতে তুমি কেন গেলে, তাই বল? তুমি যখন তোমার কথা রাখনি, আমি যদি এখন আমার কথা না রাখি, তা হোলে তোমার দশাটা কেমন হয়, একবার ভেবে দেখেছ?

ভয়ে নিতাইয়ের মুখ একবারে শুকাইয়া গেল। তাহার চোক লাল হইয়া উঠিল।

নিতাই কহিল—আমাকে যে সুখলতা দেখতে পাক্, আমার ত সে ইচ্ছে ছিল না। ঘটনাচক্রে সে আজ আমাকে দেখে ফেলেছে। আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করার পর, আমি অনেকবার গোপনে অন্ধকারে, তা'দের বারান্দায় গিয়ে কতবার তার গান শুনে এসেছি। আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এমন কাজ আর কর্‌ব না। নিতাই এমন করুণ কাতরস্বরে কথা-গুলি বলিল যে, তাহাতে শিবরতনেরও ক্ষণকালের জন্য মন নরম হইল, কিন্তু সে কিছুতেই মনকে বিচলিত হইতে না দিয়া কহিল—তোমার পূর্ব্ব ইতিহাস কিছুই জান্‌তে আমার বাকি নাই। তোমার এখানে থাকা কিছুতেই হোতে পারে না। এই হাজার টাকা দিচ্ছি, তাই নিয়ে তোমার যেখানে খুসী চলে যাও। তা যদি না কর, আমি এখনি পুলিশ ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দিব।

নিতাই—কি! আপনি আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছেন? হাঁ, এক দিন ছিল বটে, যে সময় টাকার চেয়ে আমার কাছে প্রিয়তর কিছুই ছিল না। কিন্তু এখানে এসে আমি যে রত্নের সন্ধান পেয়েছি, তার কাছে টাকা নিতান্ত হেয়—তুচ্ছতম তুচ্ছ বলে মনে হয়। সুখলতার সংস্পর্শে আমি যেন নব জীবন লাভ করেছি। আমার যেন পুনর্জন্ম হয়েছে। আপনি আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন; ব্যর্থ ভালবাসার মর্ম্মান্তিক যাতনার কাছে পুলিশের ভয় আবার ভয় নাকি?

শিবরতন চুপ করিয়া বসিয়া এই হতভাগ্য নিতাইয়ের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। পবিত্র প্রেম ঘোরতর পাপীকেও অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য কতদূর সাধু করিতে পারে, ইহাই ভাবিয়া শিবরতন তাহার মনে বিস্ময় অনুভব না করিয়া থকিতে পারিল না। রাজশাসন,

সমাজনিগ্রহ, ধর্ম্মবক্তৃতা যাহা না করিতে পারে, প্রেম মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা ঘটাইতে পারে, শিবরতন আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়াছে!

শিবরতন কহিল—দেখ নিতাই, যদি তুমি এমন প্রতিজ্ঞা কর, যে সঞ্জীব বাবুর বাড়ীর দিকে আর কখন যাবে না, সুখলতাকে দেখ্‌বার জন্যে কোন রকম চেষ্টা কর্‌বে না—তবেই আমি তোমাকে মান্দালয়ে থাকতে দিতে পারি, নতুবা নয়। কিন্তু আমি বলি কি তোমার পক্ষে মান্দালয় ত্যাগ করাই মঙ্গল। এখানে থাকা, তোমার পক্ষে, আমার বিবেচনায়, নিরাপদ ব'লে মনে হয় না।

নিতাই—নিরাপদ, আপদ আমি কিছু বুঝি না, আপনি যদি আমার কথা প্রকাশ না করেন, তবেই আমার এখানে থাকা সম্ভব।

নিতাইকে তাহার ভাবনা ও নিরাশার মধ্যে ফেলিয়া শিবরতন ধীরে ধীরে সঞ্জীব বাবুর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল। ঘোরতর পাপীর মনেও ধর্ম্মভাব কেমন করিয়া লুকাইয়া থাকে, খুব ধার্ম্মিক ব্যক্তির হৃদয়েও পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইবার অপেক্ষায় কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করে, লোক-চরিত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ শিবরতন সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে সঞ্জীব বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

৬৭

শিবরতন যখন সেখানে গেল, সুখলতা সে সময় সঞ্জীবকে একখানি বই পড়াইয়া শুনাইতেছিল। বই পড়ার দিকে যে সঞ্জীবের বিশেষ মন ছিল, তাঁহার ভাব দেখিয়া তাহা বড় একটা মনে হয় না। তিনি শুনিতে শুনিতে মধ্যে মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িতেছিলেন আর সুখলতা তাঁহাকে ডাকিয়া তুলাইয়া আবার বই শুনাইতেছিল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিবরতন কহিল—এই যে সুখ, বই পড়্‌ছিস্‌?

সুখলতা—হাঁ, শিবদা, বড় ভাল বই। মন্মথদার কাছ থেকে আজই

এনেছি। বইখানা পড়ে, আমার পূর্ব্বের বিশ্বাস ও কুসংস্কার অনেক দূর হোয়ে গেল।

শিবরতন—তবে ত খুবই জোরের লেখা বল্‌তে হয়।

সুখলতা—শুধু জোরের নয়—ভারী সত্যি; এই শোন না একটু পড়ি। এই বলিয়া সে পড়িতে লাগিল,—

"বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসকসম্প্রদায় জনসাধারণের নিকট হইতে যে সম্মান ও গৌরব প্রাপ্ত হইতেছেন, ভাবিয়া দেখিলে, তাহার অনেকটা একবারে মিথ্যা, সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিলেও হয়। মানুষের হৃদয়নিহিত অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও রোগভয়ের উপর আশ্রয় করিয়াই ইহা দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহারা জানে না, কি করিলে রোগের আক্রমণ নিবারিত হইতে পারে। কেহ তাহাদের সে কথা শিখাইতেও চেষ্টা করে না। ইহারা মনে করে, রোগ-হওয়া সে ত দৈবাধীন ব্যাপার। চিকিৎসকের ব্যবস্থামত রাশি রাশি ঔষধ গলাধঃকরণ না করিলে, ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য কোন উপায় নাই।"

শিবরতন—তা হ'লে, ইনি বলেন, স্বাস্থ্যবিষয়ে লোক-শিক্ষা দেওয়াই চিকিৎসকের সব চেয়ে বড় কাজ।

সুখলতা—যতটা পড়েছি, তাতে ত তাই মনে হয়। অন্য উপায়ে রোগ দূর হ'বার সম্ভাবনা থাক্‌লে, ইনি ওষুধ দেওয়ার পক্ষপাতী নন্। এই যে, এইখানটায় সেই কথাই লেখা আছে দেখ্‌ছি;—"যে স্থানে ঔষধ দিবার কোন আবশ্যক নাই, পথ্য, বিশ্রাম ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা করিলেই সম্পূর্ণ রোগমুক্তির সম্ভাবনা, সেরূপ স্থলে, চিকিৎসকগণ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া, সমাজের কি যে ক্ষতি করিতেছেন তাহা এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, স্নান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেই যেখানে রোগ সারে, সেখানে ইহাদের সহিত যদি ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়, তবে লোকে

ঔষধেরই প্রাধান্য দিবে এবং ঔষধের কুসংস্কার তাহাদের মনে আরও বদ্ধমুল হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানকালে চিকিৎসকগণ লোকশিক্ষা-বিষয়ে একবারেই উদাসীন বলিয়া মনে হয়।"

শিবরতন—কথাটা একবারে যে মিথ্যে সে কথা বলা যায় না।

শিবরতনের এ সময় দীনকে মনে পড়িল। তাহার দুঃসাহসের কথাও মনে করিল। এই দুঃসাহসের ফল যে অনিবার্য্য দারিদ্র্য, তাহাও ভাবিয়া দেখিল।

কিছুক্ষণের জন্য দীনর কথা ভাবিয়া শিবরতন কহিল—কথায় সংস্কার আর কাজে সংস্কার সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। প্রচলিত চিকিৎসা-প্রণালীর সংস্কার কর্‌ব বল্লেই কি, তা করা সম্ভব? এ ত আর দুদিনের জিনিস নয়। কতকাল হোতে মানুষের মন দখল করে আছে তা বলা কঠিন। একে নড়ান চড়ান কি সহজ কথা, না, যার তার করবার কাজ?

সুখলতা—একটা অন্যায় বা ভুল অনেক দিন হোতে চলে আস্‌ছে বলে এবং তাকে দূর করা শক্ত বলেই কি তাকে সমাজে অবাধে থাক্‌তে দিতে হবে? অপরের মত কি জানি না, কিন্তু তুমি যে তা কিছুতেই সহ্য কর্‌বে না, এ আমি জোর করেই বল্‌তে পারি।

শিবরতন—অন্যায়কে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না, এ তুই ঠিকই বলেছিস্। কি হয়েছে জানিস্, আমি এ সময় মন্মথ ও আমার বিশেষ পরিচিত একটি নবীন সংস্কারকের কথা ভাবছি।

চেয়ারখানা শিবরতনের কাছে টানিয়া আনিয়া, বিশেষ ঔৎসুক্যভরে সুখলতা কহিল—কে সে নবীন সংস্কারক? তাঁর নামটা কি? তাঁর কথা বল শুনি।

শিবরতন—এই যুবকটি যতদিন নাবালক ছিল, মন্মথ আর আমি তার অভিভাবক ছিলাম। সে থাকে কলকাতায়, আমরা থাকি বর্ম্মায়। এ অবস্থায়

মাসে মাসে খরচের টাকা পাঠান ভিন্ন, অভিভাবকের অন্য কাজ আমরা বড় একটা করে' উঠ্‌তে পারি নি। মন্মথ তাকে চিঠি লেখে, সে তার উত্তর দেয়। আমি ওর সম্বন্ধে যা জানি, তা মন্মথর মুখে শুনে, অন্য উপায়ে নয়।

শিবরতন যে কাহার কথা বলিতেছে, সুখলতার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তখনি সে জিজ্ঞাসা করিল— তাঁর কি নাম?

অতি নিরীহ ভাল মানুষের মত শিবরতন কহিল—তার নাম দীননাথ চৌধুরী। কলকাতায় ডাক্তারী করেন। ডাক্তারী ত করেন আমার মাথা মুণ্ড। ওঁর মাথায় কি খেয়াল চেপেছে যে, চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ও চিকিৎসা প্রণালীর সংস্কার যেন ওঁকে না কর্‌লেই, নয়। ইনি চান, স্বাস্থ্যবিষয়ে লোকের মনে যে সব ভুল সংস্কার আছে, সে গুলিকে সর্ব্বপ্রথমে দূর কর্‌তে। লোক-শিক্ষাকেই তাঁর জীবনের ব্রত করে' বসে আছেন। কেও বড় একটা তাঁর ছায়া মাড়ায় না—চিকিৎসার জন্যও নয়, শিক্ষার জন্যও নয়। ইনি যদি তাঁর মতের পরিবর্ত্তন না করেন, আমি স্পষ্ট দেখ্‌ছি, এঁকে না খেয়েই মর্‌তে হবে।

সুখলতা—তা হলে, এক কাজ কর না কেন? ওঁকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দ্যাও না কেন এই বেলায়।

শিবরতন—তা না হয় দিলাম। কিন্তু তারও ত একটা সীমা আছে। দুবার না হয় তিনবার পাঠালেম। চিরকাল ত আর টাকা পাঠান সম্ভব নয়। দীনও যে তা না বুঝে, এমন নয়। সে লিখেছে আরও ৬ মাস দেখে, সে মান্দালয়ে আস্‌বে।

সুখলতা—৬ মাস পরে আস্‌বেন। না, শিব দা, তুমি ঠিকই বলেছ— টাকা পাঠিয়ে কাজ নাই। তুমি টাকা পাঠিয়ো না।

সুখলতার এইরূপ আকস্মিক মনের পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়া, শিবরতন

একটু হাসিয়া মনে মনে কহিল—তাই ত মন্মথ তা হোলে ত ঠিকই ধরেছে। তাহার পর প্রকাশ্যে কহিল—আচ্ছা সুখ, চিকিৎসা বিষয়ে যে সংস্কারের আবশ্যক, তুই সত্যিই কি তা বিশ্বাস করিস্? তোর মত মেয়ের এ বিষয়ে এত আগ্রহ—এ ত ভারী আশ্চর্য্য!

সুখলতা—আশ্চর্য্য এর কিছুই নয় শিবদা। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে ত সকলেরই জ্ঞান থাকা উচিত। শুধু ওষুধ আর ডাক্তারের মুখের দিকে না চেয়ে থেকে, যাতে রোগ না হয়, তারই জন্য চেষ্টা করা কি বেশী সঙ্গত নয়? এই দীন বাবুকে আমি যে না জানি তা নয়; ওঁর মতের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে।

শিবরতন—তুই যে দীনকে জানিস্, মন্মথ আমাকে সে কথা বলেছে। হারে সুখ, দীনডাক্তার দেখ্‌তে কেমন বল ত?

সুখলতা—দেখ্‌তে অনেকটা যেন তোমারই মত। তোমারই মত মাথায় লম্বা। তোমারই মত নির্ভীক। কি আশ্চর্য্য! তোমাকে যখনি দেখি আমার তাঁকে মনে পড়ে। ওঁকে দেখলেই মনে হয়, জগতে এমন কিছু নাই, যার সংস্কার উনি না কর্‌তে পারেন। এ বিষয়েও তোমরা দুজনেই এক রকম। সুখলতার কথায় শিবরতন মনের মধ্যে বেশ একটু আনন্দ না পাইল এমন নহে।

সুখলতা—তা হোলে মাঘ ফাল্গুনে উনি নিশ্চয়ই এখানে আস্‌ছেন। আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে, যাই শুই গে যাই।

এই বলিয়া সে সেখান হইতে উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সুখলতা চলিয়া গেলে, শিবরতন টেবিল হইতে বইখানা লইয়া, সর্ব্ব প্রথমে বইখানির নামটি দেখিল, তাহার পর উৎসর্গ-পত্রখানি পাঠ করিয়া বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া মনে মনে কহিল—মন্মথ ঠিকই বলেছে; ওর কথা একচুলও মিথ্যে নয়।

৬৮

আশ্বিন মাসের একদিন সকাল বেলায়, দীন তাহার বহুবাজারের বাসায় বসিয়া তাহার নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিতেছিল। সে এখানে প্রায় ৬ মাস আসিয়াছে। প্রথম প্রথম পাড়ায় তাহার দুই একটা ডাক যে না [illegible] হওয়ায়, এখন আর তাহার ডাক নাই বলিলেই হয়।

দীন যে রোগিটিকে দেখিতে যাইত, সে তাহার সুশ্রূষা, পথ্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর যতটা ঝোঁক দিত, এমন ঔষধের উপর নয়। নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলে তবেই সে ঔষধের ব্যবস্থা করিত। সে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিত, সেগুলি খুবই সাধারণ [illegible]তন আবিষ্কৃত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ঔষধ সে একবারেই ব্যবস্থা করিত না। ইহার ফলে কোন রোগীই শেষ পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসাধীনে থাকিত না। এক দিন কি দুই দিন দেখিয়া শেষে অন্য ব্যবস্থা করিত।

ছয় মাসের উদ্যোগে দীন কাজের আরম্ভই করিতে পারিল না। ঔষধের কুসংস্কার লোকের মনে যেমন ছিল, তেমনই থাকিয়া গেল। অজ্ঞান, অন্ধকার তিলমাত্র দুর হইল না। তাহার হাতে যে অর্থ ছিল, সমস্তই প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। এরূপ অবস্থায় মনে সুখ থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।

দীন বিষণ্ণচিত্তে তাহার অকৃতকার্য্যতার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় তাহার পুরাতন বন্ধু ক্ষিতিমোহন আসিয়া উপস্থিত হইল।

ক্ষিতিমোহন কলেজ হইতে বাহির হইয়া গভর্ণমেণ্ট সারভিস লইয়া এত দিন মফঃস্বলেই ছিল, সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে। ক্ষিতিমোহনকে দেখিয়া দীন মনের মধ্যে আনন্দ বোধ করিল।

ক্ষিতিমোহন—কিহে দীন, কি হচ্ছে? কাজ কর্ম্ম চল্‌ছে কেমন? একটু সুবিধা কর্‌তে পেরেছ কি?

দীন—সুবিধা অসুবিধার কথা পরে হ'বে ভাই। এখন এস, দুদণ্ড প্রাণ খুলে গল্প করা যাক। দেখছ না; সমস্ত সহরটা পূজার আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে; এখন কি নিষ্ফলতা আর নিরাশার কথা তুলে হৃদয়টাকে ভারাক্রান্ত করা শোভা পায়? এই উৎসবের দিনে এস বরঞ্চ মনে করা যাক সত্যের জয় একদিন [illegible] তোমার হাতে ও কিসের বই ভাই, ক্ষিতিমোহন?

ক্ষিতিমোহন—এই বইখানা আমি আজই পেয়েছি। অদ্ভুত লোক দেখ্‌ছি, সত্যশরণ বাবুটি! তোমারই জুড়িদার; সত্য বল্‌তে কি, চিকিৎসা-বিষয়ে তোমার মতামত যদি আমার পূর্ব্বে না জানা থাক্‌ত, তা হোলে, আমি মনে কর্‌তাম—তোমার মতগুলি তোমার নিজের নয়, ওঁর কাছ থেকে ধার করে নেওয়া।

দীন—এমন মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। এ বিষয়ে আমিও ওঁর কাছে ঋণী, উনিও আমার কাছে ঋণী। এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা ও আলাপ হয়েছে। লোকটির মাথা বেশ পরিষ্কার। ঘটনার মূল স্থানটা সহজেই দেখ্‌তে পান। ধর্ম্মসম্বন্ধে ওঁর যা মত, সেও কম অদ্ভুত নয়। দেখি ত বইখানা।

এই বলিয়া বইখানি লইয়া দীন তাহার একস্থান হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল;—

"বিশুদ্ধ ধর্ম্ম মানুষের অন্তরের জিনিস। মানুষের সকল নৈতিক আদর্শ এই ধর্ম্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। যে নীতির মূলে ধর্ম্ম নাই, তাহা কখনও উচ্চ হইতে পারে না। চুরি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে, কিম্বা অন্য কোন অসুবিধা ঘটিবার আশঙ্কায় যাহারা চুরি করে না, তাহাদের এই আচরণ সৎ হইতে পারে, কিন্তু যে ভাবটির উপর ইহা সংস্থিত সেটি যে খুব উচ্চ বা মহৎ সে কথা বলা যায় না। প্রকৃত ধার্ম্মিক যে চুরি করিতে পারেন না, তাহার

কারণ—ভয় বা অসুবিধার আশঙ্কা নহে; তিনি ধার্ম্মিক বলিয়াই তাহা পারেন না। সমাজস্থিতির জন্য সদাচরণ একান্ত আবশ্যক; এই জন্য সমাজে ইহার প্রবর্ত্তনও হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে এমন প্রমাণ হয় না যে ধর্ম্ম ছাড়া সুনীতির সম্ভব হইতে পারে। এই কাজটিতে লাভ ভিন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, অতএব ইহা ভাল কাজ; এরূপ মনে করায়, আর যাই হোক্, খুব উচুদরের নীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সময়ে মানুষ লাভ-লোকসান খতাইয়া সুনীতি দুর্নীতির বিচার করিয়া থাকে। ইহার ফলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ছল জুয়াচুরী এবং আমাদের জীবনে নানা প্রকার দুর্গতির সম্ভাবনা হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের নিকট সার্ব্বজনীন কল্যাণ পদদলিত হইতেছে। মানুষের নীতি-জ্ঞানকে অনাবিল, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপর পুনঃস্থাপিত না করিতে পারিলে, ইহার অন্য প্রতিকার সম্ভব নহে।

ধর্ম্ম বলিতে সাধারণে যাহা বুঝে আমি সে ধর্ম্মের কথা বলিতেছি না। দেশবিশেষের, জাতিবিশেষের, পাপপুণ্যাদি বিষয়ক বিশ্বাস ও পারলৌকিক পরিত্রাণের জন্য উপাসনা-পদ্ধতি এবং অন্যান্য বাহ্য অনুষ্ঠানকে আমি ধর্ম্ম মনে করি না। যে শুভ প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে থাকিয়া তাহাকে সর্ব্বদা কার্য্যে নিয়োজিত করে, আমি তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকি। একালে মানুষের ধর্ম্মও যেমন বিশুদ্ধ নহে, তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার নীতিজ্ঞানও তেমন বিশুদ্ধ নহে। মিথ্যা আদর্শকে সম্মুখে ধরিয়া, আমরা জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং কলকারখানার উন্নতির সঙ্গে আমাদের অনাবশ্যক অভাব এবং বিলাসিতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে চাহিতেছে না। ঐহিক সুখের উপকরণ যতই বাড়িতেছে আমরা "আরও" "আরও" করিয়া গগণ বিদীর্ণ করিতেছি।

এক জনের হাতে গিয়া রাশিকৃত অর্থ সঞ্চিত হইতেছে, আর দশ জন গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থের অভাবে জীবন-ত্যাগ করিতে বসিয়াছে। আমরা কেহ কাহারও জন্য ভাবি না—সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ-চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছি। ঐহিক সুখের চিন্তা ভিন্ন আমাদের এখন আর কোন যেন চিন্তা নাই—কোন কাজ নাই। জ্ঞানকরী বিদ্যার এখন আর তেমন আদর নাই—গৌরব নাই। এখন আমরা শুধু অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলনেই জীবন অতিবাহিত করিতেছি। জড়বাদিত্ব যেন আমাদের অস্থি-মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের প্রচলিত ধর্ম্মগুলিও ইহার হাত হইতে আপনাদের রক্ষা করিতে পারে নাই। ধর্ম্মও আজকাল অর্থকরী ব্যবসায়ের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের চারিদিকেই সংস্কারের আবশ্যক, কিন্তু এখনও তাহার ঠিক সময়টি হয় নাই।"

ক্ষিতিমোহন—ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ইঁহার মতটা কিছু নতুন রকমই শোনাচ্ছে বটে; কিন্তু এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত, বোধকরি ইনি এখনও ক'রে উঠতে পারেন নি।

দীন—আমারও ঠিক তাই মনে হয়। মানুষটা যে এখানেই থামবে, তা মনে হয় না। এর পরিণতির এখনও বাকী আছে। একবিষয়ে এর সঙ্গে আমার মতের খুবই মিল হয়। ইনি শাস্ত্র-টাস্ত্র, ধর্ম্মোপদেষ্টা প্রভৃতি একবারে উড়িয়ে দিতে চান। আমারও সেই মত। এ-বিষয়ে বাহিরের প্রভুত্ব ও অনুশাসন আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই।

ক্ষিতিমোহন—অর্থাৎ তুমি শুধু শাঁস চাও, খোসা চাও না। কিন্তু ভাই খোসারও ত একটা সার্থকতা আছে। দেখ দীন, তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক সময়েই ভেবে থাকি। একটা খেয়ালের বশে কাজ করতে গিয়ে, তুমি বহু-মূল্য জীবনটা নষ্ট করতে বসেছ। আমার ভারী কষ্ট হয়। তুমি ডাক্তারদের মধ্যে যেন দ্বিতীয় কালাপাহাড় হোয়ে জন্মেছ। শত-সহস্র বৎসরের প্রচলিত

চিকিৎসা-প্রণালীকে ভেঙ্গে চুরে না দিতে পারলে যেন তোমার আর শান্তি নাই। এ প্রবৃত্তি ত্যাগ কর ভাই দীন। সকলে যা করে, তুমিও তাই কর। "সংস্কার, সংস্কার" করে চীৎকার করে' মরছ; কিন্তু তোমার কি সাধ্য এর একচুল সংস্কার করতে পার? তোমার মত বুকভরা আশা নিয়ে, অদম্য উৎসাহ নিয়ে ইতিপূর্ব্বে অনেকেই আসরে নেমেছিলেন, কই, কি করতে পারলেন তাঁরা? সংস্কার ছাড়া জীবনে কি আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে নাই? নিজের অবস্থার উন্নতি যাতে হয়, সে চেষ্টাত সকলেরই করা কর্ত্তব্য।

টেবিলের উপর একখানি সুন্দর রূপার ফ্রেমে সুখলতার ফটো ছিল, হটাৎ সেখানির প্রতি দৃষ্টিপড়ায়, ক্ষিতিমোহন কহিল—এই পূজার সময়টা মান্দালয়ে গেলেত বেশ হোত।

দীন—"অভাগা যে দিক চায়, সাগর শুকায়ে যায়।" সেখানেও কি আমার কোন আশা আছে মনে কর? আশা থাক্ আর নাই থাক্, শীতের পর সেখানে একবার যাব নিশ্চয়, অবশ্য যদি পাথেয় জুটে।

ক্ষিতিমোহন—তোমার সংস্কারের খেয়ালটা ছাড় দেখি, তাহোলে কোন কালেই তোমার টাকার অভাব হবে না। অনেক দিন দেশে যাওনি, একবার না হয়, সেখান হোতে ঘুরে এস। আত্মীয়-স্বজনকে দেখলে মনটা হয়ত অনেকটা প্রফুল্ল হবে।

দীন—আমার বর্ত্তমান অবস্থায়, দেশে যাওয়া উচিত নয় বলেই মনে হয়। সেখানে গেলে কতকগুলা প্রাণীর মনে অকারণ কষ্ট দেওয়া হবেমাত্র। বাড়ীর সকলে মনে করেন, আমি এখানে বেশ আছি, দুপয়সা উপার্জ্জন কচ্ছি। আমি যে এখানে চুপ করে' বসে আছি সে সংবাদ তাঁর রাখেন না। একথা আমার মুখে শুনলে, তাঁরা নিশ্চয়ই মনে ব্যথা পাবেন। তা ছাড়া, আমার এই সংস্কারের সংকল্পও তাঁদের জানাতে ইচ্ছা হয় না।

ক্ষিতিমোহন—মান্দালয়ের আশা যদি শেষ হয়ে থাকে, তবে সেখানেই বা যেতে চাচ্ছ কেন?

দীন—মান্দালয়ে মন্মথবাবু বলে একজন উকীল আছেন; আমার নামে কতকগুলা টাকা তাঁর কাছে গচ্ছিত আছে, সেইগুলি আদায়ের চেষ্টায়।

ক্ষিতিমোহন—না, না, তা করো না। ওঁর কাছে বেশ আছে। এখানে এনে সেগুলো অনর্থক নষ্ট করে' কাজ কি?

দীন—তুমি কি মনে কর ক্ষিতিমোহন চিরদিনই আমার এমনিভাবে যাবে? দু-বৎসর যদি টিকে থাকৃতে পারি, তা হোলে, দেখাব আমি কি করতে পারি না পারি।

সন্দেহসূচক ঘাড় নাড়িয়া ক্ষিতিমোহন কহিল—কোন কালে পারলেও পারতে পার, কিন্তু দু-বৎসরের মধ্যে আমি তার কোন আশা দেখি না।

এমন সময় চাকর আসিয়া সংবাদ দিল নীচের ঘরে একটি বাবু এসেছেন, তাঁহাকে খবর দিতে বলিলেন।

৩৮

অভ্যাগত ভদ্রলোকটি দীনরই একজন সমব্যবসায়ী, নাম কালিধন বসু, বয়স চল্লিশের উপর। বেশ-ভূষার পারিপাট্য বিলক্ষণ আছে; মুখে গোঁপ দাড়ি কিছুই নাই। একজন ভাল ডাক্তার বলিয়া তাঁহার বেশ নাম আছে। ইঁহার সহিত যে একবার কথা কহিয়াছে, ইঁহার ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে নাই।

দীনর সহিত করমর্দ্দন করিয়া কালিধন বাবু কহিলেন—আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনারই একটা কেসের কথা বলতে। মিত্তিরদের বাড়ী আপনি একটা মেয়েকে দেখছেন, তারা আজ আমাকে ডেকেছিল, অবিশ্যি এ আপনার কেস, তা টের পেলে, আমি কখনই আপনার অসাক্ষাতে দেখতেম না। আপনি যে দেখছেন, সেকথা তারা আমাকে আগে বলেনি। হাঁ, রোগ

আপনি ঠিকই ধরেছেন—হামই বটে। ঔষধ দেওয়ারও কোন আবশ্যক নাই, সে কথাও ঠিক। তবে কি জানেন, বাপ-মার প্রাণ, মেয়েটার জন্যে এঁরা খুবই চিন্তিত হোয়ে পড়েছেন, যদিচ চিন্তার কোন কারণ দেখা যায় না। আপনি যে কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন নি, তাতে তারা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে নি; তাই আমাকে ডেকেছিল। ঔষধের আবশ্যক নাই সত্যি, তবুও তাদের খুসী করবার জন্যে যা হয় একটা দিলেই পারতেন। এরকমভাবে চল্লে রোগী হাতে থাকে না। আপনারা নতুন কিনা, চিকিৎসার ধরণ ধারণ এখনও ঠিক জানেন না। এর আগে ঠিক এই রকম অবস্থায় আপনার একটা কেস্‌ আপনার হাত হোতে আমার হাতে আসে। এত ভাল নয়। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

দীন—শুধু রোগীর আত্মীয়স্বজনকে সুখী করবার জন্যে আমি অকারণ ঔষধের ব্যবস্থা কোন কালেই করতে পারব না।

কালিধন—দীন বাবু, আপনি আমার কথাটা ঠিক বুঝছেন না। ওসব রোগে ঔষধ দেওয়ার কোন আবশ্যক নাই এবং অনেক সময় রোগ বিনা ঔষধেও সারে, ওসব আমরাও যে একটু আদটু না বুঝি এমন নয়; তথাপি ঔষধ দিতে হয়; না দিলে রোগী আর রোগীর লোকেরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না।

দীন—রোগী আর রোগীর লোকদের শুধু মনস্তুষ্টির জন্যে যাঁরা ওষুধের ব্যবস্থা করেন, আমি তাঁদের নিতান্ত কাপুরুষ বলেই মনে করে' থাকি। আমার বিবেক যা বলে, তার বিরুদ্ধে কাজ করে' আমি কাপুরুষের দলপুষ্টি করতে একবারেই অক্ষম ও অপারগ সে কথা স্পষ্টই বলছি।

কালিধন বাবুর সদুপদেশ এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে উপেক্ষা করায়, তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। কালিধন বাবু বহু কষ্টে তাহা দমন করিলেন, বাহিরে প্রকাশ করিলেন না।

দীন কহিল—আচ্ছা, আপনি, এখনি আমাকে যে সব কথা বল্লেন, আমি যদি তা মেয়েটির বাপ-মাকে বলি; তাহোলে কেমন হয়, একবার ভেবে দেখেছেন কি? আমি অবিশ্যি তা কখনই বলব না; আমি মেয়েটির বাপ-মাকে এখনই লিখে পাঠাচ্ছি—আমার হাতে তাঁদের মেয়েকে রাখার কোন আবশ্যক নাই, তাঁদের যাকে খুসী ডেকে দেখাতে পারেন।

কালিধন—আপনি যা ভাল মনে করেন, করবেন; আমি এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আর কোন কথাই বল্‌তে ইচ্ছা করি না।

এই বলিয়া কালিধন বাবু হন্ হন্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দীন তখন আপন মনে কহিল—না, আর কোন আশা নাই।

উপরে ক্ষিতিমোহনের নিকট গেলে, ক্ষিতিমোহন কহিল—তোমাকে যেন একটু উত্তেজিত দেখ্‌ছি। ব্যাপারটা কি বলত?

দীন—কালিধন বাবু এসেছিলেন, আমাকে এই সুসংবাদটি দিতে যে, আমার হাতে যে একটিমাত্র রোগী ছিল, সেটিও আজ হাতছাড়া হয়েছে।

ক্ষিতিমোহন—লোকটা রেগে মেগেই গাড়ীতে গিয়া উঠল দেখলেম; তুমি বুঝি তাঁকে বেশ কড়াকথা শুনিয়ে দিয়েছ?

দীন—না, কড়াকথা আর এমন কি শুনিয়েছি; তবে যা বলেছি, ওঁর ভাল লাগেনি, এ কথা ঠিক। দেখ দেখি ক্ষিতিমোহন, লোকটার ধৃষ্টতা। আমি যে কুসংস্কার দূর করতে জীবন উৎসর্গ করেছি, উনি কিনা মুরব্বিয়ানা করে আমাকে তারই প্রশ্রয় দিতে উপদেশ দেন! আমি সহ্য করতে পারলেম না, তাই দুটো নরম গরম কথা শুনাতে হোল। লোকটি কিন্তু মোটের উপর মন্দ নয়। তাঁর কথা রাখ্‌লে ভারি খুসী হোতেন।

ক্ষিতিমোহন—কালিধন বাবুর মত নিরীহ ভাল মানুষের কাছে যদি তুমি এইরূপ ব্যবহার পাও, অন্যের কাছে তা হোলে কি আশা করতে পার? ওহে

দীন, এ চলবে না, কিছুতেই চলবেনা। আগে লোকের মনে তোমার প্রতি যাতে বিশ্বাস জন্মায় তাই কর, তারপর সংস্কার-কাজে হাত দিতে যেয়ো।

দীন—অর্থাৎ জীবনের যে সময়টি কাজ করার সময়, সে সময়টিতে অন্যায়কে প্রশ্রয় দ্যাও, তার পর যখন কাজ করবার শক্তি থাকবে না, সে সময় তার প্রতিকার করতে চেষ্টা কর। এইত? শুন তবে ক্ষিতিমোহন, আমার উদ্দেশ্য-সাধনের প্রধান বাধা, বাহিরের প্রতিকূলতা তত নয়, যত আমাদের নিজের জড়ত্ব, আমাদের ব্যবসায়ের প্রকৃত উন্নতির প্রতি আমাদের এই উদাসীনতা!

বুড়োদের উপর আমি কোন আশাই রাখি না। আমি চাই, আমাদের ব্যবসায়ে নতুন প্রবৃত্ত তরুণ জীবনগুলি এই শুভ উদ্দেশ্য-সাধনে উৎসর্গ হোক্।

ক্ষিতিমোহন—না, তোমার কাজের বুদ্ধি একবারেই নাই। ব্যাপারটা কি হয়েছে জান, তোমার মতটা যে নিভুর্ল তাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ যখন সত্য, তখন এর জয় অবশ্যম্ভাবী। এই বিশ্বাসইত তোমার সফলতার পথে একটা মস্ত অন্তরায় হোয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি শুধু উদ্দেশ্যটির পানেই চেয়ে আছ, কিন্তু তা কি করে' পূর্ণ হোতে পারে, সেদিকে একটিবারও চেয়ে দেখ্‌ছ না।

দীন—যাক ভাই ক্ষিতিমোহন, এ বিষয়ে তর্ক করে' কোন লাভ নাই। এখন অন্য কোন কথা থাকে, বল শুনি?

ক্ষিতিমোহন—তা হোলে বর্ম্মায়, এবার নিশ্চয় যাচ্ছ?

দীন—এপ্রিলের শেষে কি মের প্রথমে যেতে পারি।

ক্ষিতিমোহন—হয়ত সেখানে গিয়ে আট্‌কা পড়ে যাবে। হা হে, দীন স্থলতার আর কোন খবর রাখ কি?

দীন—মন্মথ বাবুর পত্রে স্থলতার কোন কথারই উল্লেখ নাই। এতদিন কি আর তার বিয়ে হোতে বাকি আছে?

এই বলিয়া দীন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

ক্ষিতিমোহন—যখন নিশ্চয় করে' কিছু জান না, তখন তার আশা একবারে ত্যাগ কর্‌রো না। আমার কি মনে হয় জান, মান্দালয়ে গেলেই তোমার সব ভুল ভেঙ্গে যাবে। সুখলতা যে আর কাউকে ভালবেসেছে, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

দীন—আমিও যদি সেই কথা মনে করতে পারতেম, তা হলে, বেঁচে যেতেম ভাই। কিন্তু তা যে মনে একবারে হয় না। সুখলতা যে নিজের মুখে আমাকে সেকথা বলেছে। কথাটা বলে ভালই করেছে; মিছে আশার হাত হোতে ত রক্ষা পেয়েছি। এখন তার স্মৃতিই আমার একমাত্র সম্বল। তার কথা ভেবে, তাকে মনের মধ্যে চিন্তা করে' আমি একরকম বেশ আছি ভাই। প্রথম প্রথম মনে হোতো, তার সঙ্গে দেখা না হোলেই ভাল হোতো, এখন আর সেকথা মনে হয় না।

সুখলতার প্রসঙ্গ উঠিলেই দীনর মন আর এ পৃথিবীতে থাকিত না। সে কোন সুদূর স্বপ্নরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইত। ক্ষিতিমোহন যখন দীনর নিকট বিদায় চাহিল, সেই সময় মুহূর্ত্তের জন্য, তাহার মনটা বাহ্য-জগতে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার পর, দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে দীনর আর কোন জ্ঞানই রহিল না। সে বহুবাজারের বাসার নির্জ্জন ঘরটিতে বসিয়া মনে মনে শুধু আকাশে দুর্গ রচনা করিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহা ভূমিসাৎ হইয়া পড়িল। মান্দালয়ে গিয়া সে একটা সুখের দুর্গ নির্ম্মাণ করিল, কোথা হইতে কে একজন অজ্ঞাত পুরুষ আসিয়া তাহা ভূমিতে লুণ্ঠিত করিয়া দিল! এখানে কলিকাতায় সে যে দুর্গটি রচনা করিল, লোকসাধারণ তাহা পছন্দ করিল না, তাহার সমব্যবসায়ীদের হাস্য-কৌতুকের মধ্যে দেখিতে দেখিতে তাহা শূন্যে মিশাইয়া গেল।

পূজার পর বড়দিন আসিল। বড়দিনের উৎসবান্তে কলিকাতাবাসীরা

নূতন উৎসাহে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল। চিন্তাক্লিষ্ট দীনর দিনগুলি পূর্ব্বেরই মত অলসভাবে কাটিতে লাগিল। তাহার উৎসাহ ক্রমশঃ ক্ষীণ ও সফলতার আশা দিন দিন মন্দীভূত হইতেছিল। কেহ তাহাকে চিকিৎসার জন্য ডাকে না, কেহই তাহার কাছে স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ে কোন উপদেশ লইতে আসে না। রোগীর আশা যখন তাহাকে একবারে ত্যাগ করিতে হইল, তখন অলসভাবে বসিয়া না থাকিয়া দীন সকালে হাঁসপাতালে গিয়া, এবং অন্য সময় কোন দিন ইডেন গার্ডেন, কোন দিন শিবপুর-বোটানিক্যাল গার্ডেন, কোন দিন বা আলিপুর-পশুশালায় গিয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

একদিন বিকালে সে ইডেন গার্ডেনে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে; এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। লোকটার হাতে একখানা খবরের কাগজ ছিল। সে বেঞ্চে বসিয়া একমনে তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

লোকটি দীর্ঘকায়, শরীরটা কৃশ; বয়স ৪৪।৪৫ এর বেশী নয়। বহুদিন স্থায়ী রোগের জন্য তাহাকে বয়স অপেক্ষা প্রাচীন দেখাইতেছিল। কয়েকবার কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া, সে দীনর সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার হাতে যে কাগজ ছিল, তাহাতে প্রকাশিত একটা ঔষধের বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, সে ব্যক্তি কহিল—এত ওষুধ ব্যবহার করলেম, এর চেয়ে ভাল ওষুধ দেখিনি।

দীন দেখিল ইহা একটা কাশরোগের ঔষধের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটিতে একটু বিশেষত্ব ছিল। একজন সুস্থ, সবল ব্যক্তি, বাম হস্তে একটি ঔষধের শিশি ধরিয়া, দক্ষিণ হস্ত দিয়া, একটি ক্ষীণকায় জীর্ণ শীর্ণ লোককে কাশিতে নিষেধ করিতেছে। বিজ্ঞাপন দেখা শেষ হইলে, দীন কহিল— এ ওষুধের আপনি যে এত সুখ্যাতি কচ্ছেন, আপনি কি এটা ব্যবহার করেছেন,

সে ব্যক্তি কহিল—তা না করেই কি অমনি বল্‌ছি মশায়? এই ৮।১০

মাস ডাক্তার বৈদ্যের ওষুধ খেয়ে খেয়ে, পেটে চড়া পড়ে গেল মশায়, অথচ কিছুই হোল না। এ ওষুধটা যদি গোড়া হোতে খেতে পারতাম!

দীন—আপনার কি রোগ, সে কথা কি কোন ডাক্তার আপনাকে বলেছেন?

সে ব্যক্তি—প্রথম যাঁর কাছে যাই, তিনি বল্লেন—"ও কিছু নয়. শুধু উইক্ চেষ্ট"। ডাক্তারটি ঠিকই বলেছিলেন, সে সময় তার বেশী আমার আর কিছু ছিল না। একটা ওষুধ দিলেন, মাসখানিক ব্যবহার করলেম—বিশেষ কোন ফল বুঝতে পার্‌লেম না। তারপর গেলাম রামতারণ ডাক্তারের কাছে; তিনি আমাকে কাজ-কর্ম্ম করতে নিষেধ করলেন, ভাল বাতাসে থাক্‌তে বল্লেন। তাই করলেম। প্রথম প্রথম এতে একটু উপকারও যে না পাওয়া গেল, এমন নয়। কিন্তু তিনি যে ওষুধটা দিয়েছিলেন, সেটা আমার কিছুতেই সহ্য হোল না। ভারী গরম ওষুধ। প্রত্যহ বিকেলে একটু করে' মাথাভার হোতে লাগল, আর রাত্রে ঘামে বিছানা ভিজে যেতে লাগল। এর পর একজন সাহেব ডাক্তারকে দেখাই, তিনি আমাকে বেশ করে পরীক্ষা করে' একটা ওষুধের ব্যবস্থা করলেন এবং কাজকর্ম্ম করতে বারণ কর্‌লেন। সবই করা হোল, কিন্তু ফল কিছু পেলাম না। কাশীটা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। কাশীর জন্যে রাত্রে একবারে ঘুমুতে পার্‌তেম না—সারা রাত এক রকম বসেই কাটাতে হোতো। শেষে একজন হোমিয়ো-প্যাথকে দেখাই। লোকটি দেখতে যেন কাপালিকের মত—বেশ-ভূষাও কতকটা তাহারই অনুরূপ। ইনি ত কথাতে আমাকে একবারে আকাশের চাঁদ এনে দিলেন। এঁর কথা শুনে ওঁর উপর আমার ভারী বিশ্বাস ও ভক্তি হোল। অনেক দিন তাঁর ওষুধ খেলাম—রোগ না কমে, বেড়েই যেতে লাগল। ইনি শেষে গ্রহ-শান্তির জন্যে স্বস্ত্যয়নের পরামর্শ দিলেন। তাও করলেম। এর পর বৈদ্যের ওষুধ কার যে খেয়েছি, কার যে না খেয়েছি

তা বল্‌তে পারিনে। কিছুতেই কিছু হোল না। এমন সময় ভাগ্যক্রমে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হয়। আমাকে কাশতে দেখে সে আমাকে এই ওষুধটার কথা বলে দিল। তারও নাকি ঠিক আমারই মত কাশী হয়েছিল, এই ওষুধ ব্যবহার করে' সেরে যায়। আজ দিন পনেরো আমিও ব্যবহার কচ্ছি। কাশিটা যে খুব কমেছে, তা অবিশ্যি বল্‌তে পারি না, তবে হাঁ, আগে যেমন একবারেই ঘুমুতে পারতেম না, এ ওষুধটা খাওয়া অবধি ওরই মধ্যে একটু ঘুমুতে পাচ্ছি। ১৫ দিনে আর কত ফল হবে মশায়? বিশেষ আমার আবার অনেক দিনের কাশী। এই বলিয়া লোকটি মুহুর্মুহু কাশিতে লাগিল।

তাহার কাশীর রকম-সকম, গলার ভাঙ্গাস্বর, অস্থিচর্ম্মসার দেহ, কোটরাগত চোখ এবং রাঙা কপোল দেখিয়া তাহার রোগটি যে কি তাহা বুঝিতে দীনর কাল-বিলম্ব হইল না।

যে ভীষণ যক্ষ্মারোগ আজ সভ্য জগতের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, এই হতভাগ্য সেই রোগেই আক্রান্ত হইয়া, সাধারণের বায়ুসেবনের এই উদ্যান-টিতে এবং এই মহানগরীর আরও কত স্থানে রোগবীজ ছড়াইয়া, আরও কত লোকের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! বিজ্ঞানবিহিত পথে চলিতে পারিলে, হয়ত এই হতভাগ্যের জীবন এইরূপ অসময়ে শেষ হইত না। এখন তাহার যে অবস্থা, বিজ্ঞান তাহার কিছুই করিতে সমর্থ নয়। কিন্তু রোগের আরম্ভে তাহারত এদশা ছিল না। তখন চেষ্টা করিলে হয়ত ইহাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া তোলা অসম্ভব ছিল না। চেষ্টা যে হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু সে মিথ্যা চেষ্টা। চিকিৎসাবিজ্ঞান এ-অবস্থায় যাহা করিতে বলে, কোন চিকিৎসকই বেচারাকে তাহা তেমন করিয়া করিতে বলিলেন না। সকলেই তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্যে তালি দিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাতে কি কখনও তালি দেওয়া চলে? ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে

হইলে সম্পূর্ণ নূতনভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করার আবশ্যক। শুধু ঔষধের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

এক সময় ডাক্তার বৈদ্যের উপর এ ব্যক্তির প্রভূত বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের ব্যবস্থামত রাশি রাশি ঔষধ কিনিয়া খাইয়া ফল না পাইয়া, সে এখন পেটেণ্ট ঔষধ ও হাতুড়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়াছে। শুধু শরণাপন্ন নহে, ইহার নিকট আজ শিক্ষিত ডাক্তারের অপেক্ষা হাতুড়ের সম্মান অধিকতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ডাক্তার! লোক শিক্ষক! একি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! আজ তোমাকে পেটেণ্ট ঔষধ-বিক্রেতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইতেছে!

একি লজ্জার কথা! তোমার বিদ্যা, তোমার বুদ্ধি এই হতভাগ্যের কোনই উপকারে আসিল না! অনুসন্ধান কর, ইহারই মত কত সহস্র সহস্র লোক, ব্যর্থমনোরথ হইয়া, তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। তোমার দোষেইত আজ পেটেণ্ট-ঔষধবিক্রেতাদের এমন শ্রীবৃদ্ধি—এত উন্নতি! সেত লোকহিতার্থ ঔষধের প্রচার করিতে বসে নাই। মানুষের দুর্গতির সুবিধা লইয়া, সেও তোমারই মত অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় বিচরণ করিতেছে। বিজ্ঞানের সে কোন ধারই ধারে না। তোমাদেরই ঔষধ লইয়া, তোমাদেরই প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া, সে আজ তোমাদেরই পরাস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। তোমার অপেক্ষা এ-ব্যবসায়ে তাহার যে সুবিধা অনেক। তুমি হয়ত বিজ্ঞাপন দিতে মনের মধ্যে দ্বিধা বোধ কর, এ তাহা কিছুমাত্র করে না। তোমার অপমানের ভয় আছে, ইহার তাহা একবারেই নাই।

বন্ধু! আর কেন? এরূপ নিশ্চেষ্টভাবে আর কত দিন কাটাইবে? এই গলাবাজ হাতুড়েদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আর লাভ কি বল? ঔষধ-বণ্টন ব্যতীত তোমার আরও যে একটা বৃহত্তর কর্ত্তব্য আছে, সেই কথাটি একবার স্মরণ কর। তোমার ডাক্তার নামটি যাহাতে সার্থক হয়,

তাহার চেষ্টা কর। লোকসাধারণ স্বাস্থ্যবিষয়ে একবারে উদাসীন, তাহাদের হৃদয় অজ্ঞান ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। এই অজ্ঞান ও কুসংস্কার তোমাকেই দূর করিতে হইবে। লোকের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হইলে, হাতুড়ে-চিকিৎসা ও পেটেণ্ট ঔষধ কয় দিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে ?

চিকিৎসক সমাজ যে এই হতভাগ্য ব্যক্তিটির প্রতি কর্ত্তব্য করে নাই, সেই কথা ভাবিয়া দীনর মনে ক্রোধ ও দুঃখের উদয় হইল। ইহার প্রতি সহানুভূতি ও করুণাতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহাকে সে এখন কি সাহায্য করিতে পারে ? যে মিথ্যা আশা বুকে করিয়া, এই হতভাগ্য ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা যে কত বড় মিথ্যা, দীন তাহা ভাল করিয়াই জানে, তথাপি, সে আশাটুকু কাড়িয়া লইতে তাহার একবারেই সাহস হইল না। আজ ফল হইল না, কাল হইবে, এইরূপ মিথ্যা আশায় দিনের পর দিন কাটিতে থাকিবে ; অবশেষে একদিন স্ত্রীপুত্রপরিবারের আর্ত্তনাদের মধ্যে তাহার প্রাণপাখীটি দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া কোন অনিশ্চিত দেশে চলিয়া যাইবে। তাহার পর, ইহার অসহায় পুত্রকন্যাগুলির কি দশা হইবে ? পিতৃরোগ হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য, কি কোন ব্যবস্থাই অনুষ্ঠিত হইবে না ? ডাক্তার, এ সময়, তুমিই ইহাদের একমাত্র বন্ধু ! স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে তুমি যদি ইহাদের উপদেশ না দাও, তবে আর ইহাদের অকাল মৃত্যুর হাত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। রোগ যখন দেখা দিবে, তখন আর তুমি কি সাহায্য করিতে পার ? এখন বরঞ্চ সময় আছে, ইহাদের সহায় হও, ইহাদের জীবন রক্ষা কর।

৭০

একদিন বিকালে দীন রসময়বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে, তাঁহার ভবানী-পুরের বাড়ীতে গেল। রসময়বাবু দীনকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। একথা সেকথার পর, দীন তাহার গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা

সম্বন্ধে সমস্ত কথা রসময়বাবুর কাছে বিবৃত করিল। রসময়বাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন—ওহে দীন, এমন আইবুড়ো হয়ে আয় কত দিন থাকবে? একটা বিয়ে কর দেখি, তা হোলেই সব গোল চুকে যাবে। এই ভব-সমুদ্রে স্ত্রীর মত কাণ্ডারী আর দ্বিতীয়টি পাবে না। তুমি "আইডিয়াল, আইডিয়াল" করে' ঘুরে মরছ—আইডিয়ালকে সংশোধন করিতে, অর্থহীন ভাবগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে, স্ত্রীর সাহায্য না নিলে, কিছুতেই চলবার উপায় নাই। পুরুষ যাকে অতি তুচ্ছ, নিতান্ত অকেজো ব'লে ফেলে দিতে চায়, নারী তারই মধ্যে একটা অতি বড় আবশ্যক দেখ্‌তে পান। মেয়ে জাতটাই হচ্ছে সংস্কারকের জাত! এঁদের সংস্কার কাজের হাতে খড়ি হয়, বোতামটেঁকা কামিজে তালি-লাগান, ঘরঝাঁট প্রভৃতিতে, আর এ কোথায় গিয়ে শেষ হয়, তা তোমার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির স্বামীরা বলতে পারেন। তোমরা ভাঙ্গাটাকেই যেন সংস্কার বলে মনে কর, ওঁরা না ভেঙ্গে সেটাকে কাজের মত করে তোলাকেই সংস্কার বলে ভাবেন। আর্টিমাস্ ওয়ার্ড (Artemus Ward) যে মেয়েজাতটাকে একটা খুব বড় ইন্‌ষ্টিটিউশন্ (institution) বলেছেন, সেটা ভারী খাঁটি কথা হে দীন। তাই বলছি শীগ্‌গির একটা বিয়ে করে ফেল।

দীন—আমার সম্প্রতি যেরূপ মনের অবস্থা, তাতে বিয়ে করা আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়।

রসময়—কিছু অসম্ভব নয়। শুধু, তোমার মনের মত একটা পাত্রীর সন্ধান পেলেই হয়।

দীন—সন্ধান পেলেই যে আর কোন গোল থাকে না, তা আপনি কি করে বলতে পারেন। হয়ত আমি যাকে চাই, সে আমাকে না চেতে পারে।

রসময়—তোমাকে চাবে না এ তুমি কি বলছ হে দীন? তার মনকে

তোমার প্রতি অনুরক্ত করার পক্ষে তোমার যে কতখানি শক্তি আছে, তা তুমি জান না, তাই একথা বলছ ?

দীন—আপনার কথার ভাব আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। এ বিষয়ে বৃথা আলোচনা করে কোন ফল দেখছি না। এখন তবে উঠি, একবার মাখনের সঙ্গে দেখা করার দরকার। এলোকটা যে কি ক'রে নিজের উন্নতি করেছে, যদি শুনেন ত আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন।

রসময়—সেত তোমারই চেষ্টায়। আমি সব কথা শুনেছি। মাখনবাবু সেদিন তোমার খোঁজ করতে এখানে এসেছিলেন। তুমি যদি তাকে উপ-দেশ দিয়ে, টাকা দিয়ে সাহায্য না করতে, তা হলে হয়ত, তার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হোতো না।

দীন—আপনি ভুল শুনেছেন। টাকা আমি ওকে কিছু দিয়েছিলাম, তা ও বেশী দিন রাখেনি। বর্ম্মায় যাবার আগে ওর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিৎ মনে করি। কালকের জাহাজেই যাব স্থির করেছি।

এই বলিয়া সে সেখান হইতে মাখনের ডিস্‌পেন্‌সারীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। দীন যখন সেখানে পৌঁছিল, মাখন সে সময় দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল। দীনকে দেখিবামাত্র সে ছুটিয়া গিয়া, তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

মাখন কহিল—অনেক দিন তোমাকে দেখিনি ; আজ কেবলই তোমার কথা মনে হচ্ছিল। খুব সময়েই এসেছ, আর একটু পরে এলে, আর দেখা হতো না। আমি বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলাম।

দীন—বাড়ী ? তা হলে বুঝি তুমি আর এখানে থাক না ?

মাখন—আগে থাকতেম, বিয়ের পর আর থাকি না।

দীন—বিয়ে ? কোথায় বিয়ে করলে হে ?

মাখন—সেনগুপ্তের মেয়ে মণিমঞ্জরির সঙ্গে। তুমিত মণিকে জান ?

দীন—মনিমঞ্জরিকে বিয়ে করেছ? তবেত একটা কাজই করেছ। সেন-গুপ্তের ত ওই মেয়েটি মাত্র পুঁজি।

মাখন—তুমি যদি চেষ্টা না করতে তাহলে আমার একজামিন্ দেওয়াও হতো না, আর সেনগুপ্তের মেয়েকে বিয়ে করাও ঘটত না। যাক ওসব কথা; এখন আছ কোথায়? বহুবাজারেইত? কাজকর্ম্ম চলছে কেমন?

দীন—তবেইত মুস্কিলে ফেল্‌লে! কাজকর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই ছিল না, এত দিন বসে বসেই দিন কাটালেম; কাল বর্ম্মায় যাব স্থির করেছি।

মাখন—এই কলকাতা সহরে কত বাজে লোকের হচ্ছে, আর তোমার কিছু হোল না—একি শুনবার মত কথা ভাই দীন? হোল না যে, সে তোমার নিজেরই দোষে। ও-সব পাগলামি ছেড়ে, এখানেই থাক। দশজনে যেমন করে কাজ চালাচ্ছে তুমিও ঠিক তাই কর দেখি, তা হোলেই তোমার রোগীর অভাব হবে না। তোমার মতের যদি পরিবর্ত্তন না কর, তা হলে যেখানেই যাওনা, তোমার কিছু যে হবে, আমার তা মনে হয় না। লোকে যা চায়, তোমাকে তাই করতে হবে। ওষুধ দিব না, শুধু পথ্যের ব্যবস্থা করব, ওসব চল্‌বে না—কোন কালেই চলবে না।

দীন—আর যদি আমার মতটি সত্যি হয়, তবে?

মাখন—তা হ'লে, তোমাকে অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে। ডাক্তারত কলকাতায়, তুমিই একা আছ, তাত নয়। তোমার মত, ও তোমার চেয়ে বড় ডাক্তার বিস্তর আছে। সকলেই রোগীকে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করে, সকলেরই বেশ চলে যাচ্ছে; মাঝে হ'তে তোমার মাথায় কি এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল, তার ফলে তোমাকে পাততাড়ী গুটিয়ে এখান হতে বিদায় নিতে হল। একি অল্প দুঃখের কথা ভাই দীন! তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা সবইত আমার জানা আছে। যারা চিকিৎসার কিছু বোঝেনা, তারাও চালাচ্ছে আর তোমার চলে না, একি সম্ভব? তোমার মত হয়ত ঠিক হতে পারে, কিন্তু লোকে তা

বুঝবে কি ক'রে? ধনী, নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ, সকলেই জানে রোগ হলে ওষুধ ব্যবহার করতে হয়, তুমি তাদের যতই বুঝাও না কেন, ওষুধ না দিলে, তাদের মন কিছুতেই তৃপ্ত হবে না। স্বাস্থ্যপালনের উপদেশ দিতে চাও, দ্যাও, কিন্তু ওষুধ দিতেই হবে—এ না হলে কিছুতেই চলবে না।

দীন—আমি যে-মতে চিকিৎসা করতে চাই, সেটা যে ঠিক, তুমি মনে মনে বিশ্বাস কর তা হলে? তবে এর পক্ষপাতী নও তার কারণ, এ-মতে চল্‌লে ব্যবসায় সফল হবার আশা নাই, এইত?

মাখন—তা না ত কি?

দীন—কিন্তু সফল যে হয় না, তার কারণটা যে কি একবার ভেবে দেখতে চেষ্টা করেছ কি? সফলতার প্রধান অন্তরায় যে তোমরা। বুড়োদের না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তোমরা যা মনে মনে কর্ত্তব্য বলে জান, কাজের বেলায় যদি তা হতে বিরত হও, তা হলে সংশোধনের আর আশা রইল কোথায়? বিজ্ঞান যা করতে বলে, কাজের বেলায় ত তোমরা তা করনা। আমার মতটা ত আমার নিজের মনগড়া জিনিষ নয়। কলেজে আর ডাক্তারী বই পড়ে আমি যা শিখেছি, আমি কাজের বেলায় তাই করতে ইচ্ছা করি। রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগের আক্রমণ কিসে নিবারিত হয়, ডাক্তারদের পক্ষে সেইটাই বেশী দেখার কথা। আমি ত তাই করতে চাই ভাই মাখন! তোমরা এর জন্যে আমাকে ঠাট্টাই কর আর গালিই দ্যাও, আমি যা কর্ত্তব্য বলে জেনেছি, তা হ'তে কিছুতেই বিচলিত হব না, বলছি।

মাখন—আমি ভাই ও সব কথা বুঝি না, জানইত সূক্ষ্ম বিচার আমার বড় একটা আসেও না। তুমি যদি আমাকে বুঝাতে পার, তোমার মতে চল্‌লে উদরপূর্ত্তির অভাব হবে না, তা হলে ভাই দীন, ঠিক জেনো, এই মাখন তোমার সবচেয়ে গোঁড়া হয়ে দাঁড়াবে।

দীন—প্রথম প্রথম কষ্টত হবেই। কিন্তু মাখন, এমন দিন চিরকাল

থাকবে না। সত্যের জয় হবেই হবে। আজ তা হলে এই পর্য্যন্ত। বর্ম্মা হতে ফিরে এসে সত্যের মহিমা যে কি, কাজেকর্ম্মে আমি একদিন তা তোমাদের প্রত্যক্ষ করাব। এ আমি নিশ্চয় বলছি।

এই বলিয়া সে মাখনের নিকট বিদায় লইল।

৭০

তিনকড়িকে হত্যা করিয়া সরোজ বড় আশা করিয়াই নিতায়ের নিকট আসিয়াছিল। সেই নিতাইও যখন তাহাকে অতি নির্ম্মমভাবে একেলা ফেলিয়া চলিয়া গেল, সরোজ তখন কি করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া জীবন্মৃতাবস্থায় সে রাত্রির মত সেখানেই পড়িয়া রহিল। সকাল হইলে সে যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইতে পারিল। নিতাইয়ের বাসায় থাকা যে তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে, সে তখন তাহা বুঝিতে পারিল। একখানা গাড়ী করিয়া সে জোড়াগির্জ্জা অঞ্চলে গিয়া একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া, সেখানেই বাস করিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম বাড়ীর বাহির হইতে তাহার বড় একটা সাহসে কুলাইত না। কিন্তু যতই দিন যাইতেছিল, দুষ্ক্রিয়াজনিত মনের অশান্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। শেষে তাহার মনের অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল, যাহাতে বাড়ীর বাহির হইতে তাহার মনে আর কোনরূপ শঙ্কা বা দ্বিধাবোধ হইত না।

একদিন বিকালে, সার্কুলার রোড্ দিয়া যাইবার কালে, সে একটি অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে চারুশীলাকে ক্যাম্বেল-হাঁসপাতালে প্রবেশ করিতে দেখিল। সরোজ যখন স্কুলে পড়াশুনা করিত, চারুশীলার সহিত সে সময় তাহার জানাশুনা ছিল। দুষ্ট নিতাই যখন তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া, পাপপথে আনিতে চেষ্টা করে, চারু তখন তাহাকে কয়েকবার রক্ষাও করে।

কিন্তু নিতাইয়ের প্রতি সরোজের মন এত দূর আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, যে শেষে সে আর কোন মতেই আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। নিতাইয়ের জালে জড়াইয়া পড়ার পর, সরোজ আর চারুশীলার সঙ্গে দেখা করিতে সাহস করে নাই।

চারুশীলাকে একজন অপরিচিত যুবকের সহিত যাইতে দেখিয়া, সরোজের মনে বিস্ময় ও ভয় উভয়েরই উদয় হইল। অকৃত্রিম বন্ধুর উপদেশ উপেক্ষা করিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া, সেই বন্ধুর নিকট মুখ দেখাইতে কাহার মনেই বা ভয় না হয়?

ভয় হওয়া সত্ত্বেও হাঁসপাতাল হইতে তাহাদের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় সরোজ রাস্তার ফুটপাথের একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন সন্ধ্যা হইতে বেশী বিলম্ব ছিল না। অস্তগামী সূর্য্যের ছটা ক্রমশঃ ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। দূরের লোকের মুখ ঠিক চিনিয়া ওঠা যায় না।

কিছুক্ষণ পর চারুশীলা ও তাহার সঙ্গের যুবকটি হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া হ্যারিসন রোডের দিকে চলিতে লাগিল। ইহারা যেরূপ সহজভাবে গল্প করিতে করিতে পথ চলিতেছিল, তাহাতে সরোজের মনে এই সন্দেহ হইল যে যুবকটি সম্ভবতঃ চারুর প্রণয়প্রার্থী। এ ব্যক্তিটি যে কে, তাহা জানিবার জন্য তখন তাহার মনে অতিশয় কৌতূহল জন্মিল।

চারুশীলাকে হ্যারিসন্ রোডের ট্রামে উঠাইয়া দিয়া, যুবকটি ধর্ম্মতলার ট্রামে উঠিল। সরোজও সেই ট্রামে উঠিয়া পড়িল। যুবকটি কালিঘাটের টিকেট লইল; সরোজও তাহাই করিল। যুবকটি ভবানীপুরে নামিয়া রসময়বাবুর বাড়ীর দিকে চলিল। সরোজও দূরে দূরে থাকিয়া, তাহার অনুসরণ করিল। যুবক রসময়বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সরোজ রসময়বাবুর বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দরজায় দীনর নামের একখানা সাইনবোর্ড

আছে দেখিল। এই যুবকই যে দীনডাক্তার, সরোজের মনে সেইরূপ সন্দেহ হইল। সেখান হইতে ফিরিবার সময় সরোজ মনে মনে কহিল— চারু যদি ইহাঁকেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, তবে সে যে ভালই করিয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

তিনকড়িকে হত্যা করার পর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। তিনকড়ির হত্যার সব গোল থামিয়া গিয়াছে। ধরাপড়ার ভয় যখন আর ছিল না তখন সরোজের একাকিনী এইভাবে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। তখন নিতাইকে খুঁজিয়া বাহির করা যেন তাহার একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইল। নিতাইকে না হইলে যেন আর তাহার কিছুতেই চলে না। সরোজ যদিচ মনে মনে জানে বটে যে, নিতাই তাহাকে যথার্থ ভালবাসে না, তথাপি নিতাইয়ের প্রতি তাহার কেমন একজাতীয় মোহ ছিল, যাহাতে সে তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

নিতাই তাহার সহিত শেষকালে ভাল ব্যবহার করে নাই, সে কথা সত্য, কিন্তু সে তিনকড়ির ভয়ে। এখন সে ভয় যখন আর নাই, সম্ভবতঃ নিতাই আর তাহাকে অনাদর করিবে না।

এইরূপ ভাবিয়া সে নিতাইকে নানা দেশে, নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইল। কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। একদিন সহসা তাহার মনে হইল—নিতাই হয়ত প্রাণের ভয়ে বর্ম্মায় পলাইয়া থাকিবে। যেমনি একথা মনে হওয়া, অমনি সে বর্ম্মাভিমুখে যাত্রা করিল। রেঙ্গুনে কয়েক মাস থাকিয়া, তাহার সন্ধান না করিতে পারিয়া, অবশেষে মান্দালয়ে উপস্থিত হইল।

মান্দালয়ে কয়েক দিন থাকার পর, একদিন দৈবক্রমে সে নিতাইকে দেখিতে পাইল। একদিন বিকালে সরোজ মান্দালয়ের রাজপথ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় একটি লোক পিছন হইতে হন্ হন্ করিয়া আসিয়া তাহাকে

অতিক্রম করিয়া গেল। সরোজ যদি চ তাহার মুখ দেখে নাই, তথাপি তাহার চেহারা, চলার রকম দেখিয়া সন্দেহ করিল, এ নিতাই না হইয়া আর যায় না। সে দ্রুতপাদবিক্ষেপে তাহার অনুসরণ করিল। নিতাই তাহার বাসার সদর দরজায় গিয়া যেই দরজাটি খুলিবার উপক্রম করিয়াছে, অমনি পিছন হইতে সরোজ তাহাকে "নিতাই" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল; নিতাই পিছনের দিকে না চাহিয়া, বাম হস্ত দ্বারা তাহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দরজাটি খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর সরোজের হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

নিতাই কহিল—সরোজ! সাবধান, তুমি যেন আর আমাকে এখানে নিতাই বলে ডেকো না।

সরোজ—তাই ত, আমার ভারী ভুল হয়েছে। কি বলে ডাকব?

নিতাই—সতীশ বলে ডেকো। আচ্ছা, আমি যে এখানে, তা তুমি জানলে কি ক'রে?

সরোজ—আমি কি তোমাকে খুঁজতে কোথাও বাকি রেখেছি?

সরোজ নিতাইয়ের কাছে যে ব্যবহার আশা করিয়াছিল, কাজে তাহার কোন লক্ষণই দেখিতে পাইল না। নিতাই কোন রকম আগ্রহ বা উৎসাহ দেখাইল না। সে শুধু আপনারই কথা লইয়া ব্যস্ত থাকিল, সরোজের সুবিধা-অসুবিধাসম্বন্ধে কোন কথাই কহিল না।

নিতাইয়ের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়, সরোজ বুঝিতে পারিল, এক সময়ে নিতাইয়ের মনের উপর তাহার যে অধিকারটি ছিল, এখন তাহার তিলার্দ্ধও অবশিষ্ট নাই। তখন নিতাই যে কেন মান্দালয়ে আছে এবং এখানে কি আশা অবলম্বন করিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সরোজের মনে বিশেষ কৌতূহল জন্মিল। এই কারণে সে প্রতিদিনই

নিতাইয়ের বাসায় আসিতে লাগিল। নিতাই যে এখানে কেন আছে, সে রহস্য কয়েক দিনের মধ্যেই সরোজের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল।

একদিন সরোজ কহিল—নিতাই, না, না সতীশ বাবু, তুমি কি মনে কর, এত ক'রে যখন তোমার সন্ধান পেয়েছি, তখন কি তোমাকে সহজে ছেড়ে যেতে পারি ?

নিতাই—আমি ত তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা কোন দিন বলিনি ; আমি একা ছিলাম, তুমি আসাতে আমার একটা মস্ত সহায় জুটেছে। তুমি যদি কোন এক বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর, তাতে তোমারও দুপয়সা হবার সম্ভব, আর আমারও বিশেষ লাভ হবার কথা।

সরোজ—বিষয়টা কি শুনি একবার ; সুখলতার সঙ্গে তোমার বিয়ের ঘটকালী করা ? না, না নিতাই, ও কাজ আমাকে দিয়ে হ'বে না, কিছুতেই হবে না।

নিতাই—বেশ, যা ভাল বিবেচনা হয়, কর। কিন্তু সরোজ ভেবে দেখ একবার, আমি যে আজ দেশছাড়া—এ কার জন্যে ? তুমি যদি আমার ছুরী দিয়ে তিনকড়িকে খুন না করতে, তা হলে কি আজ আমার এই দশা হয় ? তুমি আমার যে অনিষ্ট করেছ, তার কিছু প্রতিকার তোমার সাধ্যে ছিল, তুমি তা করলে না। তবে তাই হোক্। আমি তোমার সাহায্য না নিয়েও সুখলতাকে পাবার চেষ্টা কর্‌ব। তুমি যদি সহায় হোতে, কাজটা অনায়াসে সম্ভব হোতো—এই যা।

সরোজ—নিতাই, এ তোমার ভারী অন্যায়। আমার দোষের সুবিধা নিয়ে তুমি যখন তখন আমাকে দিয়ে তোমার কাজ উদ্ধারের চেষ্টা কর কেন, বল ত ?

নিতাই—এতে শুধু যে আমারই ভাল হবে, তা ত নয়—তোমারও দুপয়সা হবার সম্ভব। সুখলতার দাদামশায়ের হাতে অনেক টাকা আছে। সে

গুলো ত শেষে আমাদের হাতে এসেই পড়বে। আরও দেখ, চেষ্টা ক'রে যদি কোন ফল না হয়, তাতেও ত আমাদের কোন ক্ষতি হবার কথা নয়।

সরোজ—আচ্ছা, সুখলতা যে তোমাকে একটু বিশেষভাবে দেখে, তার প্রমাণ কিছু পেয়েছ ?

নিতাই—আমি ওদের বাড়ী প্রায়ই যেতেম। আমি দেখেছি, আমার যাওয়াটা ও ভারী পছন্দ করত। বেশ গলাটি ওর। আমার কাছে দুএকটা গানও শিখেছে। ললিত নামে একটা লোক ওদের বাড়ীতে আসে, সুখলতা কিন্তু তা মোটে পছন্দ করে না। এই লোকটার সঙ্গে সুখলতার বিয়ের কথা চল্‌ছে বটে, কিন্তু সুখলতা কিছুতেই ললিতকে বিয়ে করবে না।

সরোজ—তা হোলে, তুমি আগে যেমন তাদের ওখানে যাওয়া আসা করতে, এখন তা কর না কেন ?

নিতাই—তার উপায় থাক্‌লে কি আমি তোমার স্মরণ নি। এখানে একটা লোক আছে, সে সুখলতাকে নিজের মেয়ের চেয়েও ভালবাসে। সে লোকটা, জানিনা কি ক'রে আমার সমস্ত কীর্ত্তিকলাপ টের পেয়েছে। সে আমাকে শাসিয়ে রেখেছে, যদি আমি কোনকালে সুখলতাদের বাড়ী যাই, সে তখনি পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিবে। তারই ভয়েই ত আমি ওদিকে যেতে পাচ্ছি না।

সরোজ—তা হোলে, ভাবনার কারণ যথেষ্টই আছে বটে।

নিতাই—ভাবনার কারণ যে শুধু একলা আমার আছে, তা নয় তোমারও নিতান্ত কম ভাবনার কারণ আছে বলে মনে হয় না। তোমার কীর্ত্তিকলাপও সে লোকটা না জানে, এমন নয়। কলকাতার পুলিশ আমাদের যতটা না জানে, এ লোকটা তার চেয়ে ঢের বেশী চিনেছে। লোকটা অবিশ্যি তোমাকে চোকে দেখেনি বটে, কিন্তু আমাদের দুজনকে একসঙ্গে যদি সে একবার দেখে, তা হলে, তুমি যে কে, তা জানতে তার এক দিন বিলম্ব না হবারই কথা।

ভয়ে সরোজের মুখ শুকাইয়া গেল। সে অনেকক্ষণ কোন কথাই কহিতে পারিল না। মাটির দিকে মুখ করিয়া সে কিছুক্ষণ ভাবিল, তাহার পর কহিল—তা হোলে, তুমি এখন আমাকে কি করতে বল ?

নিতাই—সুখলতার সঙ্গে যদি কোন প্রকারে বিয়েটা ঘটে, তবেই রক্ষা, তা না হোলে আমাদের পরিত্রাণের আর কোন উপায়ই নাই। তুমি এক কাজ কর; সুখলতার সঙ্গে কোন প্রকারে আলাপ পরিচয় কর। সে প্রতিদিন 'বিকালে বেড়াতে বেরোয়, তুমিও ঠিক সেই সময়টিতে বেড়াতে যেয়ো। দুই এক দিনের মধ্যেই নিশ্চয় আলাপ হবে। যদি সে তোমার পরিচয় সুধায়, বলো যে, সম্প্রতি তোমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে; সংসারে এক ভাই ছাড়া তোমার নিজের বল্‌তে আর কেউ নাই। ভাইটি ভামোতে থাকে। তুমি তার কাছে যাবার জন্যে বর্ম্মায় এসেছ। শরীরটা তেমন ভাল না থাকায়, দুদিন এখানে অপেক্ষা কচ্ছ।

সরোজ—তা যেন হোল, তারপর ?

নিতাই—তার পর, কথায় কথায় একদিন আমার কথা তুলো। সম্প্রতি মান্দালয় ছেড়ে তার আর কোথাও যাবার সম্ভাবনা আছে কিনা, সেটাও জেনে নিয়ো।

সরোজ—তাতে তোমার কি লাভ ?

নিতাই—লাভ এই যে, আমার বিষয়ে সব কথা টের পেয়ে থাকে যদি, তা হোলে তাকে পেতে হোলে, আমাকে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। আর যদি সে আমার বিষয়ে কোন কথা না শুনে থাকে, তা হলে মান্দালয় ছেড়ে সে যদি আর কোথায় যায়, সেখানে গিয়ে আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি।

সরোজ—"আর একবার" বল্‌ছ যে ? তা হলে ইতিপূর্ব্বে চেষ্টা করে

দেখা হয়েছে বুঝি? এ খুব নতুন কথা বটে, নিতাই বাবু চেষ্টা করে কৃত-কার্য্য হোতে পারেন নি!

নিতাই—সুখলতা শুধু এতটুকু জানে যে আমি তাকে ভালবাসি।

সরোজ—"ভালবাসি" এ কথা নিতাই তোমার মুখে শোভা পায় না! অমন ভালবাসার কথা তুমি কত বারই না বলেছ? তোমার কথায় ভুলে আমি নিজে মজেছি, আর একজনকে মজিয়েছি। নিতাই, তুমি আবার আমাকে সেই পাপই করতে বলছ? আমায় ক্ষমা কর নিতাই, আমার পাপের ভার আর বাড়িয়ে তুলো না।

নিতাই—বেশ ত, যা ভাল মনে হয় তাই কর। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার আমার পক্ষে যা মঙ্গল বলে মনে হয়, আমি শুধু তোমাকে সেই কথাই বলেছি।

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া, সরোজ কহিল—সুখলতাদের বাড়ীটা কোন্ দিকে বল, দেখি একবার কতদূর কি করতে পারি।

নিতাই সুখলতার বাড়ীর ঠিকানাটা লিখিয়া দিল। সরোজ তাহা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরোজ যখন স্বীকার করিয়াছে, তখন সুখলতা নিশ্চয় তাহারই হইবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতাই মনের মধ্যে বিশেষ আনন্দবোধ করিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নিতাইয়ের আনন্দ করিবার কোনই কারণ ছিল না।

পথে বাহির হইয়া, সরোজ মনে মনে ভাবিল—নিতাই যে তাকে দেখিতে পারে না, তাহার প্রমাণ সে অনেকবার পাইয়াছে। সে যে কত বড় নিষ্ঠুর, কি ভয়ানক পাষণ্ড, তাহা জানিতে আর বাকি নাই। সুখলতাকে যেমন করিয়াই হোক্, সে এই নৃশংসের হাত হইতে রক্ষা করিবে। ইহার জন্য যদি তাহার পূর্ব্বেকার কীর্ত্তি-কলাপ প্রকাশ করিতে হয়, তাহাতেও সে বিরত হইবে না, ইহাতে তাহার ভাগ্যে যত বড় দুর্গতিই ঘটুক না কেন।

৭২

এই ঘটনার পর একমাস অতীত হইয়াছে। সুখলতার সঙ্গে সরোজের পরিচয় ঘটিয়াছে। সরোজের ব্যবহারে সুখলতা তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

একদিন সুখলতার সহিত দেখা করিয়া সরোজ নিতাইয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। সরোজকে আসিতে দেখিয়া নিতাই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি সরোজ? খবর কি? সুখলতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

সরোজ—শুধু পরিচয় নয় বিশেষ আলাপ, হয়েছে; বেশ মেয়ে এই সুখলতা; কিন্তু নিতাই এ তোমার বৃথা চেষ্টা হচ্ছে। এতদিন সুখলতার বাড়ী যাচ্ছি, কই সে ত ভুলেও একদিনও তোমার নাম করলে না? আমার বিশ্বাস সুখলতা অপর কাউকে ভালবাসে। তোমার কোন আশা নাই, এ কথা জোর ক'রেই বলতে পারি।

নিতাই—আচ্ছা, সে কি তোমাকে কখনও গান গেয়ে শুনিয়েছে?

সরোজ—না।

নিতাই—এই দিন যখন যাবে, ওকে গান গেতে বলো দেখি, তা হলেই ওর মুখে আমার নাম শুনতে পাবে।

সরোজ তাহার কথায় সম্মতি জানাইয়া সেদিনকার মত চলিয়া গেল।

কয়েক দিন পরে সরোজ সুখলতাদের বাড়ী গিয়া দেখিল, তাহাদের বসিবার ঘরের টেবিলের উপর একখানি বই আছে। বইখানি হাতে করিয়া খুলিবা মাত্র উৎসর্গ পত্রখানি বাহির হইয়া পড়িল। সরোজ দেখিতে পাইল, বইখানি দীননাথ চৌধুরীর নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া সরোজ সুখলতাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি এই দীননাথ চৌধুরীকে জানেন নাকি?

সুখলতা—হাঁ একটু একটু জানি বৈ কি। আপনি এঁকে জানেন কি ক'রে ?

সরোজ—আমি যে দীন বাবুকে মনে কচ্ছি, ইনি তিনি কিনা ঠিক জানি না। কিন্তু দীননাথ চৌধুরী নামে এক ডাক্তারের সঙ্গে আমার এক বন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে, বোধ হয় ওদের বিবাহ হবে।

উৎকণ্ঠাভরে সুখলতা কহিল—আপনার বন্ধুর কি নাম ?

সরোজ—চারুশীলা।

বিস্মিত হইয়া সুখলতা কহিল— কে ? চারুশীলা ?

সরোজ—আপনি চারুকে চিনেন দেখ্ছি। সুখলতা কোন কথা কহিল না। তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া সে সেই স্থান হইতে উঠিয়া গেল এবং অল্পকাল মধ্যেই একখানি ফটো আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

সরোজ সমস্ত ফটোখানির উপর একবার তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া লইয়া ছবিখানির ঠিক মধ্যখানে যে ব্যক্তি বসিয়াছিল তাহার প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া সুখলতার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল। কেহই কোন কথা কহিল না। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেলে সুখলতা কহিল—আচ্ছা, এর মধ্যে উনি আছেন কিনা বলুন ত ?

সরোজ কোন কথা না কহিয়া, দীনর ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। সুখলতার গোপন কথাটি ব্যক্ত হইয়া পড়িল। যে রহস্য এক মন্মথ বাবু ব্যতীত আর কেহ জানিত না, আজ সরোজের নিকট তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

সরোজ কহিল—দেখুন, আমি কথাটা আপনাকে বলে ভাল করিনি। আগে জানলে কখনই বলতেম না। ক্ষমা করবেন আপনি আমাকে ?

সুখলতা—আপনি কি অপরাধ করেছেন যে, আমি ক্ষমা করতে যাব ?

এই বলিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল—আচ্ছা, আপনি কি ওঁদের একত্র বেড়াতে দেখেছেন ?

সরোজ—ওসব কথায় আর আবশ্যক কি ? একদিনের পক্ষে আমার দ্বারা যথেষ্ট অনিষ্ট হয়েছে। আর আবশ্যক কি ?

সুখলতা—না, না; আপনি ওঁর সম্বন্ধে যা জানেন, আমাকে বলুন; ওঁর কথা শুনতে আমার খুবই ভাল লাগে। ওঁদের দুজনের খুবই ভালবাসা বুঝি ?

দুজনকে এক সঙ্গে দেখেছি; ভালবাসা আছে কিনা, জোর করে' বলি কি ক'রে ? তবে চারু যেমন সুন্দরী ও বিদুষী তাতে ভালবাসা কিছু অসম্ভব নয় ?

সুখলতা—খুবই সুন্দরী বুঝি ? আচ্ছা, তিনি এই গ্রন্থকারের ভগ্নি কিনা বলতে পারেন ?

সরোজ—তা জানি না; তবে চারুর একটি ভাই আছে শুনেছি।

সুখলতা—সম্ভবত ইনিই তিনি। চলুন একটু বেড়িয়ে আসা যাক; ঘর আর ভাল লাগে না।

সরোজ—সেই ভাল। একটু বেড়ালে আপনার মনটা কতকটা শান্ত হওয়া সম্ভব। আপনাকে কষ্ট দিয়েছি বলে আমার এত দুঃখ হচ্ছে! একটা কথা কিন্তু আপনাকে বলা আবশ্যক, মনে করি; আপনাকে আমি যা বলেছি, তা যে একেবারে সত্যি,—মিথ্যে হতে পারে না—এমন মনে করা আপনার উচিত নয়। আমার ভুল হওয়া ত অসম্ভব নয়।

একটু হাসিয়া, সুখলতা কহিল—ভুল হওয়া সম্ভব বৈ কি। কিন্তু আপনি যে আমাকে পূর্ব্ব হোতে প্রস্তুত করলেন, সে জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। থাক্, ওসব বিষয়ে আমাদের ভাববার কোন দরকার নাই।

সুখলতা মুখে বলিল বটে, ভাবিবার দরকার নাই, কিন্তু কাজে তাহা করিয়া উঠিতে পারিল না। সে যখনি একেলা তাহার ঘরটিতে বসিয়া থাকে,

তখনই সে মনে মনে কেবলই দীনর কথাই আলোচনা করে। সরোজের সঙ্গে যখনই দেখা হয়, দীনর বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথা কহিতেই পারে না। দীনর প্রতি সুখলতার অকৃত্রিম প্রেমের কথা চিন্তা করিয়া সরোজ তাহার মনের মধ্যে এক প্রকার অশান্তি অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিত না। দীনর আশায় সুখলতা ত নিশ্চিন্ত মনে, সুখে কাল কাটাইতেছিল, মাঝে হইতে সে আসিয়া তাহার সুখস্বপ্নটি একেবারে ভাঙ্গিয়া দিল। যদিচ সরোজ দীন ও চারুর একত্র ভ্রমণ ব্যাপারটা তেমন কিছু নয় বলিয়া, সুখলতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা কোন কাজেই লাগে নাই। সুখলতার মনে প্রথম ধারণাটাই প্রবল হইয়া রহিয়া গেল। ভবিষ্যতের সুখের আশা ত্যাগ করিয়া, সে অতীতের সুখের স্মৃতিটুকু মাত্র আশ্রয় করিয়া, অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল।

সরোজের মুখে নিতাই যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে তাহার আশা করিবার কোনই কারণ ছিল না, তথাপি সে তখনও সুখলতার আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। সরোজ যে তাহার পক্ষে কিছুই করিতে পারিতেছে না, নিতাই তাহা একেবারেই বুঝিতে পারিল না। সরোজের শক্তির উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস। নিতাই মনে ভাবিল, সরোজ যখন তাহার সহায়, তখন তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির আর কোনই সন্দেহ নাই।

৭৩

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর "মালদহ"-জাহাজ রেঙ্গুনের যাত্রী লইয়া কয়লাঘাট হইতে ছাড়িয়া দিল। দীন জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া কলিকাতার পরিচিত দৃশ্যগুলি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছিল। এ সময় তাহার মনের ভাবটি, যিনি দেশ ছাড়িয়া, জন্ম-ভূমি ছাড়িয়া, প্রিয়জন ছাড়িয়া কখনও দূর বিদেশে গিয়াছেন, তিনিই ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দেশ যে কি জিনিষ, যাহাদের প্রতিদিন দেখা যায়, তাহারা মনের অজ্ঞাতসারে কতখানি

হৃদয় অধিকার করিয়া বসে, ইহা মানুষ বিচ্ছেদের সময় যতটা বুঝিতে পারে, এমন অন্য সময় নহে।

যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই কার্য্যোপলক্ষে বর্ম্মায় যাইতেছে ; তাহারা কবে ফিরিবে তাহা জানে না, হয়ত তাহাদের কেহ কেহ জন্মের মত সে'খানেই থাকিয়া যাইবে। কতকগুলী যাত্রী বর্ম্মায় ভ্রমণ ও তথায় নূতন দৃশ্য দেখিবার জন্য যাইতেছে। ইহাদের প্রবাসস্থিতি অনিশ্চিৎ হইলেও খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার কথা নহে। এই দুই শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে দীন যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা ঠিক বলা যায় না। সে নিজেও তাহা জানে না। ঘটনা-চক্র এমন দাঁড়াইতে পারে, দেশের সহিত হয়ত তাহার সম্বন্ধ আজ হইতে শেষ হইয়া গেল। আবার ইহাও অসম্ভব নয়, হয়ত অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে স্বদেশে ফিরিতে বাধ্য হইতে হইবে। তাহার যাত্রার ফলাফলের কথা এ সময় তাহার মনে হইতেছিল না ; এখন শুধু স্বদেশের প্রিয়-স্মৃতি তাহার হৃদয়কে একবারে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাহার জীবন একটা মহা পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থানে আসিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া সেই কথাটি তাহার মনের মধ্যে উদিত হইতেছে।

উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরের দৃশ্যাবলি দীনর নিতান্ত অপরিচিত নয়। সে কতবার ষ্টিমার করিয়া এতদূর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া গিয়াছে। ইহার পর সবই তাহার নিকট নূতন ও অপরিচিত। যতক্ষণ দিনের আলো ছিল, দীন ডেকের উপর দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিয়া কাটাইল। রাত্রি হইলে সে তাহার নিজের কেবিনে গিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ভোরের বেলায় জাহাজ সাগর-সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন আর স্থল দেখা যায় না। চারিদিকে যেন নীল জল, নীল আকাশের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে যাহারা ইহার পূর্ব্বে সাগর দেখে নাই, তাহারা সমুদ্র দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

সমুদ্র দেখিবার সুযোগ দীনর ভাগ্যে ইতিপূর্ব্বে কখন ঘটে নাই। সাগর দেখিবার জন্য সেও উৎসুক হইয়া কেবিনের বাহিরে আসিল এবং এক-খানা ডেক্ চেয়ারে বসিয়া রহিল।

দীন দেখিতে পাইল যাত্রীরা ১০।১৫ জন মিলিয়া এক একটা দল বাঁধিয়া ডেকের উপর বসিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছে। কথাপ্রসঙ্গে সি-সিক্নেসের কথা উঠিল। তখন সমুদ্র খুবই শান্ত ছিল। তরঙ্গের আন্দোলনে জাহাজের দোলনের অল্পই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সমুদ্রকেত বিশ্বাস নাই—সহসা তুফান উঠা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ দোলন-কষ্ট ও বমন নিবারণের জন্য বেশ করিয়া, উদর পূরিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। ইহাদের বিশ্বাস সি-সিক্নেস্ নিবারণের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায়! কেহ কেহ আবার কিছুই খাইল না, কেন না, খাইলে বমির কষ্ট বেশী হইতে পারে। দুই একটি সাহেব ও বাঙ্গালী বাবু পাকে পাকে কেবিনে ঢুকিয়া মদ খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, সি-সিক্নেসের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। একজন যাত্রী তাহার পকেট হইতে একটা শিশি বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে বটিকা বাহির করিয়া নিজে খাইল এবং আরও পাঁচজনকে খাইতে দিল।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বিরক্তি বোধ হওয়ায়, দীন যাত্রীরা কে কি করিতেছে দেখিবার জন্য ডেকের উপর পায়চারী করিতে লাগিল।

কতকগুলি পশ্চিম দেশীয় যাত্রী দল বাঁধিয়া এক স্থানে বসিয়া আছে; তাহাদের মধ্যে একজন সুর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতেছে, অপর সকলে ভক্তিভরে শ্রবণ করিতেছে। ইহাদের কিছু দূরে কয়েক জন শীখ দল বাঁধিয়া গুরু নানকের গ্রন্থ-পাঠ শুনিতেছে। ডেকের আর একটি স্থানে কয়েক জন মাড়োয়ারী ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা কহিতেছে। কয়েকটি

ইংরাজ ও বাঙ্গালী ডেকের উপর চেয়ারে বসিয়া একমনে উপন্যাস অথবা মাসিক পত্র পড়িতেছেন।

ইহাদের এই আচরণ দীনর চক্ষে খুবই বিস্ময়কর বোধ হইল। ইঁহারা প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন ও তাহার রসভোগ হইতে ইচ্ছা করিয়াই নিজেদের বঞ্চিত করিতেছে!

দ্বিতীয় দিনে একটি ইংরাজ সহযাত্রীর সঙ্গে দীনর একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। ইংরাজটি আমেরিকান্ মিশনারী, রেঙ্গুনে বাস করেন। দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলেন, এখন রেঙ্গুনে ফিরিয়া যাইতেছেন। দীন ইঁহাকে রাত্রি ভিন্ন অন্য সময়ে বড় একটা কেবিনে থাকিতে দেখে নাই—প্রায় সমস্ত দিনটা ইনি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে থাকিয়া কাটাইয়া দিতেন। দীনর সহিত আলাপ পরিচয় হইলে পর, মিশনারীটি কহিলেন—আমি যত দিন জাহাজে থাকি, এই তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীদের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় কাটাই।

দীন—উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গ ত্যাগ করে' এদের সঙ্গ আপনার ভাল লাগে কিসের জন্যে?

মিশনারী—ভাল লাগে, তার কারণ—এখানে মানুষকে তার সরল সহজ ভাবে দেখতে পাই বলে। উচ্চ শ্রেণী লোকদের ভাবভঙ্গী, আচার ব্যবহার, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে এতটা কৃত্রিমতা প্রবেশ করেছে যে, ঠিক মানুষটি যে কোথায়, তা খুঁজেই পাওয়া যায় না। এদের সে বালাই নাই। এরা যদি চ কতকগুলা বই পড়ে পণ্ডিত হয় নি, তথাপি ওরা কম জ্ঞানী মনে করবেন না। পুস্তকের বাইরে যে একটা বিশাল প্রকৃতি আছে, এরা সেখান হোতে জ্ঞান অর্জ্জন করে।

দীন—আপনি যাদের এত প্রশংসা কচ্ছেন, আমার কি মনে হয় জানেন—এরা চোক থেকেও কাণা। এই যে পলকে পলক বিশ্বের চারিধারে নিয়ত বিচিত্র দৃশ্য প্রকাশ পাচ্ছে—এরা সে সবের পানে একবারও ফিরে চায় না।

মিশনারী—আপনি এদের অন্যায় দোষ দিচ্ছেন। এদের সঙ্গে যদি আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকত, যদি বাহিরের দেখাতে সন্তুষ্ট না থেকে, এদের ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করতেন, তা হলে, অপনি কখন এমন কথা বলতে পারতেন না। এদের যেমন ক্ষমতা ও সাধ্য, তদনুসারে পর্য্যবেক্ষণ-অভ্যাস যে এদের নাই এমন মনে করবেন না। এদের প্রশ্ন করুন, দেখবেন—এই সমুদ্রে দর্শনযোগ্য যা কিছু ঘটেছে, ওরা যে তা লক্ষ্য না করেছে, এমন নয়। অথচ ডাঙ্গায় থাকবার সময় মাদল বাজিয়ে ওরা যেমন গান গেতো, রামায়ণ শুনত, গল্প গুজব করত, এখানেও সে সবের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নি।

দীন—আচ্ছা, ওই যে শিক্ষিত ভদ্রলোকগুলি শুধু বসে বসে নভেল আর ম্যাগাজিন্ পড়ছেন, কোন দিকে একবারও ফিরে চাচ্ছেন না, এঁদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

মিশনারী—এঁদের আমি একবারে বাদ দিতে চাই। সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর দিয়ে জানবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস এঁদের বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। হাতের কাছে যে জিনিসটা আছে, সেটাকে জানবার জন্যে এঁদের বইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে হয়। এটা কি ভয়ানক বদাভ্যাস বলুন ত? বর্ত্তমান কালে লোকের বিশ্বাস কি জানেন? যে যত পড়ে, সে যেন তত জ্ঞানী। সমস্ত জ্ঞানটা যেন বইয়ের মধ্যেই আটকান আছে।

শিক্ষার পক্ষে বই পড়াটা যে একটা সুবিধাজনক সহায়, সে কথা ঠিক। কিন্তু শুধু বইয়ের উপর নির্ভর করলে, মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিকে অলস করে' তোলা হয়—মনের স্বাভাবিক শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

দীন—জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যে বই পড়া আবশ্যক বটে, কিন্তু বই পড়ারও ত একটা সময় অসময় আছে। এমন প্রাকৃতিক দৃশ্যটা যারা চোকে না দেখে, শুধু বই কি ম্যাগাজিন পড়ে কাটাচ্ছে, তাদের মত দুর্ভাগা আর কে আছে?

আচ্ছা, আপনি এ কথা স্বীকার করেন কিনা—৫০ বৎসর আগে, লোকের যতটা বই-পড়া অভ্যাস ছিল, এখন তা অনেক বেড়েছে ?

মিশনারী—নিশ্চয় স্বীকার করি। লোকে এখন যে কষ্ট করে' ভাবতে একবারেই নারাজ। গায়ের পোষাকটি যেমন সদ্য-তৈরী কিন্‌তে পাওয়া যায়, ভাবগুলিও যদি কষ্ট না করে' তেমনি সহজে পাওয়া যায়, তা হলে লোকে যতটা তৃপ্তিবোধ করে, এমন আর কিছুতে নয়। অপরের ভাবটি যতক্ষণ যুক্তির সাহায্যে ও পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করা যায়, ততক্ষণ তাহার দ্বারা কোনই ফল হয় না।

দীন—সাহিত্য ও কাব্য আমি যে বেশী পড়েছি, তা নয়; তথাপি আমার মনে হয়—আজকালকার আধুনিক কবিদের কবিতার কি ভাব, অনেক সময় বুঝে উঠা যায় না।

মিশনারী—তা বোলে, সে সব কবিতায় যে ভাব নাই, মনে করবেন না। ভাব আছে বৈকি, তবে তা ধার-করা ভাব; কবি নিজে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন নি—তাই এত দুর্ব্বোধ ঠেকে।

দীন—কিন্তু আমাদের দেশে যিনি এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাঁর লেখাও অনেকে দুর্ব্বোধ্য বলে। সাপ্তাহিক ও মাসিকে মধ্যে মধ্যে তাঁকে ব্যঙ্গ করে লেখা বাহির হয়।

মিশনারী—সেটা কবির অপরাধ নয়, পাঠকদের অপরাধ। আজকালকার পাঠকশ্রেণী হয়েছেন কেমন জানেন? তাঁরা চিন্তা করতে হয় অক্ষম, নয় নারাজ। তাঁরা চান্—লেখাটা হবে জলের মত স্বচ্ছ—বুঝতে কোন বেগ পেতে না হয়। নিজের কল্পনাকে খাটিয়ে কিছু বুঝতে চেষ্টা করতে তাঁরা একবারেই রাজী নন্। কোন একটা কবিতা বা লেখা বুঝতে হোলে যদি কল্পনার সাহায্য আবশ্যক করলে, অমনি তাঁরা বলে বসেন—লেখাটা কিছুই হয়নি, এতে বস্তুতন্ত্রতার একবারেই অভাব।

বলা বাহুল্য, প্রতিভাবান কবি পাঠকের মতামত গ্রাহ্যই করেন না। তিনি ভাবের প্রেরণায় লিখে যান, যাঁরা ভাবুক তাঁরা পড়ে রস পান ও আনন্দ উপভোগ করেন।

এই বৃদ্ধ মিশনারীটির সঙ্গে দীনর অল্প সময়ের মধ্যে এত বন্ধুত্ব জন্মিল যে, যে কয়দিন তাহারা জাহাজে ছিল, প্রায় সব সময় এক সঙ্গেই থাকিত। মিশনারীটি বয়োবৃদ্ধ হইলেও তাঁহার মতামতগুলি "সেকেলে" নয়। দীন চিকিৎসাপ্রণালীর সংস্কার করিতে চায় শুনিয়া, দীনর প্রতি তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং দীনকে এ বিষয়ে বিস্তর উপদেশ দিলেন। এই বৃদ্ধের প্রতি দীনর একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছিল। রেঙ্গুনে পৌঁছিয়া যখন তাহাদের ছাড়াছাড়ী হইল, দীন সে সময় মনের মধ্যে একবার কষ্ট অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না।

দীনর নিকট বিদায় লইবার সময়, দীনর হাতে একখণ্ড কাগজ দিয়া মিশনারীটি কহিলেন—ডাক্তার চৌধুরী, সময় পাও যদি এইটা একবার পড়ে দেখো। চিকিৎসাপ্রণালীর সংস্কারসম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে, আমার মনে যে সব প্রশ্ন ওঠে, সেগুলি এতে লিপিবদ্ধ করেছি। তোমার সঙ্গে আর যে দেখা হবে, তার আশা অল্পই। আসি তবে, নমস্কার।

এই বলিয়া দীনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধ যুবার মত দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন।

রেঙ্গুনে একদিন বিশ্রাম করিয়া, পরের দিন, দীন মান্দালয় যাত্রা করিল। প্রায় একদিন রেলগাড়ীতে কাটাইয়া, সে শেষে মান্দালয়ে পৌঁছিল। মান্দালয়ে তাহার বিশেষ আপনার লোক কেহ ছিল না, এইজন্য সে একটা হোটেলে গিয়া আশ্রয় লইল।

আহারান্তে পথশ্রম দূর করিবার জন্য সে শয্যায় শয়ন করিল, কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। বর্ম্মায় যখন সে প্রথম পদার্পণ করে, সেই হইতে

সুখলতার চিন্তা তাহার মনকে একবারে অধিকার করিয়াছে। রেঙ্গুন হইতে যাত্রা করার পর, গাড়ী যতই মান্দালয়ের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, সুখলতাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহার মনে ততই বলবতী হইল। সুখলতার সঙ্গে দেখা করা কর্ত্তব্য কিনা, সে কথা ভুলিয়াও একবার তাহার মনে হয় নাই। কিন্তু এখন যখন তাহার ও সুখলতার মধ্যে আর ব্যবধান নাই—সে ইচ্ছা করিলে, এই দণ্ডে তাহাকে দেখিতে পারে—তখন আর তাহার পূর্ব্বের ইচ্ছা থাকিতে দেখা গেল না। তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তখন তাহার কেবলই মনে হইতেছিল—মান্দালয়ে আসিয়া সে ভাল করে নাই। যাহাকে পাইবার আশা নাই, তাহাকে দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়া মনের অশান্তি বৃদ্ধি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যে মায়াপাশ সে একরূপ ছিন্ন করিয়াছিল, তাহাতে নূতন করিয়া আবদ্ধ হইবার সুযোগ ঘটিতে দেওয়া, তাহার পক্ষে কোন মতেই সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই।

সে একবার মনে করিল, সুখলতা বা সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে সে কিছুতেই দেখা করিবে না। মন্মথ বাবুর সঙ্গে কাজের কথা শেষ করিয়াই, কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই ইহা তাহার চক্ষে নিতান্ত কাপুরুষ ও দুর্ব্বলচিত্ত লোকের কাজ বলিয়া মনে হইল। নিজকে অতটা দুর্ব্বলচেতা মনে করিতে, তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ চিন্তার পর, সুখলতার সহিত দেখা করাই তাহার কাছে যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। সে স্থির করিল, যতক্ষণ সুখলতার সমীপে থাকিবে, কিছুতেই তাহার মনের চাঞ্চল্য বাহিরে প্রকাশ হইতে দিবে না।

মন্মথ বাবু তখন কোর্টে ছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিবার এ ঠিক সময় নয়। এদিকে চুপ করিয়া শুইয়া থাকাও কষ্টকর। দীনর সৌভাগ্যক্রমে, তাহার একজন সহযাত্রী মান্দালয় দর্শনের জন্য বাহির হইলেন; দীনও সহর দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি তাহাকে সঙ্গে লইলেন।

৭৪

ইংরাজশাসনাধীনে আসিবার পূর্ব্বে মান্দালয় সমস্ত ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। সহরটি ইরাবতী নদীর প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। নগরটি সমচতুষ্কোণ, আয়তনে প্রায় ৬ বর্গ মাইল। নগরের চারিধারে একটি ১৮ হাত উচ্চ, তুই হাত প্রশস্ত ইটের প্রাচীর আছে। সহরটি তুই অংশে বিভক্ত। এক অংশ প্রাচীরের বাহিরে, অন্য অংশ প্রাচীরের ভিতরে। ভিতর অংশে প্রবেশ করিবার জন্য প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া তোরণ আছে। এই প্রাচীরবেষ্টিত সহরটি ৬৫ হাত প্রশস্ত একটা জলপূর্ণ পরীখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পরীখা উত্তীর্ণ হইবার জন্য স্থানে স্থানে সেতু আছে।

নগরের ঠিক কেন্দ্রস্থানে, রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। এই প্রাসাদের অন্তর্গত সমস্ত ঘরগুলি কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রাসাদে যে সকল মনোহর কারুকার্য্য আছে, তাহা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের পথগুলি বেশ সরল ও প্রশস্ত এবং তরুচ্ছায়াসমন্বিত। রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাড়ীগুলি সুশৃঙ্খলা সহকারে নির্ম্মিত।

ব্রহ্মের শেষ নরপতি থিবর পিতা মাহারাজা মিন্দনমিন একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নগরটি নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্বে অমরাপুর, তাহার পূর্ব্বে আভানগরী ব্রহ্মের রাজধানী ছিল। প্রাসাদের চারিধারে কয়েকটি মনোহর উদ্যান আছে। গ্রীষ্মাবাসের জন্য মহারাজা থিব একটি বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেটিও এখন বর্ত্তমান আছে। থিবকে নির্ব্বাসিত করিয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদের কক্ষগুলি সেনা-নিবাসের উদ্দেশে ব্যবহার করেন; এখন এগুলি বিবিধ সরকারী অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

মান্দালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির আছে। নগরের উত্তরাংশে মান্দালয় নামে একটা ছোট পাহাড় আছে, তাহার উপরও

কয়েকটা সুন্দর মন্দির আছে। ইহাদের একটিতে এক প্রকাণ্ড বুদ্ধদেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। ব্যবসা, বাণিজ্য ও রাজকার্য্য উপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে বহুবিধ লোক আসিয়া মান্দালয়ে বসবাস করিতেছে। নগরের বিচিত্র দৃশ্যাবলি দেখিয়া ও মুক্তবায়ু সেবন করিয়া, দীনর শরীরের ক্লান্তি ও মনের উদ্বেগ কতকটা প্রশমিত হইতে পারিল। সে যখন হোটেলে ফিরিল, তখন সূর্য্যাস্তের বেশী বিলম্ব ছিল না। এ সময় মন্মথ বাবুর সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভব মনে করিয়া, দীন তাঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। মন্মথ বাবু তখন বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন। দীনকে আসিতে দেখিয়া মন্মথ বাবু কহিলেন—এস, এস ডাক্তার চৌধুরী এস। ওরে রামধনিয়া, শীগ্‌গির একখানা চেয়ার এনে দে।

দীন আসন-পরিগ্রহ করিলে, মন্মথবাবু কহিলেন—দীনবাবু, তুমি যে শেষে মান্দালয়ে আসতে পেরেছ, এতে আমরা ভারী খুসী হয়েছি।

কিছুক্ষণের জন্য দীন কোন কথা কহিতে পারিল না; সে একদৃষ্টে মন্মথ বাবুর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—আমিই যে দীন, আপনি জানলেন কি ক'রে? আপনি বোধ করি মন্মথ বাবু?

মন্মথ বাবু—হাঁ, আমিই মন্মথ বাবু। তোমার গার্জ্জেনদের মধ্যে আমিও একজন। তোমাকে চিনিলেম কি করে? আমি যে তোমার ফটো দেখেছি। ইহার পর মনে মনে কহিলেন—স্বর্ণলতা যে বলে "দীর্ঘ, সুন্দর, সৈনিকের মত দেখ্‌তে" তার একটুও মিথ্যে নয়।

মন্মথ—তুমি ত সকালেই এসেছ? উঠেছ কোথায়?

দীন—বেশী দূরে নয়;—হোটেলে। হোটেলটি বেশ, বন্দোবস্ত খুবই ভাল।

মন্মথ—তা হোক্, তোমার সেখানে থাকা হবে না। ওরে রামধনিয়া যা ত, বাবুর জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আয়ত।

দীন—কেন? সেখানে ত বেশ আছি। শুধু শুধু আপনাদের অসুবিধা করে' কাজ কি?

মন্মথ—অসুবিধা কিছু হবে না। সে জন্যে তুমি ভেবো না। কত ভাগ্যে আজ তোমাকে এখানে পেয়েছি, আর তুমি থাক্‌বে হোটেলে? সে কি কখনও হয়? এতদিন ধরে তোমার গার্জ্জেনি কচ্ছি, অথচ এর আগে তোমাকে একবার চোখে দেখার সুবিধাও হয় নি। আজ যদি সে সুযোগ ঘটেছে, তবে দিন কয়েক রীতিমত তোমার গার্জ্জেন হওয়ার সুখটা ভোগ করে নি, এতে আর তুমি কোন আপত্তি করো না।

দীন—শিবরতনবাবু কোথায়? আমার কাজের জন্যে তাঁকেও ত দরকার।

মন্মথ—বুড়ো শিব এখানেই আছে। বুড়ো বল্লেম বলে মনে কর না, লোকটা বুঝি সত্যি সত্যি বুড়ো। তা মোটেই নয়। লোকে কিন্তু তাকে বুড়ো শিব বলেই ডাকে। সে হয়ত এখনি এখানে আসবে। কাজ কর্ম্মের কথা তুমি কিছুতেই আজ তুলতে পারবে না, সে কথা তোমাকে আগেই বলে রাখ্‌ছি।

মন্মথবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই শিবরতন আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া, অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সে একবারে দীনর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে মুখে সে সময় কেমন এক রকম স্নেহের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল।

দীনর নিকটে আসিয়া, তাহার করমর্দ্দন করিয়া শিবরতন কহিল—তোমাকে পেয়ে আজ আমরা ভারী খুসী হয়েছি। তুমি বোধ করি আমাকে জান না, আমারই নাম শিবরতন। তারপর, কখন এলে? এতদূর বলার পর শিবরতনের কণ্ঠ যেন জড়াইয়া আসিতে লাগিল; সে কয়েকবার কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া, কহিল—দেশে, তোমার বাড়ীর সকলের কুশল ত?

দীন—আজ্ঞা হাঁ, সকলে ভালই আছেন।

শিবরতন—তোমার বাপের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল--সে কথা আর এক সময় হবে। তাঁর কথা তুলতে গেলেই, তোমার কাজের কথা এসে পড়বে। এরি মধ্যে বিষয়কাজের আলোচনা করা ঠিক নয়। তোমাকে যখন একবার পেয়েছি, শীগ্‌গির যে ছেড়ে দিব, তা যেন মনে করো না। পথে রেঙ্গুনে বোধ করি দু-এক দিন থাকা হয়েছিল। ব্রহ্মদেশটা তোমার লাগছে কেমন ? আসতে কোন কষ্ট হয় নি ?

দীন—না কোন কষ্টই হয় নি। সমুদ্র বেশ শান্তই ছিল, জাহাজ মোটেই দোলে নি। দেশটা বড় মন্দ লাগছে না। বাঙ্গালা দেশ ছেড়ে, বর্ম্মায় এসে, সব আগে চোখে পড়ে এখানকার মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা। স্ত্রীজাতি যে এতদূর স্বাধীন হয়, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। এখানে রেশমী কাপড়ের যেন একটু বেশী চলন দেখলেম।

শিবরতন—সেই জন্যেই ত সাহেবেরা এটাকে "শিল্‌কেন কান্ট্রি" বলে থাকেন। যদি অসুবিধা না হয়, এস না দু'জনে এক সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসি। কি বল মন্মথ, দীন বাবুকে তা হোলে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই ?

মন্মথ—বেশ ত, সঙ্গে করে সহরটা দেখিয়ে আন না ?

দীনকে সঙ্গে করিয়া শিবরতন চলিয়া গেলে, মন্মথ বাবু আবার কাগজ পড়িতে মন দিলেন। এমন সময় সুখলতা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সুখলতার দিকে না চাহিয়া, মন্মথ বাবু গম্ভীরভাবে কাগজ পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

সুখলতা তাড়াতাড়ি আসিয়া, মন্মথ বাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—মন্মথ দা, আজ তোমাকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা কচ্ছে। মৃদু হাস্যভরে মন্মথ বাবু কহিলেন—পুরস্কার! কিসের পুরস্কার রে সুখ ?

সুখলতা—তিনি ত এসেছেন? এত দিন পরে সত্যি সত্যি এসেছেন। মন্মথ দা আমার ভয় করে—তিনি যদি হঠাৎ এখানে এসে পড়েন। তোমার পায়ে পড়ি, বল না তিনি এখানে আসবেন কি না?

মন্মথ বাবু যেন কিছুই বুঝেন না, এইরূপ ভাব দেখাইয়া কহিলেন—তুই এসব কি বক্‌ছিস্, কে এসেছে রে? তোর কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

সুখলতা—ন', পাচ্ছ না আবার? সব জান, আমার সঙ্গে চালাকি কচ্ছ। আমি যে তাঁকে শিবুদার সঙ্গে এই মাত্র যেতে দেখে এলাম।

মন্মথ—কাকে? সেই লম্বা সুন্দর সৈনিকের মত দেখতে লোকটিকে?

দুই হাত দিয়া মন্মথ বাবুর মাথাটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া, সুখলতা কহিল—আমি কি মিথ্যে বলেছি?

মন্মথ—একটুও না। তোর বর্ণনার মানুষটি যে আসল মানুষটির সঙ্গে এমন মিলে যাবে, আমি তা মনেও করতে পারি নি।

সুখলতা—যাও, যাও তোমাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না। আচ্ছা মন্মথ দা, দাদামশায়ের কথা উনি কিছু বল্লেন? তাঁকে ওঁর মনে আছে ত?

সুখলতার মনের ইচ্ছা, দীন তাহার সম্বন্ধে কোন কথা কহিয়াছে কি না সেইটি জানিয়া লওয়া। লজ্জায় তাহা প্রকাশ না করিতে পারিয়া, তাহার দাদামহাশয়ের কথা তুলিয়া, মনের ভাব গোপন রাখিতে চেষ্টা করিল।

মন্মথ—না, সে সব কথা এখনও হয় নি। আজ রাত্রে দীনকে সঙ্গে করে' তোদের বাড়ীতে যাব।

এই সংবাদে সুখলতার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

সুখলতা কহিল—তা হোলে, আমি শীগ্‌গীর গিয়ে দাদা মশায়কে খবর দিইগে।

এই বলিয়া সে দৌড়াইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

সুখলতা চলিয়া গেলে, মন্মথবাবু ভাবিতে লাগিলেন—তাই ত। ব্যাপার ঠিক বুঝে ওঠা গেল না। সুখলতার মুখে ত দীনর কথা ছাড়া অন্য কথা নাই। কিন্তু দীন ত ভুলেও তার নাম করে না। সুখলতা দীনকে যেমন ভালবাসে, দীন যদি ওকে তা না বাসে, তা হোলে, ভারী বিপদ দেখ্‌ছি! মেয়েটা তা হোলে একবারেই মারা যাবে। আজ সঞ্জীবের বাড়ীতে দীনকে নিয়ে যেতেই হচ্ছে। এদের মিলনটা ঘটাতে পারলে প্রাণটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

৭৫

যে উচ্ছ্বসিত উৎসাহ ও আনন্দের ভরে, সুখলতা বাড়ীর দিকে ছুটিল, বাড়ীতে পা দিবামাত্র, তাহার মন হইতে তাহা কোথায় দূর হইয়া গেল। ক্ষণেকের উত্তেজনা একটা গভীর অবসাদের মধ্যে যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

সরোজের মুখে দীন ও চারুশীলা সংক্রান্ত ব্যাপারটি শোনা অবধি, সুখলতা তাহার মনের মধ্যে সর্ব্বদার জন্য একটা বেদনা ও অশান্তি বোধ করিতেছিল, কিন্তু আজ পথের মাঝখানে সহসা দীনকে দেখিয়া সে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দীন যেন তাহার মৃত প্রাণে সঞ্জীবনরসায়ণ ঢালিয়া দিয়াছিল। তখন অতীত বা ভবিষ্যৎ তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। সে যে দীনকে ভালবাসে. আর সেই দীন আজ মান্দালয়ে, শুধু এই কথাটিই তখন তাহার মনের মধ্যে বারবার প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া তাহার প্রকৃত অবস্থাটি সে তখন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। দীন ত আসিয়াছে, কিন্তু সে তাহাকে কিরূপ দেখিবে, তাহার সঙ্গে কি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিবে, এই চিন্তা তাহার চিত্তকে আকুল করিয়া দিল। তাহার সুখের আশা যে কত অনিশ্চিত, তাহা মনে করিয়া, সুখলতার হৃদয় একবারে দমিয়া গেল। যে আশার সূত্রটাকে আশ্রয় করিয়া

সে বাঁচিতে সমর্থ হইয়াছে, কে বলিতে পারে, আজ তাহা একবারে ছিঁড়িয়া না পড়িবে?

বাড়ী পৌঁছিয়াই সে তাড়াতাড়ি তাহার নিজের ঘরটিতে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সঞ্জীব বাবুকে যে দীনর আগমন-সংবাদ দিতে হইবে, সে কথা একবারে ভুলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ নির্জ্জনে আপনার ঘরটিতে থাকিয়া সুখলতা বাহিরে আসিল। তখন তাহার পূর্ব্বের ভাব অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অদৃষ্টে যাহাই থাক্, সে দীনর সঙ্গে অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবে দেখা করিবে—কোন রকমেই তাহার মনের গোপন বেদনা বাহির হইতে দিবে না। এইরূপ সংকল্প করিয়া দীনর অভ্যর্থনার পক্ষে যাহাতে কোনরূপ ত্রুটি না হয়, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহাদের বসিবার ঘরে চেয়ারগুলি ঠিকই ছিল, সুখলতার তাহা পছন্দ হইল না। সে সেগুলি নড়াইয়া চড়াইয়া, তাহার মনের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিল।

ঘরের সাজ সজ্জা শেষ করিয়া, সুখলতা নিজের সাজের প্রতি মন দিল। সে কি পরিবে, কোন জামা গায়ে দিবে, কিরূপ ভাবে চুল বাঁধিবে, কেমন করিয়া দীনকে অভ্যর্থনা করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। কলিকাতায় বিদায়ের সময়, দীন তাহাকে যে বেশে দেখিয়াছে, সেই বেশটাই তখন তাহার নিকট বেশী সঙ্গত বলিয়া মনে হইল। আপনার ঘরটিতে গিয়া নিজের বেশভূষা শেষ করিয়া সুখলতা বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া বসিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া, সে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। হাতে কোন কাজ না থাকায়, সে হারমোনিয়াম লইয়া গাহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা একবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। হায়রে! যখন বিশাল সমুদ্র দীন ও সুখলতার মধ্যে একটা অন্তহীন ব্যবধান করিয়া

রাখিয়াছিল, তখন ত সুখলতার কাছে, দীন এত দূর বলিয়া বোধ হইত না! তখন ত সে অতি সহজেই, অনায়াসে দীনর উদ্দেশে গান গাহিতে পারিত! আজ দীন এত নিকটে থাকিয়াও কেন এত সুদূরস্থিত বলিয়া মনে হইতেছে? কেন গান গাহিতে গিয়া, আজ বারবার তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে?

হারমোনিয়াম রাখিয়া, আর্সির কাছে গিয়া, সুখলতা একবার নিজেকে দেখিয়া লইল। তাহার মনের মধ্যে যে একটা চাঞ্চল্যের তরঙ্গ বহিতেছে, সে কি করিয়া তাহা শান্ত করিবে?

তাহাদের বাড়ীর সামনে সঞ্জীব বাবুর একটা ফলের বাগান আছে। তাহাদের বাড়ীতে আসিতে হইলে, এই বাগানের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। ঘরে থাকিতে না পারিয়া, সুখলতা এই বাগানটিতে আসিয়া পায়চারী করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর, সুখলতা দেখিল, কে যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার দিকে আসিতেছে। এ যদি দীন হয়, এই ভাবনায় সুখলতার অন্তর একটু বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। লোকটি নিকটবর্ত্তী হইলে সুখলতা দেখিল, এ দীন নহে, ললিত। ললিতকে যে এ সময় এখানে আসিবে, সুখলতা তাহা মনে করে নাই। ললিতের এ অবস্থায়, এখানে এ ভাবে আসা সুখলতার ভাল লাগিল না।

সুখলতা কহিল—এই যে ললিত বাবু? কোথায় যাচ্ছেন? উষাদের বাড়ী বুঝি?

উষা মন্মথ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী; তাহার বাপ এখানে চাষ-আবাদের কাজ করেন।

ললিত—না, সুখ, উষাদের বাড়ী নয়, আমি তোমার কাছে আস্‌ছিলাম। এসে বোধ হয় ভাল করি নি, গুরুতর অপরাধ করেছি? কি বল সুখ?

সুখলতা—আপনি আমাকে "সুখলতা" না বলে, "সুখ" বলছেন যে বড় ? আমার নামের যদি এমন বিকৃতি করেন, তা হলে আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে, বলে রাখ্‌ছি।

ললিত—তোমাকে ত চিরদিনই "সুখ" বলে ডেকে এসেছি। এত দিন ত ঝগড়া হয় নি ?

হাস্যভরে সুখলতা কহিল—আসুন, বাগানে বেড়াবেন আসুন ?

তাহারা নীরবে কিছুক্ষণ বাগানে বেড়াইল।

ইহার পর সুখলতা কহিল—আমার দাদামশায়ের মাথায় কখন যে কি খেয়াল উঠে তার কিছু ঠিক নাই। এখন তিনি এই খেয়াল নিয়ে আছেন—কি করে' ইরাবতী হোতে জল এনে, বাগানের গাছে দেওয়া যায় ? বোধ করি এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথাও হয়ে থাকবে ?

ললিত—না, কোন কথা হয়নি। না হয়েছে ভালই। দিন রাত্রি শুধু ইন্‌জীনরিঙ আর ভাল লাগে না। একবারে অরুচি ধরে গিয়েছে। থাক্ ওসব কথা,এখন অন্য কথা বল ? এস,আজ এই নিভৃত সন্ধ্যাটিতে মর্ম্মের গোপন—এইটুকু বলিয়া ললিত সহসা থামিয়া গেল—কথা শেষ করিতে পারিল না।

সুখলতা তাহার মনের কথাটি টের পাইয়া কহিল—আচ্ছা ললিত বাবু কই আগে ত আপনি এমন ছিলেন না ? আপনার সঙ্গ যেন দিন দিন অসহ্য হোয়ে উঠছে। আপনার হয়েছে কি বলুন ত ?

ললিত—অসহ্য হোয়ে উঠে ? সুখলতা এ তুমি সত্যি বলছ ? আমি যে তোমাকে ভালবাসি সুখলতা—তোমাকে ভাল না বেসে থাকতে পারি না যে সুখ। হৃদয়ের এই গোপন কথাটি জানাতে আসি বলেই কি আমার সঙ্গ তোমার অসহ্য বোধ হয় ? শুন, সুখলতা, আমি আজ কোন লজ্জা, কোন ভয় করব না ; যত দিন তুমি অন্যের প্রেমে আবদ্ধ না হও, তত দিন আমি তোমার আশা ত্যাগ করতে পারব না।

সুখলতা—এই দেখুন আপনি আবার অপ্রিয় হোয়ে উঠলেন। ললিত বাবু আমাকে মাপ করবেন। আমি সম্পূর্ণ পরাধীন। আমি একজনের কাছে অনুচ্চারিত সত্যে আবদ্ধ আছি। আপনি আমার আশা ত্যাগ করুন। ছেলেবেলায় আমরা যেমন দুটি ভাই বোন ছিলাম, চিরদিনই যেন আপনি আমাকে সেই রকম বোন বলেই মনে করেন।

ললিত এত দিন যে সন্দেহ করিত, সুখলতা আজ নিজের মুখেই তাহা ব্যক্ত করিয়া দিল। ললিতের মর্ম্মদেশ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। তথাপি সে মনের মধ্যে যেন শান্তি বোধ করিতে লাগিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ললিত কহিল—তবে তাই হোক, এখন হোতে তোমাকে পূর্ব্বের মতই দেখব।

এই বলিয়া সে যাইবার উপক্রম করায়, সুখলতা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—না ললিত বাবু, আপনি আমাকে একেলা ফেলে যাবেন না? এই দেখুন কারা যেন আসছে।

এই বলিয়া সে ললিতের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

ললিত—সুখলতা আজ তোমার হয়েছে কি বল ত? লোক দেখে ভয় পেতে ত, তোমাকে এর আগে কখন দেখি নি!

সুখলতা—কিন্তু এদেরত আগে দেখি নি। ওরা কারা বলুন ত?

ললিত—একজনকে ত সঞ্জীববাবু বলে মনে হয়—চলার রকমটা তাঁরই মত।

সুখলতা—হাঁ, হাঁ, দাদামশাইত বটে; আচ্ছা আর দু'জন?

ললিত—একজন ত মন্মথবাবু দেখছি, অন্যটি কে তা জানি না।

এই অন্যটি যে কে, তাহা জানিবার জন্য সুখলতার মন অস্থির হইয়া উঠিল। এ যদি দীন না হয়, তবেই ত তার নিরাশার আর অন্ত থাকিবে না। আর যদি দীন হয়, তবে তাহাকে কি করিয়া অভ্যর্থনা করিবে সুখলতার কাছে তাহাই সে সময় মহাচিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহারা আর একটু নিকটবর্ত্তী হইলে, সুখলতা দীনকে চিনিতে পারিল। দীন যতই নিকট হইতেছিল, সুখলতার মন ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

মন্মথ বাবু কহিলেন, এই যে সুখ, তোরাও বেরিয়েছিস দেখছি। ইনিই আমাদের দীন বাবু, কেমন, চিনিস্ ত এঁকে ?

সুখলতা নীরবে দীনকে নমস্কার করিল। দীনও কোন কথা না কহিয়া তাহাকে প্রতিনমস্কার করিল। বৃদ্ধ সঞ্জীব দীনর হাত ধরিয়া অগ্রগামী হইলেন, আর মন্মথবাবু, ললিত ও সুখলতা তাঁহাদের পশ্চাতে যাইতে লাগিল। যতক্ষণ ঘরে না পৌঁছিয়াছিল, সুখলতা একদৃষ্টে দীনকেই দেখিতেছিল; মন্মথ বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দীন পিছন ফিরিয়া সুখলতাকে দেখিবার চেষ্টা করে কি না, তাহা জানিবার জন্য সতৃষ্ণ নয়নে মন্মথবাবু দীনর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু দীন ভুলিয়াও পিছনের দিকে একবারও ফিরিয়াও চাহিল না। তাঁহার মনে বড় আশা ছিল, সুখলতাকে দেখিবার চেষ্টা না করিয়া দীন কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। কিন্তু মন্মথ বাবুর সে আশা একবারেই বৃথা হইল। দীন যে সুখলতাকে ভালবাসে, দীনর আচরণে মন্মথ বাবু তাহার কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না। সুখলতার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, মন্মথবাবুর মন সে সময় অতিশয় ব্যথিত না হইয়া, থাকিতে পারিল না।

দীন যতক্ষণ সুখলতাদের বাড়ীতে ছিল, একরকম মৌনাবলম্বন করিয়াই কাটাইয়া দিল। সুখলতা বাড়ী পৌঁছিয়াই সর্ব্বাগ্রে তাহার নিজের ঘরটিতে গেল, কিছুক্ষণ পরে, ঘর হইতে বাহির হইয়া দীন যে ঘরটিতে ছিল, সেখানে উপস্থিত হইল। সুখলতাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দীন যেন সহসা চমকিয়া উঠিল। সেদিন কলিকাতায় দীন তাহাকে যে বেশে, যে ভাবে দেখিয়াছিল আজও ঠিক তেমনি দেখিল। এই বেশেই ত দীন

সুখলতাকে স্বপ্নে কতবার দেখিয়াছে! ভাবের আধিক্যে দীন সে সময় কোন কথাই কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার আত্মা যেন সুখলতার নিকট গিয়া, আত্ম নিবেদন করিল। দীনর করুণ নেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায়, সুখলতার মনে হইল যেন তাহারা নীরবে তাহাকে গান গাহিতে বলিতেছে। সুখলতা আর কি স্থির থাকিতে পারে? সে মন্ত্রমুগ্ধের মত হারমোনিয়ামের কাছে গেল এবং হারমোনিয়ামের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম গানটি গাহিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুখলতা এই গানটি যে কতবার গাহিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। গানটি শুনিলে মনে হয়, একজনের জন্য আর এক জনের ব্যাকুলতার যেন অন্ত নাই।

গান শেষ হইলে সকলেই গানটির সুখ্যাতি করিল। ললিতও এই গান শুনিয়া সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিল না। হায়! হায়! এই গান আজ যদি ললিতের উদ্দেশে গীত হইত, তাহা হইলে তাহার আনন্দ রাখিবার আর স্থান ছিল না। কিন্তু সুখলতার এই গানটি দীনর মর্ম্মস্থলটিকে যে ভাবে স্পর্শ করিল, এমন আর কাহারও নহে। সুখলতা যেন সুরের মধ্য দিয়া তাহার মনের গোপন কথাটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ভাবের ভারে দীনর হৃদয় অবনত হইয়া পড়িল। সে জোর করিয়া আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল—স্বপ্নে সুখলতার গান শুনিয়া তাহাকে ধরিতে গিয়া যেমন ধরিতে পারে নাই, আজও যেন সে তেমনি করিয়া কুহেলিকার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িবে। তাহার মনের দারুণ আবেগ পাছে বাহিরে প্রকাশ পায়, এই ভয়ে দীন মুক্তবাতায়নের মধ্য দিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল। গান থামিল, তথাপি তাহার দৃষ্টি সেইদিকেই নিহিত রহিল।

মন্মথ বাবু সুখলতার গান শুনিয়া এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে তিনি আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; চেয়ার হইতে উঠিয়া

সুখলতার নিকটে গিয়া চুপে চুপে কহিলেন—এমন গান তোর মুখে আর কখন শুনিনি ত সুখ।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুখলতা কহিল—মন্মথ দা, গানগাওয়া বুঝি আমার এই শেষ হোল।

সুখলতার এই কথাটি মন্মথবাবুকে বিশেষ করিয়া চিন্তাকুল করিয়া তুলিল। তিনি মনে মনে বলিলেন—তবেই ত, যা সন্দেহ করেছিলাম তাই ত হোল। হায়! হায়! পিতৃমাতৃহীন বালিকা! বিধাতা ইহার কি করিলে!

সুখলতার কথার কতকটা সঞ্জীববাবুর কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলছিস্‌রে সুখ? আর গান গাইবি না।

সুখলতা—কই? আমি আবার সেকথা কখন বলতে গেলাম?

সঞ্জীব—তাই বল। সন্ধ্যার পর তোর গান না শুনলে আমি যে থাকতেই পারি না। আমার এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

হাসিয়া সুখলতা কহিল—গান তুমি যা শুন, সে কথায় আর কাজ কি? গান ধরতেনা ধরতে তোমার নাক ডেকে উঠে, আমি শুধু চেঁচিয়ে মরি।

সুখলতা এই করিয়া কখন সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে কখনও বা মন্মথবাবুর সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহার মনের উদ্বেগ চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। সে সময় দীনর নিকট আপনাকে ধরা দিবার তাহার একবারেই ইচ্ছা ছিল না। দীন ইহাদের কথাবার্ত্তায় তেমন করিয়া যোগ দিতে পারিল না; সে আপনার মনে, সে সময় শুধু এই কথাটি ভাবিতেছিল, আজ সে সুখলতার যে গানটি শুনিল, হয়ত প্রতিদিন স্বপ্নে সে তাহা শুনিতে থাকিবে এবং তাহার বেদনাতুর হৃদয়ের অশান্তি ততই বাড়িতে থাকিবে। নিরাশার তাড়নায় দীনর হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল। তাহার পক্ষে সে সময় সেখানে ক্ষণকাল অবস্থিতি করা যেন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে মন্মথবাবু সে রাত্রির মত উঠিবার প্রস্তাব করিলেন। দীন তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিল।

তাহারা চলিয়া গেলে, সুখলতার মনে হইল, তাহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্য্যোগ-রজনীর যেন আজ অবসান হইল। সে মনে মনে স্থির করিল, দীনকে আর সে ইহ-জীবনে দেখিতে চাহিবে না। দীনর সহিত তাহার সম্বন্ধ যেন এখন হইতে শেষ হইয়া গেল। যত দিন দীন এখানে রহিবে, ততদিন বরঞ্চ সে মান্দালয় ত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে গিয়া বাস করিবে।

৭৬

সকালে চা-পান করিতে করিতে সুখলতা কহিল—দাদামশায়, এখানে কিছুদিন থেকে আমার শরীর টিক্‌ছে না। ভাবছি কিছুদিন মেমিয়োতে গিয়ে থেকে দেখি। কি বল তুমি?

সঞ্জীববাবু সুখলতার এই প্রস্তাব শুনিয়া চিন্তিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

সুখলতার শরীর যে ভাল নাই, ইহা যে তিনি লক্ষ্য না করিয়াছিলেন এমন নয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি সুখলতাকে মেমিয়োতে যাইবার জন্য কয়েকবার বলিয়াও ছিলেন। কিন্তু সুখলতা সে সময় তাঁহার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছে। আজ সে নিজমুখেই যখন সে প্রস্তাব করিল, তখন সঞ্জীব বাবু উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়া সেইদিনই সুখলতার মেমিয়োতে যাওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সুখলতা সেইদিনই বেলা ২টার গাড়ীতে মেমিয়োতে রওনা হইল।

সন্ধ্যার পর দীন শিবরতন ও মন্মথ বাবুকে তাহার কাজ শেষ করিয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল; মান্দালয়ে থাকিতে আর তাহার মন চাহে না। যে দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া তাহার এখানে আসা, তাহার একটি ত একবারেই ব্যর্থ হইল—সুখলতার আশা দীন একবারে মন হইতে সমূল উৎপাটিত

করিয়া ফেলিল। এখন তাহার বিষয়-সংক্রান্ত কাজের একটা শেষ হইলে, সে নিশ্চিন্ত মনে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে পারে।

দীন যখন মন্মথ বাবুকে তাহার নামে গচ্ছিত টাকাটা তাহাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন মন্মথ বাবু কহিলেন—তোমার টাকা, তুমি নেবে, এতে আর আমাদের কি কথা আছে? তবে যে সর্ত্তে টাকাটা আমাদের কাছে আছে, তাতে তুমি সুদই পেতে পার, আসলটা দেবার আমাদের কোন অধিকার নাই। যিনি টাকাটা আমাদের কাছে রেখেছেন, তিনি বেঁচে আছেন, না মরেছেন, সে কথা আমরা নিশ্চয় জানি না। তোমাকে টাকা দিলে, তিনি যদি ফিরে আসেন, তা হোলে গোল হবার সম্ভাবনা আছে।

শিবরতন—লোকটা যদি ফিরেই আসে, গোল যে কি বাধাবে, তাত আমি বুঝতে পাচ্ছি না। দীন ত তাঁরই ছেলে; ছেলে টাকা নিয়েছে, তাতে বাপ গোল করবে, এটা কোন কথাই নয়! যদি বা করে, সে জন্যে তুমি ভেবো না। আমি তার জন্যে দায়ী থাকলেম। ওহে দীন, আর এক কাজ করলেও বেশ হয়! ও টাকাটা তুমি নাইবা নিলে? তোমার যত টাকার দরকার, আমাকে বল, আমি দিব। কিন্তু বাপু, তোমাকে এক কাজ করতে হবে, তুমি টাকা নিয়েই যে সরে পড়বে, সেটি হচ্ছে না—তোমাকে আমাদের মধ্যে কিছুদিন বাস করতে হবে।

শিবরতনের কথায় দীনর হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল; সে কহিল—মাপ করবেন আমাকে শিবরতন বাবু, আমি আপনার টাকা কিছুতেই নিতে পারি না। যে কাজের জন্যে আমার টাকার আবশ্যক, তার ফল যে কি হবে, তা আমি নিশ্চয় জানি না। এরূপ স্থলে নিজের টাকা যদি নষ্ট হয়, তাতে তত মনোকষ্ট হবে না, যত পরের টাকা নষ্ট হোলে।

উৎসাহভরে শিবরতন কহিল—কৃতকার্য্য যে তুমি হবে, সে আমি

তোমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখেই বুঝেছি, বিশেষতঃ তোমার উদ্দেশ্য ভাল। চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সংস্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিছুদিন লেগে থাক্‌তে পারলে, তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে। কিন্তু লেগে থাকার মত খরচ ত চাই। টাকাটা নিলে বড় ভাল হোতো!

দীন বিনয়ের সহিত তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া মন্মথ বাবুকে কহিল—এখন মন্মথ বাবু কি বলেন? টাকাটা পাব কি?

মন্মথ—শিবরতন যখন নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে, তখন আমার আর কি আপত্তি থাক্‌তে পারে? হাঁ, টাকা তুমি নিশ্চয় পাবে। কিন্তু দীন, তোমাকে কিছুদিন আমাদের মধ্যে থাক্‌তে হবে। কেমন রাজী ত?

দীন—হাঁ, রাজী।

তখন শিবরতন কহিল—যাক্, কাজের কথা ত শেষ হোল, এখন আমি একটা কথা বলি—কাল আমি গোলপাহাড়ে যাব—মন্মথ তুমিও যাবে শুন্‌ছি; দীনই বা একা এখানে থাক্‌বে কেন? ও কেন আমাদের সঙ্গে চলুক না! কি বল দীন?

দীন—আপনারা যদি সঙ্গে নেন, যেতে পারি।

শিবরতন—তা হোলে, বেশ তাই হবে; ওহে দীন, তোমার সময়টা যে একবারে বৃথায় যাবে, তা যেন ভেবো না। তোমরা কলকাতার লোক, ব্রহ্মের প্রাকৃতিক দৃশ্য তোমাদের চোকে নিতান্ত মন্দ লাগবে না। ভাল কথা মনে পড়ল! ওহে দীন, কলকাতায় আর গিয়ে কাজ কি? এখানেই প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করে দ্যাও না? এখানেও ফিল্ড্ নেহাত মন্দ নয়।

দীন শিবরতনের কথায় "হাঁ" কি "না" কোন উত্তরই দিল না। সে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপনার মনে কহিল—মান্দালয়ে বাস, তাহার এ জন্মের মত শেষ হইয়া গিয়াছে। ললিত তাহার জীবনের সকল আশা একবারে নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে।

শিবরতন চলিয়া গেলে, দীন কহিল—আচ্ছা মন্মথ বাবু, আপনাদের এই ললিত বাবুটি লোক কেমন বলুন ত ?

মন্মথ—ললিত বড় খাসা ছেলে—যেমন রূপ, তেমনি গুণ। আচ্ছা, ওর কথা হঠাৎ তোমার মনে উঠল কেন ?

দীন—সুখলতার সঙ্গে ওঁর খুব ঘনিষ্ঠতা দেখলেম। খুবই ভাগ্যবান এই ললিত বাবুটি।

মন্মথ—হাঁ, একটু ঘনিষ্ঠতা আছে বৈকি। ছেলেবেলা হোতেই এক সঙ্গে আছে কি না ? কিন্তু তুমি যে সন্দেহ কচ্ছ, তার মূলে কোন সত্য নাই। সুখলতা অপর একজনকে ভালবাসে, ললিতকে নয়।

দীন—সত্যি নাকি ?

মন্মথ—হাঁ! তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুখলতা রাত দিন যাকে মনে মনে ধ্যান করে, সে গর্দ্দভটা তার কোন খবরই রাখে না।

দীন—তার মত গণ্ডমূর্খ জগতে বুঝি আর নাই!

মন্মথ—হাঁ, যতদূর মূর্খ হোতে হয়।

এই বলিয়া মন্মথ বাবু সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া মন্মথ বাবু ভাবিতে লাগিলেন—দীনর ভাব ত ঠিক বোঝা গেল না। সে সুখলতা-সম্বন্ধে যে একবারে উদাসীন, তাত মনে হয় না। ব্যাপারটা ঠিক না জানতে পারলে, কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না।

সে রাত্রি দীনও শয্যায় শুইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিল না। ললিতের উপর সন্দেহ করিয়া, তাহার মনে যে অশান্তি দেখা দিয়াছিল, মন্মথ বাবুর কথায় যদিচ তাহা দূর হইল বটে, কিন্তু সুখলতা যে কাহাকে চাহে, তাহা জানিবার জন্য তাহার চিত্ত অধীর হইয়া পড়িল। মন্মথ বাবু

যে গর্দ্দভটির কথা বলিলেন, সে নিজে সেই গর্দ্দভটি কি না, তাহা জানিতে না পারিলে, তাহার মনে যেন আর শান্তি নাই।

দীন মনে মনে স্থির করিল—এ দেশ ছাড়িবার পূর্ব্বে সুখলতার মনের ভাবটি তাহাকে যে কোন উপায়েই জানিতে হইবে। সুখলতা যে তাহাকে ভালবাসে না, তাহা নিশ্চয়রূপে জানিতে না পারিলে, সে কি করিয়া নিশ্চিত মনে কলিকাতায় ফিরিতে পারে ?

এদিকে মেমিয়োতে বিছানায় পড়িয়া সুখলতা শুধু দীনকেই চিন্তা করিতেছে। তাহার চক্ষে দীন গর্দ্দভও নয়, গণ্ডমূর্খও নয়—সে তাহার হৃদয়ে হৃদয়-দেবতারূপে অধিষ্ঠান করিতেছে।

শিবরতনও সে রাত্রি, অন্য দিনের মত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিল না। শিবরতনের ঘুমটি বেশ সাধা ছিল। আজ তাহার সেই অভ্যস্ত নিদ্রায় যেন ব্যাঘাত দেখা দিল। সুখলতা ললিতকে প্রত্যাখ্যান করায় শিবরতনের মনে যে কষ্টের উদয় হইয়াছিল, সুখলতার সহিত দীনর বিবাহের সম্ভাবনা হওয়ায়, তাহা অনেকটা প্রশমিত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু আজ যখন সে টের পাইল, তাহার সে ইচ্ছাটিও পূর্ণ হইবার নহে, তখন তাহার মনে নিরাশার আর সীমা থাকিল না। সে মনে মনে কহিল —এই দীন ছেলেটি বাপেরই বেটা বটে—ভাঙ্গবে ত মচকাবে না। কিন্তু সুখলতার ব্যবহারেও ত, সে যে দীনর পক্ষপাতী তাত প্রকাশ পেল না। আচ্ছা দীনর বাপ যদি এ সময় এসে পড়ে, তা হোলে কেমন হয় ? দীন ও সুখলতার মিলন সম্বন্ধে, তা হোলে কি কোন সুবিধা হয় ? সুবিধা হোক্ আর নাই হোক্, কলকাতায় যাবার আগে, তার বাপের সঙ্গে দীনর পরিচয়টা হওয়া একান্ত আবশ্যক। এখন বোধ করি তার সময় হয়েছে।

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

৭৭

মান্দালয় হইতে গোলপাহাড় তিন দিনের পথ। ইহার কতকটা নৌকায়, বাকিটা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে হয়। পথে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভাব নাই। এখানকার প্রকৃতির শোভা দীনর মনকে এতদূর বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, সে পথশ্রম কিছু মাত্র বুঝিতে পারে নাই। সে যাহাই দেখে, তাহার নিকট বিচিত্র বলিয়া মনে হয়। এমন বিবিধ বর্ণের, বিবিধ কণ্ঠের পাখীও সে দেখে নাই, এমন মধুর গন্ধবিশিষ্ট ফুলও সে কখন দেখে নাই। মাথার উপর উজ্জ্বল নীল আকাশ। চারিদিকে হরিৎ বৃক্ষাকীর্ণ গগনভেদী পর্ব্বতমালা—যেন একটা বিরাট প্রাঙ্গনের চারি ধার সবুজ পাতা দিয়া সাজাইয়া কে যেন একটা বহুমূল্য নীলচন্দ্রাতপ ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

দীন বিস্মিতনেত্রে প্রকৃতির শোভা দেখিতেছে, এমন সময় শিবরতন কহিল—এই চারিদিকে যে সব পাহাড় দেখছ, এগুলি যেমন তেমন পাহাড় নয়—ব্রহ্মের অর্থভাণ্ডার বল্লেই হয়।

দীন—অর্থাৎ এদের গর্ভে অনেক সোণা, রূপা ও বহুমূল্য রত্ন আছে; এই ত?

শিবরতন—তা নাত কি?

দীন—আমিও এগুলিকে অর্থ-ভাণ্ডার বলি, কিন্তু সে অন্য অর্থে। অর্থ-নীতিশাস্ত্রে যাই কেন বলুক না, প্রকৃত ধন হচ্ছে—ধান, যব, গম প্রভৃতি শস্য আর পাট, তূলো, লৌহ, কেরোসিন্ প্রভৃতি একান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ। জীবনধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে যা যা আবশ্যক আমি, সেইগুলিকেই অর্থ বলে বিবেচনা করি—সোণারূপোকে নয়। এই সব পর্ব্বতে বর্ষায় যে বৃষ্টি পড়ে, সেই জলই এদেশের অর্থ, এদের হোতে যে সব নদী উৎপন্ন হয়েছে, সেই নদীগুলিই এদেশের অর্থ; ওই যে দূরে তুষারমণ্ডিত একটা উচ্চ পর্ব্বত দেখা যাচ্ছে, তার মাথার বরফই এদেশের অর্থ।

শিবরতন—সে আজ প্রায় বিশ বছরের কথা। সে সময় তোমার বাপের মুখে ওই এক রকম কথাই শুনেছিলাম।

পিতার সঙ্গে তাহার মতের যে মিল আছে, ইহা ভাবিয়া দীন মনে মনে গর্ব্ববোধ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সে কহিল—আমার মনে হয়, বাবার মতই ঠিক।

শিবরতন—হাঁ, এক হিসাবে ঠিক, আবার এক হিসাবে ঠিক নয়। মনে কর, এই পাহাড়টাতে সোণা আছে; সেই সোণা খুঁড়ে তোলা হোল। তাই দিয়ে তুমি পৃথিবীর যেখানেই যাওনা কেন, জীবনধারণের ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যা যা আবশ্যক, সে সমস্তই অনায়াসে কিন্‌তে পারবে। কেমন একথা স্বীকার কর কি না?

দীন—তথাপি আমি একে ধন বল্‌ব না। বলব—যারা পরিশ্রম করে', মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, প্রকৃত ধন উৎপন্ন করে, তাই হস্তগত করার একটা কৃত্রিম উপায় মাত্র।

একটু হাসিয়া শিবরতন কহিল—তা হোলে তুমি বল্‌তে চাও—এই সব সোণা-রূপার অধিকারী যারা, তারা পৃথিবীর ভাল মানুষদের কেবলই ঠকাচ্ছে? না, ডাক্তার চৌধুরী, এটা কোন কথাই নয়। ধান গম প্রভৃতি উৎপন্ন করতে যে শ্রম আবশ্যক, খনি হোতে সোণা-রূপো তুলতেও তার চেয়ে কম পরিশ্রম কর্‌তে হয় না।

দীন—তা, হোতে পারে। কিন্তু তফাৎ এইখানে যে—ধান, গম প্রভৃতি যদি বেশী উৎপন্ন হয়, তাতে লোকের সুবিধারই কথা, কিন্তু সোণা-রূপা যদি বেশী উৎপন্ন হয় তাতে লোকের সুবিধা ত দূরের কথা, বিশেষ অসুবিধা হবারই সম্ভব। তাতে ধান, গমের দাম বাড়বে—কুলী, মজুর ও দরিদ্র লোকদের কষ্টের অবধি থাক্‌বে না।

শিবরতন—অর্থাৎ টাকা সস্তা হোলে, জিনিসপত্তরের দাম বাড়বে, যাদের

অল্প আয়, তাদের বিশেষ কষ্ট হবে; এও দেখ্‌ছি, তোমার বাপেরই কথা হোল।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দীন কহিল—বাবাকে আমি কখনও চোকে দেখিনি। আমি যখন নিতান্ত শিশু, তিনি সে সময় দেশ ত্যাগ করেছেন। আজ আপনার মুখে তাঁর কথা শুনে, তাঁকে দেখ্‌তে ভারী ইচ্ছা হয়; কিন্তু তার ত কোন সম্ভাবনাই নাই। তিনি বেঁচে আছেন না মরেছেন, সে-কথা কেও বল্‌তে পারে না।

শিবরতন—তিনি যে বেঁচে নাই, এ কথা ত কেও জোর করে বল্‌তে পারে না?

দীন—তা বটে; কিন্তু বেঁচেই যদি থাক্‌বেন, এত দিনে তাঁর একটা সংবাদ ত পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

শিবরতন—এতদিন পাওনি বলে যে, পাবেই না, তার কি মানে আছে? থাক্‌, ও অপ্রিয় বিষয়ে আলোচনা করে কোন ফল নাই। ডাক্তার চৌধুরী, এই যে পাহাড়ে আমরা এসেছি, এটা এক সময় তোমার বাপেরই ছিল। তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়ার পর হোতে এটা এক রকম পড়েই ছিল, আমি সম্প্রতি বন্দোবস্ত করে নিয়েছি। এখন এ স্থানটিকে যে অবস্থায় দেখ্‌ছ, এক সময়ে এর দশা এমন ছিল না। তখন কাজ কর্ম্মের জন্যে এখানে বিস্তর লোকের বাস ছিল। ওই যে কটা কাঠের খুঁটি দেখ্‌ছ, ওখানে একটা হোটেল ছিল। লোকগুলো সারাদিন খেটে খুটে সন্ধ্যার পর এখানে এসে জুটত। যা কিছু উপার্জ্জন করত শুধু মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে উড়িয়ে দিত। তখন মগের মুলুক ছিল; কেও কাউকে মানত না, মারামারী কাটাকাটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। যে কারণেই হোক, লোকগুলো তোমার বাপকে একটু ভয় করত, তাঁর কথা না শুনত এমন নয়। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন স্থায়ী হোল না। কোথা হোতে কতকগুলা লোক এসে ভারী

একটা গোল পাকিয়ে তুল্‌লো। লোকগুলা যে ভাল মানুষ নয়, তোমার বাপ তারা আসামাত্রই কতকটা বুঝতে পেরেছিলেন। এরা এসে সেখানকার লোকদের, টাকা দিয়ে এবং আরও নানা রকমে সাহায্য করতে লাগল। তখন তোমার বাপের শাসন আর কেউ বড় একটা মানতে চাইল না। স্থানটিতে তোমার বাপের বিরুদ্ধে বেশ একটা বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিল। বিদ্রোহীর দল হোটেলে বসে তোমার বাপের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করত, তোমার বাপ গেলেই চুপ করে থাকত। তোমার বাপ ক্রমে বুঝলেন, এখানে তাঁর জীবন আর কিছুতেই নিরাপদ নয়। কিন্তু সহসা স্থান ত্যাগ করা ত আর সম্ভব নয়। তিনি তাঁর প্রাণটি হাতে করে, অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হোয়ে, সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে বাস করতে লাগলেন।

এখানে যে দুই চার জন বাঙ্গালী ছিলেন, ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই তাঁরা ব্রহ্ম ত্যাগ করেন। সে সময় বাঙ্গালীদের মধ্যে থাকলেন, তোমার বাপ আর একটি ভদ্রলোক। এই বাঙ্গালীটি বাহিরে যদিও বিদ্রোহীদের একজন বলে পরিচয় দিতেন, কিন্তু তলে তলে তিনি তোমার বাপেরই পক্ষে ছিলেন। বিদ্রোহীদের আদেশে, তোমার বাপের সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে, তোমার বাপ যখন হোটেলের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি তোমার বাপের সম্মুখে এক টুকরা কাগজ ফেলে দিয়ে, কোন কথা না কয়ে' চলে গেলেন। তোমার বাপ সেখানা নিয়ে পড়ে দেখ্‌লেন, তাতে লেখা আছে—"রাত ১২টার আগেই পালিয়ে যেয়ো"।

এই সংবাদে তোমার বাপ বিশেষ ভাবিত হোয়ে পড়্‌লেন। সম্মুখে জোছনা রাত, পালাতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভব। চন্দ্র অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করারও যো নাই। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি তখনই স্থান

ত্যাগের সংকল্প করলেন। তখনও লোকগুলো ঘরে ফিরেনি, খনিতে কাজ কচ্ছিল। পালাবার এই সুযোগ অবহেলা করলে, শেষে বিপদ হোতে পারে, এই ভেবে তোমার বাপ নিজের রাইফেল্ বন্দুকটা ও কিছু টোটা নিয়ে ঘর হোতে বের হোয়ে পড়লেন। রাস্তায় তখন লোক ছিল না, তাঁর কার সঙ্গে দেখা হোল না। খানিকদূর যাওয়ার পর, তাঁর সেই বাঙ্গালী বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হোল। তিনি কিন্তু তোমার বাপের সঙ্গে কোন কথা কইলেন না।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে একটা উঁচু টিপির উপর বসে বিশ্রাম কচ্ছিলাম, তোমার বাপ সেখানে গিয়া যেই পোঁছিয়েছেন অমনি তাঁর কাণের কাছ দিয়ে একটা গুলি চলে গেল। তোমার বাপও যে দিক দিয়ে গুলিটা এসেছিল, সেই দিক লক্ষ্য করে' একটা গুলি ছুড়লেন। ঠিক সেই সময় পিছন হোতে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনে তিনি যেই সে দিকে চেয়েছেন, অমনি হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে তাঁর মাথার উপর দিয়ে গুলি চলে গেল। কিছুমাত্র বিচলিত না হোয়ে, তিনি তখন দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হোতে লাগলেন। এখানে পাহাড়টা ক্রমশঃ ঢালু হোয়ে গিয়েছে এবং এই ঢালু যায়গা হোতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু ছোট পাহাড় উঠেছে। তোমার বাপ মনে করলেন, এখানে যেতে পারলেই তাঁর অবস্থা নিরাপদ হবে। এই পাহাড়টার আড়ালে থেকে শত্রুর উপর গুলিবর্ষণ করবার পক্ষে তাঁর বিশেষ সুবিধা হবে। এই ভেবে তিনি সেই দিক লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর পিছন হোতে বন্দুকের শব্দ শোণা গেল এবং এক সঙ্গে দুটি গুলি এসে, একটা তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল, অপরটি তাঁর বাঁ হাত স্পর্শ করে গেল। এতেও মনোরঞ্জন ভয় না পেয়ে; ডান হাত দিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ক্রমশঃ ছোট পাহাড়টির দিকে অগ্রসর হোতে লাগলেন। প্রায় গিয়েছেন আর কি, এমন সময় পিছন

হোতে "মার" "মার" শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তাঁর মনে হোল, জীবনের আর আশা নাই। এই তৃতীয় আক্রমণকারীই যে সর্ব্বপ্রথম গুলি করেছিল, মনোরঞ্জন তাকে দেখেই তা বুঝতে পারলেন। তাঁর গুলি লেগে লোকটার বাঁ হাতখানা একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছিল। এমন গুরুতর আঘাত পেয়েও লোকটা যে একটু কাতর হোয়েছে, তার ভাবে তা কিছুমাত্র বোঝা গেল না। বাঁ হাতে ছুরী ধরে, "মার" "মার" শব্দ করতে করতে সে তীরবেগে মনোরঞ্জনের দিকে ছুটে আস্‌ছিল। মনোরঞ্জন এর আগে একে কখনও দেখেন নি। এ লোকটি মনোরঞ্জনের নিকট পৌঁছাতে না পৌঁছাতে তিনি ছোট পাহাড়ের কাছে গিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর অবস্থা নিরাপদ নয়। তাঁর আক্রমণকারীদের একজন তাঁর আগেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছিল। মনোরঞ্জন কিন্তু তা টের পাননি ; তিনি একবারে লোকটার গায়ে গিয়ে পড়লেন। তখন আর গুলি চালাবার সুবিধা হোল না। তিনি তাঁর বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার মাথায় এমন জোরে আঘাত করলেন যে সে তৎক্ষণাৎ অচেতন হোয়ে সেখানেই পড়ে গেল। একজনের হাত থেকে ত উদ্ধার হোলেন, এখন বাকি রইল আরও দুজন।

রাইফেল বন্দুকে আর সুবিধা হবে না মনে করে, মনোরঞ্জন সেটাকে মাটিতে রেখে, তাঁর রিভলবারটি বার করে' শক্রর অপেক্ষায় সেখানে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ বাদ সেই পূর্ব্বেকার লোকটি বিকট হাস্য করতে করতে তাঁর নিকটে এসে উপস্থিত হোল। মনোরঞ্জন তাকে লক্ষ্য করে পিস্তল ছুড়তে গেলেন, কিন্তু পিস্তলের ঘোড়া পড়ল না। মাটি হোতে রাইফেলটা তুলে নেবারও তখন আর সময় ছিল না। উপায়ান্তর না পেয়ে মনোরঞ্জন পিস্তলটা ছুড়ে তার মাথায় আঘাত করলেন—সে তৎক্ষণাৎ সেইখানে পড়ে গেল। সে ব্যক্তি উঠে মনোরঞ্জনকে আক্রমণ করার পূর্ব্বেই

তিনি দৌড়িয়ে গিয়ে তাকে চেপে ধরলেন। দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে তুমুল কোস্তাকুস্তি হোল। কে হারে, কে জিতে কিছুই বোঝা গেল না।

কিন্তু এই প্রবল শত্রুর সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত লড়া মনোরঞ্জনের পক্ষে অসম্ভব হোয়ে পড়ল। তাঁর মুখ লাল হয়ে গেল; চোক দুটো বেরিয়ে পড়ার মত হোল। তিনি একবারে শ্রান্ত হোয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। শত্রু তখন তাঁর বুকের উপর চেপে বসে, তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করতে লাগল। এ অবস্থাতেও মনোরঞ্জন কিন্তু তাকে ছেড়ে দিলেন না। দুই হাত দিয়ে তাকে জোরে চেপে ধরে' রেখেছিলেন। ওঃ! সে সময়টিতে মনোরঞ্জনের মনের অবস্থা ঠিক বর্ণনা করা যায় না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শিবরতন কিছুক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তিনি নীরবে, এক দৃষ্টে শুধু সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। তার পর ধীরে ধীরে জড়িত স্বরে কহিলেন—আমার তখন কেবলই ভয় হচ্ছিল, লোকটা বুঝি তার খাপের মধ্য হোতে ছুরী বের করে' আমার গলায় বসিয়ে দিবে। তার হাতখানাকে যে শক্ত করে' ধরব আমার সে সময় ততটুকু শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। বড় বড় আঙ্গুলগুলো দিয়ে, সে আমার গলাটা টিপে ধরার মত করল। তার পর কি হোল আমার ঠিক মনে নাই। আমার শুধু এইটুকু মনে আছে, সে সময় শুধু আমার মৃতা পত্নীকে মনে পড়ে, আমার একমাত্র পুত্রকে মনে পড়ে; আর আমার জন্মভূমিকে মনে পড়ে। তার পর আমার যেন মনে হয়, লোকটা আমার গলা ছেড়ে দিয়ে, আমার বুকে ছুরী বসাবার জন্যে ছুরী তুলেছিল; ঠিক সেই সময়টিতে আমি যেন একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পাই। সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই ছুরীখানা তার হাত থেকে আমার এক পার্শ্বে পড়ে যায় এবং সেও আমার বুকের উপর পড়ে গেল। তার পর কি হয়, আমার একটুও মনে নাই। আমার যখন জ্ঞান হোল—

দেখলেম,—আমার সেই বাঙ্গালী বন্ধুটি একটু একটু করে আমার মুখে ব্র্যাণ্ডি দিচ্ছেন। ললিত, আমার সেই বন্ধুটিই তোমার বাপ।

শিবরতন যখন তাহার কথা শেষ করিল, তখন সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদের কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। যে পাহাড়টিতে মনোরঞ্জন ও তাহার শত্রুর লড়াই হয়, সেটি এখান হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। দীন নিস্পন্দনয়নে সেই পাহাড়টির দিকে চাহিয়া রহিয়া তাহার পিতার অদ্ভুত সাহস ও প্রত্যুৎপন্ন-মতির কথা চিন্তা করিতেছিল। এত দিন পরে তাহার পিতাকে পাইয়াছে বলিয়া কোন প্রকার হর্ষ বা বিস্ময় না প্রকাশ করিয়া, সে সময় শুধু তাঁহার অতীত বিপদ ও আশ্চর্য্য আত্মরক্ষার কথাই মনের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল। এই শিবরতনকে দীন ত পূর্ব্বেই দেখিয়াছে, কেন যে সে সময় তাহার মনে কোন সংশয় জন্মায় নাই, এই মনে করিয়া দীন কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। তাহার জেঠা মহাশয় ও শিবরতনের মধ্যে চেহারার এমন সৌসাদৃশ্য ছিল যে, ইহাঁদের একজনকে দেখিলে, অন্যজন তাঁহার বিশেষ আত্মীয়, সে সম্বন্ধে মনের মধ্যে তর্ক না উঠিয়া যায় না!

ললিত শিবরতনের ইতিহাস শুনিয়া এতদূর বিস্মিত হইয়াছিল যে, সে সে সময়ে কোন কথাই বলিতে পারিল না। ললিতের বাপ, ছেলের শিক্ষার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য শিবরতনের কাছে টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, ললিত সেই অর্থেই লেখা পড়া শিখিয়াছে—শিবরতন এই কথা সর্ব্বদাই বলিত বটে; কিন্তু সেটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, ললিত আজ তাহা বুঝিতে পারিল! শিবরতনকে ললিতের অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, কিন্তু এ সময় তাহা অনুচিৎ ভাবিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মন্মথ বাবু নীরবে শিবরতনের কথা তাঁহার মনের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন। এতদিন শিবরতনের সমস্ত ব্যাপারই তাঁহার কাছে একটা

বিকট রহস্য বলিয়া মনে হইত, আজ শিবরতনের নিজের কথায় তাহা একবারে পরিষ্কার হইয়া গেল। মন্মথ বাবু একবার শিবরতনের, আর একবার দীনর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তিনি যে কেন এমন ভাবে চাহিতেছেন, দীন তাহার মনের মধ্যে তাহা বুঝিতে পারিয়া, ধীরে ধীরে শিবরতনের কাছে গিয়া "বাবা" বলিয়া তাঁহার বুকে নিজের মাথাটি রাখিল। শিবরতনও তাহাকে দুই হাত দিয়া সস্নেহে চাপিয়া ধরিলেন। কিছুক্ষণ তাঁহাদের কেহই কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর, শিবরতন কহিলেন—বাবা দীন, আমার উপর কি তোমার রাগ হয়? আমাকে বাপ বলে গ্রহণ করতে কি লজ্জা বোধ কর?

দীন—সে কি কথা বাবা? আমার শুধু এই দুঃখ হয়, তুমি বেঁচে আছ অথচ আমাদের কোন খবর দিলে না।

শিবরতন তখন ললিতকে কহিলেন—বাবা ললিত, তোমার বাপের কাছে আমার যে কত বড় ঋণ, তা'ত এই মাত্র আমার মুখে শুনেছ। তোমার বাপ বন্দুক বড় একটা নাড়তেন না, তাঁর হাতের লক্ষ্যও তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু এবার তাঁর লক্ষ্য অব্যর্থ হয়েছিল। চল, এখান হোতে আমরা অন্য কোথায় যাই, এখানে থাকলে, সেই ভয়ঙ্কর দিনটিকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারব না।

মন্মথ বাবু কহিলেন—বেশ, তাই হোক্ কিন্তু যাবার আগে, আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাই শিবরতন, তুমি যে কে, কি একটা হেঁয়ালীর মত এ প্রশ্নটা সর্ব্বদাই আমার মনের মধ্যে তোল পাড় করত; আজ আমি সেই হেঁয়ালীর ঠিক অর্থটি করতে পেরেছি—মানুষের মধ্যে তুমি যেন বাঘ; আর ডাক্তার চৌধুরী, তুমি কি জান? তুমি হচ্ছ, বাঘের বাচ্ছা।

পিতা পুত্রের মিলনের পর, দু'দিন খুব আনন্দেই কাটিয়া গেল। তৃতীয়

দিনে দীনর আর এখানে থাকিতে ভাল লাগিল না। যে স্থখলতার সঙ্গে সে ইচ্ছা করিয়াই কথা কহে নাই, যাহার সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্যই সে উৎসাহ ভরে এখানে আসিয়াছে, আজ তাহাকেই দেখিবার জন্য, তাহার মুখের একটি কথা শুনিবার জন্য, সন্ধ্যার নীরবতার মধ্যে তাহার কণ্ঠের একটি গান শুনিবার জন্য, দীনর হৃদয়ে ব্যাকুলতার আর অন্ত থাকিল না। তখন এই পাহাড়ে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার আর মন টিকিতে চাহিল না।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর তাহারা সকলে মান্দালয়াভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু হায়! যাহার উদ্দেশে দীন আজ মান্দালয়ে ছুটিতেছে, সে কি আর সেখানে আছে? অসহ্য বেদনা বুকে করিয়া, সে যে তাহাদের মান্দালয়ে আসিবার পূর্ব্বেই মেমিয়োতে চলিয়া গিয়াছে।

৭৯

"দেখ সরোজ, তোমার মত দুর্ব্বলচিত্ত মেয়ে, আমি আর দুটি দেখি নি, আমরা যখন ইস্কুলে পড়্তাম, তখন তুমি কেমন ছিলে, আর আজ তুমি কি হয়েছ, একবার ভেবে দেখ ত? যে নর-পিশাচের ছলনায় ভুলে, তোমার এই সর্ব্বনাশটি হয়েছে, তুমি কি না এখনও তার মায়া ছাড়তে পারনা? সে ত একটা খুনী, জুয়াচোর! ধরাপড়ার ভয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তবু তুমি তার পিছন ছাড়তে পারলে না? মানুষের যে এমন অধঃপতন হয়, এ আমি কখন জানতাম না।"

একখানি চেয়ারে বসিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া সরোজ কাঁদিতেছে, আর তাহার পাশে দাঁড়াইয়া, চারুশীলা তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে।

মুখের কাপড় সরাইয়া, নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া সরোজ কহিল— কি করব বল বোন্? কত চেষ্টা করেছি ওকে ভুলতে, ওকে ঘৃণা করতে কিন্তু আমার সব চেষ্টাই বিফল হোল। মানুষ একটা কুকুর পুষলে, তাকে যতটুকু স্নেহ করে, আমার প্রতি ওর অতটুকু স্নেহ বা মমতা নাই, সে কি

আমি জানি না? তবু ওর সন্ধানে আমি এতদূর পর্য্যন্ত না এসে থাকতে পারলেম না। এসে দেখলেম—ও আর একজনের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ক্রুদ্ধ স্বরে চারু কহিল—ওর উপযুক্ত কাজই বটে! কিন্তু তুমি এখানে কি কচ্ছিলে? নিশ্চয় কোন ভাল কাজ নিয়ে যে তুমি এখানে আছ, এ আমার কোন মতেই মনে হয় না। আচ্ছা, আমাকে দেখে, অমন ক'রে পাশকেটে পালাবার চেষ্টা কচ্ছিলে কেন বল ত? নিতাইকে সাহায্য করবার জন্যেই কি তোমার এখানে থাকা? সরোজ, আমার কথা শোন, আমার কাছে—কিছু লুকোতে চেষ্টা করোনা আমাকে তোমার বন্ধু বলে মনে কর।

সরোজ—আমি কোন মন্দ কচ্ছি না, এ কথা তোমাকে নিশ্চয় বলছি।

এই বলিয়া সরোজ আবার কাঁদিতে লাগিল।

চারুশীলা কিছুক্ষণ কোন কথা কহিল না তাহার পর কহিল—না বল, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমার বিশ্বাস—নিতাইকে তার পাপে সহায়তা করবার জন্যই তোমার এখানে থাকা। আমি এখনই পুলিশ ডেকে, তাকে ধরিয়ে দিব। তা হোলে আর যাই হোক, তোমাকে ত এই পাষণ্ডের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারব।

কাঁদিতে কাঁদিতে সরোজ কহিল—তোমার পায়ে পড়ি, এমন কাজ করোনা। আমি সব বল্‌ছি; তুমি পুলিশ ডেকো না।

চারু—আচ্ছা, ডাকব না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, আমি তোমাকে যা বল্‌ব, শুনবে, কোন আপত্তি করবে না?

সরোজ—কি বল্‌বে, বল?

চারু—বল, তুমি এখানে থাকবে না, আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাবে। আর একটা কথা এই যে, নিতাই এখানে কার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফিরছে, আর তুমিই বা তাকে কি সাহায্য কচ্ছ, সমস্ত কথা খুলে বল?

সরোজ—পারিত, তোমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাব। কিন্তু পারব বলে ত মনে হয় না।

চারু—আমি সেকথা শুনতে চাই না; যাবে কি না তাই বল? যদি না যাও, আমি নিতাইয়ের কথা নিশ্চয় পুলিশে জানাব। এখন যা ভাল মনে হয়, কর।

সরোজ—নিতাইকে ছেড়ে থাকা যে আমার পক্ষে কতদূর শক্ত ব্যাপার তা তুমি ঠিক বুঝবে না। তা যত শক্তই হোক্, আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

চারু—বেশ কথা। এখন আমার অন্য প্রশ্নের উত্তর দ্যাও? তুমি এখানে কি কচ্ছিলে, তাই বল?

সরোজ—একটি নির্দোষ মেয়েকে নিতাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা কচ্ছিলাম। আহা! কত ভাল সে মেয়েটি! তাকে দেখে অবধি তার উপর আমার নিজের বোনের মত স্নেহ জন্মেছে।

চারু—কি সর্ব্বনাশ? শুনলে যে গা কেঁপে উঠে। কে সে মেয়েটি সরোজ? আচ্ছা, এখন থাক—পরে শুনব। আমাকে সুখলতাদের বাড়ী যেতে হচ্ছে। এখনই ফিরব। তুমি ততক্ষণ যাবার জন্যে প্রস্তুত হোয়ে থাক। এখনি আমার সঙ্গে যেতে হবে, কোন কথা শুনব না তোমার।

সরোজ—সুখলতা? আহা! সে বেচারাও তোমারই মত দীন বাবুকে ভালবেসেছে!

লোকে সহসা ভয় পাইলে যেমন চমকিয়া উঠে, সরোজের কথা শুনিয়া তাহারও ঠিক সেই দশা হইল। তাহার মুখখানি যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারুশীলা চলিয়া গেলে, সরোজ সেইখানে বসিয়া, আজিকার সমস্ত ব্যাপার মনের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—চারুকে নিতাইয়ের কথা বলিয়া, সে ভাল করে নাই; ইহাতে নিতাইয়ের বিপদ-

সম্ভাবনা বাড়িয়াছে ভিন্ন কোন অংশে কমে নাই। কিন্তু না বলিয়াই বা সে কি করে? চারুশীলা ত যেমন তেমন মেয়ে নয়! সেত সহজে ছাড়িবার পাত্রী নয়।

নিতাইয়ের জীবন যে এখানে কোন মতেই নিরাপদ নয়, সে বিষয়ে সরোজের মনে আর কোন সন্দেহই রহিল না।

সরোজ স্থির করিল—চারুশীলা না আসিতে আসিতে সে নিতাইকে একখানা চিঠি লিখিয়া সাবধান করিয়া দিবে। এই স্থির করিয়া সে তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

চারুশীলা যখন ফিরিয়া আসিল, সে দেখিতে পাইল, সরোজ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

চারু কহিল—বেশ, বেশ; তুমি ত যাবার জন্যে প্রস্তুত দেখ্‌ছি। কিন্তু যাই বল সরোজ, নিতাইকে ও চিঠি কিছুতেই দেওয়া হবে না।

এই বলিয়া চারুশীলা টেবিলের নিকট গিয়া চিঠিখানা লইয়া দেখিল—তাহাতে সতীশচন্দ্রের নাম লেখা। চারু একটু হাঁসিয়া কহিল—বটে, নিতাই বাবু এখানে এসে সতীশ হয়েছেন! সরোজ আর বিলম্ব করোনা। শীগ্‌গির এস। আমাকে এখনি মেমিয়োতে যেতে হবে। সুখলতা যে এখানে নাই, কই সে কথা ত বলনি? নিতাই বোধ করি সেখানেই গিয়ে থাকবে। দেখ দেখি, সরোজ, তোমার বুদ্ধির দোষে কি একটা ভীষণ অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা হোয়ে দাঁড়িয়েছে?

ত্রস্তভাবে সরোজ কহিল—সুখলতা যে এখানে নাই, মেমিয়োতে, গিয়েছে তাড়াতাড়িতে তোমাকে সে কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। আর দেখ, চারু, নিতাই কখনও সেখানে যায় নি—যেতেই পারে না। সুখলতা যে মেমিয়োতে, ও তা জানবে কি করে'? আমি ওকে এসম্বন্ধে কোন কথাই বলিনি।

চারু—না গিয়ে থাকেত মঙ্গল। আর দেরি করে কাজ নাই। ব্যাগটা

নিয়ে শীগ্‌গির বের হোয়ে পড়। মিছে কেঁদে ফল কি? এখন কাজ করার সময়—নিজের অপরাধের প্রতিকারের সময়।

তাহারা বাহির হইয়া গাড়ীর জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় দূর হইতে "চারু চারু" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সত্যশরণ বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সত্যশরণ কহিলেন—চারু, তুইত বেশ লোক দেখছি! কথা নাই, বার্ত্তা নাই একবারে নিরুদ্দেশ। আমি ভাবলেম, তুই বুঝি পথ ভুল করে' হারিয়ে গিয়েছিস।

চারু একটু হাসিয়া কহিল—হাঁ, দাদা, তোমার কথা আমি একবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তা বেশ হয়েছে। আমরা মেমিয়োতে যাচ্ছি, তুমিও চলনা? ভারী সুন্দর স্থান এই মেমিয়ো; সেখানে গেলে তোমার স্বাস্থ্যেরও অনেক উন্নতি হবে।

এমন সময় একখানা গাড়ী আসিল। তাহারা সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, চারুশীলা কহিল—দাদা, এঁকে জান? ইনি আমার একজন বাল্যবন্ধু, নাম সরোজ।

সত্যশরণ বাবু সরোজকে নমস্কার করিলেন। সত্যশরণ কহিলেন—দেখ চারু, আমি তোদের সঙ্গেই যাব ঠিক—তোরা একটুখানি অপেক্ষা করতে পারিস না? আমি একবার দীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দীনর নাম শুনিয়া, চারুশীলা যেন চমকিয়া উঠিল। সে একবার সত্যশরণের মুখের দিকে চাহিয়া সরোজের দিকে চাহিল, তাহার পর কহিল—ডাক্তার চৌধুরী যে এখানে, সে কথাত আমাকে কেও বলে নি? দীন যে মান্দালয়ে এসেছে, বোধ করি, সুখলতা তা জানে না।

সরোজ—তা কেন হবে? সুখলতা জানে বৈ কি। দীন বাবু এসেছেন বলেইত, সে মেমিয়োতে চলে গিয়েছে।

চারু—তা হোলে, দীনবাবুকেও সঙ্গে লওয়ার আবশ্যক। হাঁ দাদা, দীনবাবু থাকেন কোথায় জান ?

তারপর, কি ভাবিয়া কহিল—না, দীনবাবুকে এখন সঙ্গে নেবার আবশ্যক নাই। যদি দরকার হয়, পরে দেখা যাবে।

মেমিয়ো মান্দালয় জেলার একটা মহকুমা। মান্দালয় হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে, অনেক উচ্চে অবস্থিত। স্থানটি খুবই ভাল ! ব্রহ্মের ছোটলাট গ্রীষ্মের সময় এখানেই থাকেন। সে সময় এখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। মেমিয়ো যে শুধু স্বাস্থ্যকরস্থান, তাহা নহে,—এখনকার প্রকৃতির শোভাও অতিশয় মনমুগ্ধকর। যে দিকেই চাহনা কেন,—বড় বড় সেগুন, দেবদারু ও য়্যাস্ গাছ এবং নানাজাতীয় বেনুবনে তোমার নয়ন আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবে না। এই সকল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া কত রকমেরই যে লতা উঠিয়াছে, তাহার সীমা নাই—তাহাদের ফুলেরই বা কি বাহার ! এখানে যত রকমের অর্কিড দেখতে পাওয়া যায়, এমন বোধ হয় আর কোথাও নহে। বর্ষাগমে এই সব অর্কিড্ যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন এস্থানটি যে একবার দেখিয়াছে, সে আর জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না। লিলী, কারনেশন্, গোলাপ, জেরেনিয়াম্, পেটুনিয়াস, ফ্লোকস্. মারগুয়েরিটেস্ পুষ্পে স্থানটি বার মাসই পুষ্পিত। এখানকার শীতও যেমন বেশী নহে—গ্রীষ্মও তেমন প্রবল নহে। এখানকার বাতাসে এমন একটা বিশুদ্ধতা ও জীবন-সঞ্চারিনী শক্তি আছে, যাহাতে এখানে আসিবামাত্রই, শরীর ও মনের এক প্রকার স্বচ্ছন্দতা না অনুভব করিয়া থাকা যায়না। ভূতলে মেমিয়োকে স্বর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৮০

সুখলতা যে সময় মেমিয়োতে আসিয়াছিল, তখন মেমিয়োর সীজন্ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মের ছোটলাট দলবল-সহ নীচে নামিয়া গিয়াছেন; সেই সঙ্গে এখানকার গৌরব ও জাঁকজমকও অনেকটা হ্রাস হইয়াছে।

সুখলতা এখানে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আসিয়াছে, অন্ততঃ তাহার দাদা-মহাশয়ের সেইরূপই বিশ্বাস। কিন্তু সুখলতার রোগটি যে কি এবং তাহার প্রতিকারের উপায় কি, একথা সুখলতা যেমনটি জানে এমন আর কে জানিতে পারে? সঞ্জীববাবু মনে করিয়াছিলেন, মেমিয়োতে পা দিবামাত্রই, সুখলতার শরীর সারিতে আরম্ভ করিবে; কিন্তু ফলে তাহা হইতে দেখা গেল না।

এখানে আসিয়া, সুখলতার অবস্থা আরও শোচনীয় হইতে লাগিল।

আজ বিকাল বেলাটা সে একরকম বেড়াইয়াই কাটাইয়াছে। বেড়াইয়া সে যখন বাসায় ফিরিল, তখন সূর্য্যাস্তের বিলম্ব ছিল। সুখলতা দীনর নামযুক্ত বইখানি লইয়া, বাহিরের ঘরে একখানি চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল; তাহার ঘরের সম্মুখের জানালার মধ্যে দিয়া, দূর পর্ব্বতচূড়ায় সূর্য্যাস্ত দেখা যায়।

সুখলতা এক মনে তাহাই দেখিতেছিল। সে আজ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দীনর সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া, সে অকারণ মন খারাপ হইতে দিবে না। কিন্তু জোর যত অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়, জোর ততই কমিয়া আসিতে থাকে। সুখলতারও আজ ঠিক সেই অবস্থাটি ঘটিয়াছে। তাহার প্রতিজ্ঞা আর টিকিল না; দেখিতে দেখিতে একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকার সমস্ত বিশ্বটাকে যত শীঘ্র গ্রাস করিতেছিল, দীনর চিন্তা তদপেক্ষা দ্রুতবেগে আসিয়া, সুখলতার ভবিষ্যৎকে যেন একটা নিবিড় নিরাশার অন্ধকারে গাঢ়তর তমোময় করিয়া তুলিতেছিল। সুখলতা কাঁদিয়া ফেলিল। বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে সুখলতা কহিল—আমার এই গোপন মর্ম্মবেদনা, আমি কারো কাছে প্রকাশ করব না—তাঁর কাছেত নই-ই—এমন কি চারুদিদির কাছেও নয়। তাঁরা যেভাবে আছেন, তেমনি থাকুন।

সুখলতার কথা শেষ হইতে না হইতে, অন্ধকারের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "কিন্তু চারুদিদি তা আগেই টের পেয়েছে।"

যে ইহা বলিল, তাহার কণ্ঠটি কি মধুর! তাহার স্বরে কি আশ্চর্য্য সহানুভূতি ও করুণা!

সুখলতা চমকিয়া উঠিয়া, ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—একটি রমণী, তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। রমণী একবারে তাহার কাছে গিয়া, তাহাকে অপনার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহভরে কহিল—সুখ, আমি এসেছি; তোর মর্ম্মের গোপনকথাটি আজ টের পেয়েছি বোন; ভয় নাই, তোর কোন ভয় নাই সুখ,—আর তোকে এমন ক'রে কাঁদতে হবে না বোন; আমি তোকে সুখী করব বলেই এসেছি।

এতক্ষণ যে অশ্রু পড়ে নাই, দেখিতে দেখিতে সেই অশ্রু দুই চোক দিয়া উছলিয়া পড়িল। বড় বড় ফোটাগুলি কিছুতেই বাধা মানিল না। সুখলতা কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠদিয়া কথা বাহির হইল না। চারুশীলার কাঁধের উপর সুখলতা তাহার মুখখানি লুকাইয়া রাখিল। তখন তাহার কান্না যেন একবারে ফাটিয়া বাহির হইল।

চারুশীলা সে সময় কোন কথা কহিল না। সে শুধু তাহাকে দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তাহার পর চারুশীলা সুখলতাকে ধীরে ধীরে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিয়া, নিজে তাহারই পাশে ভূমিতে বসিয়া পড়িল।

এখন কি করা কর্ত্তব্য? চারুর মনে, সে সময় শুধু এই প্রশ্নই বার বার উদিত হইতে লাগিল।

যদিচ চারু সুখলতাকে বলিয়াছে বটে, সে তাহার গোপনকথাটি টের পাইয়াছে, কিন্তু তখনও চারুর মনে সুখলতাসম্বন্ধে যে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়াছে, তাহা নহে।

চারুশীলা তখন দীন ও সুখলতা সংক্রান্ত ব্যাপারটি মনের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল। দীন যে সুখলতাকে ভালবাসে, একথা চারু দীনর মুখেই শুনিয়াছে; দীন তাহাকে আরও বলিয়াছে যে, সুখলতা অপর একজনকে ভালবাসে। আচ্ছা, সুখলতা যদি অপর একজনকে ভালবাসিয়া থাকে, তবে কে সেই ব্যক্তিটি? নিতাই ত নিশ্চয় নয়। দীনর সঙ্গে সুখলতার যখন প্রথম পরিচয় হয়, নিতাইকে সে তখন চক্ষেও দেখে নাই। এ লোকটি কে তবে? আবার সুখলতার মুখে চারু এইমাত্র শুনিল—তার গোপন কথাটি 'তাঁকে' বলবে না। কাকে বলবে না? আমার বিশ্বাস এ নিশ্চয় দীন বাবুই হবেন। সরোজের মুখে চারু শুনেছে দীনবাবু মান্দালয়ে এসেছেন বলেই সুখলতা মেমিয়োতে এসেছে। দীনর কাছে যে ও কিছু লুকোতে চায়, সুখলতার ব্যবহারে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা কি? সে অন্য একজনকে ভালবাসে, সেই কথাটি কি? না, তা হোতেই পারে না, কেননা সরোজ তাকে বলেছে, সুখলতা দীনকেই ভালবাসে। কিছু না, যত গোল এই সরোজই পাকিয়ে তুলেছে। সরোজ হয়ত সুখলতাকে বুঝিয়েছে—দীন চারুকেই ভালবাসে, সুখলতাকে ভালবাসে না; এইজন্যেই হয়ত সুখলতা বলছিল, তার গোপন কথাটি তার কাছে কিছুতেই প্রকাশ করবে না। তা হোলে এ অবস্থায় কি করা উচিৎ? বোধ হয় দীনবাবুকে এখানে একবার আনতে পারলেই, সব গোল মিটে যায়।

এইরূপ স্থির করিয়া, চারুশীলা সুখলতার বেষ্টন হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে মুক্ত করিয়া কহিল—সুখ, তোর রোগটি যে কি, আমি টের পেয়েছি, এর ওষুধও যে কি, তাও আমি ভাল করেই জানি। অমন ক'রে হতাশ হোয়ে আর বসে থাক্‌তে হবে না। আমি একবার নীচে যাচ্ছি। তুইও আয়না?

সুখলতা—আমি ভারি ক্লান্তি বোধ কচ্ছি, একটু পরে যাব।

চারু—আচ্ছা সুখ, তুই ত প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গান করতিস্, এখন কি তা একবারে ছেড়ে দিয়েছিস্ ?

একটা গভীর শ্বাস ফেলিয়া, সুখলতা কহিল—দিদি, এ জীবনের মত, গান গাওয়া শেষ হয়েছে !

চারু—বটে নাকি ? আচ্ছা কাল দেখা যাবে।

এই বলিয়া চারুশীলা সেখান হইতে একবারে টেলিগ্রাফ্ অফিসে গেল। দীন কোথায় আছে সে সংবাদ সে তাহার দাদার নিকট হইতে পূর্ব্বেই জানিয়াছিল। সে সেই ঠিকানায় দীনকে একটা জরুরী তার পাঠাইল।

বাসায় ফিরিয়া চারু দেখিল, তাহার দাদা সত্যশরণ বাবুর যেন কেমন ভাবান্তর ঘটিয়াছে। তিনি একস্থানে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছে; তাঁহার ভাব দেখিয়া চারুর সন্দেহ হইল, কি একটা প্রবল আবেগ তাহার দাদার মনকে আশ্রয় করিয়া বসিয়াছে। চারু দেখিল, তাহার দাদা ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে-ছেন এবং পাগলের মত আপন মনে বকিয়া যাইতেছেন।

চারুশীলা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—দাদা ও দাদা, অমন কচ্ছ কেন ? ব্যাপারখানা কি বল ত ? শরীর ভাল আছে ত ?

চলিতে চলিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সত্যশরণ বাবু কহিলেন—ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিস্ ? ব্যাপারের কি অন্ত আছে বোন্ ? শরীর কেমন, জানতে চাস্ ? কেন আমাকে কি রুগ্ন দেখাচ্ছে ? মেয়ে মানুষের স্বভাবই ওই ! সব সময় শরীরই খারাপ দেখে। আমি কিন্তু চারু এখন খুব ভাল আছি। এত ভাল জীবনে কখনও থাকি নি।

এই বলিয়া পাগলের মত হাসিয়া, পুনরায় পায়চারী করিতে লাগিলেন।

চারু কহিল—দাদা অমন ক'রে বেড়াবে কতক্ষণ ? লোকে যে তোমাকে পাগল বল্‌বে ?

সত্যশরণ—আমি পাগল? তুই জানিসনা চারু আজ আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে? আজ যে আমার মহা আনন্দের দিন! এত দিন পরে পাষণ্ডটাকে হাতে পেয়েছি। সু—র মৃত্যুর আজ প্রায়শ্চিত্ত হবে। সমাজের আজ একটা মহা মঙ্গল সাধিত হবে। কার দ্বারা হবে জানিস্? আমার দ্বারা। পাষণ্ডটা আজ আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

চারু—দাদা, তোমার কথা আমি বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পাচ্ছি না? কে সে পাষণ্ড?

সত্যশরণ—কেন? নিতাই। আজ তাকে পথে দেখেছি যে। আমি মান্দালয়ের পুলিশকে তার করেছি। তারা এল বলে। নিতাই, তোমার আর এবার রক্ষা নাই!

সত্যশরণ বাবু যে কাহার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিলেন চারু তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। সুশীলার বিষয় সে ইহার পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই। ব্যাপারটা জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হইল বটে, কিন্তু এ সময় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয় ভাবিয়া, চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর সত্যশরণ বাবুকে অনেকটা শান্ত হইতে দেখা গেল। তিনি বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। চারুশীলা সেখান হইতে সুখলতার কাছে গেল! দুইজনের অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলাপ চলিল। সুখলতার গোপন-কথাটি চারুশীলার আর জানিতে বাকি থাকিল না। সে তখন মনে মনে কহিল—দীনবাবুকে আসিতে বলিয়া ভালই করিয়াছে।

৮১

মান্দালয়ে পৌঁছিয়া দীন যখন টের পাইল, সুখলতা এখানে নাই—মেমিয়োতে গিয়াছে,—তখন আর তাহার নিরাশার সীমা থাকিল না।

মন্মথ বাবুর বাসার বারান্দায় বসিয়া, সে শুধু মেমিয়োর কথাই চিন্তা করিতেছিল। মেমিয়ো এখান হইতে বেশী দূরে নহে—স্থানটিও দেখিবার

যোগ্য, বেড়াইবার উদ্দেশে যদি একবার মেমিয়োতে যাই, তাহাতে দোষের কথা এমন কি থাকিতে পারে ?

মন্মথ বাবুও দীনর নিকটেই বসিয়াছিলেন ; তিনি নীরবে সুখলতা ও তাহার ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন ! সুখলতার জন্য তাঁহার মন অতিশয় ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুখলতাকে সুখী করা, তাঁহার মনের একান্ত ইচ্ছা—কিন্তু তাহাকে সুখী করা যে তাঁহার সাধ্যের অতীত !

দীন ও মন্মথ বাবু যখন এইরূপে চিন্তায় নিমগ্ন, সেই সময় দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগিয়া, তাঁহাদের চিন্তা-স্রোত ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা তখন সেখান হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় বেয়ারা আসিয়া দীনর হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল। দীন একমনে কয়েকবার তাহা পাঠ করিল। চারুশীলা যে মান্দালয় আসিয়াছে, এ সংবাদ সত্যশরণ বাবুর মুখে সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছে ; কিন্তু সে মন্দালয় হইতে সহসা মেমিয়োতে গেল কেন ? এবং সেখান হইতে দীনকে যাইবার জন্য তারই বা করিল কেন—ইহার কারণ দীন কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

মেমিয়োতে যাইবার জন্য দীনর মনে ইচ্ছা না ছিল, এমন নহে; চারুশীলার টেলিগ্রামটি পাইয়া, ইচ্ছাটা আরও যেন প্রবল হইয়া উঠিল। টেলিগ্রামটা মন্মথ বাবুর হাতে দিয়া, দীন কহিল—চারুশীলা নামে আমার একটি মহিলা-বন্ধু মেমিয়ো হোতে আমাকে এই তার পাঠিয়েছেন। এই টেলিগ্রামের ভাব আমি ত কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারলেম না। সেখানে যাবার—বিশেষতঃ এখনই যাবার কেন যে আবশ্যক—আমি কল্পনাও করতে পাচ্ছি না।

মন্মথ বাবু কোন কথা না কহিয়া, টেলিগ্রামটা একবার পড়িয়া, দীনর হাতে ফিরাইয়া দিলেন। তাহার পর চিন্তাকুল অবস্থায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ

করিলেন। সুখলতার মুখে মন্মথ বাবু এক দিন শুনিয়াছিলেন, দীন চারুকে ভালবাসে; এই চারুই দীনকে যাইবার জন্য তার করিয়াছে। দীন যদি সেখানে যায়, তাহা হইলে সুখলতার যে কি দশা হইবে, সেই কথা ভাবিয়া মন্মথ বাবু বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন।

দীনকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, মন্মথ বাবু কহিলেন—তা; হোলে ডাক্তার চৌধুরী কি স্থির করলে? মেমিয়োতে যাবে নাকি?

দীন—একবার ভাবছি যাই, আবার মনে কচ্ছি গিয়ে কাজ নাই। কি যে করি, স্থির করতে পারি নি। আজ রাত্রের মধ্যে যা হয় একটা করে নেবো। সকালে মেমিয়ো যাবার গাড়ী আছে ত?

মন্মথ—তা আছে বৈকি। ১০টার গাড়ীতেই যাওয়া সব চেয়ে সুবিধা-জনক। আমি যতবার গিয়েছি, ১০টার গাড়ীতেই গিয়েছি।

হাই তুলিতে তুলিতে দীন কহিল—সে না হয়, কাল সকালে ঠিক করা যাবে। আজ বড় ক্লান্ত হোয়ে পড়েছি। এখন একটু ঘুমাবার চেষ্টা করা যাক্‌গে।

এই বলিয়া সে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। শয়ন করিল বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিল না। সে বিছানায় পড়িয়া চারুশীলার এই টেলিগ্রামের কথাই মনের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল—চারু এক দিন তাহাকে কহিয়াছিল—সুখলতার সহিত মিলনের পথে যদি কোন বিশেষ বাধা না থাকে, তাহা হইলে, সে তাহা ঘটাইতে চেষ্টা করিবে। চারুশীলা কি সেইজন্যই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে? কে জানে?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দীন ঘুমাইয়া পড়িল। সে বেশীক্ষণ ঘুমায় নাই; এমন সময় মন্মথ বাবু একটা আলো হাতে করিয়া, দীনর ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—ডাক্তার চৌধুরী ঘুমিয়েছ নাকি?

মন্মথ বাবুর ডাকে দীনর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—মন্মথ বাবু, আপনি যে এখানে? ব্যাপার কি বলুন ত? সব ভাল ত?

মন্মথ—ব্যাপার এমন কিছুই নয়। তোমার ব্যস্ত হবার কোন কারণ নাই। আমি বলছিলাম কি—তোমার কাল মেমিয়োতে না যাওয়াই ভাল। এর পর, না হয়, একদিন আমি সঙ্গে করে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো। আপাতত তুমি সেখানে যাওয়ার সংকল্পটা ত্যাগ কর, দীন।

বিস্মিতকণ্ঠে দীন কহিল—এখন যাওয়া ভাল নয়, তার মানে? চারুশীলা এমন করে' হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠাল কেন, তাইত এতক্ষণেও বুঝে উঠতে পারিনি, আপনি আবার তার উপর ব্যাপারটা আরও রহস্যময় করে' তুললেন।

মন্মথ—চারুশীলা তোমাকে কেন ডেকেছেন, দীন, তুমিত তা, না জান এমন নয়; আমি তোমাকে শুধু এই কথাটি বলতে এসেছিলাম,—যদি তুমি এ অবস্থায় সেখানে যাও,—একটি নির্দ্দোষ মর্ম্ম-পীড়িতা মেয়েকে অকারণ বেদনা দেওয়া হবে। আহা! বেচারীর দুঃখের আর অন্ত নাই। কাজ কি, অকারণ তার দুঃখ বাড়িয়ে?

দীন—আমি আপনার কথার বিন্দু-বিসর্গও বুঝে উঠতে পারলেম না। আমার কাছে সবই যেন হেঁয়ালী ঠেকছে। এ হেঁয়ালীর অর্থ কি, তা জানবার জন্য, আমাকে কালই মেমিয়োতে যেতে হবে। এতে আমার অদৃষ্টে যাই কেন ঘটুক না!

দীনকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে শুনিয়া, মন্মথ বাবু আর তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া কহিলেন—দীন, সুখলতা তোমাকে ভালবাসে এবং—এই পর্য্যন্ত বলিয়া মন্মথ বাবু আর বলিতে পারিলেন না।

দীন শুইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। তাহার গায়ের কাপড়ে মন্মথ বাবুর হাতের বাতিটা নিবিয়া গেল। ঘর একবারে অন্ধকার হইয়া

পড়িল। দীন খাট হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, আলনার কাছে গেল। আলনা হইতে কোটটি লইয়া গায়ে পরিল। কোটের পকেটে কয়েকটি টাকা ছিল, ঝন্ ঝন্ করিয়া মেজেতে পড়িয়া গেল। দীনর সে দিকে লক্ষ্যই নাই। সে সেই অন্ধকারের মধ্যে মন্মথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—মন্মথ বাবু বলুন শীগ্‌গির, এখন মেমিয়োর গাড়ী আছে কিনা? নিশ্চয় আছে, আপনি হয় ত ঠিক জানেন না।

মন্মথ বাবু আলোটা জ্বালিয়া দেখেন—দীন উল্টা করিয়া কোট পরিয়াছে! তাহার এই অদ্ভুত ব্যস্ততা মন্মথ বাবুর সকল ভয়, সকল সংশয় মুহূর্ত্তের মধ্যে দুর করিয়া দিল। দীন যে চারুকে ভালবাসে না—সুখলতাকেই ভালবাসে—এ বিষয়ে তাঁহার মনে আর কোন সন্দেহই রহিল না।

দীনর এই অদ্ভুত বেশ ও ব্যস্ততা দেখিয়া মন্মথ বাবু না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি হো, হো করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন; এমন প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে অনেক দিন হাসিতে দেখা যায় নাই।

মন্মথ—ডাক্তার চৌধুরী, কাপড়-চোপড় পরে এত রাত্তিরে কোথায় যাবে মনে করেছ? মেমিয়োতে? সেখানে যাবার কি আর এখন গাড়ী আছে?

দীন—গাড়ী নাই? আপনাদের বর্ম্মার ট্রেণের ব্যবস্থা ত ভাল নয়। রাত্রে গাড়ী থাকবে না, এ তো ভারী অন্যায়।

মন্মথ—৭টার এদিকে আর গাড়ী নাই। ৭টার গাড়ীতে বোধ করি, তোমার যাওয়া ঘটবে না—তুমি ভারী ক্লান্ত বলছিলে না? হয়ত ৭টার আগে তোমার ঘুমই ভাঙ্গবে না।

দীন—না, না, ৭টার গাড়ীতেই যেতে হবে। আজ কাল ৭টায় খুব বেলা হয়। সাড়ে ছটার আগেই ষ্টেশনে পৌঁছাতে হবে।

মন্মথ—আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু দীন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সত্যি বলবে? তুমি কি সত্যি সুখলতাকে ভালবাস? তবে যে সুখলতা বলে, তুমি চারুকে ভালবাস।

বিস্মিতভাবে দীন কহিল—চারুকে ভালবাসি! কোন মূর্খ সুখলতাকে এ কথা বলেছে? তাকে যেদিন প্রথম দেখি, সেই থেকে আমি তাকেই ভালবাসি। সেই হোতে দিন-রাত আমি তারই ধ্যান করে' আসছি। আমার মনে এই সন্দেহ ছিল যে, সুখ অন্য কাউকে ভালবাসে, আমাকে—না। তা হোলে, ললিত বাবুকে, কি অন্য কাউকে সে—

মন্মথ বাবু তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন—তুমি নির্ব্বোধ, তাই একথা মনে স্থান দিয়েছিলে। ললিত অবশ্য সুখলতাকে ভালবাসত। বেচারা ললিতের জন্যে বাস্তবিকই মনের মধ্যে কষ্ট হয়; কিন্তু তুমি আজ আমাকে যে আনন্দ ও সুখ দিলে, তাতে কোন কষ্টই আর কষ্ট বলে বোধ হয় না। দীন তুমি যে রত্ন লাভ করলে, সেটিকে অমূল্য বলে মনে করো। সুখলতার মত ভাল মেয়ে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তুমি নিশ্চয় সুখী হবে। তা হোলে, এখনকার মত ওঠা যাক; তুমিও আর রাত করোনা, ঘুমোবার চেষ্টা করগে, যাও। আমি চাকরদের বলে রাখ্‌ছি—৬টার মধ্যেই চা করে' তোমাকে ডেকে দিবে।

৮২

দীনর নিকট সে রাত্রিটা যেন অসম্ভব দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল। সে কত বার ঘড়ি খুলিয়া দেখে, রাত আর যায় না; অবশেষে সত্য-সত্যই প্রভাত হইল। পূর্ব্বদিকে উষার অরুণরেখা দেখা দিল। দীন তাড়াতাড়ি উঠিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তখন বেলা হইয়াছে, তথাপি চায়ের কথাটি নাই। দীনর বড় বিরক্তি বোধ হইল। সে মনে মনে মন্মথ বাবুর চাকরদের বিস্তর গালি দিল। কিছুক্ষণ পর চা ও খাবার লইয়া একজন উপস্থিত হইল। দীন চা-টুকু খাইল, খাবার স্পর্শও করিল না। সে চা পান করিয়া যেই উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় মন্মথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মন্মথ বাবু কহিলেন—কি হে দীন, এর মধ্যে খাওয়া শেষ! এখনও ত ঢের সময় আছে, অত তাড়াতাড়ি কিসের?

দীন—না, না, আর দেরী করা উচিৎ নয়। আমি যা খাবার, তা খেয়ে নিয়েছি। আপনিও যাবেন বুঝি? তা হোলে একটু শীগ্‌গির করে' সেরে নিন। দেরী করলে ট্রেণ মিস্‌ করতে হবে। একটু হাসিয়া মন্মথ বাবু কহিলেন—না, গো, না এখনও ঢের সময় আছে। এখান হোতে ১৫ মিনিট থাক্‌তে বের হলেই হবে। তুমিত কিছুই খাওনি দেখ্‌ছি। আমি কিন্তু বেশ করে না খেয়ে উঠ্‌ছি না। তোমার যদি বেশী তাড়াতাড়ি থাকে, ষ্টেশনে যেতে পার। গাড়ী তৈরী, তোমাকে ষ্টেশনে রেখে এসে, আমাকে নিয়ে যাবে। যাবার সময় পথে আমার একটা কাজ করো, সঞ্জীবের বাড়ীতে শিবরতন আছে, তাকে এই চিঠিখানা দিয়ে যেয়ো।

দীন—অত সময় কি হবে? আপনি কিন্তু বেশী দেরী করবেন না যেন। এই বলিয়া দীন তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

চা পান করিতে করিতে মন্মথ বাবু ভাবিলেন—বাপরে! কি তাড়াতাড়ি! আজ দুখানা পাখা পেলে, বোধ করি, দীনর আর আনন্দের সীমা থাকে না!

মন্মথ বাবু যখন ষ্টেশনে গেলেন, গাড়ী ছাড়িবার তখনও ৫ মিনিট দেরী ছিল। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িল। দীন যতক্ষণ গাড়ীতে ছিল, তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, গাড়ী যত দ্রুত যাওয়া উচিৎ, তাহা একবারে চলিতেছে না।

সে মন্মথ বাবুকে কহিল—এখানকার ইঞ্জিনগুলির শক্তি আরও বেশী হওয়া উচিৎ।

মন্মথ বাবু কোন কথা না কহিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী মেমিয়োতে আসিয়া পৌঁছিল। মান্দালয় হইতে আরও দুইটি লোক, মন্মথ বাবুদের সঙ্গে মেমিয়োতে নামিয়াছিল। ইহারা

পুলিশ কর্ম্মচারী। মেমিয়োতে নামিয়াই, ইহারা নিতাইকে গ্রেপ্তার করিয়া, তাহার হাতে হাতকড়ি দিয়া মান্দালয়ে লইয়া গেল।

চারুশীলা দীনর আশায় বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল। দীনকে দেখিবামাত্র সে কহিয়া উঠিল—ডাক্তার চৌধুরী, এ আপনি ঠিক স্থানটিতে আসতে পারেন নি—আপনার ওই সামনের পাহাড়টিতে যাওয়া উচিৎ ছিল। আপনার প্রাণপাখীটি এক ঘণ্টা আগে, ওখানে গিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে। চলুন তবে, পথটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। আপনার সঙ্গে এ ভদ্রলোকটি কে বলুনত ?

দীন—মন্মথ বাবু, ইনিই আমাদের সেই চারুশীলা।

চারুশীলা মন্মথ বাবুকে নমস্কার করিয়া কহিল—আসুন মন্মথ বাবু, এই ঘরে বসুন। আপনাকে বেশীক্ষণ একেলা থাকতে হবে না; আমি দীন বাবুকে পথটা দেখিয়ে দিয়ে, এখনই ফিরছি।

দীনকে সঙ্গে করিয়া চারুশীলা পাহাড়ের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর গিয়া চারু কহিল—আমার আর যাওয়ার দরকার নাই; আপনি এই পথ ধরে' চলে যান্, তা হোলেই আপনার অভীষ্ট স্থানটিতে পোঁছাতে পারবেন। কেমন দীন বাবু, মনে পড়ে, আমি একদিন আপনাকে বলেছিলাম—সুখলতার সঙ্গে আপনার মিলন ঘটিয়ে দিব ? দেখুন, আমি আমার কথা রেখেছি কি না ? যান, তবে ওই দিকে চলে যান্, ভূতলে স্বর্গের সন্ধান পাবেন। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে চারুশীলা ফিরিবার উদ্যোগ করিল।

শিশুকে মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকারের মধ্যে ফেলিয়া, তাহার জননী ঘরের বাহিরে গেলে, সে যেমন কম্পিত দেহে মায়ের দিকে চাহিয়া থাকে; ভাবের আধিক্যে দীনও সেই রকম কম্পিত কলেবরে কিছুক্ষণের জন্য চারুশীলার দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর, চারুশীলার প্রদর্শিত পথ দিয়া, সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিল। পথটি গ্রামখানিকে পশ্চাতে রাখিয়া, পাহাড়ের

উপর চলিয়া গিয়াছে। ইহাকে পথ বলিলে অন্যায় বলা হয়—ইহা নিতান্ত এবড়-থেবড়, অতিশয় বন্ধুর। এই বন্ধুর পথ দিয়া, সুখলতা কি করিয়া গেল, দীনর মনে বারবার সেই কথা উঠিতেছিল। না জানি সে সময়, তাহার কোমল চরণে সে কত না ব্যথা পাইয়াছে? পথটি এঁকিয়া বাঁকিয়া, পাহাড়ের উপর উঠিয়াছে। দীন কিছুদূর গিয়া দেখিল, পাহাড়ের স্কন্ধদেশে আসিয়া পথটি যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। এখানকার বাতাস অপেক্ষাকৃত শীতল বলিয়া বোধ হইল। দীন দেখিল, তাহার মাথার উপর দিয়া দলে দলে মেঘ আকাশে ভাসিয়া যাইতেছে। ইহাদের একটি যেন তাহার দেহকে স্পর্শ করিয়া গেল। এখানে দাঁড়াইয়া দীন কিছুক্ষণের জন্য চারিদিক চাহিয়া দেখিল—সুখলতার কোনই সন্ধান পাইল না। তাহার মাথার উপর খণ্ড খণ্ড মেঘ কেবলই আসে আর চলিয়া যায়—তাহাদের কালো ছায়া পর্ব্বতের কালো অঙ্গকে আরও যেন কৃষ্ণতর করিয়া তুলে।

দীন কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া আরও উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় একখানা সাদা মেঘ আসিয়া দীনকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার চারিদিক যেন কুহেলিকায় ছাইয়া ফেলিল। নিকটের কিছুই দেখা যায় না। দীন ভাবিল, সুখলতা হয়ত এতক্ষণ অন্য পথ দিয়া নীচে নামিয়া থাকিবে। এই মনে করিয়া সেও পর্ব্বতাবরোহণের ইচ্ছা করিল—কিন্তু সে ইচ্ছা সে তখনই মন হইতে দূর করিয়া দিল। দীনর ভয় হইল, হয়ত সুখলতা আরও দূরে গিয়া, কুয়াসায় পথ ভুলিয়াছে। এই ভাবিয়া দীন যে পথে আসিয়াছে, সেইপথ দিয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। খানিক দূর গিয়া দীন দেখিল, পথটি যেন একটি বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এখানে নিকটের কোন জিনিসই একবারে দেখিবার জো ছিল না। একটা জমাট কুয়াসা যেন দিকদিগন্ত গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। এই মেঘাকীর্ণ ভীষণ নির্জ্জনতার মধ্যে, দীন কোন দিক যাইবে, স্থির করিতে

না পারিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত চুপ করিয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিল। এমন সময় কাহার অস্পষ্টসঙ্গীত কুয়াসার নীরবতা ভেদ করিয়া মন্দ মন্দ তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সে পরে সেই গানের শব্দের গতি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিল। যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া দীন অগ্রসর হইতে লাগিল। সে যতই যায়, গানের শব্দ ততই স্পষ্ট শুনিতে পাইল। কি আশ্চর্য্য! দীন প্রতিদিন যে গান স্বপ্নে শুনিতে পায়, ইহা যে ঠিক সেই সঙ্গীত! তবে কি সুখলতাই গান গাহিতেছে? না, দীন স্বপ্ন দেখিতেছে?

শীতল মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া, গানের শব্দের দিকে কান পাতিয়া দীন কেবলই চলিতেছে। কিছুদূর গিয়া, সে কোন দিকে যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া গানের শব্দের দিকে কান পাতিয়া, উৎসুখ-চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় সহসা সূর্য্য প্রকাশ হওয়ায় মেঘের আবরণ দূর হইয়া গেল। তাহার সুবর্ণ রশ্মি দীনর সম্মুখ দিক উদ্ভাষিত করিয়া তুলিল। দীন দেখিল, সুখলতাই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার সুধা-কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। একটা অসহ্য পুলকে দীন আত্মহারা হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে সুখলতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুখলতাও আর দূরে থাকিতে পারিল না,—সেও ক্রমশঃ দীনর দিকেই আসিতে লাগিল। দীনর এতদিনের স্বপ্ন আজ যেন সার্থক হইল।

দীনর পাশে আসিয়া তাহার হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সুখলতা কহিল "দীন!" দীন তাহাকে নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল 'সুখলতা'!

সমাপ্ত।

Col. K. P. Gupta M. A. M. D. F. R. C. S. D. P. H. I. M. S.—A thorough and comprehensive treatise. Will prove useful and instructive work to all readers and might be introduced with profit into Medical and other Schools.

Major N. P. Sinha M. D. I. M. S.—I am sure all our people are under great obligation to you for your book. Many Graduates of medicine of our University will find it a useful reading and the Hospital Assistants and Native Doctors must benefit greatly.

Nilratan Sarker M. A. M. D.—Fellow of the Calcutta University.—An interesting and admirable pamphlet.

Roy Chunilal Bose Bahadur—M. B. F. C. U. F. C. S.—I know of no other book in Vernacular in which the subject has been so exhaustively treated.

R. G. Ker L. R. C. P.—It is an excellent and up-to-date book.

Upendra Bramhachary M. A. M. D. F. C. U.—Teacher of Medicine Camp. Med. School.—A popular book like yours was badly wanting in Bengal and this want has been removed by you.

Hem Chandra Sen M. D.—A very good book on Malaria. I shall be very happy to hear of its extensive circulation.

Rama Prasad Bagchi M. D.—Teacher, Agra Medical School—The chapters on the symptoms, and treatment of the different varieties of Malaria will be very useful to village practitioners of Bengal.

Kali Krishna Bagchi M. B.—An excellent book. Will be useful to medical and lay men alike.